প্রহসনের বিচার

আদালতের কাঠগড়ায়
আল্লামা সাঈদী

দ্বিতীয় খন্ড

শহীদুল ইসলাম

প্রহসনের বিচার

আদালতের কাঠগড়ায় আল্লামা সাঈদী

দ্বিতীয় খণ্ড

(২৭ সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা)

সম্পাদনা

শহীদুল ইসলাম

প্রকাশনায়

সেইভ বাংলাদেশ, ইস্ট লন্ডন, ইউ কে

www.pathagar.com

প্রহসনের বিচার
আদালতের কাঠগড়ায়
আল্লামা সাঈদী
দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
শহীদুল ইসলাম

প্রকাশনায়
সেইভ বাংলাদেশ, ইস্ট লন্ডন, ইউ কে

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১২

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
সাঈদ

গ্রন্থস্বত্ব
সম্পাদক

দাম : ৩৫০/- টাকা

Price : US $ 8, 6 British Pound

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন
সাঈদীর কলিজার টুকরা জৈষ্ঠ্য সন্তান
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাসসিরে কুরআন
মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী'র
রুহের মাগফিরাত কামানায়।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এই নামটি। বিশ্বের যে প্রান্তেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান আছে সেই প্রান্তের মানুষই কম-বেশি এই নামটির সাথে পরিচিত পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মোফাসসিরে কুরআন। তার তাফসীর শুনে হাজার হাজার মানুষ পবিত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। অনেকে নামে মুসলমান বা জন্মগত মুসলমান কিন্তু আমল ছিল না– এমন লাখো মানুষ তাদের জীবন ইসলামের আলোকে বদলে নিয়েছেন একজন দ্বীনদার ঈমানদার ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে। পবিত্র কুরআনের স্পীকার তিনি। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পিরোজপুর-১ আসন থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ৮ম সংসদে তিনি ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কুরআনের তাফসীরকারক হিসেবে তিনি যেমন সমাজ সংস্কারে অবদান রেখেছেন তেমনি জাতীয় সংসদে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি যেখানেই তাফসীর মাহফিল করতে যান সেখানেই লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়। আর এই জনপ্রিয়তাই হয়েছে তার জন্য কাল। দেশি-বিদেশি ইসলামবিরোধী চক্র তার বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ ষড়যন্ত্র করে আসছে তার অংশ হিসেবেই ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হওয়া আওয়ামী মহাজোট সরকার থামিয়ে দেয় তার কুরআনের বাণী প্রচারের সব কার্যক্রম। ২০১০ সালের ২৯ জুন তার ঢাকার শহীদবাগস্থ বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর ১৭টি মামলায় জড়ানো হয়। দিনের পর দিন রিমান্ডে নিয়ে মানসিক নির্যাতন করা হয় কুরআনের পাখিকে। সর্বশেষ তাকে জড়ানো হয় ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায়। ১৯৭১ সালে যার কোনো পক্ষেই ভূমিকা ছিল না সেই মানুষটিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি হারিয়েছেন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার মাকে। আর মিথ্যা মামলায় বিচার দেখতে দেখতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মধ্যেই হার্ট এ্যাটাক করে প্রাণ হারিয়েছেন তার বড় ছেলে রাফিক বিন সাঈদী। এরপর মাওলানা সাঈদী নিজেও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায়ই বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই বিচারের সংবাদ ফলাও করে পত্র-পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। পাঠকদের ব্যাপক আগ্রহের প্রেক্ষিতে এই বিচার প্রক্রিয়ার খবরগুলোই বই আকারে সংকলিত হলো।

শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

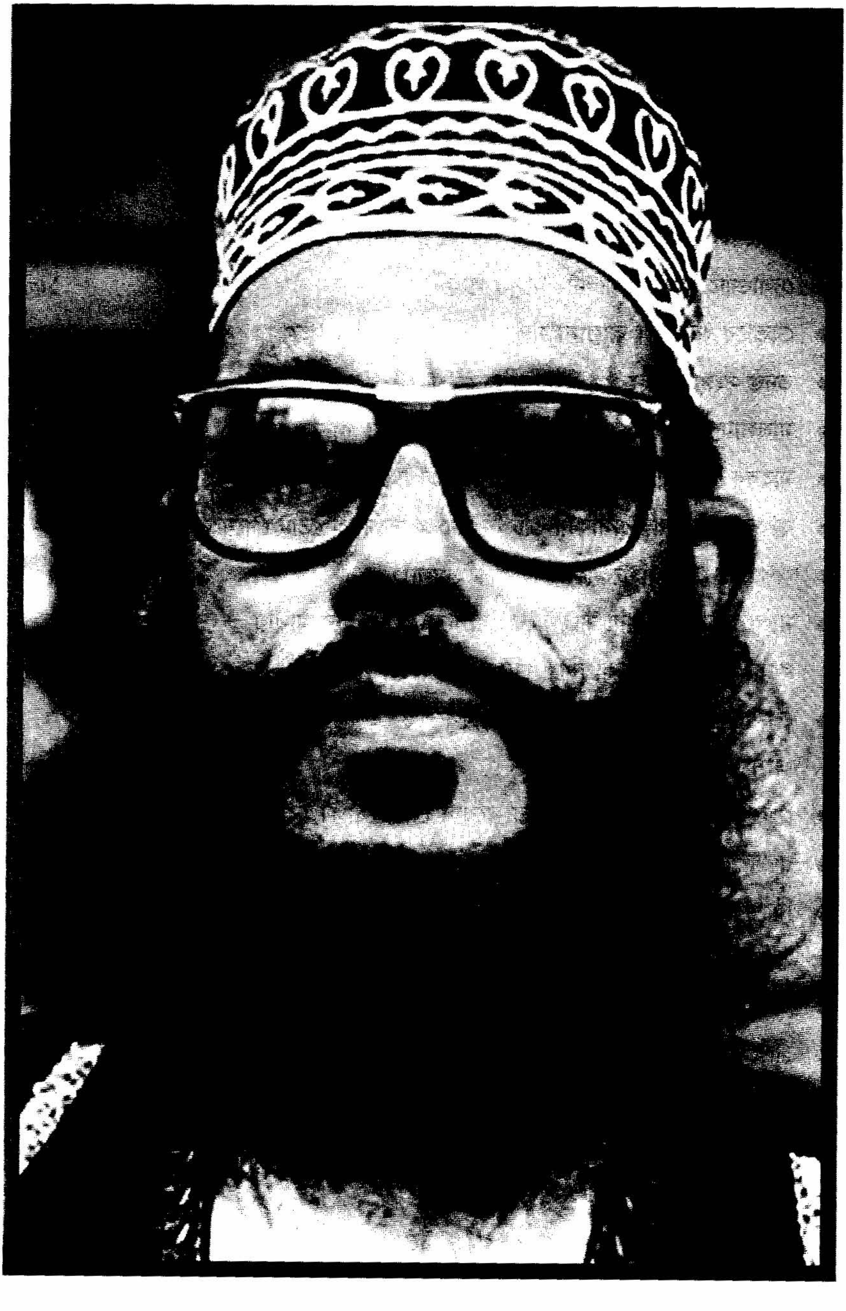

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- পবিত্র কুরআনের শপথ সব অভিযোগ মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা ০৯
- ষড়যন্ত্রের শিকার পবিত্র কুরআনের স্পীকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী- মাসুদ সাঈদী ১৫
- যেভাবে শুরু হল আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ ২৭
- তদন্ত সংস্থার ব্রিফকেসে ফটোকপির মেশিন! ৩১
- মামলার বাদী নিজে পান মুক্তিযোদ্ধা ভাতা স্ত্রী পান মাসে ৩০ কেজি চাল ৩৪
- মাহবুব হিন্দু বাড়ীতে চুরির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৩৭
- কথিত অপরাধের এলাকায় ৩টি নির্বাচনেই সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন সাঈদী ৪৭
- অপারেশন সার্চলাইট মানে আকস্মিক হামলা! ৫৭
- মালকোচা লুঙ্গি পরা সাঈদীকে বোগলে লুটের টিন মাথায় কাসা-পিতলের ঝাকা নিয়ে যেতে দেখেছেন সাক্ষী নবীন! ৬৭
- শেখানো কথা তোতা পাখির মত বললেও জেরাতে বেরিয়ে আসছে অসঙ্গতি ৭১
- খেলাপী ঋণের সুদ মওকুফের সুযোগ পেয়ে সাক্ষী হয়েছেন নবীন ৮৭
- রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের অপরাধ সাঈদীর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ৯৯
- বিশেষ ঠিকাদারী সুবিধা পাওয়ায় সাক্ষী হয়েছে মিজান ১১৫
- সুলতান আহমেদ কলাচোর ট্রলার চোর ভূমিদস্যু ১২২
- ভানু সাহার সাথে থাকতো বর্তমান ওলামা লীগ নেতা মোসলেম মাওলানা ১৩৮
- স্ত্রীর দায়েরকৃত মামলার প্রমাণপত্রেই বেরিয়ে এসেছে ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার আসল তথ্য ১৫৩
- বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতার ব্যবস্থা হওয়ার শর্তে সাক্ষী হয়েছেন মফিজ ১৬৬
- চুরির মামলার আসামী ও ভিক্ষুক সাক্ষী ১৭৯
- ভাবীকে পিটানোর অপরাধে জেল খেটেছে সাক্ষী মোস্তফা ১৮৪
- আলতাফ মুরগি ও মাছ চুরির দায়ে অভিযুক্ত ! ১৯৬

www.pathagar.com

- সাক্ষী বলতে পারেন না কত দিনে ধরে ওয়ার্ড আ'লীগের সেক্রেটারি ২১০
- মানিকের বাড়ী পোড়ানোর তারিখ মনে থাকলেও নিজেরটা জানেনা বাসুদেব ২১৯
- এ্যাটেম্প টু মার্ডার কেসে ৭ মাস হাজত খেটেছে আব্দুল জলিল ২৩৩
- মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগও নেই এমপি আওয়ালের ২৪৯
- দু'জন সাক্ষীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দেয়ার কথা স্বীকার করেছেন এমপি আওয়াল ২৫৪
- সাক্ষী সেলিম খান না আসায় মূলতবি ২৬৩
- ৭ বছরের শিশুর ছোট ৩ বোন ধর্ষিত হওয়ার কথা বলে ট্রাইব্যুনালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন গৌরাঙ্গ! ২৬৪
- ১৪ নম্বর সাক্ষীও চুরির আসামী ২৭৪
- অসুস্থতার দোহাই দিয়ে হাজির করা হয়নি সাক্ষী মধুসূদন ঘরামীকে ২৮১
- মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের উল্টো হুমকি দিয়েছিলেন সাক্ষী বাবুল ২৮২
- তদন্ত প্রতিবেদনের কপি আসামীপক্ষ পাবে না ২৮৩
- সাক্ষী সোলায়মান ৪ বার জেল খেটেছেন ২৮৬
- পেপার কাটিং দলিল কিনা তা নিয়ে দিনভার বিতর্ক ২৯৮
- পিআইবি ও বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে কর্মরত ৪জন সাক্ষী একদিনে ৩০১
- তদন্ত সংস্থার সংগৃহীত পত্রিকার শিরোনামে মাওলানা সাঈদীর নাম ছিল না ৩০২
- সাক্ষীর জন্য সিকবেড আর ডাক্তারের আয়োজন ৩০৪
- রাজাকার দেলোয়ার সিকদার স্বাধীনতার পর গণরোষে নিহত হয় ৩০৬
- হয় যা বলি তা বলো অন্যথায় জেলখানায় যাও ৩১৩
- সাঈদীর জন্য দোয়া করায় এক ওয়ায়েজ নিষিদ্ধ! ৩১৬
- সাক্ষী হোসেন আলী রাষ্ট্রপক্ষের শেখানো কথা জবানবন্দীতে বলেননি ৩১৭
- বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র মানবে না মুক্তিযোদ্ধারা ৩২০
- কথিত প্রত্যক্ষদর্শী কোন সাক্ষীই আর আসছে না ৩২১
- সাংবাদিক আবেদ খানের সাক্ষ্য প্রদান ৩২৩

www.pathagar.com

- আবেদ খানের জেরাকালে উত্তেজনাকর বিতর্ক ৩৩৩
- আদিবাসীদের ভূমি দখলকারী নড়াইল জেলা আ'লীগের সহ-সভাপতি হলেন সাক্ষী ৩৪৪
- নির্ধারিত সাক্ষী হাজির করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ ৩৫৪
- সাক্ষী হাজির করতে পারেন না তো ভদ্রলোকদের কষ্ট দেন কেন ? ৩৫৫
- সাক্ষীদের ঢাকায় নিতে মরিয়া ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল ৩৫৭
- সাক্ষী হাজিরা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় প্রসিকিউশন ৩৫৯
- মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আবারো সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ প্রসিকিউশন ৩৬৩
- সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয়ে বিপজ্জনক আবেদন ৩৬৫
- মাওলানা সাঈদী ও কামারুজ্জামানের মামলার তারিখ পরিবর্তন ৩৬৭
- ৪৬ জন সাক্ষীকে আদৌ হাজির করা সম্ভব নয় বলে জানালেন সরকার পক্ষ ৩৬৮
- ৪৬ সাক্ষীর তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেয়া বক্তব্য গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই -ব্যারিস্টার রাজ্জাক ৩৬৯
- তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ১৫ সাক্ষীর প্রদত্ত জবানবন্দী গ্রহণ করে আদেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল ৩৭৩

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের শপথ
সব অভিযোগ মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার চূড়ান্ত শুনানি গতকাল বৃহস্পতিবার (৬-১২-১২) শেষ হয়েছে। তবে রায়ের তারিখ ঘোষণা করেননি ট্রাইব্যুনাল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন ন্যায়বিচারের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য।

পাশাপাশি তিনি বলেন, আমরা প্রসিকিউশন বা ডিফেন্স কোন দিকেই তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিব না। আমরা রায় দিব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ফ্যাক্ট-ডকুমেন্টের ভিত্তিতে। রায়ের তারিখ পরে উভয় পক্ষকেই জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। শুনানি শেষে মাওলানা সাঈদী কুরআন হাতে বিচারকদের দেখিয়ে বলেন, এই কুরআন শপথ করে বলছি আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। কলেমায় বিশ্বাসী কেউ এত মিথ্যাচার করতে পারে না। জাহান্নামকে ভয় করে আপনারা বিচার করবেন। পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, ২০টি অভিযোগের একটিও তারা প্রমাণ করতে পারেনি। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ, তথ্য-উপাত্ত তারা আনতে পারেনি যার ভিত্তিতে মাওলানা সাঈদীকে একদিনের জন্যও শাস্তি দেয়া সম্ভব। ফলে মাওলানা সাঈদী বেকসুর খালাস পাবেন বলে আমরা

www.pathagar.com

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। অপরদিকে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, ২০টি অভিযোগের মধ্যে ১৯টি অভিযোগই আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে আশাবাদী যে এই আসামীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।

মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল বৃহস্পতিবার (৬/১২/১২) সকাল ১০টা ৫০ মিনিট থেকে শুরু হয় এডভোকেট মিজানুল ইসলামের আর্গুমেন্ট। মাঝখানে একটি অর্ডার এবং মধ্যাহ্ন বিরতির এক ঘণ্টা বাদে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলে শুনানি। গত ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বর শুরু হয় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের সাক্ষ্য প্রদান। সরকার পক্ষ তদন্ত কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২৮ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করে যারা জবানবন্দী দেয়ার পর আসামী পক্ষ তাদের জেরা করেছে। অপরদিকে আসামী পক্ষ ১৭ জন সাক্ষী হাজির করে। সব মিলিয়ে পূর্ণ এক বছরে এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানি শেষ হয় যা এখন রায়ের জন্য অপেক্ষমান। যে কোন সময় রায়ের দিন ধার্য করবেন ট্রাইব্যুনাল। বিগত ২০১০ সালের ২৯ জুন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথিত অভিযোগে মাওলানা সাঈদীকে আটক করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে '৭১-এর কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। এই আড়াই বছর ধরে তিনি জেলখানায় বন্দী আছেন। এরই মধ্যে তিনি হারিয়েছেন তার মাকে। তার কলিজার টুকরা বড় ছেলে বাবার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে বসে মিথ্যাচার শুনতে শুনতে হার্ট এ্যাটাক করে মারা যান।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, আমি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলার আপামর জনগণের অতি পরিচিত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। আল্লাহ সাক্ষী, তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দীনের রচিত দেলোয়ার শিকদার বর্তমান সাঈদী বা দেলোয়ার শিকদার ওরফে দেলু ওরফে দেইল্যা রাজাকার আমি নই। গণতন্ত্রের লেবাসধারী বর্তমান আওয়ামী সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত যুদ্ধাপরাধের দায় চাপানোর মিশন নিয়ে হেলাল উদ্দিনকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। মিথ্যাচার প্রতিষ্ঠায় স্বনামখ্যাত হেলাল উদ্দীন আমার বিরুদ্ধে ২০টি জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ এনে সরকারি ও দলীয় আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমার নাম বিকৃত করেছে। আমার পারিবারিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে লুটেরা, খুনী, ধর্ষক, নারী সরবরাহকারী, অগ্নিসংযোগকারী, পাক বাহিনীর দোসর, দুর্ধর্ষ রাজাকার, এক কথায় এই তদন্ত কর্মকর্তা মনের মাধুরী মিশিয়ে ৪ হাজার পৃষ্ঠার নাটক রচনা করেছেন আমার বিরুদ্ধে। কোনো মুসলমানের কলিজায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস থাকলে, মৃত্যুর ভয় থাকলে, পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় থাকলে, জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় থাকলে অন্য কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে শুধু আদর্শিক ও রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে এতো জঘন্য মিথ্যাচার করা আদৌ সম্ভব হতো না।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, মাননীয় আদালত, আজকের এই বিচার প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে দু'টি পর্বে শেষ হবে। একটি এই জাগতিক আদালতে আর অপরটি আখেরাতের আদালতে। আজ আমি এই আদালতের অসহায় এক নির্দোষ আসামী আর আপনারা বিচারক। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণে ক্ষমতার জোরে আমার প্রতি যদি জুলুম করা হয়, তাহলে আজকের দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ যারা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে আদর্শিক কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমার প্রতি জুলুমের প্রয়াস পাচ্ছেন তারা দ্বিতীয় পর্বের বিচারের দিন, কিয়ামতের দিন তারা নিঃসন্দেহে আসামী হবে। সেদিন আমি হবো বাদী। আর সর্ব শক্তিমান, রাজাধিরাজ, সম্রাটের সম্রাট, আকাশ ও জমীনের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি, সকল বিচারের মহা বিচারপতি আল্লাহ রাববুল আলামীন তিনিই হবেন সেদিনের আমার দায়ের করা মামলার বিচার প্রক্রিয়ার বিচারক। সূরা আত ত্বীনের ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা কি সকল বিচারকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?' 'সূরা দোখানের ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'একদিন আমি এদেরকে অবশ্যই কঠোরভাবে পাকড়াও করব এবং নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব।'

মাননীয় আদালত, আপনাদের এই আদালতে বসে যাঁর হাতের মুঠোয় আমাদের সকলের জীবন, সেই মহাশক্তিধর আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করছি। তাঁর পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে কসম করে বলছি, আমার নামে আপনাদের এ আদালতে যতগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে তার হাজার কোটি মাইলের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল না। উত্থাপিত অভিযোগের একটি বর্ণনাও সত্য নয়। আল্লাহর কসম! সব ঘটনা বা দুর্ঘটনার সাথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নাম যোগ করা হয়েছে। এ সকল অভিযোগের সাথে আমার দূরতম সম্পর্ক নেই।

মাননীয় আদালত, আমি আশা করি, সকল প্রকার রাগ-অনুরাগ ও সকল প্রকারের চাপ ও আদেশ নির্দেশের উর্ধ্বে উঠে সত্য ও মিথ্যা সার্বিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে আমার প্রতি জুলুম না করে ন্যায়বিচার করবেন। মহান আল্লাহ আপনাদের সে তওফিক দান করুন।

সুতরাং আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণে যিনি যতটা ষড়যন্ত্র করে, জঘন্য থেকে জঘন্যতর মিথ্যা মামলা দিয়ে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, মিথ্যা সাক্ষীর প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছেন, দেশ-বিদেশে অসংখ্য অগণিত মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাকে বঞ্চিত করেছেন, আমার প্রিয়জনদের কাঁদাচ্ছেন, কলংকের তিলক পরিয়ে আমাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন, আমি দোয়া করি আল্লাহ তাদের হেদায়াত করুন। আর হেদায়াত যদি তাদের নসীবে না থাকে তাহলে আমার এবং আমার প্রিয়জন, আমার কলিজার টুকরা সন্তান, বিশ্বব্যাপী আমার ভক্ত অনুরক্তদের যত চোখের পানি ফেলানো হয়েছে তাদের সকলের প্রতিফোটা

www.pathagar.com

চোখের পানি অভিশাপের বহ্নিশিখা হয়ে আমার থেকে শত গুণ যন্ত্রণা ভোগের আগে, কষ্ট ভোগের আগে আল্লাহতায়ালা যেনো তাদের মৃত্যু না দেন। মিথ্যাবাদী ও জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ অযুত ধারায় বর্ষিত হোক। আর জাহান্নাম যেন হয় এদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

এর পরপরই ৩ বিচারক এজলাস থেকে নেমে যান। রায় পরে হবে বলে জানান। এজলাস কক্ষের কাঠগড়ায় মাওলানা সাঈদীকে ঘিরে এ সময় প্রচন্ড ভিড় লক্ষ্য করা যায় সাংবাদিক ও আইনজীবীদের। তিনি সবার জন্য দোয়া করেন। বিশেষ করে তার আইনজীবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এডভোকেট মিজানুল ইসলামের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি তার জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করে বলেন, এটা আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মামলা। আপনি যে কষ্ট করেছেন এবং আপনাকে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কামনা করি আপনাদের সাথে যেন জান্নাতে আমার দেখা হয়। এ সময় চোখের পানিতে তার লাল দাড়ি ভিজে যায়। এজলাস কক্ষ থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বলেন, আমি সিকদারও নই, রাজাকারও নই। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হয়েছে। আশা করি বিচারকরা ন্যায় বিচার করবেন। এরপর মাওলানা সাঈদীকে হাজতখানায় নেয়া হলে সেখানে তিনি আসরের নামায আদায় করেন। পরে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

গতকালের চূড়ান্ত যুক্তি পেশকালে রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম এই মামলায় প্রসিকিউশন উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের নানা অসংগতি তুলে ধরেন। কয়েকটি অভিযোগের ওপর তার অসমাপ্ত যুক্তি গতকাল পেশ করেন।

মিজানুল ইসলাম বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ২০১০ সালের ১৮ আগস্ট মামলার তদন্তের জন্য প্রথম পিরোজপুর যান। প্রসিকিউশনের ডকুমেন্টে রয়েছে যে তদন্ত কর্মকর্তা ১৭ আগস্ট ২০১০ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা সেন্টুর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তদন্ত শুরুর আগে তিনি জবানবন্দি নিলেন কিভাবে। এতে প্রমাণ হয় যে, তদন্ত কর্মকর্তা এই মামলায় তদন্তের শুরু থেকেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। ৪নং সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদার এখানে সাক্ষী দিতে এসে বলেছেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা নন। আর ১২ নং সাক্ষী মাওলানা সাঈদীর প্রতিদ্বন্দ্বি সংসদ সদস্য আওয়াল সাহেব এসে বললেন, সুলতান হাওলাদার আমার সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন মর্মে সার্টিফিকেট দিয়েছি।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, মাওলানা সাঈদীর নামের সাথে সিকদার ছিল মর্মে কোন ডকুমেন্ট তারা দাখিল করতে পারেনি। পিতার নামের সাথে সিকদার ছিল মর্মেও কোন ডকুমেন্ট তারা দাখিল করতে পারেনি। গতকাল যে আর এস পর্চা দাখিল করা হয়েছে তা ১৯৬৪ সালের বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ বানানো। বানানো যে তার প্রমাণ হলো তাতে পিরোজপুর জেলা লেখা আছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে কি

www.pathagar.com

পিরোজপুর জেলা ছিল? আমার কাছে ১৯৪৫ সালের ডকুমেন্ট আছে যাতে আছে মাওলানা সাঈদীর পিতার নাম ইউসুফ সাঈদী। তার দাখিল পরীক্ষার সার্টিফিকেট তারাই দাখিল করেছে। তাতে নিজের নাম দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং পিতার নাম ইউসুফ সাঈদী আছে। তাদের ডকুমেন্টেই কোথায়ও সিকদার নেই। অথচ প্রখ্যাত এই মোফাসসিরে কুরআনকে দেলোয়ার সিকদার বানিয়ে তার অপরাধ মাওলানা সাঈদীর ঘাড়ে চাপিয়ে তারা শাস্তি দিতে চায়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশে একটি মিথ্যা কাহিনী রচনা করা হয়েছে।

মিজানুল ইসলাম বলেন, যশোরে রওশনের বাড়িতে সাঈদী সাহেব ছিলেন এটা সত্য। কিন্তু সময়টা সম্পর্কে যা তারা বলছে তা সত্য নয়। রওশনকে তারা সাক্ষী করেনি। তার পরিবারের কোন সদস্য বা গ্রামের কোন ব্যক্তিকেও সাক্ষী করা হয়নি। অনেক দূরে বাড়ি এমন এক আওয়ামী লীগ নেতাকে সাক্ষী করা হয়েছে। এটা কি গ্রহণযোগ্য। আর রওশন আমাদের সাক্ষী হয়ে এসে বললেন, সাঈদী সাহেব তার বাড়িতে ছিলেন ১৯৭১ সালেল এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। আর সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো এই সময়ের মধ্যেই।

তিনি বলেন, তারাই একবার বলেছে সাক্ষী দিয়ে যে স্বাধীনতার আগে থেকেই সাঈদী সাহেব মাহফিল করে বেড়াতেন। আর বলছে '৭১ সালে তেল, নুন বেচতেন। এর কোনটা সত্য ধরব। ১৯৭৩ সালে মাহফিল করার কথা বলছেন। আবার বলছেন স্বাধীনতার পরে পালিয়েছিলেন ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে কোনটা সত্য।

তিনি বলেন, সাক্ষী মুকুন্দ চক্রবর্তী ও মোকেম ঠাকুর এক ব্যক্তি বলে আইও উল্লেখ করেছেন। তাকে মৃত দেখানো হয়েছে শেখরের জবানবন্দিতে। আর ৮/৮/১২ তারিখে তারা দরখাস্ত দিয়ে বললেন ২১/৪/১২ তারিখে মারা গেছে। এক ব্যক্তি দুবার মরে কিভাবে? ইব্রাহিম কুট্টির হত্যার বিষয়ে তার স্ত্রী মমতাজকে সাক্ষী করা হয়নি। ১৯৭২ সালে তার দায়েরকৃত মামলার ডকুমেন্টও দাখিল করা হয়নি শুধুমাত্র মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে এজন্য। তার স্ত্রী এজাহারে বলেছেন ১ অক্টোবর তার শ্বশুর বাড়িতে মারা যায়। আর অভিযোগে বলা হয়েছে সাঈদী সাহেবের নির্দেশে ৮ মে মানিক পসারীর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে খালের ওপর ব্রিজের ওপর গুলী করে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে কার তথ্য সঠিক। তার স্ত্রীর মামলার ডকুমেন্ট না অন্য কিছু? থানার রেকর্ড তদন্ত কর্মকর্তা আনেননি যা তার আয়ত্বের মধ্যেই ছিল।

মিজানুল ইসলাম বলেন, মাওলানা সাঈদীকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার ও মামলা সাজানো হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের তারা বিচার চান না। তারা শাস্তি চান একজন প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতার।

৭-১২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

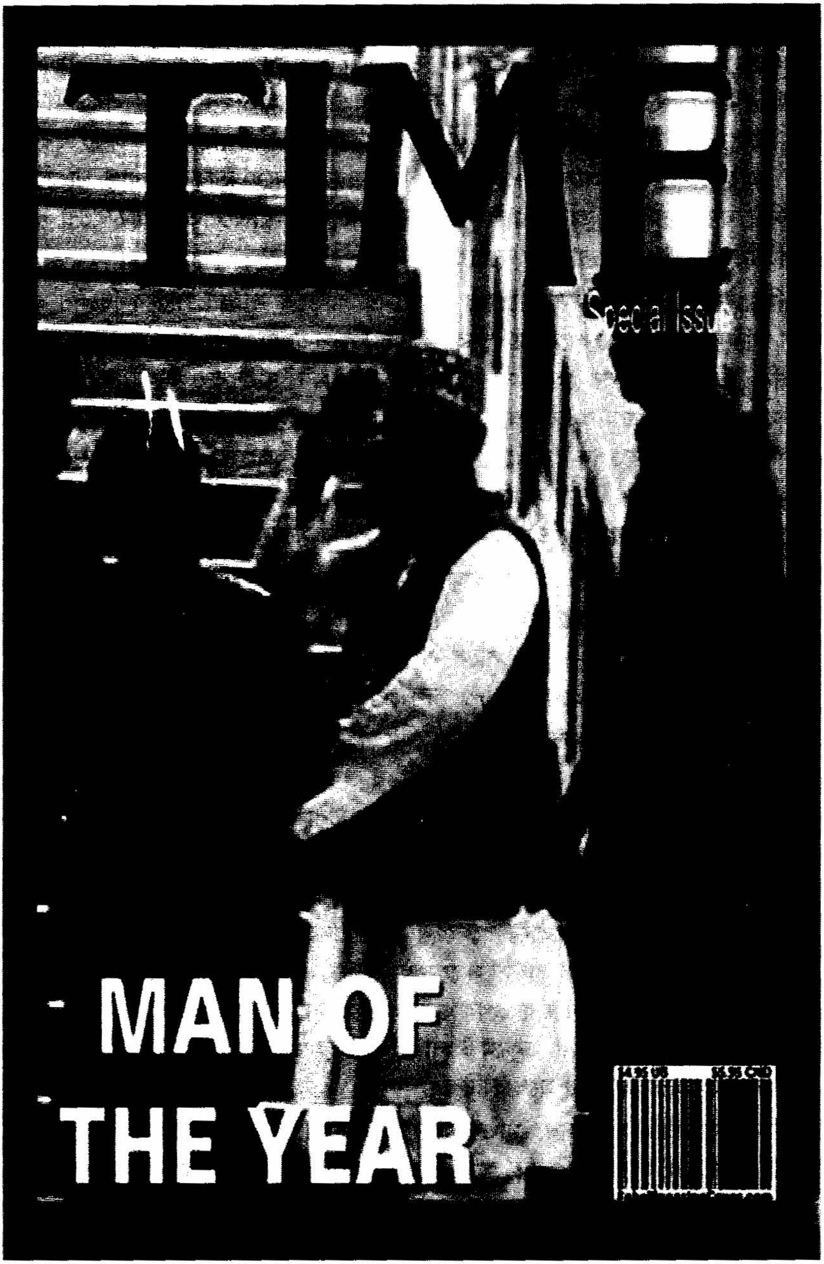

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের শিকার পবিত্র কুরআনের স্পীকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

মাসুদ সাঈদী

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। নানামুখী প্রতিভার স্রোতের মিলন মোহনা আল্লামা সাঈদী। এ নাম ইসলামী চেতনার এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, মুসলিম নরশার্দুলরা যার আহ্বানে দাবানল জ্বালানোর মঞ্চে একত্রিত হয়। অপরদিকে এ নামটি শোনার সাথে সাথে শোষক,

অত্যাচারী জালিম, স্বৈরাচার-স্বৈরিণী, মানবতার শত্রু, ধর্মব্যবসায়ী ইসলামের দুশমনদের হৃদকম্পন শুরু হয়। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, উপস্থাপনা, পরিবেশন ভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক বক্তৃতা ও বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতার কারণে দেশের নিপিড়ীত, নির্যাতিত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ নিজেদের মুক্তির পথ হিসেবে ক্রমশ ইসলামের দিকে

www.pathagar.com

ঐকবদ্ধভাবে ধাবিত হতে থাকে। আর ঠিক এ কারণেই সত্যের বিপরীত সকল শক্তি সূচনা লগ্ন থেকেই আল্লামা সাঈদীর বলিষ্ঠ বজ্র কণ্ঠ স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে। কখনো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী বোমা ছোড়া হয়েছে, কখনো কারাবন্দী করা হয়েছে, কখনো কল্পিত অপবাদের কালো চাদরে আবৃত করে তাঁকে মজলুম জনতার হৃদয় থেকে তাঁর স্থায়ী আসন ছিনিয়ে নেয়ার বৃথা চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামের দুশমনেরা ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের জনপদকে সম্প্রসারণ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত করার লক্ষ্যে তল্পীবাহকদের মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের ঘৃণ্য কর্ম বাস্তবায়ন করার আয়োজন করতে থাকে। জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেয়ার মতো সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তারা বিবেচনা করে দুনিয়া কাঁপানো মুফাস্‌সির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র নাম শোনার সাথে সাথে যে মানুষটির চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে ওঠে, যে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যিনি নিজের জীবনকে দ্বীনের রাহে বিলিয়ে দিয়েছেন, দুশমনরা উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সেই মানুষটির বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উত্থাপিত করলো তিনি নাকি নবী করীম (সাঃ) কে আঘাত করে বক্তব্য রেখেছেন। আর এ হাস্যকর অভিযোগ উত্থাপন করলো তারাই, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই যে দলটি কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং যাদের সকল কর্মতৎপরতা নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ পবিত্র ইসলামকে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এ জাতির দুর্ভাগ্য, যে মানুষটি সারাটি জীবন কোরআনের দাওয়াত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী মানুষের কাছে পৌছে দিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যিনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দ্বীনের রাহে বিলিয়ে দিয়েছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করেছেন, যিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসীর, কোরআনের খাদেম সেই মানুষটিকেই ইসলাম ও মুসলিম চেতনার চিহ্নিত শত্রু, পৌত্তলিক আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়ণক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিশ্বব্যপি জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে রাসুল (সা.) কে আঘাত করে বক্তব্য রাখা ও যুদ্ধাপরাধের কাল্পনিক অভিযোগে ২৯ জুন ২০১০ তারিখে তার শহীদবাগস্থ নিজ বাসভবন থেকে আসরের নামাজের পর বিকাল ৪:৪৫ মিনিটের দিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে পুলিশ তার বাসভবন ও এর আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। গ্রেফতারের সময় আল্লামা সাঈদী তাঁর ৯৬ বছর বয়স্ক মায়ের পাশে ছিলেন। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লামা সাঈদী দু রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি পুলিশের সাথে গাড়িতে ওঠেন। পুলিশ আল্লামা সাঈদীকে মাগরিবের নামাজের কিছু আগে ৩৬ মিন্টু রোডস্থ ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। সরকারের আজ্ঞাধীন যে সকল পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যগণ

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত এ আলেমকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন, তাদের সমগ্র মুখমন্ডলে ফুটে উঠেছিলো মর্মযন্ত্রণার হাহাকার। চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে জালিম সরকারের আদেশ পালন করতে গিয়ে তাদের সকল তৎপরতায় ছন্দপতন ঘটছিলো।

উল্লেখ্য, আল্লামা সাঈদীকে ইতোপূর্বে আরো একবার কারাবরণ করতে হয়েছিলো। সেদিনটি ছিলো ১৯৭৫ সালের ২৯ জুলাই। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। খুলনার একটি তাফসীর মাহফিল শেষে রাতে ঘরে ফেরার পথে সাদা পোষাকের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে খুলনা থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পর আল্লামা সাঈদী প্রায় ২ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় ছিলেন। কাকতালীয়ভাবে আল্লামা সাঈদীকে প্রথম দফায় গ্রেফতারের দিনটির সাথে দ্বিতীয় দফায় গ্রেফতারের দিনটির মিল রয়েছে। সেবার গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের ২৯ জুলাই আর এবার গ্রেফতার হলেন ২০১০ সালের ২৯ জুন। সেবার গ্রেফতার হয়েছিলেন পিতার হাতে আর এবার গ্রেফতার হলেন কন্যার হাতে।

দেশের বুকে দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী আধিপত্যবাদী শক্তির পদচারণা নিষ্কন্টক করার ঘৃণ্য প্রয়োজনে দেশ প্রেমিক আল্লামা সাঈদীর মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে দুশমনরা নানা ধরনের হাস্যকর নাটকের অবতারণা করলো। গ্রেফতারের দিনই রাতের অন্ধকারে দুশমনরা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার পাহাড় জমিয়ে তুললো। পূর্ব গগনে পূর্বাশার ইশারার পূর্বেই পৃথিবীখ্যাত জননন্দিত মুফাস্‌সীর আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পনাপ্রসূত ১৩টি মামলা দায়ের করলো সত্যের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ জালিম সরকার। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর রমনা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ২টি, উত্তরা মডেল থানায় ১টি, পল্টন মডেল থানায় ৩টি, শেরেবাংলা নগর থানায় ১টি, কদমতলী থানায় ১টি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মামলা ১টি, রাজশাহীর মতিহার থানায় ১টি এবং এনবিআর এর পক্ষ থেকে আয়কর ফাঁকির মামলা ১টি। ওদিকে আল্লামা সাঈদীর জন্মভূমি পিরোজপুরে তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করে ২টি কল্পিত যুদ্ধাপরাধের মামলাও দায়ের করানো হলো।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, যিনি সূচনা লগ্ন থেকেই অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, শোষণ, হত্যা-ধর্ষণ, বোমাবাজি-সন্ত্রাস, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, জ্বালাও-পোড়াও, সাম্প্রদায়িকতা, নগ্নতা-অশ্লীলতা তথা সকল প্রকার অনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের প্রাণ বাজি রেখে সমগ্র পৃথিবীতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইনসাফের বাণী উচ্চকিত করছেন, তাঁরই বিরুদ্ধে লুটতরাজ, হত্যা, বোমাবাজি, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, অরাজকতা ইত্যাদি হাস্যকর অভিযোগে মামলা দায়ের করানো হলো। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করলো ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন সরকার, তা দেখে সৃষ্টির সবথেকে অশুভ সৃষ্টি স্বয়ং শয়তানও হাসি সংবরণ করতে না

www.pathagar.com

পারলেও ইসলামের দুশমনরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে আত্ম তৃপ্তিবোধ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে হাস্যকর মামলাই দায়ের করা হলো না, কল্পিত এসব মামলাকে উপলক্ষ্য বানিয়ে পবিত্র কুরআনের এ মহান মুফাস্সীরকে টানা ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অকল্পনীয় নির্যাতনের মুখোমুখিও করেছে ইসলাম ও মুসলিম চেতনার দুশমন ক্ষমতাসীন সরকার।

দেশ ও জাতিকে পৌত্তলিক ভারতের গোলামে পরিণত করাই যাদের দলীয় আদর্শ এবং যাদের প্রত্যেক কর্মকান্ডই দেশদ্রোহিতার সকল মানদন্ডে উত্তীর্ণ, তারাই আল্লামা সাঈদীর মতো মহান দেশ প্রেমিকের বিরুদ্ধে উত্তরা মডেল থানায় দেশদ্রোহিতার মামলা দিয়ে তাঁকে ৩ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি করেছিলো।

ক্ষমতাসীন দলটি তাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে, পুরুষ পুলিশদের স্ত্রীকে বিধবা করেছে, তাদের সন্তানকে ইয়াতিম করেছে, অসংখ্য পুলিশ সদস্যদের চোখ নিষ্ঠুরভাবে খুঁচিয়ে তুলে নিয়েছে, পুলিশদের দেহে আগুন জ্বালিয়েছে, তাদের পোষাক খুলে নগ্ন করেছে, আহত করেছে অগণিত পুলিশ সদস্যকে, সেই তারাই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো তিনি নাকি রাস্তায় নেমে পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন। আর এ অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা পল্টন থানায় ৩ টি মামলা দায়ের করে ৯ দিন তাঁকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। অথচ আল্লামা সাঈদীই একমাত্র ব্যক্তি– যিনি জাতীয় সংসদসহ তাঁর প্রত্যেক মাহফিলে পুলিশ বাহিনীর পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছেন। সেই মানুষটি পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছেন, এ অভিযোগ শুনে স্বয়ং পুলিশ সদস্যগণও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

স্বার্থের কারণে নিজ দলে কোন্দল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের লোকদের হত্যা করে যারা হরতাল ডেকে জাতিকে অবরুদ্ধ করে রাখে, দেশের অগণিত সম্পদ বিনষ্ট করে, অসংখ্য গাড়ি, স্থাপনা ভেঙ্গে ও আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা এবং জাতীয় সম্পদের সর্বনাশ করাই যাদের বৈশিষ্ট্য, সেই তারাই পবিত্র কুরআনের এ মহান মুফাস্সীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, তিনি নাকি রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাংচুর ও গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছেন। আর এ অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঢাকা রমনা মডেল থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ২টি মামলা দায়ের করে ৪ দিন তাঁকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে কল্পনাতীত কষ্ট দিয়েছে। সত্যের দুশমন এ সরকার কর্তৃক আল্লামা সাঈদীর মতো শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের কৌতুককর অভিযোগ আনতে দেখে স্বয়ং শয়তানও ক্রুড় হাসি হেসে ছিলো।

'যদি কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে সে যেনো সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো, যদি কেউ একজন মানুষের জীবন বাঁচায় সে যেনো সমগ্র মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো' পবিত্র কুরআনের এ মহান বাণী যে মানুষটি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচার করে আসছেন এবং এ আদর্শে মানবজাতিকে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে বেড়িয়েছেন, সেই মানুষটির বিরুদ্ধেই

www.pathagar.com

ইসলাম বিদ্বেষী ক্ষমতাদর্পী সরকার ঢাকা রমনা থানায় অভিযোগ দায়ের করলো যে, তিনি নাকি ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এ কল্পনাপ্রসূত অভিযোগকে ভিত্তি করে তাঁকে পুলিশ রিমান্ডের নির্যাতন কক্ষে একাধারে ১৭ দিন রেখে অমানবিক আচরণ করেছে, মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে।

সকল প্রকার অরাজকতা, দাঙ্গা, অশান্তি, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম-আন্দোলন, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, শান্তিকামী সেই শ্বেত কপোত আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে ঢাকা কদমতলী থানায় বোমা তৈরী ও বোমাবাজীর মামলা দায়ের করে ৩ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিলো তারাই, যাদের গুলী বোমা ছুড়ে অগণিত নির্দোষ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা জন্মলগ্ন নেশা, লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ হত্যা করে লাশের ওপর উঠে পৈশাচিক নৃত্য করাই যাদের কালো ইতিহাস।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রাণের দুশমনরাও বলতে পারবে না যে তিনি সরকারী অর্থের একটি টাকাও আত্নসাত করেছেন অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করেছেন কিংবা তিনি তাঁর চার সন্তানের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে স্বজন প্রীতি করেছেন। আল্লামা সাঈদীর আল্লাহ্ভীরুতা, সততা-স্বচ্ছতা, উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সাদাসিধা জীবন-যাপনের জন্যে দেশবাসী তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেন। আল্লামা সাঈদী একটানা দশ বছর পিরোজপুর-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পিরোজপুরবাসীকে দু'হাতে শুধু দিয়েইছেন, বিনিময়ে কানাকড়ি কিছুই গ্রহণ করেননি। পিরোজপুরবাসী এর স্বাক্ষী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সততা-স্বচ্ছতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রশংসা না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এই জালিম সরকার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৫৭ লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকির ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা করেছে।

আল্লামা সাঈদী, যিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরক্তের অর্থায়নে নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরে পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছেন ১২২ টি, সেমিপাকা ও টিনের মসজিদ নির্মাণ করেছেন ২ শতাধিক। নির্মান করেছেন অসংখ্য ইয়াতিমখানা, টেকনিক্যাল কলেজ, ভকেশনাল ইন্সটিটিউট, কামিল মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ সত্যের দুশমন এ সরকার সেই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধেই যাকাতের ৫ লক্ষ টাকা আত্নসাতের হাস্যকর ও কৌতুককর অভিযোগে ইসলামী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা করেছে।

ধন্য পিরোজপুরের নদী মাতৃক মাটি, যেখানে আল্লামা সাঈদীর মতো মানব দরদী মানুষের জন্ম। পিরোজপুরের সবথেকে নিকৃষ্ট প্রকৃতির মিথ্যাবাদী মানুষটিও অভিযোগ করতে পারবে না, আল্লামা সাঈদী কিশোর অথবা তরুণ বয়সে কোন মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন, অথবা কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। যে পিরোজপুর ছিলো বাংলাদেশের

www.pathagar.com

মধ্যে সবথেকে পশ্চাৎপদ অনুন্নত অবহেলিত জনপদ, সেই পিরোজপুরকে যিনি আধুনিক রূপদান করেছেন, নিজ দেহের তপ্ত রক্ত ঘামাকারে প্রবাহিত করে যিনি পিরোজপুরকে একটু একটু করে গড়েছেন, আধুনিক পিরোজপুরের রূপকার সেই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে অখ্যাত, অপরিচিত, দারিদ্রতার কষাঘাতে মুমূর্ষ ক্ষুধাতাড়িত দুই ব্যক্তিকে অর্থ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মামলা দায়ের করানো হলো যে, তিনি নাকি '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানুষ হত্যা, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ করেছেন।

পিরোজপুরের সাধারণ মানুষ আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কল্পিত অভিযোগ দায়েরের কথা জানতে পেরে একদিকে যেমন মর্মযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে, অপরদিকে কেউ কেউ জালিম সরকারের শানিত খড়গ কৃপাণ দেখে নিঃশব্দ বোবা কান্নায় পরিবেশ বেদনা বিধুর করেছে। একের পর এক মিথ্যা মামলায় মুসলিম মিল্লাতের অহংকার, পবিত্র কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা সাঈদীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জালিম সরকার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছে। বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী, খুনী, দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদেরকেও টানা ৪১ দিন পুলিশ রিমান্ডে নেয়ার ইতিহাস নেই। অথচ জালিম সরকার আল্লামা সাঈদীর মতো নির্দোষ নিরাপরাধ কোরআনের খাদেমকে দীর্ঘ ৪১ দিন রিমান্ডে নিয়ে বর্বর নির্যাতন করে নিষ্ঠুরতার সকল ইতিহাস ম্লান করে দিয়েছে।

শৈশবকাল থেকেই যে মানুষটি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য পায়ে সিজদা দিয়ে অভ্যস্থ, নিয়তির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, সিজদা দেয়ার সুযোগ থেকেও সেই মানুষটিকে বঞ্চিত করেছে আল্লাহ্ বিদ্বেষী নির্যাতক সরকার। মসজিদের নগরী হিসেবে খ্যাত ঢাকা শহরে রিমান্ডের নামে আলো-বাতাসহীন পূঁতিগন্ধময় ক্ষুদ্র পরিসরের অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ রেখে পবিত্র আজান শোনা থেকেও তাঁকে করা হয়েছে বঞ্চিত। রিমান্ড শেষে যখন আল্লামা সাঈদীকে সিএমএম কোর্টে হাজির করানো হয়েছিল, তখন পুলিশের কাঁধে ভর করে ক্লান্ত শ্রান্ত নির্যাতন ক্লিষ্ট আল্লামা সাঈদী নুজ দেহে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে আদালতে বলেছেন, 'আমার জীবন থেকে এমন ১৪টি দিন ও রাত অতিবাহিত হয়েছে যে, সময় রাত না দিন তা অনুভব করার সুযোগ আমার হয়নি, নামাজের আজান আমার কান পর্যন্ত ওরা পৌঁছতে দেয়নি। প্রহরারত লোকদের কাছ থেকে নামাজের সময় জেনে নিয়ে নামাজ আদায় করেছি।'

ঐ দৃশ্য কল্পনা করলেও যন্ত্রণায় হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে ওঠে, চোখ বেয়ে নেমে আসে মর্মযন্ত্রণার অশ্রুধারা, অবচেতনভাবেই কণ্ঠ চিরে হাহাকার আর মর্মভেদী আর্তনাদ আছ্‌ড়ে পড়ে, এ কি সেই আল্লামা সাঈদী ! যাঁকে একবার, মাত্র একটি বার চোখে দেখার জন্য অগণিত মানুষ সকল অর্থকরী ব্যস্ততা পরিহার করে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করার পরেও অনুভব করেছে, 'এই তো মাত্র মুহূর্তকাল অতিবাহিত করলাম!' যাঁকে ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করতে সক্ষম হলে 'নিজের জীবন ধন্য হলো' বলে অনুভূতি শানিত হয়েছে, যাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী শুনে অচলায়তন জড়পদার্থের মতো চঞ্চল কিশোরও জমাট বাঁধা বরফের মতো স্থির শান্ত থেকেছে, যাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক কণ্ঠ

www.pathagar.com

ঝঙ্কারে আজন্ম লালিত চিন্তা চেতনা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে অগণিত মানুষ নবজন্ম লাভ করেছে, যাঁর আগমনী বার্তা শোনামাত্র অযুত জনতা বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতোই পরিবেশ প্লাবিত করেছে, সেই মহান মানুষটি অত্যাচারী সরকারের রুদ্ধ রোষে কারাগারের অন্ধকক্ষে কঠিন পাথুরে মেঝেয় স্বকরুণ ভঙ্গিতে শীর্ণকায় দেহে অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছেন! এ কথা কল্পনা করলেও দু'গাল বেয়ে নেমে আসে বেদনার অশ্রু। হৃদয়ে হয় রক্তক্ষরন।

নিজ বাসভবনে অবস্থানকালে এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি শান্তিবাগে প্রতি বছর ঈদের নামাজে ইমামতি করতেন। আল্লামা সাঈদী ঈদের নামাজে ইমামতি করবেন, পত্রিকায় এ সংবাদ পাঠ করে দূর-দূরান্ত থেকেও অগণিত মানুষ তাঁর পিছনে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যে ভোড় থেকেই শান্তিবাগে জমায়েত হতো। জালিম সরকারের নির্মম নিষ্ঠুর আচরণে ঈদগাহ তো বহুদূরে এমনকি মসজিদে পর্যন্ত আল্লামা সাঈদীকে ঈদের নামাজ আদায় করতে দেয়া হয়নি। পবিত্র রমজান ও কুরবানী ঈদের নামাজ তাঁকে কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে আদায় করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র রমজানের অসীম বরকতময় দিনগুলোয় তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করার জন্যে আদালতে করুণ আবেদন জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী এ সরকার তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে রমজান মাসে আল্লাহর রহমতের দিনগুলোয় রোজাদার আল্লামা সাঈদীকে দিনের পর দিন পুলিশ রিমান্ডে রেখে নির্যাতন করেছে। দীর্ঘ ১০ মাস অতিবাহিত হতে চললো আল্লাহদ্রোহী অভিশপ্ত এ সরকার তাঁকে পবিত্র জুমুয়ার নামাজও মসজিদে আদায় করতে দেয়নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দুশমন ক্ষমতাসীন সরকার আল্লামা সাঈদীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিন্দিত করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁকে রিমান্ডে রেখে চিহ্নিত দলীয় পুলিশ অফিসারদের দিয়ে মিডিয়ায় প্রচার করিয়েছে, 'সাঈদী পুলিশ রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাসহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার কথা তিনি স্বীকার করেছেন।' তথ্য সন্ত্রাসে বিশ্বাসী মিথ্যাবাদী সরকার কর্তৃক প্রচারিত এসব মিথ্যার জবাব দেয়ার সুযোগও কারাগারে বন্দী আল্লামা সাঈদীকে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদও মিডিয়ায় প্রচারের সুযোগ দেয়নি এ স্বৈরাচারী সরকার।

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এ সরকার অনেকগুলো তদন্তদল গঠন করে নির্দেশ দিয়েছে, 'যেভাবেই হোক সাঈদীকে অপরাধী সাজাতেই হবে।' ঐ সকল ব্যক্তিদেরকেই তদন্তদলে রাখা হয়েছে, যারা আদর্শিক দিক থেকে নাস্তিক্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। চিন্তা-চেতনায় ইসলাম বিদ্বেষী এবং পৌত্তলিক ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারী। তথাকথিত এসব তদন্তদল এক বার দুই বার নয়, অসংখ্য বার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে তদন্ত করেও সামান্যতম কোনো প্রমাণও যোগাড় করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পিরোজপুরের পাড়েরহাটে ব্যবসা ও বসবাসরত আল্লামা

www.pathagar.com

সাঈদীকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসাবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করার জন্য এ পর্যন্ত পাঁচবার পিরোজপুরে ট্রাব্যুনালের তদন্তদল গিয়ে তদন্ত করেছে। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে অর্থের প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতকিছুর পরেও পিরোজপুরের সকল স্তরের মুক্তিযোদ্ধা ও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না। যে কারনে এখন পর্যন্ত তদন্তদল আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করতে পারেনি। অবশেষে জালিম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তথাকথিত আন্তর্জাতিক আদালতের মাসোহারা প্রাপ্ত লোকজন আদালতে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, 'আল্লামা সাঈদীর বক্তব্যে যাদু আছে। লক্ষ-কোটি মানুষ তাঁর যাদুকরী বক্তব্যে প্রভাবিত হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও আছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ পিন-পতন নীরবতায় তাঁর বক্তব্য শোনে। এ জন্যে তাঁকে বন্দী রাখা প্রয়োজন।'

ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত লোক একথা বলে প্রকারান্তরে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং মুসলিম জাতিসত্তা বিদ্বেষী এ সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশকে আধিপত্যবাদী পৌত্তলিক শক্তির গোলামে পরিণত করা এবং মুসলিম চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে দেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্লাবনে প্রবাহিত করার পথে ইসলামী আন্দোলনের মহানায়ক, কোরআনের দুঃসাহসী সিপাহসালার আল্লামা সাঈদী যেনো সমগ্র জাতিকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে সজাগ সচেতন করতে না পারেন, সে জন্যেই জালিম এ সরকার আল্লামা সাঈদীর মতো দেশ প্রেমিক বলিষ্ঠ কণ্ঠকে কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রেখে বিদেশী প্রভুদের কাছে করা তাদের গোলামীর ওয়াদাগুলো পূরণ করতে চায়।

২০১০ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, তদন্ত করে অতিদ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে। ১০ মাস অতিবাহিত হলেও আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক অভিযোগ দায়ের দূরে থাক, এ পর্যন্ত তাদের তদন্তই শেষ হলো না। আর তদন্তের ছুতোয় মানবতার শত্রু এ সরকার পৃথিবীর সকল আইন-কানুন ও ন্যায়-নীতির মাথায় পদাঘাত করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আল্লামা সাঈদীর মতো বিশ্ব নন্দিত মুফাস্সিরকে বিদেশী প্রভুদের ইশারায় প্রতিহিংসার বশে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী রেখে দেশের ইসলাম প্রিয় জনতাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর শোনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

আদালত সরকারী তদন্তদলকে কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছিলো, অতিদ্রুত অভিযোগ দায়ের করার জন্য। অর্থের প্রলোভন ও ভয়ভীতির মুখেও পিরোজপুরের সচেতন মানুষগুলো আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় তদন্ত দল অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ বারের মতো আদালত গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো। শেষ বারেও তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন জমায় দেয়ায় ব্যর্থ হলে আদালতের বিচারপতি

www.pathagar.com

উপস্থিত সাংবাদিক ও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সামনে চক্ষু লজ্জার খাতিরে বলতে বাধ্য হলো যে, 'বিনা অভিযোগে ছয় মাস ধরে আটক রেখেছি আর কতদিন আটক রাখবো?'

পবিত্র কুরআনের সিপাহ্সালার ও সৈনিকরা অভিযোগ দায়ের করার মতো কোনো অপরাধ করেছেন সে দৃশ্য এ পৃথিবী কখনো কোনো কালে না দেখলেও কুরআনের দুশমনরা তাদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে কারারুদ্ধ করেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিংস্র কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করেছে, কঠিন নির্যাতনের শিকার বানিয়েছে। কারাগারে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। এটাই কুরআনের সিপাহ্সালার ও সৈনিকদের করুণ ইতিহাস। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইসলামের দুশমন এ সরকার পবিত্র কুরআনের বহু সৈনিককে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এবার তাদের হিংস্র দন্ত নখর বিস্তার করেছে দুনিয়া কাঁপানো মুফাস্সির আল্লামা সাঈদীর দিকে।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কল্পিত অভিযোগে নির্দোষ আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে দেশ বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদগণ, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষসহ জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বিষয়টি তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। সচেতন মানুষ সব হতবাক। তারা ভাবতেও পারছেন না, কী করে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মতো একজন মানুষ– যিনি সারাটি জীবন ধরে শুধু মানুষের কল্যাণ সাধনই করেছেন, জালিমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সকল ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, সেই মানুষটিকেই এ জালিম সরকার গ্রেফতার করে পুলিশ রিমান্ডের নামে নির্যাতনের মুখে নিক্ষেপ করেছে! কোন ধরনের অপরাধের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয় প্রমানিত না হওয়া স্বত্তেও ১০ মাস ধরে বন্দী রেখেছে!

সচেতন বিবেকবান মানুষ নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি। আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভ হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতা বিক্ষোভ করছে, সরকারের কাছে আল্লামা সাঈদীর মুক্তিদাবী করে স্মারক লিপি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করেছে, সরকারের কাছে তাঁকে মুক্তি দেয়ার আবেদন করেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষ করে আল্লামা সাঈদীর নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকার প্রধানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়েছেন, "১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন আল্লামা সাঈদী নিজ এলাকা পিরোজপুরের পাড়েরহাট বাজারে তাঁর আত্মীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মুজাহার আলী মল্লিকের সাথে ব্যবসা করতেন এবং পরিবার নিয়ে পাড়েরহাটেই

www.pathagar.com

বসবাস করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সামান্যতম ভূমিকাও ছিল না। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পক্ষে যেসব দল তৈরী হয়েছিল, যেমন রাজাকার, আল বদর, আল আল শামস, মুজাহিদ বাহিনী, শান্তি কমিটি এসবের কোনো কিছুতেই তিনি জড়িত ছিলেন না পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাগণও এসবের সাক্ষী। বীর মুক্তিযোদ্ধারা আল্লামা সাঈদীর মুক্তিদাবী করে বলেছেন, 'তিনি বাংলাদেশেরই শুধু নয়, সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার গর্বিত সন্তান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সামান্যতম বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্পূর্ণ আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব মামলা করা হয়েছে এসব মামলা, মামলার সাক্ষী, তথ্য ও উপাত্ত সবই মিথ্যা। তাঁকে মুক্তি দেয়া হোক, যদি মুক্তি দেয়া না হয় তাহলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনে আদালতে গিয়ে তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিবো"।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো দীর্ঘ ১৭ বছর তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। তিনি যখনই জাতিকে কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন এবং ময়দানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তখন থেকেই ইসলামের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো, তিনি নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ তাঁর নিজ এলাকার সকল ধর্মের সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা সাক্ষ্য দিয়েছে তিনি রাজাকার, আল বদর, আল শামস ছিলেন না এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি সামান্যতম ভূমিকাও পালন করেননি।

আমেরিকা, ইসরাইল ও ভারত এই ত্রিশক্তি তাদের এদেশীয় সেবকদের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদীর প্রতিবাদী বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে বহু পূর্ব থেকেই। তাদের অর্থপুষ্ট টিভি চ্যানেল ও পত্রিকাসমূহ আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কল্পিত কাহিনী বিরামহীনভাবে প্রচার করতে থাকে। পার্লামেন্টে যখন তাঁকে রাজাকার বলা হয়েছিলো তখন তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতীয় রাজাকাররাই কেবলমাত্র তাকে রাজাকার বলতে পারে, তাঁকে রাজাকার বলে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করবেন।' তাঁর এ চ্যালেঞ্জ রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লেও এ পর্যন্ত কেউই তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারেনি।

জনকণ্ঠ ও সমকাল পত্রিকাসহ ইসলাম বিদ্বেষী যে সকল পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা খিস্তি খেউড় আওড়িয়েছে, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ইত্যাদি নানাবিধ অপবাদ ছড়িয়েছে তিনি এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানী মামলা দায়ের করেছেন, প্রমানের জন্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন। এরপরেও ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার দুশমন ভারতের পয়সায় পরিচালিত কয়েকটি পত্রিকা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পকাহিনী প্রচার করেই চলেছে। আধিপত্যবাদী দুশমনদের নীল নক্সা অনুযায়ী এসব প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশকে ইসলামী চেতনা শূন্য করা এবং আল্লামা সাঈদীকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই যে তাদের সকল তৎপরতা নিয়োজিত করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

আসলে যুদ্ধাপরাধ নয় জনপ্রিয়তাই আল্লামা সাঈদীর অপরাধ। রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য বা জামায়াত নেতা আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয় নয়, জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে শুরু বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচয় তিনি পবিত্র কুরআনের খাদেম বা মুফাসসীরে কুরআন। পৃথিবীর প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে। বাংলাভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে যিনি বিগত ৫০ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে কুরআনের দাওয়াত পৌছানোর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন এ শতাব্দীর একজন বড় মাপের কুরআনের পন্ডিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

শুধু বাংলাভাষা বা বাংলাদেশের কথাই বা বলি কেনো, আমাদের ইতিহাসে খুব কম মানব সন্তানই সুদীর্ঘ ৫ দশক ধরে এই অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অবস্থান করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। এদিক থেকে গোটা বিশ্ব পরিমন্ডলে আল্লামা সাঈদী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মাঠে ময়দানে, পত্র পত্রিকায়, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে রেডিও টেলিভিশনে এক সুদীর্ঘকাল ধরে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করার ক্ষেত্রেও আল্লামা সাঈদীর বিকল্প কোনো ব্যক্তি আজকের মুসলিম বিশ্বে আছে কিনা সন্দেহ।

কয়েক বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইর শাসক শেখ মুহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাকতুম দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউন্ডে আয়োজিত কোরআনের মাহফিলে আল্লামা সাঈদীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রন জানান। কোরআনের ঐ মাহফিল যারা দেখেছেন তারা সবাই বলেছেন যে, কোরআনের কথা বলা ও শোনার জন্য এত বড় আয়োজন সেদেশে এর আগে কখনো হয়নি। গ্রীসের এথেন্স শহরে আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিলে বিশাল উপস্থিতির জন্য স্থানীয় সরকারকে এথেন্সের আলেকজান্দ্রা স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দিতে হয়েছিল। গোটা মাহফিলটি সেদেশের দশটি টিভি চ্যানেল থেকে প্রচার করা হয়েছে। দুটি টিভি চ্যানেল তো সরাসরি মাহফিল সম্প্রচার করেছে। আল্লামা সাঈদী সেই বিরল ব্যক্তি যাঁর মুখ নিসৃত কোরআনের বাণী শোনার জন্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে, লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপলে নগর পুলিশকে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। আল্লামা সাঈদীর তাফসীরের এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পৃথিবীর সর্বত্রই। পৃথিবীর যে ভূখন্ডেই এই মানুষটি পা রেখেছেন, দলমত নির্বিশেষে সেখানেই মানুষের মনে কোরআনের প্রতি বিপুল পরিমান এক ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে।

বাইরের পৃথিবীর এই বিশাল পরিমন্ডলের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভেতরে আল্লামা সাঈদীর বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানকার যমীন তাঁর মুখ নিসৃত কোরআনের বাণী শোনেনি। একটানা গত পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে হাজার হাজার তাফসীর মাহফিলে কোটি কোটি মানুষকে তিনি কোরআনের কথা শুনিয়েছেন। আজো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে

www.pathagar.com

কোরআনের দীপ্ত ঘোষনা শোনার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন বিশ্বের অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন, এ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় কোরআনের খাদেম, সব মানুষের প্রিয় মুফাসসির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

আল্লামা সাঈদীর পবিত্র কোরআনের খেদমতের সাক্ষী ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশ। তিনি চট্টগ্রামস্থ প্যারেড ময়দানে প্রতি বছর দীর্ঘ ৫ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ২৯ বছর যাবৎ, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রসা মাঠে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩১ বছর, ঢাকার কমলাপুর মাঠ থেকে পল্টন ময়দানে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩৩ বছর, রাজশাহীতে ৩ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩০ বছর, খুলনাতে সার্কিট হাউস ময়দানে ২ দিন ব্যাপী তাফসীর করছেন ৩০ বছর। এ ছাড়াও বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে তিনি মাহফিল করেননি। কোনো একজন কোরআনের তাফসীরকারকের বিনা বিরতিতে এসব মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং এর উপস্থিতি শুধু বিস্ময়করই নয় অনেকটা অবিশ্বাস্যও বটে।

আল্লামা সাঈদীর এ আকাশ চুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাই তাঁকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী নানাবিধ অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহর রহমতে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টাই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রমাণ যেখানেই আল্লামা সাঈদী মাহফিল করেন সেখানেই অগণিত জনতা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতোই আছড়ে পড়ে। এ দৃশ্য গোটা বিশ্বময়। ইসলামের শত্রুদের কাছে এ দৃশ্য অসহনীয় এবং এ কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাঁকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়েছে। আড়াই বছর ধরে বিনা কারনে বন্দী রেখেছে।

ইনশাআল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের সকল কালো পর্দা ভেদ করে কুরআনের সূর্য আল্লামা সাঈদী অচিরেই সমগ্র জগৎময় পুনরায় পবিত্র কুরআনের কিরণচ্ছটা বিকিরণ করবেন, কুরআনের স্নিগ্ধ আলোয় মুসলমানদের হৃদয় আলোকিত করবেন, অমুসলিমরা তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কুরআনের অমীয় বাণী শুনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হবেন, তাঁর বজ্র কণ্ঠের প্রতিরোধে ইসলাম বিরোধী শক্তি আবারো থরথর করে কেঁপে উঠবে, সংসদে কিংবা সংসদের বাইরে কোরআন বিরোধী কোন বক্তব্য বা আইন করতে গেলে গর্জে উঠবে এই সিংহ মানব, ঘুমন্ত এই জাতিকে আবারো ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবেন ঘুম ভাঙানোর পাখি আল্লামা সাঈদী এটাই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ তায়ালা আল্লামা সাঈদীকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন, ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে হেফাজতে রাখুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

(পুণঃমুদ্রিত)

www.pathagar.com

যেভাবে শুরু হলো আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ

শহীদুল ইসলাম : অভিযুক্ত পক্ষের প্রস্তুতিমূলক সময় প্রার্থনার আবেদন নামঞ্জুর করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের হাজির করা সাক্ষীর জবানবন্দী নেয়া শুরু করেছে। মাহবুবুল আলম হাওলাদার নামের একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গতকাল সম্পন্ন হয়েছে। রুহুল আমিন নবীন নামে আরেক জনের জবানবন্দী প্রদান শুরু হয়েছে। আজ তার বাকি জবানবন্দী প্রদান করবেন। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা আগামী রোববার (৪-১২-১১) সাক্ষীদের জেরা করবেন। সময়ের আবেদন, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সরবরাহ এবং মাওলানা সাঈদীর কথিত অপরাধের স্থানগুলো পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রটেকশন প্রদানের আবেদনের ওপর শুনানিকালে এডভোকেট তাজুল ইসলামের বক্তব্যে বাধাদান ও বেঞ্চে বিকট শব্দ করাকে কেন্দ্র করে আদালত কক্ষে উচ্চ স্বরে ধমক ও পাল্টা ধমকের ঘটনা ঘটে। শুনানিতে এক পর্যায়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে বিচারকরাও প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুমকে সতর্ক করে দেন।

ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকালে মাহবুবুল আলম হাওলাদার অভিযোগ করেন যে, মাওলানা সাঈদী ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে যোগাযোগ করে পিরোজপুরের পারেরহাটে পাকহানাদার বাহিনীকে এনে হিন্দু পাড়ায় হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য অপরাধে নেতৃত্ব দেন। লুটের টাকা নিয়েই মাওলানা সাঈদী ঢাকা ও খুলনায় অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। অন্যদিকে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, এর সবই সাজানো পাহাড় সমান মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমরা যখন সাক্ষীদের জেরা করবো তখন এসব অভিযোগ বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে পড়বে। ট্রাইব্যুনাল গতকাল মাওলানা সাঈদীর ২ জন নিকটাত্মীয়কেও বিচার কক্ষ থেকে বের করে দেন।

সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পূর্বনির্ধারিত তারিখ অনুসারে গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পুরানা হাইকোর্ট ভবনস্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় নিয়ে আসা হয়। বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও বিচারক একেএম জহির ট্রাইব্যুনালে বসেন ১০টা ৩৮ মিনিটে। তার কয়েক মিনিট আগে মাওলানা সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয়। বিচার কার্যের শুরুতেই গতকাল প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী জানান, সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষী হাজির আছেন। আমরা এই কাজ শুরু করতে পূর্ণ প্রস্তুত। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের ৩টি পিটিশন আছে। এগুলোর মীমাংসা আগে প্রয়োজন। এর বিরোধিতা করেন প্রসিকিউটর হায়দার আলী। এ নিয়ে আদালত কক্ষে

www.pathagar.com

বেশ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন বিচারকরাও। শেষ পর্যন্ত ৩টি আবেদনের ওপর শুনানির সুযোগ দেন ট্রাইব্যুনাল। শুনানিকালে তাজুল ইসলামের বক্তব্যের সময় বেঞ্চে শব্দ করা, সাইড টক করা এবং বক্তব্যে বাধা দানকে কেন্দ্র করে আবারো উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুম ধমক দিলে তাজুল ইসলামও পাল্টা ধমক দেন। বিচারক একেএম জহির সতর্ক করে দেন প্রসিকিউটরদের। বিশেষ করে জিয়াদ আল মালুমের প্রতি ইঙ্গিত করেন তিনি।

৩টি আবেদনের শুনানিকালে তাজুল ইসলাম বলেন, যেসব অভিযোগ সম্বলিত ডকুমেন্ট প্রসিকিউশন পক্ষ এনেছে আমরা তার কপি পাই নাই। অভিযোগের কপি না পেলে মক্কেলকে ডিফেন্স করবো কিভাবে। কাজেই আগে আমাদেরকে ডকুমেন্টগুলো সরবরাহ করা হোক তারপর সাক্ষী গ্রহণের প্রশ্ন আসবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন দেশের ট্রাইব্যুনালের নজীর ও আইনগত দিক তুলে ধরেন।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি ফজলে কবির বলেন, কি কি ডকুমেন্ট প্রয়োজন তা আদালতের কাছে সুনির্দিষ্ট করে আবেদন করা প্রয়োজন ছিল। জবাবে তাজুল ইসলাম বলেন, আমি তো জানিই না যে, কি কি ডকুমেন্ট তারা রিলাই করে। দ্বিতীয় আবেদনের শুনানিকালে তাজুল ইসলাম আদালতে পেশযোগ্য সিজার লিস্ট বা জব্দ তালিকা দাবি করেন। তিনি বলেন, সিজার লিস্ট আমার হাতে না আসা পর্যন্ত আমি কি করে বলবো আমার মক্কেল ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন বা ছিলেন না। তিনি বলেন, এই ট্রাইব্যুনাল ডমিস্টিক বা দেশীয় আদালত বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের এমন কোনো আদালত আছে কি যেখানে সিজার লিস্ট প্রতিপক্ষকে না দিয়েই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। আর যদি আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে চান তাহলে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মানতে হবে।

তৃতীয় পিটিশনের শুনানিকালে তাজুল ইসলাম বলেন, তদন্ত করতে নয় বরং মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো যেসব স্থানে সংঘঠিত বলে প্রসিকিউশন উল্লেখ করেছে সেই স্থান গত ৩০ তারিখ পরিদর্শন করতে গেলে আমরা পুলিশ এবং পিরোজপুর জেলা প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা তো পাই নাই, উপরন্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা সেখানে গেলে সরকারি দলের লোকেরা মোটর সাইকেলে মহড়া দিয়েছে। আমাদের কাজ করতে দেয়নি। আমাদেরকে এক পর্যায়ে পুলিশ বলেছে ওখানে আপনারা যাবেন না। আপনারা সম্মানিত মানুষ। অপমানিত হবেন। আমরা পুলিশের প্রটেকশন চাইলে তারা অপারগতা প্রকাশ করে। পূর্ব থেকে পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশের এসপিকে জানিয়েও আমরা তাদের সহযোগিতা পাইনি। বরং অসহযোগিতা পেয়েছি। আমরা আবার যাব। এজন্য পিরোজপুরের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার জন্য ট্রাইব্যুনালের আদেশ কামনা করেন। তিনি বলেন, '৭১-এ অত্যাচারের শিকার হয়েছে যার শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন আছে এমন মুক্তিযোদ্ধা সাক্ষ্য দিতে চাইলেও সরকারি তদন্ত সংস্থা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি। আমরা তার সাক্ষ্য নিতে চাই। তার নিরাপত্তার জন্য আমরা প্রটেকশন চাই, যেভাবে প্রসিকিউশন পক্ষ প্রটেকশন পেয়েছে।

www.pathagar.com

তিনটি আবেদনেরই বিরোধীতা করে সরকার পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী। তিনি বলেন, এই পর্যায়ে এ ধরনের দরখাস্তগুলো আসার কথা নয়। এগুলোর সময় আসেনি। তারা বিচার ব্যবস্থাকে প্রলম্বিত করতে চায়, বাধাগ্রস্ত করতে চায় এবং সময় ক্ষেপণ করতে চায়। এছাড়া এসব দরখাস্তের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, আমাদের ৩ জন সাক্ষীকে ভয় দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে জিডি হয়েছে। তার বক্তব্যের আরো জবাব দেন তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, আইনজীবীদেরও তারা ভীতি প্রদর্শন করছে। তাহলে এই আদালতের কার্যক্রমে কি করে অংশগ্রহণ করব। আমরা দরখাস্ত নিয়ে আসলেই তারা বলেন, আমরা নাকি সময় ক্ষেপণ করতে চাই। তাহলে কিছুই প্রয়োজন নেই। একজন মন্ত্রী যা বলেছেন, কিসের বিচার সরাসরি প্রাণদন্ড দিয়ে দিন। সেটাই করুন। প্রায় সোয়া ১ ঘন্টা যুক্তিতর্ক শেষে বিচারপতি নিজামুল হক তার আদেশে ২টি আবেদন খারিজ করে দেন। পিরোজপুরের জেলা ও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়ার এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের নেই উল্লেখ করে বাকি আবেদনটির নিষ্পত্তি করেন। ফলে অভিযুক্ত পক্ষের ৩টি আবেদনের একটিও ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করেননি। মাওলানা সাঈদীর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয়ে গেছে বিধায় এ পর্যায়ে সময় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন ট্রাইব্যুনাল। তবে ১৪ ডিসেম্বর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সরবরাহের নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে বেলা ১২টা ১০ মিনিটে আদালত পরবর্তী কার্যক্রমে যেতে উদ্যত হলে তাজুল ইসলাম বলেন, ১৪ তারিখে ডকুমেন্টগুলো দেয়া হবে। ঐ পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ স্থগিত রাখার আবেদন করেন তিনি। ট্রাইব্যুনাল সেই আবেদনও নাকচ করে দিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ কাজে হাত দেন।

সাক্ষীর জবাববন্দী প্রদানের জন্য গতকালই প্রথম ট্রাইব্যুনাল কক্ষে বিচারকদের সামনে, প্রসিকিউশন, ডিফেন্স এবং অভিযুক্তের সামনে এলসিডি কম্পিউটার স্ক্রিন দেখা যায়। কয়েকজন কম্পিউটার অপারেটরও নিযুক্ত করা হয়। তারা সাক্ষীর সাক্ষ্য সরাসরি কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করেন যা সব স্ক্রিনে সরাসরি দেখা যায়। আদালত কক্ষও চারিদিকে পর্দা দিয়ে সাজানো হয়েছে। লেখার সুবিধার্থে স্যাক্ষীরা ধীরে ধীরে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। বেলা সোয়া ১২ টায় মাহবুবুল আলম হাওলাদার নামের এক সাক্ষী বক্তব্য রাখা শুরু করেন। তার বয়স ৬০ বছর, ধর্ম ইসলাম, পেশা ব্যবসা এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বলে নিজেকে দাবি করেন।

বেলা সোয়া ১২ টা থেকে মধ্যাহ্ন বিরতির আগ পর্যন্ত ৪৫ মিনিট এবং বিরতির পর আরো সোয়া ১ ঘন্টা তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। রুহুল আমিন নবীন নামের আরেকজন সাক্ষী গতকাল বেলা ৩ টা ৩৫ মিনিটে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করেন। আজ তার বাকি সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। তার বয়স ৬১ বছর, ধর্ম ইসলাম, পেশা ব্যবসা। সাক্ষী মাহবুবুল আলম সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন বেশ কিছুক্ষণ। তাজুল ইসলাম তা বিচারকদের দৃষ্টিতে আনলে তা নিয়ে নেয়া হয়। পরে তার বক্তব্য এলোমেলো হতে দেখা যায়। কোন পক্ষ যে তাকে বক্তব্য লিখে দিয়েছিল পরের আচরণে তাই প্রমাণ হয়েছে।

www.pathagar.com

সাক্ষী মাহবুবুল আলম নিজেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়েন্দা বলে দাবি করেন। মাওলানা সাঈদী পিরোজপুরের পাড়েরহাটের রিক্সা স্ট্যান্ডে রাজাকার আলবদর শান্তি কমিটির লোকদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ৭ মে ১৯৭১ তারিখে ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে আসা ২৬টি রিক্সায় ৫২ জন পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যকে অভ্যর্থনা জানান বলে অভিযোগ করেন তিনি। তারা হিন্দুপাড়ায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগও করে। পাড়েরহাটের মাখন সাহার দোকানের মাটির নিচে সিন্দুকে ২২ সের স্বর্ণ ছিল। তা নাকি ক্যাপ্টেন এজাজ নিয়ে যায়। আর হিন্দুপাড়ার লুটের মাল এবং পরে ২ জুন মানিক পসারীর বাড়ি লুটের মালামাল মাওলানা সাঈদী নিজের শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে রাখে। লুটের মাল ভাগাভাগির জন্য ৫ তহবিল গঠন করা হয় পাড়েরহাটে। তার একজন ছিলেন সাঈদী। এসব লুটের সম্পদ দিয়েই সাঈদী খুলনা ও ঢাকায় অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন সাক্ষী মাহবুবুল আলম। তিনি উর্দুভাষায় পারদর্শী বলে সহজেই ক্যাপ্টেন এজাজসহ পাকবাহিনীর সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। হিন্দুপাড়ার মহিলাদের পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেয়ারও অভিযোগ করা হয়। বিসাবালি নামের এক অসুস্থ ব্যক্তিকে নারিকেল গাছের সাথে বেধে গুলী করে হত্যা করারও অভিযোগ করা হয়। এ সময় তিনি ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সব দেখেছেন বলেও উল্লেখ করেন মাহবুবুল আলম।

গতকাল মধ্যাহ্ন বিরতির পর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর শ্যালক ও ভায়রার ছেলে এই ২ জনের উপস্থিতি নিয়েও আপত্তি আনে। সাক্ষী মাহবুবুল আলম নাকি তাদের উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করেন। প্রসিকিউশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ দু'জনকে বের করে দেয়া হয়। রেজিস্ট্রারকেও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পাস প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় আদালতের অনুমতি নিয়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, সাক্ষীরা তো সত্য কথা বলবে সাহসের সাথে। সত্য কথা বলতে ভয়ের কি আছে। এখানে তো পুলিশ আছে। এভাবে আমার নিকটাত্মীয়দের বের করে দিলে তো ভবিষ্যতে আমার ছেলেরাও আসতে পারবে না। আল্লাহ তাদের সত্য কথা বলার তৌফিক দিন।

পরে প্রেসব্রিফিং-এ তাজুল ইসলাম বলেন, সাক্ষী যা বলেছেন তা পাহাড়সম মিথ্যা কথা। আমরা যখন জেরা করবো তখন দেখবেন বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে যাবে এই সাজানো কাহিনী। অভিযুক্তপক্ষে এডভোকেট তাজুল ইসলামকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, শাহজাহান কবির প্রমুখ। সরকার পক্ষে ছিলেন চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু ও অন্যান্য প্রসিকিউটরগণ।

৮-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১নং সাক্ষীর প্রথম দিনের জেরা

তদন্ত সংস্থার ব্রিফকেসে ফটোকপির মেশিন!

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকারী কথিত মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল আলম হাওলাদারের জেরা শুরু হয়েছে। এডভোকেট মিজানুল ইসলামের জেরার জবাবে তিনি এলোমেলো ও অসংলগ্ন কথা বলেন। সরকার পক্ষের সাথে এ নিয়ে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের বাদানুবাদও হয়। মাহবুবুল আলম এক পর্যায়ে তদন্ত সংস্থা তদন্ত করতে যাওয়ার সময় ব্রিফকেসে করে ফটোকপির মেশিন নিয়ে গিয়েছিলেন, এমন তথ্যও প্রদান করেন। আজ সোমবার আবারো তাকে জেরা করা হবে। অভিযুক্ত পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে কিছু কাগজপত্র দাখিলের জন্য গতকাল (১১.১২.১১) এক ঘন্টা জেরার পর আজ সোমবার পর্যন্ত জেরার মুলতবি করা হয়।

এডভোকেট মিজানুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে মাহবুবুল আলম বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনকে আমি চিনি। তিনি এখানে বসা আছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যে আলামতগুলো আমার কাছে ছিল তা বুধ ও বৃহস্পতিবার মানিক পসারীর বাড়িতেই ছিল। এই আলামত আপনার নিজের কাছে রাখার ওয়াদা আপনি করেছিলেন? উত্তর : হ্যাঁ। আপনি জিম্মা নামায় ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা সত্য নয়। আলামতগুলো আমার হেফাজতেই আছে।

ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন উত্তর প্রদানকালে সরকার পক্ষের কৌঁসুলীরা অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করে জেরায় বাধা প্রদান করেন। এ সময় এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, জেরার ট্রেন্ড নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা কি প্রশ্ন করবো, কি করব না, কোন দিকে জেরার ধারাটা নিয়ে যাব সেটা আমাদের ব্যাপার।

কোনটা প্রাসঙ্গিক আর কোনটা অপ্রাসঙ্গিক সেটা পরে দেখা যাবে। সাক্ষী জেরার জবাবে যা যা বলবেন তা তা হুবহু লেখা হোক। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে আদালতের সময় নষ্ট করা হচ্ছে। বিচারকরাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। তবে সাক্ষী যা যা বলবে সব লেখা হবে বলেই তারা মত দিলে আবার জেরা শুরু হয়।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম আবার প্রশ্ন করেন মানিক পসারী যেখানে আলামতগুলো রেখেছে সেই জায়গাটা আপনি দেখেছেন? উত্তর, হ্যাঁ দেখেছি। আপনি ও মানিক পাসারী আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে পিরোজপুর আদালতে মামলা করেছেন? হ্যাঁ। পরে আপনারা দু'জনই একুশে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন? মনে নেই। জব্দ তালিকা কে তৈরি করেছেন? তদন্ত কর্মকর্তা। তখন সময় কত? ১১টা থেকে ১২টা। কত তারিখ ছিল। ৮ মে ২০১১। প্রথমে কার বাড়ি থেকে আলামত জব্দ করা হয়? মানিক পসারীর বাড়ি থেকে। এতে কত সময় লাগে? ১৫ থেকে ২০ মিনিট। আলামত কি বান্ডিল করে নিয়ে সিল করা হয়েছিল? উত্তর, না। মানিক পসারী ও আলমগীর

www.pathagar.com

পসারীর মধ্যে কে বড়? উত্তর, মানিক পসারী। আলামতে কোনো পোড়া দাগ ছিল না? সত্য কি না। সত্য নয়। মামলার প্রয়োজনে আলামত তৈরি করা হয়েছে, অভিযোগ সত্য? সত্য নয়। সেলিম খানের বাড়িতে তদন্ত সংস্থা কটার সময় যায়? মন্তব্য, ১২টা। তারিখ মনে আছে? ঐদিনই।

দাখিলকৃত অভিযোগনামায় প্রদত্ত একটি ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, এটাতো ফটোকপি তাই না?

উত্তর, হ্যাঁ। আরো ৩টি ছবিও দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে তাও ফটোকপি বলে উল্লেখ করেন সাক্ষী মাহবুব। ঐখানেতো ফটোকপির মেশিন ছিল না। তা পাওয়া গেল কোথায়? উত্তর, তদন্ত কর্মকর্তারা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে নিয়েছিলেন? উত্তর, ব্রিফকেসে করে। এ সময় ছবিগুলোর হেড লাইন পড়তে বলেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। তিনি পড়েন, সিজার তালিকা। এডভোকেট মিজান বলেন, এর সূত্র নেই। কত তারিখ জব্দ তালিকা করা হয়, তাও উল্লেখ নেই। সময়ও নেই। সেলিম খানের বাড়িতে জব্দ তালিকা কত তারিখ কখন হয় তাও উল্লেখ নেই। কার নিকট থেকে জব্দ করা হয়, তাও উল্লেখ নেই। জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের নাম-ঠিকানাও উল্লেখ নেই। তবে সাক্ষর আছে। জিজ্ঞেস করলে মাহবুব স্বীকার করেন যে, এটা তার সাক্ষর।

মানিক পসারী ও আলমগীর পসারীর বাড়ির ঘরের পোড়া টিনের ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে- তাতেও নাম ঠিকানা নেই। মাহবুবও তা দেখে স্বীকার করেন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর লেখাপড়া নিয়েও সাক্ষী মাহবুবকে প্রশ্ন করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, প্রাথমিক লেখাপড়া কোথায় করেন? শুনেছি শর্ষিণা মাদরাসায়। কত সালে ভর্তি হন? উত্তর জানি না। কত সালে পড়া শেষ করেন? উত্তর স্বাধীনতার অনুমান ৭/৮ বছর আগে। তিনি কোন ক্লাসে ভর্তি হন? জানি না। কত পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন? আলেম পর্যন্ত। শর্ষিণা মাদরাসা আপনার বাড়ি থেকে কোন দিকে কত দূরে? উত্তর : ২০/২৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কখনো শর্ষিণা মাদরাসায় যাইনি। তখন প্রিন্সিপাল কে ছিলেন? আমার জানা নেই। উনার সহপাঠীদের নাম জানেন? না। উনার কোন সিনিয়র ছাত্রের বা জুনিয়র ছাত্রের নাম জানেন? না। মাদরাসার মোহাদ্দেসের নাম কি? উত্তর : ঐ মাদরাসা সম্পর্কে কিছুই জানি না। উনি মাদরাসা থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন বলে আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন। এটা কি করে জানলেন? উত্তর : শুনেছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিরোজপুর কোর্টে যে মামলা মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আমি করেছি তাতে এই বহিষ্কারের কথা বলি নাই। পরে সংশোধনী দিয়েছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না কোন সংশোধনী দেইনি। আল্লামা সাঈদীকে জনসম্মুখে হেয় করার জন্য আপনি এই মামলা করেছেন? সত্য নয়।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায় বিচার চেয়ে আমি একটিই দরখাস্ত দিয়েছি। এর কোন সংশোধনী দেইনি। সাক্ষী মাহবুবুল আলমকে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে জানান, যে বাড়িতে তিনি বাস করেন তা ইটের দেয়াল করা বাড়ি,

www.pathagar.com

উপরে টিনের ছাপড়া। কতদিন ধরে এই বাড়িতে আছেন? উত্তর : ৬/৭ বছর ধরে।

বাড়ির জায়গাটা উত্তরাধিকার সূত্রে না নিজে কিনেছেন? উত্তর : আমার মায়ের দেয়া জমি। বাড়ি করেছি আমি নিজে। আপনি ৭/৪/২০০৪ তারিখে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি দরখাস্ত করেছেন। তাতে আপনি অসহায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সহযোগিতা চেয়েছেন। দেখুন এই স্বাক্ষর আপনার কি না? নিজের স্বাক্ষরের কথা স্বীকার করেন মাহবুব। তবে এই কাগজ প্রদর্শন আইনসম্মত কিনা তা নিয়ে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বিতন্ডা হয়। এই কাগজ অভিযুক্ত পক্ষ আগে দাখিল করেনি।

এখন এই কাগজ আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমও তাতে একমত হন। এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, আমরা এজন্যই সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমাদের সময় দেননি। তিনি বলেন, অনেক কাগজ আছে আমরা দাখিল করতে পারি নাই। ১৪ তারিখ পর্যন্ত আমাদের সময় আছে। অথচ তার আগেই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। তিনি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে করা আবেদনপত্রের কপি দাখিলের জন্য একদিনের সময় প্রার্থনা করে আদালতের কার্যক্রম মুলতবী করার আবেদন জানান। অনেক যুক্তি তর্কের পর বেলা সোয়া ১২টায় ট্রাইব্যুনাল আজ সোমবার পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ মুলতবী করেন। আজ সাক্ষী মাহবুবকে আরো জেরা করা হবে।

১২.১২.১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১নং সাক্ষীর ২য় দিনের জেরা

মামলার বাদী নিজে পান মুক্তিযোদ্ধা ভাতা স্ত্রী পান মাসে ৩০ কেজি চাল

স্টাফ রিপোর্টার : অভিযুক্ত পক্ষের আপত্তি গ্রহণ করেনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের উপস্থিতিতেই চলছে সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারের জেরা। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলামের জেরার সময় বার বার সরকার পক্ষের আইনজীবীদের বাধা প্রদানে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। তবে সরকার পক্ষকেও এ বিষয়ে আদালত সতর্ক করে দিয়েছেন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকারী মাহবুব নিজেকে পিরোজপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়েন্দার দায়িত্বে ১৯৭১ সালে ছিলেন বলে দাবি করলেও জেরার সময় তিনি এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারেননি। এমনকি ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও শান্তি কমিটির দায়িত্বে কে কে ছিলেন সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। এলোমেলো অগোছালো কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় আনা হলেও অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ৬টি আবেদনের শুনানী শেষে (১২-১২-১১) বেলা পৌনে ১২টায় তাকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় আনা হয়। শুরুতেই এডভোকেট তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন এই মামলার একজন সাক্ষী। আমরা তাকেও সামনে জেরা করবো। এখন তিনি অন্য সাক্ষীর জেরার সময় উপস্থিত থাকায় তিনি ট্রেড আপ হয়ে যাচ্ছেন। এটা ন্যায়বিচার পরিপন্থী। আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এখানে তার উপস্থিতি কাম্য নয়। সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে বিব্রত বোধ করছে বলে আপনি মাওলানা সাঈদীর ২ জন নিকটাত্মীয়কে বের করে দিয়েছেন।

তদন্ত কর্মকর্তার সামনে সত্য কথা বলতে সাক্ষী বিব্রতবোধ করতে পারে। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের সাথে এ নিয়ে বিতর্ক হয় তাজুল ইসলামের। তিনি বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আদেশ চাইলে তিনি বলেন, রিজেকটেড। বিচারপতি নাসিম বারবার তাজুলকে ধমক দিয়ে বসতে বলেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বক্তব্যও রাখতে দেয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত তার আবেদন গ্রহণ না করে তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের উপস্থিতিতেই মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী মাহবুবুল আলমকে জেরা করতে বলেন।

গতকাল বেলা ১২টায় জেরা শুরু হয়ে মধ্যাহ্ন বিরতি পর্যন্ত ১ ঘণ্টা চলে। বিরতির পর আরো ১ ঘণ্টা মিলিয়ে মোট ২ ঘণ্টা জেরা করা হয় মাহবুবকে। গত রোববার থেকে তার জেরা শুরু হয়েছে। রাজশাহী থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম তাকে জেরা করছেন। আজও জেরা চলবে। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট তাজুল

www.pathagar.com

ইসলাম, চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী। এছাড়াও গতকাল আদালতে ডিফেন্স পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, আশরাফুজ্জামান, ব্যারিস্টার মুনশী, আহসান কবির, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ফরিদ উদ্দিন খান, শাজাহান কবির প্রমুখ। জেরা চলাকালে বারবার সরকার পক্ষ বাধা দেয় ও শব্দ করতে থাকেন।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম জেরাকালে সাক্ষী মাহবুবুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯/১/২০০৫ তারিখে জেলা প্রশাসকের কাছে ঘর তৈরির জন্য অসহায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঢেউটিনের আবেদন করেছি। সাহায্য পেয়েছি বলেও জানান তিনি। কত বান্ডিল চেয়েছিলেন কত বান্ডিল পেয়েছেন তা মনে নেই। প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২০০৪ সালের ৬ এপ্রিল যে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন তাতে কি রাজাকাররা আপনার বাড়িঘর লুট করেছিল তা উল্লেখ করেছিলেন।

উত্তরঃ জি, সাহায্য পাওয়ার জন্য যেভাবে লেখার দরকার ছিলো সেভাবে লিখেছি। ঐ দরখাস্তে কি কি লুট হওয়ার কথা লিখেছিলেন?

উত্তর : মনে নেই। পাক আর্মী ও রাজাকাররা আপনার এবং আপনার ভাইয়ের বাড়িঘর লুট করেছিল, এটা দরখাস্তে বলেননি। উত্তর : সত্য নয়। ক্ষতি সাধনের কথাও বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়। পরে আবার তিনি বলেন, ঐ দরখাস্তে কি কি লিখেছিলাম তা মনে নেই। সাক্ষী মাহবুবের পেশা কি জানতে চাইলে বলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। এটাই পেশা। আয়ের উৎস কি?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাতা পাই আর ভিটাবাড়ি যা আছে তাতে চলে যায়। যে বাড়িতে বাস করেন তার জমির পরিমাণ কত? ৬ কাঠা মত। কিছু অংশ তার ভাইয়েরও আছে। অন্য ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ কত? উত্তর বাড়ির জমিসহ দেড়/দুই বিঘা। দ্বিতীয় স্ত্রী রীনা বেগমের সাথে আপনি ঘর করছেন? উত্তর জি। দুস্থ অসহায় মহিলা হিসেবে তিনি মাসে ৩০ কেজি চাল পান। উত্তর সত্য। আমার ছোট বাচ্চা আছে। পরে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি উল্টো বলেন, তিনি এখন আমার স্ত্রী নন। যে বাড়িতে থাকেন তার কাজ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু করেছেন। উত্তর কথা সত্য নয়। বর্তমান জিয়ানগর থানা পিরোজপুর সদর থানার অন্তর্গত ছিলো। সত্য তখন পিরোজপুর মহকুমায় কয়টি থানা ছিলো? বলতে পারেন না তিনি, নেছারাবাদ নামে কোন থানা বর্তমানে আছে কি না? খেয়াল নেই। '৭১ সালে মঠবাড়িয়া থানা পিস কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, রাজাকার কমান্ডার কে কে ছিলেন? উত্তর প্রত্যেকটিই জানি না অথবা খেয়াল নেই। ঐ সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সেকেন্ড অফিসার, সার্কেল অফিসার কে কে ছিলেন? উত্তর জানি না।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম মাহবুবকে বলেন, আপনি সত্য বলার শপথ নিয়ে বলেছিলেন গোটা পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধা গোয়েন্দার দায়িত্বে ছিলেন আপনি। এখন বলছেন শুধু পারেরহাট এলাকার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, আমার ভুল হতে পারে। পুরো মহকুমার দায়িত্বে থাকার কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? উত্তর কেউ শিখিয়ে

www.pathagar.com

দেয়নি, আমি নিজে থেকে বলেছি। মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, কাউখালীসহ কয়েকটি থানার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঐসব থানায় আমি ১৯৭১ সালে যাইনি, মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, কাউখালীর প্রধান গোয়েন্দার দায়িত্বে কে কে ছিলেন তাও বলতে পারেননি তিনি। ঐসব থানার রাজাকার কমান্ডার, শান্তি কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারির নামও বলতে পারেননি তিনি। পিরোজপুর মহকুমা বরিশাল জেলার অন্তর্গত ছিল। বরিশাল জেলার শান্তি কমিটির সভাপতি সেক্রেটারির নামও বলতে পারেননি তিনি। জিয়ানগর থানা কখন হয়?

উত্তর: খালেদা জিয়ার আমলে। আগেরবার না পরের বার? উত্তর খেয়াল নেই, প্রত্যাশি, শংকরপাশা ও পারেরহাট এই ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত জিয়ানগর থানা, শংকরপাশা ইউনিয়নের পিস কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারির নাম বলতে পারেননি মাহবুব। শংকরপাশা ইউনিয়ন সভাপতি ছিল একরাম খলিফা? জানি না। আপনি জেনেও গোপন করছেন। উত্তর: না। উনি ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৭১ সালে। ১৯৭৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আপনার এলাকায় কতজন প্রার্থী ছিলো? জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কতজন প্রার্থী ছিলো? আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বনদ্বী প্রার্থী কে ছিলো?

কোনোটাই উত্তর দিতে পারেননি তিনি। আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বনদ্বী প্রার্থী কত ভোট পেয়েছিলেন তাও বলতে পারেনি। ১৯৭৪ সালে পিরোজপুর পৌর চেয়ারম্যান কে ছিলেন- বলতে পারবো না।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম সাক্ষী মাহবুবের কাছে ঐ এলাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম উল্লেখ করে জানতে চান তিনি তাদের চেনেন কি না? কাউকে কাউকে চেনেন।

অধিকাংশই চেনেন না। ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমরের নেতৃত্বে পিরোজপুর ৮ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয়।

উত্তরে বলেন, ৮ ডিসেম্বর সত্য। তবে শাজাহান ওমরের নেতৃত্বে নয়, মেজর জিয়া উদ্দিনের নেতৃত্বে।

মেজর জিয়ার সেকেন্ড ইন কমান্ড শামসুল আলম তালুকদার এবং এডভোকেট শামসুল হক একই ব্যক্তি না, আলাদা লোক। গত ২/২/১১ তারিখে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কাছে তথ্য সংশোধনের জন্য আপনি একটি দরখাস্ত দিয়েছেন। দরখাস্তের কপি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে তা তার নিজের চিঠি বলে স্বীকার করেন। সাক্ষর নিজের কি না জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমার মনে হচ্ছে।

সেখানে রাজাকার আল বদরের তালিকা সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। এই তালিকা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত তালিকার সাথে গরমিল পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে আদালত মুলতবি করা হয়। আজ মঙ্গলবার পুনরায় সাক্ষী মাহবুবের জেরা অব্যাহত থাকবে।

১৩-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১নং সাক্ষীর ৩য় দিনের জেরা

মাহবুব হিন্দু বাড়ীতে চুরির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

শহীদুল ইসলাম : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবীর উপর্যুপরি জেরার জবাবে বেরিয়ে এসেছে যে, রাষ্ট্র পক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদার মিথ্যাবাদী, নিজের স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুকের মামলা এবং একটি হিন্দু বাড়িতে চুরির অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সাক্ষ্য প্রদানকালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তিনি করেছিলেন তারও সত্যতার প্রমাণ মিলছে না। সরকারি তদন্ত কর্মতর্কার শিখিয়ে দেয়া তথ্য এলোমেলো হয়ে যায় আইনজীবীর জেরায়।

চার্জশিটে প্রদত্ত তথ্যের সাথেও বিস্তর পার্থক্য বেরিয়ে আসছে ১ নম্বর সাক্ষীর জেরার মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধকালে তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। এটাও বেরিয়ে এসেছে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটরদের সাথে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। বিতর্কের কারণে এক ঘণ্টা জেরা বন্ধ রাখতে হয়।

গতকালের (১৩-১২-১১) চার ঘণ্টার জেরার পুরোটা সময় জুড়ে সরকার পক্ষের আইনজীবীরা হস্তক্ষেপ করেন যাতে বিরক্তি অনুভব করেন প্রশ্নকর্তা আইনজীবী। তবে রাষ্ট্রপক্ষের সরবরাহকৃত ডকুমেন্টের ভিতরের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না মর্মে উদ্ভট আদেশ দেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমাদের প্রশ্ন করার সময় ইন্টারফেয়ার করে ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করছে প্রসিকিউশন। এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন এবং অপেশাদারসুলভ আচরণ।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারের তৃতীয় দিনের মত জেরা শুরু হয় গতকাল বেলা ১০টা ৫৫ মিনিট থেকে। দুপুরে ১ ঘন্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ জেরা চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মোট ৪ ঘন্টা। গত রোববার থেকে তার জেরা শুরু করেন রাজশাহী বার থেকে আগত শারীরিক প্রতিবন্ধী আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। গতকালও তিনিই সাক্ষীকে জেরা করেন। তবে শেষ দিকে এসে জেরা করেন চট্টগ্রাম বার থেকে আগত আইনজীবী এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী।

চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু ও প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী প্রশ্নের মধ্যে বারবার আপত্তি জানান। একপর্যায়ে প্রসিকিউশনের ডকুমেন্ট থেকে প্রশ্ন করলে তাতে আপত্তি জানান তারা।

www.pathagar.com

এর বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, যে ডকুমেন্ট তারাই সরবরাহ করেছে এবং যে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে তার ভিতর থেকে প্রশ্ন করব না তো কোথেকে প্রশ্ন কারব?

সাক্ষী সত্য বলেছেন কিনা তার প্রমাণের উপায় কি? দুনিয়ার এমন কোন আইন আছে কি যে বাদী পক্ষ যে ডকুমেন্ট সবরাহ করেছে এবং যা কোর্টে দাখিল করেছে তা থেকে সাক্ষীকে জেরা করা যাবে না? এটা ন্যায়বিচার পরিপন্থী। এটা হতে পারে না। ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা ন্যায়বিচার করতে এসেছেন। অথচ প্রশ্ন করতে দেবে না সাক্ষীকে।

এটা কি ন্যায়বিচার? পরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এককথায় আদেশ দিয়ে বলেন, ডকুমেন্টের কন্টেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। তার পরেও এনিয়ে বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য চলতে থাকে এবং জেরা বন্ধ থাকে। এক ঘন্টা পরে জেরা পুনরায় শুরু হয়।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারকে যেসব প্রশ্ন গতকাল করেছেন এবং সাক্ষী যা উত্তর দিয়েছেন তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি কর্তৃক বলেশ্বর নদীর পুরাতন খেয়াঘাটে কিছু লোককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। আপনি একটি তালিকা পাঠিয়েছেন। জায়গাটি কি জিয়ানগর থানায়?

উত্তর : সদর উপজেলার অন্তর্গত। জিয়ানগর না।

প্রশ্ন : পুরাতন খেয়াঘাট ওমেদপুর থেকে কত দূরে।

উত্তর : জানি না। বিশাল এলাকা।

প্রশ্ন : পুরাতন খেয়াঘাটের বলেশ্বর নদীতে ২৬ জনকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয় বলে আপনি একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন তাতে প্রথম নামটি ভিসা বালির কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ। তবে এই ভিসা বালিকে হত্যা করা হয় নারিকেল গাছের সাথে বেঁধে মাওলানা সাঈদীর নির্দেশে- এমন তথ্য দিয়েছিলেন তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার সময়। অথচ সরকারি ডকুমেন্টে পাওয়া যাচ্ছে ভিসা বালিকে হত্যা করা হয় বলেশ্বর নদীতে। তথ্যের গড়মিল স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রসিকিউটরদের আপত্তি আসে এবং তা নিয়েই বিরোধ চরমে ওঠে এবং ১ ঘন্টা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

পরে সাক্ষী উত্তরে যোগ করেন- মন্ত্রণালয় থেকে তালিকা যেভাবে চাওয়া হয়েছিল সেভাবেই সরবরাহ করা হয়। আমরা তখন শুধু হত্যার শিকার হয়েছে তাদের নাম দিই। পুরো ব্যাখ্যা দেইনি।

প্রশ্ন : ঐ তালিকার সর্বশেষ নাম আছে ইব্রাহিম কুট্টি। তার হত্যার ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা আছে যে, তার শ্বশুরবাড়ি পাড়েরহাট নলবুনিয়া থেকে ধরে নিয়ে বন্দরের পোলের নিকটস্থ খালের পাড়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। (এই প্রশ্নের ওপরও তীব্র আপত্তি আসে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে যার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় অচলাবস্থা। বিচারকদের মধ্যস্থতায় পরে উত্তর দেয়া হয়।

উত্তর : ২/২/১১ তারিখে সরকারি চাহিদা মোতাবেক যে রিপোর্ট দেয়া হয় তা আমি

www.pathagar.com

জেনে বুঝে দেইনি। নির্বাহী কর্মকর্তার চিঠি পেয়ে তার উত্তর দিই। ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল না। শুধু তালিকা চাওয়া হয়েছিল। আমি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইউএনও সাহেব সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে বলায় ঐ তালিকা ঐভাবে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তাহলে ঐ রিপোর্টের সকল বক্তব্য সত্য নয়?

উত্তর : আমি ইউএনও সাহেবের চাহিদা মত তালিকা দিয়েছি।

প্রশ্ন : ইউএনও সাহেব কত তারিখে আপনাকে চিঠি দেন?

উত্তর : মনে হয় জমা দেয়ার তারিখ থেকে এক মাস আগে। সঠিক তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : চিঠিটা আপনাকে কোথায় দেয়া হয়েছিল? (আপত্তি জানান বিচারক)

উত্তর : আসেনি।

প্রশ্ন : চিঠির উত্তর দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন মিটিং ডেকেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কত তারিখে মিটিং হয়?

উত্তর : সঠিক তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : মিটিং-এ কি কোন রেজ্যুলেশন নিয়েছিলেন?

উত্তর : রেজ্যুলেশন আছে।

প্রশ্ন : মিটিং-এ উপস্থিতি সংখ্যা কত ছিল।

উত্তর : ১১ জন সদস্যের ২/১ জন ছাড়া মিটিং ডাকলে প্রায় সবাই থাকে। ৮/৯ জন ছিল।

প্রশ্ন : উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সদস্য আছেন কি না?

উত্তর : ঠিক বুঝতে পারছি না। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসে। সরকারি কর্মচারী আসার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : পদাধিকার বলে কেউ আছে কিনা?

উত্তর : নেই। এ পর্যায়েও সাইড টক এবং আপত্তি আসে। বার বার প্রশ্নের পর উত্তর বলে দেয়া এবং আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেয়ার অভিযোগ করেন ডিফেন্স পক্ষ। বিরোধিতা করেন প্রসিকিউশন। পরে সাক্ষীর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিতে বলা হয়। কারণ তিনি প্রসিকিউটরদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিচ্ছিলেন।

প্রশ্ন : যেহেতু সরকারি পদাধিকার বলে আসা কোন সদস্য নেই সেহেতু উপস্থিতিও কারো ছিল না। তাইতো?

উত্তর : জি। ছিলেন না।

প্রশ্ন : ঐ রিপোর্টের প্রস্তুতকারী হিসেবে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর স্বাক্ষরও নেই।

উত্তর : সত্য নয়। আছে।

প্রশ্ন : ঐ রিপোর্টে জিয়ানগর থানার ইউএনওর স্বাক্ষর ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রিপোর্টের প্রেরক ছিলেন আপনি নিজে?

উত্তর : জি। সত্য।

প্রশ্ন : আপনার লেখাপড়া কি?

উত্তর : মেট্রিক পাস করি নাই।

প্রশ্ন : পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

উত্তর : সত্তরের নির্বাচনের পরে একাত্তরে যুদ্ধ শুরু হলে আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমার এক দুলাভাই অন্য একটা স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমার কাছ থেকে একটি কাগজে স্বাক্ষর নেয়। পরে তিনি বলেন, পাস করি নাই।

প্রশ্ন : প্রাথমিক শিক্ষা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু করেন?

উত্তর : আমার আববা-আম্মা মাদরাসায় পড়াতে চেষ্টা করে। আমি পড়ি নাই। মক্তব্যে ১ বছর পড়ার পর ওমেদপুর স্কুলে ভর্তি হই। ১৪/১৫ বছর বয়সে আবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়। সেখানেও পড়ি নাই। পরে পারেরহাট রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই।

প্রশ্ন : পারেরহাট রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন কি না?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : বারইপাড়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য আরেকটি নিবন্ধন করেন আপনি?

উত্তর : আগেই বলেছি ওটা আমার দুলা ভাই কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল।

প্রশ্ন : ঐ নিবন্ধনে আপনার জন্ম তারিখ ১৯৫৯ সালের ২০ মার্চ লেখা আছে?

উত্তর : লেখাপড়ার ব্যাপারে এটা হতেই পারে।

প্রশ্ন : প্রকৃত বয়সটা আপনার ঐ তারিখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার ক্ষমতায় ছিলেন?

উত্তর : এ সময় পর্যন্ত বাকশাল গঠনই হয়নি। (উল্লেখ্য বাকশাল গঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি)।

প্রশ্ন : বাকশাল সরকার কত সালের কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলো?

উত্তর : বাকশাল কার্যকরই হয়নি।

প্রশ্ন : ঐ সময়ে আপনি কি বাংলাদেশে ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। দেশেই ছিলাম।

প্রশ্ন : ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় ছিল।

www.pathagar.com

উত্তর : সাল স্মরণ নেই। তবে এরশাদ ক্ষমতায় ছিল- এটা সত্য।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সরকারে ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার।

উত্তর : হিস্ট্রি বলতে পারব। তবে তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাঈদী সাহেব কি পলাতক ছিলেন? তিনি কি কোন পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেম্বর বা সংসদ সদস্য বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার ছিলেন?

উত্তর : ছিলেন না। তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব রাজাকার, আল বদরসহ স্বাধীনতা বিরোধী খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির সাথে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে দালাল আইনে মামলা হয়েছিল।

পিরোজপুরে ঐ সময় ৩ শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আপনি জানেন।

উত্তর : মামলা হয়েছিল। তবে সংখ্যা জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি ঐ সময় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোন মামলা করেননি?

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : ঐ সময় কোনো থানায় তার বিরুদ্ধে আপনি কোনো জিডিও করেননি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ সময়ের মধ্যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগও করেননি।

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : এরশাদের আমলেও আপনি কোনো মামলা, জিডি বা লিখিত অভিযোগ করেননি।

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত যখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় তখনও কোনো মামলা, জিডি বা দরখাস্ত কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে করেননি।

উত্তর : না করি নাই।

প্রশ্ন : ২০০৯ সালে পিরোজপুর কোর্টে আপনাকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করতে কে উৎসাহিত করে?

উত্তর : স্ব উদ্যোগে করেছি।

দুপুরের বিরতির পর বেলা ২টা ১০ মিনিটে পুনরায় জেরা শুরু হয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের কোনো থানায় আপনি মামলা করেননি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর কোর্টে আপনার মামলার আগে সরকার মাওলানা সাঈদীকে বিদেশে যেতে বাধা দেয়। আপনি জানেন কি?

উত্তর : জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিদেশে যেতে বাধা দেয়ার বিরুদ্ধে মাওলানা সাঈদী হাইকোর্টে রীট আবেদন করেন। এটাও জানেন আপনি।

উত্তর : সেটাও জানি না।

প্রশ্ন : রীট পিটিশনের আদেশ মাওলানা সাঈদীর পক্ষে আসে। এটা জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে লিভ টু আপিল করেন। এটা জানেন আপনি?

উত্তর : না, জানি না।

প্রশ্ন : ঐ আপিলের শুনানিকালে এটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে। সেটা আপনি জানেন।

উত্তর : না জানি না।

প্রশ্ন : উচ্চআদালতে ঐ মামলার পরপরই আপনি সরকারি নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পিরোজপুর আদালতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের ঐ মামলায় আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম আপনি বর্তমান সাঈদী কথাটি লেখেননি।

উত্তর : হতে পারে।

প্রশ্ন : ঐ মামলার তদন্তকালে জবানবন্দী ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তের জন্য আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন? না কোথায় গিয়েছিলেন।

উত্তর : প্রথমে বলেন বাড়িতে। পরে বলেন, বাড়িতে নয় পারেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে সাক্ষ্য দিয়েছি।

প্রশ্ন : কাকে কাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : আমার খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনি ঐ সময় কি কোন আলামত উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত করি নাই।

প্রশ্ন : আপনি প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা বরাবর কত তারিখে দরখাস্ত দেন?

উত্তর : ২০/৭/২০১০ তারিখে।

প্রশ্ন : দরখাস্তের জন্য আপনি নিজে ঢাকায় এসেছিলেন না কেউ আপনাকে নিয়ে এসেছিল?

উত্তর : আমি নিজে এসেছিলাম।

প্রশ্ন : প্রধান তদন্ত কর্মকর্তার অফিস আপনি আগে চিনতেন?

উত্তর : আমার এক কলিকের কাছে ঢাকায় আসি। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : উনার নাম কি?

উত্তর : মিজানুর রহমান তালুকদার।

প্রশ্ন : যে দরখাস্ত আপনি দেন তা কি ঢাকায় এসে কম্পোজ করা না পিরোজপুর থেকে কম্পোজ করা?

উত্তর : পিরোজপুর থেকে আমি নিজে কম্পোজ করি।

প্রশ্ন : যেখানে কম্পোজ করা হয় সেটা আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর : সাড়ে ৬ মাইল দূরে।

প্রশ্ন : কম্পোজের আগে হাতে লেখা হয় কোথায় বসে?

উত্তর : আমার নিজ বাড়িতে বসে আমি নিজে লিখি। কম্পোজ করি পিরোজপুরে।

প্রশ্ন : যে কম্পোজ করে তার বা তার মালিকের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : খেয়াল নেই। স্থানটা বলতে পারি। আমি প্রায়ই ওখানে যাই।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আপনাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। আপনি তাদের কম্পোজ করা কাগজে সই করেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই দরখাস্ত করার আগে অন্য কারো কাছে আর কোন জবানবন্দী দেননি।

উত্তর : না। দেইনি।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য একটি গণআদালত হয়। সেখানে আপনি কোন দরখাস্ত বা সাক্ষী দিয়েছেন কিনা?

উত্তর : করি নাই। দেই নাই।

প্রশ্ন : যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ১৯৯৪ সালে একটি গণতদন্ত কমিশন হয়। তাদের কাছে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আপনি কোন দরখাস্ত করেছিলেন কিনা?

উত্তর : তারা চেয়েছিল। আমি দেইনি। পেপার পত্রিকায় দেখেছি যে গণতদন্ত কমিশন হয়েছে।

প্রশ্ন : পত্র-পত্রিকায় তখন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। জানতেন?

উত্তর : জানতাম।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন তখন আপনি বিবাহিত ছিলেন?

উত্তর : বিবাহ করি নাই।

প্রশ্ন : কত সালের কত তারিখে আপনি বিয়ে করেন?

উত্তর : ৪/২/১৯৭৩ তারিখে বিয়ে করি।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম স্ত্রীর নাম ফিরোজা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : যৌতুকের অভিযোগে আপনার প্রথম স্ত্রী ফিরোজা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং আপনার শাস্তি হয় যা এখানো বহাল আছে। (আপত্তিসহ)

উত্তর : প্রথমে সে মামলা করেনি। আমিই মামলা করি। তারা তদন্ত করে। আমার সাজা হয়। হাইকোর্টে আপীল করে আমি এখন জামিনে আছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে মামলা করেন তার ফলাফল কি হয়েছিল?

উত্তর : খালাস হয়েছে। আপোসের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : আপোসের কথা সত্য নয়?

উত্তর : কাগজ আছে।

প্রশ্ন : জনৈক সুভাসের বাড়িতে তার পারিবারিক সম্পত্তির একটি চুরির মামলায় আপনার জেল হয়।

উত্তর : এর সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আমার এক সহপাঠী আমার নামটি পরে ঢুকিয়ে দেয়। চার্জশিটে নাম আসে, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের যোগসাজসে। আমি জানতাম না। আমার অনুপস্থিতিতে সাজা হয়। জানতে পেরে আপিল করি, তাতে আমি খালাস পাই।

প্রশ্ন : আপনার উপস্থিতিতে বিচার হয় এবং সাজা হলে আপনাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সত্য কিনা?

উত্তর : মামলা সম্পর্কে জানতাম এটা সত্য। তবে রায়ের দিন ছিলাম কি না মনে নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে যতদিন পাকহানাদার বাহিনী আসেনি ততদিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পিরোজপুর ছিল?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার ঘোষণার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি হয়েছিল। আপনি জানেন কি?

উত্তর : পিরোজপুর সদরে হয়েছিল। আমাদের গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত আসেনি।

প্রশ্ন : এই কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত এনায়েত হোসেন খান।

প্রশ্ন : সেক্রেটারি কে ছিলেন?

উত্তর : ডা. আব্দুল হাই হতে পারে। আওয়াল সাহেবও হতে পারে।

প্রশ্ন : রসদের জন্য একটি ট্রেজারী ছিল এবং তা লুট হয়েছিল। তারিখ মনে আছে?

উত্তর : বলতে পারব না। তবে লুট হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি ঐ সময় কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কে কোন দলের সভাপতি ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনি উর্দু ভাল জানেন?

উত্তর : ভাল জানি না। তবে কেউ বললে বুঝতে পারি।

প্রশ্ন : যেহেতু আপনি উর্দু জানেন না কে ভাল এবং কে খারাপ উর্দু জানেন সেটা আপনার জানার কথা নয়।

উত্তর : ৫ জন একত্রে বললে বোঝা যায়, ৫ জনের মধ্যে ১ জন বললে তো বোঝা যায় না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ সময় পত্রিকা পড়তেন?

উত্তর : পড়তাম না।

প্রশ্ন : ঐ সময় খুলনা ও কুষ্টিয়া কবে কখন জামায়তে ইসলামীর মিটিং হয় আপনি জানেন?

উত্তর : সঠিকভাবে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পূর্ব-পাকিস্তান শান্তি কমিটি কত সালে কত তারিখে গঠিত হয়?

উত্তর : ২৫ মার্চের পরে। তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটির আহবায়ক বা সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : আমার জানামতে জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম সাহেব।

প্রশ্ন : ঐ কমিটির সদস্য কতজন ছিল?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : সদস্যদের নাম জানা আছে?

উত্তর : কয়েকজনের নাম জানি। খুলনার একেএম ইউসুফ, পিরোজপুরে খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালসহ অন্যান্য জামায়াত নেতাদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদরে কত তারিখে শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর : তারিখটা সঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদরে রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমা কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : আফজাল সাহেব শান্তি কমিটির প্রধান ছিলেন। এই পর্যন্ত জানি।

প্রশ্ন : জিয়া নগরের আল বদর ও রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : রাজাকার ছিল সরকারি বাহিনী। এটা জানেন কি?

উত্তর : জানি না। তবে পাক বাহিনীর সহযোগী ছিল।

প্রশ্ন : রাজাকাররা বেতনভোগী ছিল?

উত্তর : জানি না।

এই পর্যায়ে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম জেরা করার জন্য এডভোকেট কফিল উদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানান। পরে তিনিই প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন : ৭/৫/১৯৭১ তারিখের কত দিন আগে আপনাকে গোয়েন্দার দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া হয়?

উত্তর : ২৫ মার্চের পরে আমাদের স্কুল মাঠে মিটিং ও ট্রেনিং-এ আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রশ্ন : সুন্দরবন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গোয়েন্দা তথ্য পাঠানোর দায়িত্ব আপনাকে কখন দেয়া হয়?

www.pathagar.com

উত্তর : ৭ মের আগে। তবে তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : কোন জায়গায় আপনাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়?

উত্তর : জুনের শেষ দিকে আওয়াল সাহেব, মধু সাহেব নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাকে এই দায়িত্ব দেন।

প্রশ্ন : আপনি খবর নিয়ে প্রতিদিন না প্রতি সপ্তাহে সুন্দরবন যেতেন?

উত্তর : লোক ছিল তাদের মাধ্যমেও খবর পৌঁছাতাম। কখনো নিজে যেতাম।

প্রশ্ন : নিজে কতবার গিয়েছেন?

উত্তর : আনুমানিক ৫০ বার।

প্রশ্ন : সুন্দরবন ক্যাম্পে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল?

উত্তর : রাজাকারদের কারণে।

প্রশ্ন : যেতে আসতে কত সময় লাগতো?

উত্তর : অবস্থার প্রেক্ষিতে সময় লাগতো।

প্রশ্ন : ভালো অবস্থা থাকলে কত সময় লাগতো?

উত্তর : সরাসরি বিনা বাধায় কখনো যেতে পারি নাই।

প্রশ্ন : সর্বনিম্ন কত সময়ে যেতে বা আসতে পেরেছেন?

উত্তর : ৪০ বছর আগের কথা মনে নেই। ভুল হতেও পারে।

প্রশ্ন : মেজর জিয়াউদ্দিনের সাথে আপনার দেখা হতো?

উত্তর : মাঝে মাঝে দেখা হতো। সবসময় তার কাছেই যেতাম।

প্রশ্ন : মেজর জিয়ার সাথে ছাড়া আর কার সাথে দেখা হতো?

উত্তর : মহিউদ্দিন কালামের সাথে।

প্রশ্ন : উনার সাথে কতবার দেখা হয়েছে?

উত্তর : সবসময়ই দেখা হতো।

আজ ৪র্থ দিনও সাক্ষী মাহবুবুল আলমের জেরা অব্যাহত থাকবে।

১৪-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১নং সাক্ষীর ৪র্থ দিনের জেরা

কথিত অপরাধের এলাকায় ৩টি নির্বাচনেই সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন সাঈদী

শহীদুল ইসলাম : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় তার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বর্তমান সরকারই বন্ধ করে দিয়েছিল। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করার শর্তে পিরোজপুর-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এমএ আওয়াল পুনরায় তার ভাতা চালু করেছেন। ঐ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা সাব-কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের লিখিত বই, কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলীলপত্র, পিরোজপুর জেলা পরিষদ সম্পাদিক পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, শহীদ এসডিপিও ফয়জুর রহমানের স্ত্রী আয়েশা ফয়েজের লেখা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা গ্রন্থসহ কোন সরকারি-বেসরকারি ডকুমেন্টেই স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার বা পিস কমিটির সদস্য হিসেবে মাওলানা সাঈদীর নাম নেই। ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত পিরোজপুরের কোন থানা বা কোর্টে একটি মামলা বা জিডিও হয়নি দেশ বরেণ্য এই আলেমে দীনের বিরুদ্ধে। যে এলাকায়।

তার নেতৃত্বে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে বলে বাদী তার মামলার এজহারের উল্লেখ করেছেন ঐ এলাকায় ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ এর নির্বাচনে মাওলানা সাঈদী সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার বাদী ও এই মামলার ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারকে গতকাল বুধবার (১৪.২.১২) চতুর্থ দিনের মত জেরার মধ্যদিয়ে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আজ বৃস্পতিবারও তার জেরা অব্যাহত থাকবে। চট্টগ্রাম বার থেকে আগত আইনজীবী এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী এবং এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী গতকাল সকাল ১০টা ৪০ মিনিট থেকে শুরু করে দুপুরে ১ ঘন্টার মধ্যাহ্ন বিরতি বাদে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সর্বমোট পৌনে ৫ ঘন্টা জেরা করেন। রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, এডভোকেট আশরাফুজ্জামান, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, শাজাহান কবির, কামাল উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ দুই আইনজীবীকে জেরার সহযোগিতা করেন। তবে দীর্ঘ জেরার সময় গতকাল সরকার পক্ষের চীফ প্রসিকিউটর ও অন্যান্য প্রসিকিউটর জেরার কাজ বাধাগ্রস্ত করে। প্রশ্ন করলেই তারা ইশারায় সাক্ষীকে উত্তর শিখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সাইড টক করে জেরা কাজে বাধাগ্রস্ত করে। বিচারকদেরকে বারবার হস্তক্ষেপ করতে হয়। একপর্যায়ে বিচারক একেএম জহির আহমদ বলতে বাধ্য হন যে আমরা এজলাস ছেড়ে চলে যাই। আপনারা লড়াই করেন। শেষ হলে আমাদের বলবেন। তখন আবার আসব। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল ৪র্থ দিনের

www.pathagar.com

মত এই জেরা অনুষ্ঠিত হয়। ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারকে গতকাল যেসব প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি যেসব উত্তর দেন তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : সুন্দরবন পিরোজপুর জেলায় নয়?

উত্তর : সত্য। ওটা খুলনায়।

প্রশ্ন : সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাটের বিরাট অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত?

উত্তর : সঠিক জানি না সুন্দরবন এরিয়া কত বড়।

প্রশ্ন : মেজর জিয়া উদ্দিনের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যেখানে আপনি গোয়েন্দা হিসেবে তথ্য নিয়ে যেতেন তা সুন্দরবনের কত ভিতরে?

উত্তর : কত ভিতরে জানি না। তবে অনেক ভিতরে। আমি শরনখোলা ক্যাম্পেই বেশির ভাগ সময় যোগাযোগ করতাম।

প্রশ্ন : মেজর জিয়ার সেই অফিসটা কেমন ছিলো?

উত্তর : পূর্বের তৈরি করা ঘর। ক্যাম্প হওয়ার আগে ছিল সেটা ফরেস্ট অফিস।

প্রশ্ন : ঐ অফিসে মেজর জিয়ার অন্যান্য আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের নাম সম্বলিত কোন বোর্ড ছিল?

উত্তর : এরূপ কিছু ছিল না।

প্রশ্ন : ঐ অফিসে চোখে পড়ার মতো কোন নেতা বা অন্য কোন ব্যক্তির ছবি ঝোলানো ছিল?

উত্তর : কোন নেতৃত্বের ছবি ছিল না।

প্রশ্ন : মেজর জিয়ার কোন পিএস বা টাইপিস্ট ছিল?

উত্তর : আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালীন সময়ে বা পরে সুন্দরবন ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য কোন যানবাহন ছিল?

উত্তর : আমরা নৌকায় যেতাম।

প্রশ্ন : স্বাভাবিকভাবে যেতে আসতে কতদিন বা কত সময় লাগতো?

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে ১ দিনে পৌঁছানো যেত। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় যাওয়া কঠিন ছিল। এ প্রসঙ্গে আমি গত দিনে ভুলক্রমে ঐ ক্যাম্পে ৫০ বার গিয়েছিলাম বলেছি। আসলে আমি ১৫ থেকে ২০ বার গিয়েছি। জোয়ার ভাটার কারণে যাওয়ার আসার সময় হেরফের হতো।

প্রশ্ন : ঐ সময় তো নিয়মিত কোন যানবাহনের সার্ভিস ছিল না। কিভাবে যেতেন?

উত্তর : গোয়েন্দাদের নৌকা ছিল। বিশেষ ব্যবস্থায় যেতাম।

প্রশ্ন : আপনার ঐ নৌকায় মাঝি-মাল্লা কারা থাকতো।

উত্তর : শহিদ উদ্দিন, রইজ উদ্দিনরা থাকতো।

প্রশ্ন : সাধারণত কোন সময় যাত্রা করতেন?

উত্তর : নির্দিষ্ট ছিল না। সময় বুঝে যেতাম।

প্রশ্ন : ওখানে গিয়ে কি কখনো রাত্রি যাপন করতেন না ঐ দিনই ফিরে আসতেন?

www.pathagar.com

উত্তর : শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনে কখনো কখনো থাকতে হতো।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে মোট কতটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল?

উত্তর : ৩টি ছিল। পরে বাড়ানো হয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে।

প্রশ্ন : পরে কটি বেড়েছিল?

উত্তর : সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মেজর জিয়ার অধীনে কতজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিল?

উত্তর : সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মেজর জিয়া উদ্দিন আপনার এলাকার লোক। আপনার বাড়ি থেকে তার বাড়ি কত দূরে?

উত্তর : কম-বেশি সাড়ে ৫ মাইল।

প্রশ্ন : উনার সাথে আপনার পরিচয় কত দিনের?

উত্তর : ছাত্রজীবন থেকে। এখন অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

প্রশ্ন : তাকে আপনি কি বলে ডাকতেন?

উত্তর : স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা তাকে ওস্তাদ বলে ডাকতাম।

প্রশ্ন : যে এলাকায় মেজর জিয়ার ক্যাম্প ছিল ঐ এলাকার নাম কি?

উত্তর : নাম সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ক্যাম্পে যাওয়া আসার পথে আপনি কখনো আক্রান্ত হয়েছেন কি?

উত্তর : সতর্ক থাকতাম। কখনো আক্রান্ত হই নাই। এক বার রাতে নৌকায় বিপদে পড়েছিলাম।

প্রশ্ন : ক্যাম্পে তার কোন পাহারা বা নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল?

উত্তর : তেমন কিছু ছিল না।

প্রশ্ন : তার অফিসে গেলে সচরাচর যেসব মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতেন তাদের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : আব্দুল গনি ব্যাপারী, চুন্নু খান, গৌতম হালদার, সুধির মাস্টার, শংকর সেন এদেরকে দেখতাম।

প্রশ্ন : যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মেজর জিয়া তার কমান্ডকে বিভিন্ন বিভাগ-উপ বিভাগে ভাগ করে কমান্ডার নিয়োগ করেন। তাদের নাম বলতে পারবেন?

উত্তর : সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন : গোয়েন্দা বিভাগকে তিনি আলাদা করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রধান গোয়েন্দা দায়িত্ব তিনি কাকে দিয়েছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত আবুল কালাম মহিউদ্দিনকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : গোয়েন্দা কমান্ডের ঘাঁটি বা ক্যাম্প কোথায় ছিল?

উত্তর : আমার জানামতে গোয়েন্দা শাখার কোনো আলাদা ক্যাম্প বা ঘাঁটি ছিলো না।

প্রশ্ন : পরিতোষ পাল নামে কোনো মুক্তিযোদ্ধার সাথে আপনার পরিচয় ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : এই নামে কোনো মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : তাম্বুল বুনিয়া ও পাঙ্গাসিয়ার নাম শুনেছেন?

উত্তর : পাঙ্গাসিয়ার নাম ছিল না।

প্রশ্ন : পাঙ্গাসিয়া কি কেবল গ্রাম বা কিসের নাম ছিল?

উত্তর : চিনি না। শুনেছি। যাইনি কখনো। একটি পাড়া বা গ্রামের নাম হতে পারে।

প্রশ্ন-বাবুল গাজী নামে কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে চেনেন?

উত্তর : আমাদের পারেরহাটে এই নামে কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেই।

প্রশ্ন : আপনার উপজেলায় মেজর জিয়া কর্তৃক নিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : আমার জানামতে শামসুল হক, বর্তমানে এডভোকেট।

প্রশ্ন : আপনার পাশের থানা উজিরপুর, ভান্ডারিয়া, কাউখালী, স্বরপকাঠি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কে কে ছিলেন?

উত্তর : ভান্ডারিয়ায় জানতাম আজিজ। বাকিগুলো মনে নেই।

প্রশ্ন : আপনি নিজে মুক্তিযুদ্ধ করেননি, গোয়েন্দা প্রশিক্ষণও নেননি। সত্য কিনা?

উত্তর : ক্যাম্পে গোয়েন্দা বিষয়ে স্বাভাবিক ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : কোন সময়ে ট্রেনিং নেন?

উত্তর : জুনের শেষ দিকে।

প্রশ্ন : আপনাকে কে ট্রেনিং দেয়?

উত্তর : সুবেদার মধু।

প্রশ্ন : যেখানে আপনি ট্রেনিং নেন ঐ জায়গার নাম কি?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা মান্নান, মজিদ খান, জাহাঙ্গীর, হাবিবুর রহমান এদের চিনতেন?

উত্তর : ঠিকানা না বললে বলতে পারব না। সরাসরি চিনি না।

প্রশ্ন : ২০-০৭-২০১০ তারিখে এই ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের যে আবেদন করেন তাতে আপনি বলেননি যে, আওয়াল সাহেব আপনাকে গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিল।

উত্তর : আবেদনের বিষয় ছিলো যা তাই লিখেছি।

প্রশ্ন : ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হয় কোন সময়ে?

উত্তর : এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা আন্তঃকোন্দল ছিল। সময় খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : সকাল, বিকেল না রাতে শত্রুমুক্ত হয়েছিল তা কি বলতে পারবেন?

উত্তর : সেটাও বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ঐ দিন কি আপনি পারেরহাটে ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মেজর জিয়া কি ঐদিন বা পরে পারেরহাটে এসেছিলেন?

উত্তর : পরে এসেছিলেন। তারিখ মনে নেই। আমি ওনার সাথেই ছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৮ ডিসেম্বরের ক'দিন পরে জিয়া পারেরহাটে আসেন?

উত্তর : সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধে আপনার কমান্ডার মেজর গিয়াসউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বই লিখেছেন। আপনি পড়েছেন?

উত্তর : শুনেছি। পড়ি নাই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক ২০০৭ সালে পিরোজপুর জেলার ইতিহাস নামে একটি বই প্রকাশিত হয় যাতে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে। বইটি আপনি পড়েছেন?

উত্তর : বই বের হয়েছে কি না আমি জানি না।

প্রশ্ন : এই দুটি বইতে আপনার সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই।

উত্তর : বই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

প্রশ্ন : তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নামে ১৯৮৪ সালে ১৫ খণ্ডের বই বের হয়। তাতে পিরোজপুরের যে ইতিহাস আছে তাতেও আপনার কোনো ইতিহাস নেই।

উত্তর : বইটি পড়িনাই।

প্রশ্ন : আপনার কোনো ইতিহাস ওতে নেই বলেই আপনি জেনেও তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে বলছেন যে, বইটি পড়ি নাই।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পিরোজপুরের স্বাধীনতা বিরোধীদের মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ধরে নিয়ে স্টীমারে করে সুন্দরবনের কিলিং স্কোয়াডে নিয়ে হত্যা করা হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ সময় সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা, দানেশ মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালসহ কুখ্যাত রাজাকারদের গ্রেফতার করা হয়।

উত্তর : সত্য নয়। শুধু সেকান্দার সিকদারকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা পলাতক ছিলো।

প্রশ্ন : গ্রেফতারের পর যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করা হয় এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা হয় যার সংখ্যা লক্ষাধিক।

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : বড় রাজাকাররা যারা দেশের বাইরে ছিলেন তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়।

উত্তর : গোলাম আযমসহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কথা শুনেছি।

প্রশ্ন : মেজর জিয়াউদ্দিনের সাথে আপনার কোনো পরিচয় ছিলো না। তিনি আপনাকে গোয়েন্দাও নিয়োগ করেননি। আপনি মুক্তিযোদ্ধাও নন।

উত্তর : এটা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলে আপনার এলাকার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের কাছে দরখাস্ত দিয়েছিল।

www.pathagar.com

উত্তর : আমার ব্যাপারে হয়নি।

প্রশ্ন : কত তারিখে আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন?

উত্তর : খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ে।

প্রশ্ন : ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং ২০০৫ সালে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপনি যে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন তাতে আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর সুপারিশ ছিল।

উত্তর : সংসদ সদস্য হিসেবে উনার স্বাক্ষর নেয়া হয়। ব্যক্তি সাঈদী হিসেবে নয়।

প্রশ্ন : আপনি খালেদা জিয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন এবং বিভিন্ন সময় সাঈদীর সুপারিশ নেন বিধায় এমএ আওয়াল (বর্তমান এমপি) এলাকার মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনাকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করে। তার মৌখিক নির্দেশে আপনার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বন্ধ হয়েছিল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : 'কর্মহীন, অসহায় লোক আমি, আপনি যা বলবেন তাই করব। আমাকে বাঁচান। আমার ভাতাটা চালু করেন। এই মর্মে আপনি আওয়াল সাহেবের কাছে বক্তব্য দেয়ার পরে আপনার ভাতা পুনরায় চালু হয়।

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার এই আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আওয়াল সাহেব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজস করে এই ভুয়া মামলা দায়ের করিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেশে আপনার মতো ৬২ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আছে।

উত্তর : সংখ্যা জানা নেই। খালেদা জিয়ার আমলে হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি ২০/৭/২০১০ তারিখে পিরোজপুর আদালতে যে মামলা দায়ের করেন তাতে মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম বর্তমান সাঈদী' উল্লেখ করেননি।

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : এই আদালতে মাওলানা সাঈদীর নাম যেভাবে বলেছেন, অন্য কোথায়ও সেভাবে বলেছেন?

উত্তর : সঠিক জেনে বলেছি।

প্রশ্ন : মাওলানা সাঈদী তিন বার আপনার এলাকা থেকে নির্বাচন করেছেন এবং ২ বার সংসদ সদস্য হয়েছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তিন বারের নির্বাচনেই তিনি পোস্টার, লিফলেটসহ সব প্রচারপত্রে নিজের নাম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীই ব্যবহার করেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তার প্রতিদ্বন্দ্বী সুধাংশু শেখর হালদার ২ বারই আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা দায়ের করেন?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ মামলায় তিনি বহু অভিযোগ করলেও তার নাম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীই ব্যবহার করেছেন এবং তাকে কোথায়ও স্বাধীনতা বিরোধী মর্মে কোন কথা বলেননি?

উত্তর : শুধু ভোট কারচুপির মামলা হয়েছিল।

প্রশ্ন : কোন নির্বাচনী সমাবেশেও সুধাংশু শেখর হালদার আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি এই মামলায় সাঈদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করেছেন বিগত নির্বাচনের সময় একাত্তরের ঐসব ক্ষতিগ্রস্থরা কি কোন অভিযোগ করেছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : যে ভিসা বালিতে হত্যার অভিযোগ করেছেন তার বাড়ি ওমেদপুরে আল্লামা সাঈদী সব সময়ই সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন : পাড়েরহাটের সব কেন্দ্রে, সব সময়ই তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ৩ বারই তিনি পাড়েরহাট ও ওমেদপুরে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আওয়াল সাহেবের এলাকা শংকর পাশা ইউনিয়নে ১৯৯৬ এবং ২০০৮ এ সর্বোচ্চ ভোট পান সাঈদী সাহেব?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল আলম নিরু, হাবিবুর রহমান, আব্দুল বাতেন, খায়রুল আলমদের চেনেন?

উত্তর : বাতেন মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। বাকীরা ছিল।

প্রশ্ন : পাড়েরহাট ওমেদপুর এলাকার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিশাল বাহিনী আল্লামা সাঈদীর পক্ষে নির্বাচনে কাজ করেছেন। তারা বা অন্য কেউ তাকে যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার বলে অভিযোগ করেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে আপনার এলাকায় শহীদ হন সাবেক এসডিপিও ফয়জুর রহমান। তার স্ত্রী স্বাধীনতার পর জড়িতদের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : তার স্ত্রী আয়েশা ফয়েজ 'জীবন যে রকম' নামে একটি স্মৃতি কথা বই লেখেন যেখানে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আছে?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি জানেন। কিন্তু সাঈদীর নাম সেখানে নেই বলে আপনি জেনেও তথ্য গোপন করছেন। আপনি বইটি পড়েছেন।

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব মুক্তিযুদ্ধের আগে পরে নিজ নামেই ওয়াজ মাহফিল করে আসছে।

উত্তর : দেলাওয়ার হোসাইন ছাড়া উনার অন্য কোন নাম ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি জিয়ানগর উপজেলা কমান্ডার কবে নির্বাচিত হন?

উত্তর : গত জুনে।

প্রশ্ন : আপনার আগের কমান্ডারদের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : আব্দুল লতিফ ছিলেন দীর্ঘদিন। মাঝখানে ছিলেন বেলায়েত হোসেন।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন কতদিন অন্তর অন্তর হয়?

উত্তর : পূর্বে ২ বছর পরপর হয়েছে। বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন : জিয়ানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কত সালে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধকালে আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর : ছাত্র ছিলাম।

প্রশ্ন : এডভোকেট শামসুল হক ও হাবিলদার শামসুল হক একই ব্যক্তি কি না?

উত্তর : বর্তমান এডভোকেট শামসুল হক আর্মি থেকে এসেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার কয় ছেলে মেয়ে?

উত্তর : আমার ৬ ছেলে মেয়ে। বর্তমানে ৪ জন।

প্রশ্ন : বর্তমান বড় ছেলের বয়স কত? ছোট ছেলের বয়স কত?

উত্তর : বড়টার ১৫/১৬ এবং ছোটটার ৪ বছর।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম পারেরহাট বন্দর থেকে পশ্চিম দিকে?

উত্তর - হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা রাজলক্ষ্মী স্কুলের পাশ দিয়ে?

উত্তর - জি।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজার উত্তর-দক্ষিণে লম্বা?

উত্তর - জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পারেরহাট বাজারে কত ঘরবাড়ি ও দোকান ছিল?

উত্তর : ৫/৬শ' হতে পারে।

প্রশ্ন : পারেরহাট থেকে ঐ সময় আপনার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা কাঁচা ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : রিকশা স্ট্যান্ড আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর : অনুমান দেড় কিলোমিটার।

প্রশ্ন : আমার মতে কমপক্ষে ৩ কি.মি. হবে?

উত্তর : আমি অনুমান বলেছি।

প্রশ্ন : আপনারা ৩ ভাই?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার ভাই বাতেন হাওলাদার আপনার পৈত্রিক বাড়িতে থাকে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ভাই আব্দুল মজিদ মারা গেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার চার ছেলে?

উত্তর - জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে বাতেন হাওলাদার আপনার সাথে একই বাড়িতে থাকতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মৃত মোবারকের ছেলে আব্দুল হাইয়ের বয়স ১৯৭১ সালে কত ছিল?

উত্তর : আমি ও আব্দুল হাই একই বয়সী।

প্রশ্ন : মোতাহার শরিফের ছেলে হেমায়েত শরিফকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : হেমায়েত শরিফের ছেলের বয়স কত?

উত্তর : ৬০/৬২ হবে।

প্রশ্ন : মালেক শরিফকে চেনেন? তার বয়স কত?

উত্তর : চিনি। ৫২/৫৫ হবে।

প্রশ্ন : দলিল উদ্দিনের ছেলে সালামকে চেনেন?

উত্তর : চিনি। তার বোন আমার প্রথম স্ত্রী।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি টেংরাখালী?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ওমেদপুর গ্রামে মৃত ভিসা বালির বাড়ি ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : হাসান চেয়ারম্যানের বাড়ি ভিসা বালির বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কত দূর হবে?

উত্তর : দেড়শ গজ হবে।

প্রশ্ন : হাসান চেয়ারম্যানের ছেলে শাহ আলম বর্তমান চেয়ারম্যান?

উত্তর : জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তার আরেক ভাই সালাম হাওলাদার?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বাদল হাওলাদারের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : আমার বাড়ির পূর্বে, ভিসা বালির বাড়ির পশ্চিমে।

প্রশ্ন : মৃত কাসেম আলী হাওলাদারের বাড়ি একই স্থানে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে কাঁচা রাস্তা হওয়ায় কচিৎ রিকশা চলতো আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে। কথা ঠিক?

উত্তর : সত্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজার ১৯৭১ সালে ২ ভাগ ছিল। খালের পূর্ব ও পশ্চিমপাড়া।
উত্তর : সঠিক।
প্রশ্ন : পূর্ব পাশে '৭১ সালে কি ছিল?
উত্তর : বাজার ছিল না।
প্রশ্ন : কি ছিল?
উত্তর : বসত বড়ি ছিল।
প্রশ্ন : বাজারের পূর্ব প্রান্তে খালের পার দিয়ে এগিয়ে গেলে কচানদীর পাড়ে মানিক পসারীর বাড়ি?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : মানকি পসারীর বাড়ি আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে?
উত্তর : তিন কিলোমিটারের বেশি নয়। ৫ কিলোমিটার- সত্য নয়।
প্রশ্ন : মানিক পসারীর গ্রাম চিতলিয়া গ্রাম?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : চিতলিয়া গ্রামটি ঘনবসতিপূর্ণ?
উত্তর : জি। তবে আগে ছিল না।
প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ির পূর্বপাশে হালিম তালুকদারের বাড়ি ছিল?
উত্তর : স্মরণ নেই।

১৫.১২.১১ দৈনিক সংগ্রাম

১নং সাক্ষীর ৫ম দিনের জেরা

অপারেশন সার্চলাইট মানে আকস্মিক হামলা!

শহীদুল ইসলাম : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী এক নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদার একজন সুবিধাবাদী ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। বিএনপি আমলে তিনি জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল জিয়ানগর থানার আহবায়ক ছিলেন। যেসব অভিযোগ তিনি মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে করেছেন তার কোনটিরই সঠিক তথ্য দিতে পারেননি জেরার সময়। পিরোজপুরের পারেরহাট বাজার, রিকশা স্ট্যান্ডসহ যেসব স্থানে ১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদীর নির্দেশে কথিত হত্যা, দেখিয়ে দেয়া বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির বিবরণ সাক্ষী মাহবুব দিয়েছেন ঐ মাসগুলোতে মাওলানা সাঈদী পারেরহাট বা পিরোজপুরেই ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা শতাব্দীর নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার। মাওলানা সাঈদীর নির্দেশে যে ভিসা বালীকে হত্যা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ভিসা বালীকে বাস্তবে অপহরণ করে নিয়ে পরে বলেশ্বর বেদীতে হত্যা করা হয়।

১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলমকে গতকাল (১৫-১২-১১) ৫ম দিনের মত জেরাকালে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

গত রোববার থেকে শুরু হওয়া জেরা গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া ৪টায় শেষ হয়। গতকাল জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর নিযুক্ত আইনজীবী চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী এবং রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। দুপুরে ১ ঘণ্টা বিরতিসহ বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত জেরা চলে। তবে জেরার বিষয়বস্তুর বৈধতা প্রশ্নে বিচারক ও প্রসিকিউশন বনাম ডিফেন্স কাউন্সেল এর মধ্যে ১ ঘণ্টাকাল বিতর্ক হয়। এই এক ঘণ্টা জেরা বন্ধ থাকে। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মিজানুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও বিচারক এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের পক্ষ অবলম্বন করে বিতর্কে অংশ নেন প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী। অন্যদিকে ডিফেন্স পক্ষে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন এডভোকেট নিজামুল ইসলাম।

২০১০ সালে ট্রাইব্যুনালে মামলা করার আগে বাদী মাহবুবুল আলম হাওলাদার পিরোজপুর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলার বিবরণের সাথে ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার বিবরণের মধ্যে তথ্যের অমিল রয়েছে। এই অমিল নিয়ে জেরাকালে সাক্ষী মাহবুবুলকে প্রশ্ন করার সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানই প্রথম আপত্তি তোলেন। এনিয়ে এডভোকেট মনজুর আহমদ আনসারী ও মিজানুল ইসলাম আইনী যুক্তি দেখিয়ে বলেন, একই ঘটনার ব্যাপারে যখন একই ব্যক্তি মামলা করেছেন, তখন তার বৈসাদৃশ্য মিলিয়ে দেখব না কেন? বাদী অসত্য তথ্য দিলে বা তথ্য গোপন করলে তা বের করার

www.pathagar.com

উপায় তো জেরা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, সিআর পিসি এবং সাক্ষ্য আইন ভুলে যান। এখানে শুধুই আইসিটি এ্যাক্ট এবং রুলস নিয়ে কথা হবে।

আইসিটি এ্যাক্ট, বিধি পর্যালোচনাতেও পূর্বের মামলার তথ্য মিলানো সম্পর্কে সঠিক কোনো বক্তব্য না থাকায় উভয় পক্ষেই যুক্তি পাল্টা যুক্তি প্রদর্শিত হয়। প্রশ্ন আসে মানবতাবিরোধী অপরাধের সজ্ঞায়ন এবং অন্যান্য আইনী বিষয় নিয়ে। তবে এক ঘন্টার বিতর্ক নিষ্ফলই হয়। ট্রাইব্যুনালে যে মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয়েছে তা নিয়েই প্রশ্ন করতে হবে, পূর্বের মামলা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না মর্মে হাত-পা বাঁধা এক সিদ্ধান্ত দেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান।

১ নম্বর সাক্ষী বা বাদীর জেরা শেষ হওয়ায় আগামী রোববার ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনকে জেরা করা হবে।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি খালের পূর্ব প্রান্তের কাছাকাছি?

উত্তর : হ্যাঁ। কাছাকাছি।

প্রশ্ন : কতদূর হবে ব্রিজের গোড়া থেকে?

উত্তর : ব্রিজের পূর্ব প্রান্ত থেকে ১০০ ফুট বা বেশিও হতে পারে।

প্রশ্ন : উনার বাড়ির আশরাফ আলী হাওলাদারের ছেলে সেলিম খান কোথায় থাকে?

উত্তর : তারা সেলিমখানের পুরনো বাড়িতে বাস করে।

প্রশ্ন : মিজানুর রহমান হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : সেলিম খানের চাচাত ভাই বাবু খানকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : সেলিম খানের বাড়ির উত্তর পাশে রাজ্জাক মুন্সীর বাড়ি?

উত্তর : ওটা উকিল নামের বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন : আব্দুল জলিল উকিল বেঁচে আছেন?

উত্তর : হ্যাঁ। তিনি মাছের ব্যবসা করেন। তাকে চিনি।

প্রশ্ন : মৃত কফিল উকিলের ছেলে মান্নান উকিলকে চেনেন?

উত্তর : খেয়াল করতে পারছি না।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে মজিব তালুকদার পিতা মৃত নবাব আলী তালুকদার, বয়স ৭০ তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মৃত আব্দুর রহমান খলিফার ছেলে মোস্তফা, মাহবুব খলিফাকে চেনেন?

উত্তর : আমি চিনি।

প্রশ্ন : নারায়ণ মাস্টার পারেরহাট রাজলক্ষী স্কুলের শিক্ষক। তার বয়স অনুমান ৭০ বছর। তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আব্দুস সালাম পসারী মানিক পসারীর আপন চাচাত ভাই সুতার ব্যবসা করে পারেরহাট বাজারে?

www.pathagar.com

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মতিউর রহমান হাওলাদার, পিতা ফরমান আলী হাওলাদারের পারেরহাটে যুদ্ধের সময় দোকান ছিল?

উত্তর : মতিউর রহমান হাওলাদারকে চিনি। পিতার নাম জানি না। যুদ্ধের সময় দোকান ছিল না। পরে হয়েছে।

প্রশ্ন : মতিউর রহমান হাওলাদারের দু'টি দোকান ছিল পারেরহাট বাজারে। আপনি তা জেনে শুনেই ছিল না বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : হাসান চেয়ারম্যানের ছেলে শাহ আলম চেয়ারম্যানের আরেক ভাই আব্দুস সালামের পারেরহাট বাজারে দোকান ছিল যুদ্ধের সময়?

উত্তর : সত্য। উনি পিস কমিটির সদস্য ছিলেন। আমাকে চাপ দিয়েছেন রাজাকারে যোগ দেয়ার জন্য।

প্রশ্ন : জাহাঙ্গীর আলম বাদশা চালের ব্যবসা করে?

উত্তর : হ্যাঁ। চিনি।

প্রশ্ন : আক্তার হোসেন খান, পিতা আলতাফ হোসেন যার বয়স ৬৫ তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : ডা. সুবাস চন্দ্র রায়, পিতা সতিশ চন্দ্র রায়কে চেনেন? পারেরহাট বাজারে ব্যবসা করে। বয়স ৫৭/৫৮ বছর তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : উনার ছোটভাই দুলাল চন্দ্র রায় ব্যাংকার?

উত্তর : দুলাল হিসেবে তাকে সবাই চেনে।

প্রশ্ন : আরেক ভাইর নাম দিলিপ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : দিলিপের বয়স?

উত্তর : ৫২/৫৩'র বেশি হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন : আপনার ৩ বোন, ২ বোন আপন। ১ বোন সৎ?

উত্তর : জি। সৎ বোনের নাম ফাতেমা।

প্রশ্ন : আপন ২ বোনের নাম কি?

উত্তর : নাম মাতোয়ারা ও রোকেয়া।

প্রশ্ন : আপনার বোন মাতোয়ারার লেখাপড়া কি?

উত্তর : ৫ম শ্রেণী। তার নাতী পুতিও হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার বড় বোন মাতোয়ারার জন্ম ১৯-০৭-১৯৫৭ সালে?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনার বাবা জীবিত ছিলেন?

উত্তর : না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বড় ভাই মজিদ হাওলাদার তখন বেঁচে ছিলেন?

উত্তর : বেঁচে ছিলেন।

প্রশ্ন : উনি কি করতেন?

উত্তর : তিনি চাষাবাদ করতেন।

প্রশ্ন : চাষাবাদের জন্য আপনাদের ৩ ভাইয়ের মোট ৬ বিঘা জমি ছিল?

উত্তর : সঠিক নয়। আমারই তো ৮/১০ বিঘা ছিল।

প্রশ্ন : আপনার ঘর যেদিন লুট হয় কি কি লুট হয় স্বর্ণ বলেছেন- ১২ ভরি, নগদ টাকা,

আসবাবপত্রসহ ৩ লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি?

উত্তর : অন্যান্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি উপস্থিত ছিলাম না। শুনেছি মালামাল নষ্ট করে, যা আমি উল্লেখ করেছি।

প্রশ্ন : আপনাদের জায়গা জমি আপনার ভাইয়েরা চাষাবাদ করতেন? ফসলাদির হিসাব কে রাখতো?

উত্তর : আমি কোনো দিনই হিসাব-নিকাশ করি নাই। আমার বড় ভাই চাষাবাদ করতেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে ১ মণ ধানের দাম ১৫/২০ টাকা ছিল। ঠিক?

উত্তর : এরকমই মনে হয়।

প্রশ্ন : চাষাবাদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আপনাদের যে আর্থিক অবস্থা তাতে ঘরের মধ্যে ঐসময় নগদ ২০ হাজার টাকা থাকার কথা নয়। অস্বাভাবিক ছিল। ৩ লাখ ১০ টাকার ক্ষতি হওয়ার কথা নয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে লুট হওয়া সম্পদের হিসাব অত হওয়ার কথা নয়।

উত্তর : আমি বর্তমান মূল্যে বলেছি।

প্রশ্ন : বর্তমানের হিসেবের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আন্দাজে হিসেব দিয়ে ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন। কারণ বর্তমানে স্বর্ণের ভরি ৬০ হাজার টাকা।

উত্তর : বর্তমানে ৬০ হাজার টাকার স্বর্ণের মূল্য শুনেছি। অনুমান করে অনুমানে বলেছি। মিল নেই। আন্দাজ করে বলেছি।

প্রশ্ন : ২-০৬-১৯৭১ তারিখ সকালে যে খলিলুর রহমান এসে আপনাকে খবর দেয় তার পিতার নাম ইমাম উদ্দিন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তার জন্ম ১৩ এপ্রিল ১৯৭২?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তার জন্ম নিবন্ধন, ভোটার লিস্ট আমাদের কাছে আছে। তাতে এই প্রমাণ আছে।

উত্তর : থাকতে পারে। পরে বলেন, প্রয়োজনে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : খলিলুর রহমান ফৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত। আপীল বিভাগের শাস্তি বহাল আছে। শাস্তি মাথায় নিয়ে পলাতক আছে।

www.pathagar.com

উত্তর : জমাজমি নিয়ে মামলা ছিল জানি। তবে শাস্তির কথা জানি না।

প্রশ্ন : আপনার ঘরে আদৌও লুটপাট হয়নি। তাই আপনার বাড়ির আশপাশের এলাকায় কেউ আপনার পক্ষে সাক্ষীও দেয়নি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার ঘরে লুট হয়নি এবং কথিত লুটের সাথে আল্লামা সাঈদীর জড়িত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ৭ মে পাক হানাদার বাহিনী পারেরহাটে আসছে। এ খবর প্রথম কার কাছে জানলেন?

উত্তর : আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করে। আমি তাদের মাধ্যমে জানি।

প্রশ্ন : ২/১ জনের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : মোতাহার আলী শরিফ, আলতাফ, লতিফ হাওলাদার, ফেমর আলী সরদার।

প্রশ্ন : ওনারা কোত্থেকে খবর পায় তা কি বলেছিলেন?

উত্তর : শুনিনাই।

প্রশ্ন : তখন সময় কত ছিল?

উত্তর : তখন সময় অনুমান সকাল ৭ টা।

প্রশ্ন : পারেরহাট রিকশা স্ট্যান্ডে কতক্ষণে আসেন?

উত্তর : তখন ৯ টার মত বাজে।

প্রশ্ন : তখন আপনার সাথে কে কে ছিলেন?

উত্তর : আমার সাথে কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : রিকশা স্ট্যান্ডে গিয়ে পরিচিত কাউকে পেয়েছিলেন?

উত্তর : হরলাল কর্মকারের সাথে দেখা হয়।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন এজাজকে চিনেন কিভাবে। কি দেখে?

উত্তর : ক্যাপ্টেন এজাজের নামে আগে বাজারে মাইকিং করা হয়েছিল যে যার যার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তা জমা দিতে হবে। তাই ৭ মে তারিখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তিনিই ক্যাপ্টেন এজাজ হবেন। তাই মনে করেছিলাম।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব থেকে তাকে চিনতেন?

উত্তর : না আগে চিনতাম না।

প্রশ্ন : পাক সেনারা যখন পারেরহাট পৌঁছে তখন কটা বাজে?

উত্তর : অনুমান সকাল ১০ টা।

প্রশ্ন : রাজলক্ষ্মী স্কুলে পাকবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করলে তখন ক'টা বাজে?

উত্তর : সাড়ে ১১ টার মত।

প্রশ্ন : যে ২৬টি রিক্সায় পাকবাহিনী আসে তার কোন রিকশাওয়ালা আপনার পরিচিত ছিল?

উত্তর : এই মুহূর্তে মনে নেই।

প্রশ্ন : পরে কার কাছ থেকে জানেন যে পারেরহাটে ৩০/৩৫ টি দোকান লুট হয়েছিল?

উত্তর : মোতাহার আলী মুহুরীর কাছ থেকে জানি। আমি নিজেও কিছু দেখেছি।

প্রশ্ন : ক'টায় শুনেছেন যে দোকান লুট হয়েছে?

উত্তর : তখন ১২ টা/সাড়ে ১২ টা বাজে।

প্রশ্ন : মাখন সাহার দোকানের নীচে মাটির তলদেশ থেকে ২২ সের সোনা ক্যাপ্টেন এজাজ নিয়ে যায়। ঐ স্বর্ণ মেপেছিল কে?

উত্তর : মালিকরাই বলেছিল যে ২২ সের স্বর্ণ ছিল। ঐ সময় আমি কাছে ছিলাম না।

প্রশ্ন : ক্যাপ্টেন এজাজ পারেরহাটকে সোনারপারের হাট বলে কখন?

উত্তর : লোকমুখে প্রচারিত কথা শুনেছি।

প্রশ্ন : পারেরহাট সর্বমোট কত টাকার মালামাল লুট হয়?

উত্তর : দোকানদার বড় বড় ব্যবসায়ীরা বলেছিল যে, অনুমান ১৫ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে।

প্রশ্ন : মদন সাহার ঘর কখন লুট হয়?

উত্তর : ঐ দিন নয়- পরে লুট হয়। জুন মাসের প্রথম দিকে সম্ভবত। তারিখ সময় মনে নেই। ৭ মে মদন সাহার ঘর লুট হয়নি।

প্রশ্ন : ঐ দিন আপনি বাড়ি ছিলেন?

উত্তর : মনে আছে যে ঐ দিন হাটের দিন ছিল। আমি নৌকায় রওয়ানা দিয়ে বাজারে আসছিলাম।

প্রশ্ন : সেলিম খান ও মানিক পসারীর বাড়িতে যখন আগুন দেয়া হয় তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন?

উত্তর : ঐ সময় আমি ওখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রশ্ন : নগরবাসী সাহা, তারক সাহা, মাধব সাহাদের ঘর লুটপাটের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : আমি আশে পাশে ছিলাম। পরে এসে দেখেছি।

প্রশ্ন : বিশা বালী অসুস্থ ছিল আপনি বলেছেন। এটা সত্য কি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তাকে তার ঘরের সামনে নারিকেল গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন বা গুলী করে হত্যা করা হয়নি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বিশা বালী পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক অপহরণ হয় এবং বলেশ্বর নদীর বেদীতে গুলী করে হত্যা করা হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : চিত্তরঞ্জন, ভিসা বালী, অনিল মন্ডলসহ ২৫/৩০ জনের বাড়ি লুট, আগুন দিয়ে পোড়ানো ও হত্যাকান্ডের সাথে মাওলানা সাঈদী কোনভাবেই জড়িত নন। তিনি সেখানে যাননি। উক্ত ঘটনার সাথে তিনি কোনভাবেই সম্পৃক্ত ছিলেন না।

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে মাখন সাহার দোকান লুট, মদন সাহার দোকান লুট ও ঘরবাড়ি ভাঙ্গা, নগরবাসী সাহা, তারক সাহা, বেনী মাধব সাহাসহ ৩০/৩৫টি দোকান লুট হওয়া, পারেরহাটের দোকানপাট থেকে স্বর্ণসহ মালামাল লুটের ১৫ লাখ টাকা নিয়ে ৫ তহবিল গঠন করা ইত্যাদির সাথে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এসব ঘটনার সময় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব পারেরহাটেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারী এবং সেলিম খানের ঘর আগুন দিয়ে পোড়ানোর সাথে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ দু'জনের ঘর লুট ও অগ্নিসংযোগের সময় আল্লামা সাঈদী পারেরহাট বা আশেপাশের এলাকাতেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি লুট, ভিসা বালী হত্যা ও তার বাড়ি লুটের সময় আল্লামা সাঈদী ঘটনাস্থল, পারেরহাট বা আশেপাশের এলাকাতেই ছিলেন না?

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি পারেরহাট, চিতলিয়া, বাদুরা, টেংরাখালী, ওমেদপুরসহ অন্যান্য এলাকায় সংঘটিত যেসব অভিযোগের সাথে আল্লামা সাঈদীকে জড়িত করে অভিযোগ দায়ের করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে করেছেন?

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ৩১/৮/২০০৯ তারিখ পিরোজপুর কোর্টে যে এজাহার দায়ের করেন সেখানে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথাগুলো লেখেননি?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের রেসকোর্সের ভাষণসহ কতিপয় অংশ অন্য কোথায়ও উল্লেখ করেননি?

উত্তর : আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : মদন সাহার লুটের দোকান ও বসত ঘর তার শ্বশুর বাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনে স্বাধীনতার পর মদন সাহাকে ফেরত দেন বলে যে কথা সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন, তা অন্য কোথায়ও বলেননি। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেছেন কিনা?

উত্তর : আছে কিনা খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ৯নং সেক্টর সাব কমান্ডার মেজর জিয়া উদ্দিন ও এম এ আওয়াল আপনাকে গোয়েন্দা দায়িত্বে নিয়োগ করেন মর্মে জবানবন্দীতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি?

www.pathagar.com

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : সারা জেলার এলাকায় এলাকায় আপনি গোয়েন্দা হিসেবে এসব অপরাধমূলক কার্যক্রম অবলোকন করেন ও সুন্দরবন ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। এটা অভিযোগে নেই।

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন ২রা জুন সকাল বেলা খলিলুর রহমান এসে খবর দেয় যে, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের লিস্ট হয়েছে। তাদের ধরার জন্য সাঈদী আসছে। আমি শুনে তাদেরকে নিরাপদে অনেক দূরে রেখে আসি। এ কথা অভিযোগে লিখেন নাই?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভিসাবালি অসুস্থ থাকায় তাকে ধরে ফেলে- এ কথা কমপ্লেনে নেই।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন জবানবন্দীতে বলেছেন যখনই গুলী করে তখন আমি অনেককে ঝোপের মধ্যে দেখি আমিও সেখানে স্থান নিই। একথা কমপ্লেনে নেই।

উত্তর : কমপ্লেনে আছে।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন আমরা ক্ষমতায় গেলে যুদ্ধাপরাধের বিচার করব এবং এ দেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধের বিচার চায়। যে কারণে এ সরকারকে ভোট দিয়েছে। কথাটি জবানবন্দীতে আছে কিন্তু অভিযোগে নেই।

উত্তর : বলেছি কি না তা আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পারেরহাটের মাখন সাহার লোহার সিন্দুক থেকে ২২ সের স্বর্ণ দেখিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন এজাজ এতো স্বর্ণ পেয়ে বলে সোনার পারেরহাট। এটা কমপ্লেনে আছে জবানবন্দীতে আছে। কমপ্লেনের আগে কোথাও বলেননি।

উত্তর : সত্য

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী শর্ষিনা মাদরাসায় আলেম ক্লাসে পড়াকালে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ায় প্রমাণান্তে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এই বক্তব্য এই মামলার অভিযোগে আনার আগে অন্য কোথাও বলেননি।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : পারেরহাট রিকশা স্ট্যান্ডে খবর পেয়ে যাই একেকটা রিকশায় ২জন করে ২৬টি রিকশায় পাক সেনারা আসে শান্তি কমিটির লোকেরা সাঈদীর নেতৃত্বে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। উর্দু ভাষা ভালো জানতেন তিনি। আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে হিন্দু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঘরবাড়ি ও দোকান দেখিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন এজাজ ওগুলো লুট করার নির্দেশ দেয়। এই বক্তব্য অন্য কোথাও বলেননি।

উত্তর : সত্য

প্রশ্ন : লুটের মালামাল সাঈদী সাহেবের নেতৃত্বে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া হয়। এই বক্তব্য অভিযোগে নেই অথচ জবানবন্দীতে বলেছেন।

উত্তর : আছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কমপ্লেনে যেসব অভিযোগ করেছেন তার বিষয়বস্তু মেজর জিয়াউদ্দিনকে গোয়েন্দা হিসেবে জানিয়েছেন?

উত্তর : গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তেতুলবুনিয়া বা তেতুলবাড়িয়ার নাম তখন শুনেছেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : অভিযোগে ক্যাপ্টেন এজাজের নাম আসামী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : আপনি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অন্যদের সাথে নিয়ে রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠন করেছেন মর্মে যা বলেছেন তা আদৌ সত্য নয়।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ৭ মে সকালে বাড়িতে থাকা, খবর পেয়ে পারেরহাটে আসা, অভ্যর্থনার জন্য সাঈদীসহ অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকা, ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে উর্দুতে কথা বলা এবং আঙ্গুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের দোকানঘর ও বসতবাড়ি দেখিয়ে দেয়া মর্মে জবানবন্দীতে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : একথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : পাঁচ তাহবিলের মালামাল মাওলানা সাঈদী নিজেই বেঁচাকেনা ও ভাগ করা এবং লুটের মালামাল ও অর্থ দিয়ে স্বাধীনতার পর খুলনা ও ঢাকায় বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ট্রাইব্যুনালে এসে শপথ নিয়ে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছেন তা শতাব্দীর নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যে লোকগুলোকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে জবানবন্দীতে বলেছেন তাদের কাউকে এই মামলায় সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেননি।

উত্তর : না আনি নাই।

প্রশ্ন : অপারেশন সার্চলাইট অর্থ জানেন?

উত্তর : আকস্মিক হামলা। আমার সাধারণ জ্ঞানে বলে।

প্রশ্ন : এই আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আপনাকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

উত্তর : কেউ ট্রেনিং দেয়নি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্য সময়ের আগ পর্যন্ত সাঈদী সাহেব পারেরহাট বা পিরোজপুরের কোন এলাকায়ই ছিলেন না।

উত্তর : ছিলেন না। পরে বলেন- ছিলেন।

প্রশ্ন : জুলাইয়ের মধ্য থেকে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি নিজ বাড়িতেই থাকতেন।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি ২০০৩ সালে জিয়ানগর উপজেলার জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের আহ্বায়ক ছিলেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরবর্তীকালে সুবিধা আদায়ের জন্য এমএ আওয়াল ও অন্যদের নির্দেশে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে এই মামলা করেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হচ্ছে। সেই কারণে তা থেকে বাঁচার জন্য বর্তমান এমপি এমএ আওয়াল ও সরকারের অনুকম্পা পাওয়ার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বহাল রাখার জন্য এমএ আওয়ালও সরকারি নির্দেশে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই মামলা দায়েরের কারণে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে ভাতা নিচ্ছেন তা বহাল রাখার জন্য, সরকারি আনুকূল্যে পাকা বাড়ি করেছেন এবং স্ত্রীর নামে সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

১৬.১২.১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

<u>২নং সাক্ষীর জবানবন্দী</u>

মালকোচা লুঙ্গি পরা সাঈদীকে বোগলে লুটের টিন মাথায় কাসা-পিতলের ঝাকা নিয়ে যেতে দেখেছেন সাক্ষী নবীন!

শহীদুল ইসলাম : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষের হাজির করা সাক্ষী মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবিদার রুহুল আমিন নবীন অভিযোগ করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ৭ মে পাড়েরহাট বাজারে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে লুটের মাল নিয়ে যেতে দেখেছেন। তিনি বলেন, ঐ দিন বেলা সাড়ে ১০টা থেকে অনুমান ১১টার দিকে পাড়েরহাট বাজারের মাসুম স্টোরের সামনে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন তৎকালীন দেলাওয়ার হোসেন সিকদারকে (বর্তমান সাঈদী) বোগলে ঢেউটিন মাথায় ঝাকা নিয়ে যেতে দেখেছি। এই ঝাকার মধ্যে কাসা পিতলের প্লেট, গ্লাস, বাটি, জগ ইত্যাদি ছিল।

পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরা দেলাওয়ার সিকদারকে আমি আমার কাছে থাকা রিভলভার দিয়ে শুট করতে চেয়েছিলাম। নূরুল হক মৌলভী আমাকে বাধা দেয়ার কারণে তখন তাকে গুলী করি নাই। ভানু সাহা নামের এক হিন্দু মহিলাকে কয়েক মাস ধরে ক্যাম্পে রেখে পাক হানাদার বাহিনী ধর্ষণ করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তবে আগের দিন এক নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদার।

www.pathagar.com

এ সংশ্লিষ্ট আরো খবর ঐ ধর্ষণের সাথে মাওলানা সাঈদীকে জড়িত করে সাক্ষ্য প্রদান করলেও ২নং সাক্ষী শুধুই পাক বাহিনীর জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২নং সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে আসা রুহুল আমিন নবীন গত বুধবার বিকেলে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করেন।

১৫ মিনিট তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর ঐ দিন আদালত মূলতবি করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৮-১২-১১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩ বিচারক নিজামুল হক নাসিম, এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদ সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে এজলাসে বসেন। মাওলানা সাঈদীকে তার মিনিট খানেক আগেই নিয়ে আসা হয় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়। আর বেলা সাড়ে ৯টা থেকে তাকে বসিয়ে রাখা হয়। ট্রাইব্যুনালের নীচ তলার হাজত খানায়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় ট্রাইব্যুনালে। সরকার পক্ষের আপত্তির কারণে গত বুধবার মাওলানা সাঈদীর দুইজন নিকটাত্মীয়কে আদালত কক্ষ থেকে বের করে দেয়ার পর গতকাল পাস ইস্যুতে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। মাওলানা সাঈদীর ৩ ছেলে ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়কে গতকাল পাসই দেয়া হয়নি।

গতকাল ৩ বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করার পরপরই মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন ট্রাইব্যুনালকে জানান, আমার মক্কেল ডায়বেটিস আক্রান্ত এবং বয়োবৃদ্ধ। আদালতর কাঠগড়ায় দীর্ঘক্ষণ থাকার কারণে তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ না করায় শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি কাঠগড়ায় মাওলানা সাঈদীর হালকা খাওয়ানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনাদের ব্যবস্থাপনায় খাওয়াবেন। এরপরই 'যাহা বলিব সত্য বলিব, কোন কিছু মিথ্যা বলিব না, কোন কিছু গোপন করিব না' বলে শপথ নিয়ে ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন তার বক্তব্য শুরু করেন। প্রসিকিউটর সাইদুর রহমান তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন।

সাক্ষীকে ধীরে ধীরে বক্তব্য রাখতে বলা হয় এবং তা কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয় যা সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রসিকিউশন, ডিফেন্স এবং ৩ বিচারক স্ক্রিনে দেখতে পান। ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন তার অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করেন গতকাল সোয়া ১ ঘন্টায়। এ সময় তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ৩ মে বর্বর পাকিস্তানীবাহিনী পিরোজপুর আগমন করে শান্তি কমিটির সাথে মিটিং করে। তারা পাকবাহিনীর কাছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি-ঘর সম্পর্কে তথ্য দেয়। ৭ মে ২৬টি রিক্সাযোগে প্রায় ৫২ জন পাকসেনা আসে পাড়েরহাট। পাড়েরহাট রিক্সা স্ট্যান্ডে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায় শান্তি কমিটির নেতা সেকান্দার আলী সিকদার, দানেশ আলী মোল্লা, মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অনেকেই। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন এজাজ। শান্তি কমিটির লোকেরা পাড়েরহাট বাজারে

www.pathagar.com

পাক সেনাদের নিয়ে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বাড়ি-ঘর দোকানপাট ভেঙ্গে দেয়। ক্যাপ্টেন এজাজের সাথে সাঈদী সাহেব পরামর্শ করার পর বলা হয়, লে লো অর্থাৎ এগিয়ে লও। তখনই শান্তি কমিটির লোকজনও রাজাকারদের দেখিয়ে দেয়া দোকানপাট ও বাড়ি-ঘরে লুটপাট শুরু হয়। লুটের এক পর্যায়ে পাড়েরহাট বন্দরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মাখন সাহার দোকানের মাটির নীচে লোহার সিন্দুক থেকে ২২ সের স্বর্ণ ও রূপা লুট করে। ঐসব স্বর্ণ ও রূপা পাক হানাদারবাহিনী নিয়ে যায়। একই দিন পাড়েরহাট বাজারের ৩০/৩৫টি দোকানের মেঝের মাটি খোঁড়া হয় আরো স্বর্ণ পাওয়ার আশায়। এই লুটের পর পাক হানাদারবাহিনী পাড়েরহাট রাজলক্ষী উচ্চবিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। এর পূর্বেই ফকির দাসের দোকানে ২টি ক্যাম্প স্থাপন করে রাজাকাররা। পরের দিন ৮ মে পাড়েরহাট বন্দরের পূর্বপাড়ে বাদুরা ও চিতলিয়া গ্রামে তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রইজ উদ্দিন পসারী, হেলাল উদ্দিন পসারী ও মানিক পসারীর ঘরসহ ৭/৮টি ঘর লুটপাট করে। পরে তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝা-মাঝি সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ক্রয়ের জন্য আমি পাড়েরহাট বাজারে আসি। মাসুম স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আমি দেখতে পাই পাঞ্জাবী ও মাল কোচা দিয়ে লুঙ্গি পরিহিত সাঈদী সাহেব বোগলে একটি ঢেউটিন এবং কাসা পিতলের প্লেট গ্লাস, বাটি, জগ ভর্তি একটি ঝাকা মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এসব লুটের মাল দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমার কাছে থাকা রিভলভার দিয়ে শুট করব বলে মৌলবী নুরুল হককে বলি। তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে ঝামেলা বাড়বে। যেসব ঘর-বাড়ি ও দোকানপাট পাড়েরহাটে অবশিষ্ট আছে তাও পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দেবে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালাবে। পরে মফিজ উদ্দিন মৌলবীর দোকানের সামনে গিয়ে জানতে পারি মদন সাহার দোকান লুট হয়েছে। কিছুক্ষণ পর দেলোয়ার সাহেব কাঠ মিস্ত্রি তৈয়ব আলীসহ আরো ৪-৫ জন লোক নিয়ে মদন সাহার দোকানঘর ভাঙ্গা শুরু করে। ভাঙ্গার পর মালামাল নৌকাযোগে তার শ্বশুরবাড়ি ইউনুস মুন্সীর বাড়িতে নিয়ে যায়।

সাক্ষী রুহুল আমিন আরো বলেন, পাড়েরহাট বাজারের পুরাতন ঘর নগরবাসী সাহার দোকান ঘর জোর করে দখল করে পাঁচ তহবিলের অফিস বানানো হয়। সাঈদীসহ আরো ৪/৫ জন এটা পরিচালনা করতো। আর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন সিকদার। লুটপাটের সব মালামাল ঐ দোকানে এনে পাঁচ তহবিলে ভাগ করা হতো। স্থান সংকুলান না হওয়ায় মাওলানা নাসিমের ঘরও গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহাকে পাকিস্তানী বাহিনী ধর্ষণ করে।

সাক্ষ্য-প্রদানের শেষে এই জায়গায় তিনি অতিরিক্ত যোগ করেন যে, ভানু সাহাকে কয়েক মাস আটকে রেখে পাক হানাদার বাহিনী ধর্ষণ করে। রুহুল আমিন নবীন আরো অভিযোগ করেন যে ৫০/৬০ জন হিন্দুকে শান্তি কমিটির লোকেরা জোরপূর্বক হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় এবং ৫ ওয়াক্ত নামায পড়তে বাধ্য করে মসজিদে

www.pathagar.com

গিয়ে। ২/৪টি আরবী সূরাও শেখানো হয়। স্বাধীনতার পর তারা আবার স্বধর্মে ফিরে আসে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিতা ছবি রায় ও ভানুসাহা পরে ভারতে পালিয়ে যায়। আমি ভারতে ট্রেনিং শেষে দেশে এসে বিভিন্ন স্থানে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। স্বাধীনতার পর অনেক স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণকারী রাজাকারদের অনেককে আটক করতে পারলেও দেলোয়ার সিকদারকে গ্রেফতার করতে পারি নাই। শুনতে পাই তিনি পালিয়ে গেছেন। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা তল্লাশি চালিয়ে লুট হওয়া মালামাল উদ্ধার করে তাদেরকে ফেরত দিই। মদন সাহার যে ঘরটি লুট করে নেয়া সাঈদী সাহেবের শ্বশুরবাড়ী থেকে ঐ ঘরটি উদ্ধার করে এনে মদন সাহাকে ফেরত দিই। সাক্ষী নবীন আরো জানান, ১৯৮৬ সালে পারেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাঈদী সাহেব একটি মাহফিল করেন তার দলীয় জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায়। আমি বাধা দিতে পারি মনে করে মোকাররম হোসেন কবিরসহ ৩ জন জামায়াত কর্মী আমার বাড়িতে আসে। আমি তাদেরকে বলি রাজনৈতিক বক্তব্য দিলে মাহফিল করতে দেয়া হবে না। তিনি হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত সকল রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্যদের উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করেন।

সাক্ষী নবীনের সাক্ষ্য প্রদান শেষে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম তার কাছে জানতে চান যে এ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও সাব কমান্ডার কারা ছিলেন? ব্যারিস্টার শাজাহান ওমর কি দায়িত্বে ছিলেন তাও জানতে চান। জবাবে নবীন জানান, শাজাহান ওমর ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার কমান্ডার ছিলেন। মেজর জিয়াউদ্দিন ছিলেন সাব সেক্টর কমান্ডার, সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন শামসুল হক যাকে আমি এডভোকেট বলে জানি। তবে তার সনদ ছিলো কি না জানি না। আমার ভাই জামাল উদ্দিন কোনো দায়িত্বে ছিলো না। আমার অধীনেই ছিলো।

সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম (রাজশাহী বার থেকে আগত) বলেন, মাত্র ২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান শেষ হয়েছে। তাদের জেরা করা হবে আগামী রোববার। এই পর্যায়ে এই মামলার মেরিট সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না।

অভিযুক্ত পক্ষে গতকাল ট্রাইব্যুনালে ছিলেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, রাজশাহী বার থেকে আসা এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বার থেকে আসা এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী, হাইকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ব্যারিস্টার অনুশী আহসান কবির, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান, শাজাহান কবির প্রমুখ। সরকার পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু, প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী, সৈয়দ রেজাউর রহমান, জিয়াদ আল মালুম প্রমুখ।

৯-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২নং সাক্ষীর প্রথম দিনের জেরা

শেখানো কথা তোতা পাখির মত বললেও নবীনের জেরাতে বেরিয়ে আসছে অসঙ্গতি

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকারী ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনও এক নম্বর সাক্ষীর ন্যায় একজন ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা। সরকার পক্ষের শিখিয়ে দেয়া বক্তব্য জবানবন্দীতে তোতা পাখির মত বলতে পারলেও অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীর জেরার মধ্যদিয়ে তার বক্তব্যের অসঙ্গতি বেরিয়ে আসছে। বর্তমানে তার বয়স ৬১ বছর বলে জবানবন্দীতে উল্লেখ করলেও গতকাল ট্রাইব্যুনালে নিজেই তথ্য দিয়ে বলেছেন যে তার জন্মতারিখ ৩০ নবেম্বর ১৯৫৬ সাল। এই জন্ম তারিখের হিসেবে বর্তমানে তার বয়স হয় ৫৩ বছর এবং ১৯৭১ সালে বয়স ছিল ১৩ বছর ১ মাস। ফলে তার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার বয়স তখন না হলেও নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেছেন। তিনি নিজেকে বাংলায় অনার্স পাস বলে দাবি করলেও তার সার্টিফিকেট নেই বলে জানিয়েছেন। সার্টিফিকেট সিডরে নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন। ২ নম্বর সাক্ষীও স্বীকার করেছেন যে বর্তমান আওয়ামী মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত তিনি পিরোজপুর বা দেশের কোথায়ও কোন আদালত বা থানায় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন, সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী কোন অপরাধের অভিযোগ করেননি।

এক সপ্তাহ আগে রুহুল আমিন নবীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। গতকাল রোববার (১৮-১১-১১) অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও চট্টগ্রাম বার থেকে আগত কফিল উদ্দিন চৌধুরী তাকে জেরা করেন। গতকাল সকাল-বিকাল দুই বেলায় ৪ ঘণ্টা জেরা করা হয়। চট্টগ্রাম বার থেকে আগত অপর আইনজীবী এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, মুনশী আহসান কবির, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ জেরার কাজে দুই আইনজীবীকে সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু, প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী, মোহাম্মদ আলী, জিয়াদ আল মালুম, সাইদুর রহমান প্রমুখ। গত ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ দিন ধরে জেরা করা হয় ১ নম্বর সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদরকে। গতকাল থেকে জেরা শুরু হয়েছে ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনের। আজ সোমবারও তার জেরা অব্যাহত থাকবে।

২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমীন নবীনের জেরার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রশ্ন : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ যখন নিজ এলাকায় ফিরে আসেন তখন কোন এলাকা থেকে ফিরে আসেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সুন্দরবন ক্যাম্প থেকে।

প্রশ্ন : এই সময়ে আপনি কি সাব সেক্টর কমান্ডারের সাথেই এসেছিলেন?

উত্তর : পৃথকভাবে।

প্রশ্ন : মেজর জিয়াউদ্দিন কি ঐ দিন ওখানেই ছিলেন না ঐ দিন আসেন?

উত্তর : ঐ দিন পর্যন্ত আসেননি। পরে কোনদিন আসেন আমি জানি না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে পিরোজপুরে পাক আর্মি আসার আগ পর্যন্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তথা মুক্তি বাহিনীর দখলে ছিল পুরো এলাকা।

উত্তর : হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন : এই সময়কালের মধ্যে এলাকায় কোন লুটপাট ধর্ষণ ঘটেনি?

উত্তর : ঘটেনি।

প্রশ্ন : পাকবাহিনী আসার ক'দিন পর পিরোজপুরে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়?

উত্তর : সঠিক দিন তারিখ বলতে পারবো না। ২/১ দিন আগে হবে।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি গঠন করার সময় আপনি কোন এলাকায় ছিলেন?

উত্তর : পারের হাট এলাকায়।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি গঠন হওয়ার পর আপনি পিরোজপুর শহরে যাননি?

উত্তর : যাইনি।

প্রশ্ন : কোথায় বসে কার নেতৃত্বে কত সদস্যের শান্তি কমিটি গঠিত হয়? সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?

উত্তর : এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন ধারণা নেই।

প্রশ্ন : আপনি কোন তারিখে পারের হাট এলাকা ছেড়ে যান?

উত্তর : আমি ২১ জুন এলাকা ছেড়ে চলে যাই।

প্রশ্ন : সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ কবে এলাকার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে চলে যায়?

উত্তর : সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নে শান্তি কমিটি কবে গঠিত হয়?

উত্তর : আমি তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : প্রত্যাশী ইউনিয়নে শান্তি কমিটি কবে গঠিত হয়?

উত্তর : তা সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পারের হাট এলাকায় কবে শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর : তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : শংকর পাশা, প্রত্যাশী ও পারের হাট ইউনিয়নে রাজাকার বাহিনী কবে গঠিত হয়?

উত্তর : সঠিকভাবে বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : রাজাকার সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি বাহিনী যা আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করে গঠন করা হয়। এটা আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী গঠনে সরকারি অর্ডিন্যান্স কবে জারি হয়?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনীর প্রতিটি এলাকায় একজন কমান্ডার ছিল। এটা জানেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নে রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : প্রত্যাশী ইউনিয়নে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : এই ইউনিয়নে রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মূল দায়িত্বে অমুক অমুক ছিল। এই সার্বিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর : সার্বিক দায়িত্ব বলতে সব বিষয়ে নেতৃত্বে থাকার কথা বুঝিয়েছি।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী গঠনের জন্য কোন বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কথা জানতেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা, সেকান্দার সিকদার, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, দানেশ আলী মোল্লা ঐ সময় ছাত্র ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : রাজাকারের সংখ্যা পারের হাট এলাকায় মোট কত ছিল?

উত্তর : আনুমানিক ২০/২২ জন ছিল পারের হাট বন্দর এলাকায়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন স্থানীয় মাদরাসা ছাত্রদের নিয়ে এসে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। ৫ জনের নাম বলুন?

উত্তর : খলিলুর রহমান, আব্দুর রশিদ হাওলাদার, মো. মহসিন, আব্দুল হালিম, হাকিম ক্বারী (বর্তমান)। আরো অনেকে ছিল। এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালে বরিশাল জেলা ছাত্র সংঘের সভাপতির নাম কি? সেক্রেটারির নাম কি?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমার ছাত্র সংঘের সভাপতি ও সেক্রেটারি তখন কে ছিলেন?

উত্তর : নাম বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদর তখন পিরোজপুর মহকুমার একটি থানা ছিল তার মধ্যে বর্তমান জিয়ানগরও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর থানার তৎকালীন ছাত্র সংঘের সভাপতি ও সেক্রেটারির নাম কি ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনি জবানবন্দীতে বলেছিলেন ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। এরূপ ৫ জন ছাত্রের নাম বলুন?

উত্তর : ১. রুহুল আমীন হাওলাদার, পিতা- মরহুম আনোয়ার উদ্দিন হাওলাদার, ২. রুহুল আমীন, পিতার নাম মনে নেই, গ্রাম- দক্ষিণ গাজী, থানা- পিরোজপুর সদর, ৩. মোসলেহ উদ্দিন, পিতার নাম মনে নেই, গ্রাম- বাদুরা, থানা- পিরোজপুর সদর। আরো অনেকে ছিল। বাকীদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনীতে মাদরাসা ছাত্র ছাড়া কি বাইরের লোকজন ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, ছিল।

প্রশ্ন : এদের মধ্যে দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে কেউ ছিল?

উত্তর : না। দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন, গোলাম আযম ও এ কে এম ইউসুফ শান্তি কমিটি গঠন করেন। কিভাবে জানেন?

উত্তর : লোক মুখে ও তৎকালীন পাকিস্তান রেডিওর মাধ্যমে জেনেছিলাম।

প্রশ্ন : তখন রেডিও নিয়মিত শুনতেন?

উত্তর : নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে শুনতাম।

প্রশ্ন : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি কবে গঠিত হয়?

উত্তর : সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : কোথায় গঠিত হয়?

উত্তর : কোন অফিসে বলতে পারবো না। তবে ঢাকায় গঠিত হয়।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটির সভাপতি বা আহবায়ক কে ছিলেন- পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি?

উত্তর : আমার জানা মতে, গোলাম আযম।

প্রশ্ন : সাধারণ সম্পাদক বা সদস্য সচিব কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : কত সদস্যের কমিটি গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আব্দুল মালেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর ছিলেন যুদ্ধ চলাকালে। জানেন?

উত্তর : লোকমুখে শুনেছি যে মালেক নামে একজন গবর্নর ছিলেন।

প্রশ্ন : যুদ্ধের শুরুর সময় গবর্নর কে ছিলেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর কে ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন ১৯৭০ সালে?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদর ছাড়া মহকুমার অন্যান্য থানার শান্তি কমিটির বা রাজাকার বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনি তো রাজনীতি করেন?

উত্তর : সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নই।

প্রশ্ন : কোন সময়ই করেননি?

উত্তর : আগে রাজনীতি করতাম।

প্রশ্ন : রাজনীতি ছেড়েছেন কবে?

উত্তর : ১৩ বছর আগে ছেড়েছি। এই ১৩ বছর সরাসরি রাজনীতির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদর উপজেলার ইন্দুরকানী এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে আওয়ামী লীগের একটি সাংগঠনিক থানা ছিল?

উত্তর : এটা আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি ঐ থানার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন?

উত্তর : ছিলাম। ১৩ বছর আগে ছেড়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি শেখ হাসিনা নামে একটি একাডেমী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন : স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে এটা একটা কোচিং সেন্টার ছিল?

উত্তর : স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে বছর খানিক এটা কোচিং সেন্টার ছিল। পরে আমি শেখ হাসিনা একাডেমী নামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি।

প্রশ্ন : এই কোচিং সেন্টারের মালিক ও চেয়ারম্যান ছিলেন জনৈক দেলোয়ার হোসেন চেয়ারম্যান?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান চেয়ারম্যান কে?

উত্তর : বর্তমান সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম এ আওয়াল।

প্রশ্ন : এই আওয়াল সাহেবের আরেক নাম কি সাইদুর রহমান?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনি কি বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আছেন?

উত্তর : বর্তমানে নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন পূর্বে ক্ষমতায় ছিলেন তখন ঐ স্কুলটি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সরকারি এমপিওভুক্ত হয়েছিল ঐ সময়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে দেলোয়ার চেয়ারম্যানকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে কোচিং সেন্টারটি দখল করেছিলেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পিস কমিটির চেয়ারম্যান একরাম খলিফা ছিলেন বর্তমান এমপি এম এ কে আওয়াল সাহেবের পিতা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যখন দেলোয়ার সাহেবকে কোচিং সেন্টার থেকে বের করে দেন তখন আওয়াল আপনাকে স্কুলে থেকে বের করে দেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের কাছে কোন ভুল তথ্য আপনি দেননি?

উত্তর : সত্য তথ্য দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ও সরকারি কোন কর্তৃপক্ষকে ভুল তথ্য দেননি?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : সর্বশেষ ভোটার লিস্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রে আপনার স্বাক্ষর আছে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : একইভাবে জন্মনিবন্ধন কার্ডও আপনার দেয়া তথ্য ও আপনার স্বাক্ষর অনুসারে হয়েছে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : জন্ম সনদে ৩/১১/১৯৫৬ জন্ম তারিখ আছে?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কত তারিখ দেয়া আছে?

উত্তর : সেটা আমি বলব না। পরে বলেন- ৩০/১১/১৯৫৬ হবে।

প্রশ্ন : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ পারেরহাটে ফেরত আসার পর স্বাধীনতাবিরোধীদের গ্রেফতার ও আটকের চেষ্টা করেন।

উত্তর : করেছি।

প্রশ্ন : এর নেতৃত্বে কে ছিলেন?

উত্তর : নেতৃত্বে আমি নিজেই ছিলাম।

প্রশ্ন : আটককৃতদের কিছু কিছু লোককে মেজর জিয়াউদ্দিনের সুন্দরবনের কিলিং স্কোয়াডে পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আটক ও গ্রেফতারকৃতদের তালিকা তৈরি করেছিলেন?

উত্তর : স্থানীয়দের কাছ থেকে নাম জেনে তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম।

প্রশ্ন : ঐ তালিকা পরবর্তীতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাখিল করেছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ঐ তালিকা পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত কোথাও জমা দিয়েছেন?

উত্তর : ঐ তালিকা আমি কোথাও কখনো জমা দেইনি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর : ছাত্র ছিলাম। তবে স্কুলের নয়। কলেজের ছাত্র ছিলাম ১৯৭২ সালে। যুদ্ধের কারণে ৭১ সাল নষ্ট হয়।

প্রশ্ন : আপনি এসএসসি কোন সালে পাস করেন?

উত্তর : যুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালে এসএসসি পাস করি।

প্রশ্ন : আপনার পরীক্ষা কেন্দ্র কোথায় ছিল?

উত্তর : বরিশালের চাখার।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বরিশালে কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : সময় মনে পড়ছেনা।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে কবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠিত হয়?

উত্তর : মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা সংসদে কত সালে আপনি সদস্য হন?

উত্তর : সম্ভবত ২০০৫/২০০৬ সালের দিকে হতে পারে। মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : ১৯৮৬ সালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যখন এলাকায় মাহফিল জনসভার জন্য যান তখন আপনি জানিয়েছিলেন কার কাছে?

উত্তর : মোকাররম হোসেন চৌধুরীসহ কয়েকজন আমার কাছে যান। আমি তাদের কাছে আপত্তি জানাই।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৮৬ সালে কোন রাজনৈতিক দলের বা সামাজিক সংগঠনের নেতা ছিলেন না?

উত্তর : কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম না। তবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম।

প্রশ্ন : মোকাররম হোসেন কবির একজন মুক্তিযোদ্ধা?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনার আপত্তি ছিল রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে অন্যকোন বিষয় নিয়ে নয়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার কাছে যাওয়া এবং আপত্তি। এসব বক্তব্য সত্য নয়?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযোদ্ধা নেতা ছিলেন না, রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কোন প্রশাসক ছিলেন না কাজেই আপনার কাছে কেউ অনুমতি চাইতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না?

উত্তর : সত্য নয়। গিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি রাজনৈতিক কারণেই শুধু আপত্তি করেছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মোসলেম মওলানা এখনো জীবিত আছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তিনি বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তিনি আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও আপনি জেনে শুনেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালের গণআদালত গঠন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে।

উত্তর : নেই।

প্রশ্ন : ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল। সারাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তথ্য চেয়েছিল?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী নিজ নামে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই পরিচিত?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দাখিল পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তার এই নাম আছে। তা জানা সত্ত্বেও আপনি দেলওয়ার হোসেন শিকদার নাম ব্যবহার করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : অপারেশন সার্চ লাইট সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?

উত্তর : সামান্য ধারণা আছে। আমরা রেডিওর মাধ্যমে খবর পাই যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের খুঁজে বের করে ধ্বংস করার জন্য যে অভিযান পরিচালনা করেছিল সেটাই অপারেশন সার্চ লাইট।

প্রশ্ন : কোন রেডিওর মাধ্যমে অপারেশন সার্চ লাইটের কথা জানতে পারেন?

উত্তর : পাকিস্তান রেডিও ঢাকার মাধ্যমে জানতে পারি।

প্রশ্ন : পাকিস্তান রেডিও ঢাকার সংবাদ ক'টায় প্রচার হতো?

উত্তর : আমি বলতে পারব না। ২৬ মার্চ বিষয়টি জানতে পারি।

প্রশ্ন : ১৯৮৬ সালের আগে পর্যন্ত আপনি সাঈদী সাহেবকে চিনতেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি এই আদালতে সাক্ষী দেয়ার আগে সাঈদী সাহেব স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন এমন কোন তথ্য বা বক্তব্য কোথায়ও দেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে সর্বপ্রথম কবে জানেন?

উত্তর : ৭/৮ মাস আগে জানতে পারি।

প্রশ্ন : এ খবর আপনাকে কে দিয়েছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : মাহবুবুল আলম।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম সাহেবের দায়েরকৃত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মামলায় ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিতে চাননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের সাথে কবে আপনার পরিচয় হয়?

উত্তর : তারিখ সঠিক বলতে পারব না। যখন উনি পারেরহাটে তদন্ত করতে যান তখন পরিচয় হয়।

প্রশ্ন : অনুমান কত দিন আগে?

উত্তর : গত বছর। তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : কোন মাস তা বলতে পারবেন?

উত্তর : গত বছরের প্রথম দিকে। সম্ভবত ২০১০ সালের মার্চ মাসে হতে পারে।

প্রশ্ন : ঐ সময় তার কাছে আপনি কোন জবানবন্দী দেননি?

উত্তর : ঐ তদন্তের সময়ই জবানবন্দী দেই প্রথম পরিচয়ের তারিখেই।

প্রশ্ন : জবানবন্দীটা কোথায় দিয়েছিলেন?

উত্তর : পারেরহাটের রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয়ে অন্যান্য সাক্ষীদের সাথেই হেলাল উদ্দিনের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : কার আহবানে গিয়েছিলেন?

উত্তর : আমি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম। কারো আহবানে যাইনি। আমি জানতে পারি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের তদন্ত হচ্ছে। এটা জানতে পেরে নিজ থেকে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ঐ খানে কতজন সাক্ষ্য দিয়েছিল?

উত্তর : আমি যখন সাক্ষ্য দিতে যাই তখন আরও ৩/৪ জন সাক্ষ্য প্রদান করেছিল।

প্রশ্ন : উনাদের নাম জানেন?

উত্তর : ১. সুলতান আহমেদ, ২. মাহবুবুল আলম, ৩. খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। পরে আরও অনেকে আসে। মানিক পসারীও ছিল। আমি সাক্ষ্য দিয়ে আসার পরে মানিক পসারীও সাক্ষ্য দিয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : ৩/৪ জন সাক্ষী ছাড়া আর কত লোক ছিল?

উত্তর : আরও ১০/১২ জন লোক বাইরে উপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন : এই ১০/১২ জনের মধ্যে ২/৪ জনের নাম বলুন?

উত্তর : নাম বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আব্দুল মজিদ তালুকদারের ছেলে মিজানুর রহমান তালুকদারকে আপনি চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মানিক পসারী চিতলিয়া গ্রামের ছৈউদ্দিন পসারীর ছেলে?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এসডিপিও ফয়জুর রহমানের ছেলে জাফর ইকবালের নাম শুনেছেন?

উত্তর : জি। শুনেছি।

প্রশ্ন : হরিপদ মন্ডলকে চেনেন ?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : হরিপদের স্ত্রীকে চিনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : মাসিমপুর গ্রামে রাজন মিস্ত্রীর ছেলে সোনা মিস্ত্রিকে চিনেন?

প্রশ্ন : চিনি?

প্রশ্ন : এডভোকেট পোপাল কৃষ্ণ মন্ডলকে চিনেন?

উত্তর : না, চিনি না।

প্রশ্ন : সুরেশ চন্দ্রকে চিনেন? পিতার নাম অকুল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : শারাফত আলী, পিতা আবদুল গফুরকে চিনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : মাহতাব উদ্দিন হাওলাদার, পিতা মোশারফ হাওলাদার, সাং- চর টেংরাখালিকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : একই গ্রামের আব্দুল লতিফ হাওলাদার, পিতা মেসের আলী হাওলাদারকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : চিতলিয়া গ্রামে মৃত হোসেন আলী হাওলাদারের ছেলে সুলতানকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : ঈমান আলীর ছেলে খলিলুর রহমানকে চিনেন?

উত্তর : বাবার নাম ওটা কিনা জানি না।

প্রশ্ন : আব্দুল লতিফ হাওলাদার, পিতা হাফিজ উদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম চরটেংরাখালিকে চিনেন।

উত্তর : তাকে চিনি। পিতার নাম জানি না।

প্রশ্ন : ওমেদপুর গ্রামের নকুলের ছেলে অনিল চন্দ্র মন্ডলকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : শুখরঞ্জন বালি, পিতা- ললিত কুমার বালি, গ্রাম-ওমেদপুর। চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : শহিদ উদ্দিন খান গ্রাম বাদুরা চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আইয়ুব আলী হাওলাদারকে চিনেন?

উত্তর: না, চিনি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রুহুল আমিন হাওলাদার, পিতা আনোয়ার হাওলাদারকে চিনেন?
উত্তর : চিনি।
প্রশ্ন : মুকুন্দ চক্রবর্তী, পিতা- বিনোদ বিহারী চক্রবর্তীকে চিনেন? গ্রাম-ওমেদপুর।
উত্তর : সঠিক স্মরণ করতে পারছি না।
প্রশ্ন : চানমিয়া পসারীকে চিনেন?
উত্তর : চিনি।
প্রশ্ন : বাসুদেব মিস্ত্রী, গ্রাম-চিতালয়াকে চিনেন?
উত্তর : বাসুদেবকে চিনি। পিতার নাম জানি না।
প্রশ্ন : মকলেস পসারীকে চিনেন?
উত্তর : চিনি।
প্রশ্ন : মফিদ উদ্দিন পসারী, পিতা ময়েজ উদ্দিন পসারী গ্রাম বাদুরাকে চেনেন?
উত্তর : চিনি।
প্রশ্ন : মানিক হাওলাদার, পিতা-খালেক হাওলাদার, গ্রাম- ওমেদপুর, চিনেন।
উত্তর : মানিককে চিনি। হাওলাদার কিনা বলতে পারব না।
প্রশ্ন : আব্দুল জলিল শেখ, পিতা- মজিদ শেখ, গ্রাম চিতলিয়া, চেনেন?
উত্তর: চিনি।
প্রশ্ন : ওমেদপুরের আব্দুল কাদের ব্যাপারীকে চেনেন?
উত্তর: স্মরণ নেই।
প্রশ্ন : পারেরহাটের আব্দুল হালিম বাবুলকে চেনেন?
উত্তর: এই নামে কেউ নেই। ঐ নামে একজন আছে, তার বাড়ি নলবুনিয়া।
প্রশ্ন : উষারানী মালাকার, স্বামী- হরলাল মালাকার, গ্রাম- পারেরহাট কে চেনেন?
উত্তর: চিনি।
প্রশ্ন : জোৎস্না বিশ্বাস, স্বামী- সমীরণ বিশ্বাসকে চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন : বিমল চন্দ্র হালদার, পিতা- কাশিনাথ হালদার, সাং- আন্ধারপুরকে চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন : আব্দুল হালিম, পিতা- সোলায়মান, সাং- বর্ষাখালী, স্বরূপকাঠি থানা চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন : গোলাম হোসেন তালুকদার, পিতা রজবআলী তালুকদারকে চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন : এছাহাক আলী খান, পিতা- মজিদ খান, চিতলিয়াকে চেনেন?
উত্তর: মনে করতে পারছি না।
প্রশ্ন : দেবেন্দ্রনাথ, পিতা- ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন?
উত্তর: জানি না।
প্রশ্ন : গৌরাঙ্গ সাহা, পারেরহাট। পিতা- হরিদাস সাহা, চেনেন?

www.pathagar.com

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : অজিতকুমার সিং, পিতা- বীরেন্দ্রনাথ সিং, পারেরহাট চেনেন?

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : কদমতলা গ্রামের আব্দুল আজিজ হাওলাদারের কন্যা রানী বেগমকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : নলবুনিয়া গ্রামের আব্দুল আজিজ হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : মোস্তফা হাওলাদার, পিতা- ইউনুস হাওলাদারকে চেনেন? গ্রাম- হোগলাবুনিয়া।

উত্তর: এই নামে কেউ আছে কি না জানি না।

প্রশ্ন : সফিউল ইসলাম বাচ্চু, পিতা- জয়নাল আবেদীন, কলেজ রোড, পিরোজপুর কে চেনেন?

উত্তর: না, চিনি না।

প্রশ্ন : গনেশ চন্দ্র সাহাকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : রামগোপাল সাহা, পিতা- গৌরাঙ্গ সাহা, গ্রাম- ইন্দুরকানীকে চেনেন?

উত্তর: বাবাকে চিনতাম।

প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, ইন্দুরকানীকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : যাদেরকে চিনেন বলেছেন তারা সবাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সমর্থক কি না?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : এদের মধ্যে কেউ জামায়াত করে?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : আপনি কি ক্যাপ্টেন বা ছাত্রনেতা ছিলেন?

উত্তর: না?

প্রশ্ন : আপনার পিতা হেডমাস্টার ছিলেন?

উত্তর: শিক্ষক ছিলেন। হেডমাস্টার নয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সরকারি স্কুলে পড়েছেন। তা কত দূরে?

উত্তর: অনুমান সাড়ে ৫ মাইল দূরে।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের পরীক্ষা কেন্দ্র কি ঐ স্কুলে ছিল?

উত্তর: ছিল।

প্রশ্ন : চাখার স্কুল আপনার বাড়ি থেকে ৫০/৬০ কিলোমিটার?

উত্তর: ৩০/৩৫ কিলোমিটার।

প্রশ্ন : আপনি চাখার স্কুলের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামের বাড়ি পারেরহাট বাজার থেকে কত দূরে?

উত্তর: এক/দেড় কিলোমিটার হবে।

প্রশ্ন : ৭১ সালে ঐ বাড়িতে তখন আপনার আত্মীয়-স্বজন কারা ছিলেন?

উত্তর: আমার এক ভাবি ও দু'টি ছোট বোন ছিলেন। পিতা-মাতা পারেরহাট বাজারের বাড়িতে ছিল।

প্রশ্ন : আপনি পারেরহাট বাজারের একজন পরিচিত মানুষ ছিলেন ঐ সময়?

উত্তর: মোটামুটি।

প্রশ্ন : যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আপনি রসদ জোগাতেন তারা আপনার চেয়ে ছোট না বড় ছিলেন?

উত্তর: কেউ কেউ বড়, কেউ কেউ সমবয়সি ছিল। আজিজ, কিবরিয়া, শাহআলম, সিদ্দিকুর রহমান আরো অনেকে ছিল আমার বড়।

প্রশ্ন : রসদগুলো কিজন্য কিনেছিলেন?

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য ইউনিটে পাঠানোর জন্য কিনতে এসেছিলাম।

প্রশ্ন : উনি এম এ পাস?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?

উত্তর: ঢাবি থেকে বাংলায় অনার্স পাস করেছি।

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধু এইচ এস সি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : অনার্স পাসের সার্টিফিকেট দিতে পারবেন?

উত্তর: চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : সার্টিফিকেট এখন নেই?

উত্তর: সিডরে সব নষ্ট হয়ে গেছে। ডায়েরিও করে রেখেছি।

প্রশ্ন : জুনমাসের মাঝামাঝি ফকির দাসের দোকানে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল? অনেক রাজাকার ও পিস কমিটির সদস্য থাকতেন?

উত্তর: সত্য। হ্যাঁ, ক্যাম্প ছিল।

প্রশ্ন : ঐ সময়ে পাকিস্তানীদের ক্যাম্প ছিল রাজলক্ষ্মী স্কুলে।

উত্তর: একটু দূরে।

প্রশ্ন : ঐ সময়ে কোনো যুবক ছেলে রাজাকার বা পাকবাহিনীর ক্যাম্পের পাশ দিয়েও হাঁটা চলা করতো না। সন্দেহভাজনদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করত?

উত্তর: সত্য নয়। সাধারণ লোকজনকে আটক করতো না।

প্রশ্ন : আপনি দীর্ঘক্ষণ বাজারে ছিলেন। রাজাকার বা পিস কমিটির কেউ বুঝতে পারেনি।

উত্তর: না। শুধু নুরুল হক মৌলভী দেখেছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ দিন বাজারে অনেক লোকজন ছিল?

উত্তর: জি, মোটামুটি। সাপ্তাহিকহাটের দিন ছিল?

প্রশ্ন : তাদের অনেকেই আপনাকে চিনতেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম এই মামলার বাদী তাকে চিনতেন?

উত্তর: হ্যাঁ। চিনতাম।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার সময় উনার পেশা কি ছিল?

উত্তর: ছাত্র ছিলেন।

প্রশ্ন : এখন পর্যন্ত উনার পেশা কি?

উত্তর: পেশা জানি না।

প্রশ্ন : উনার স্ত্রী রানী স্কুলে চাকরি করেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনাদের এলাকা শত্রুমুক্ত হয় ৮ ডিসেম্বর।

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : শত্রুমুক্ত হওয়ার পর ফরিকদাসের দোকান/বাড়ির যেখানে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল সেখানেই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হয়?

উত্তর: সত্য নয়। ক্যাম্প হয় ১৮ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন : ৮ তারিখে ঐ ক্যাম্প বা ফরিকদাসের বিল্ডিং দখলের পর মনসুর আলম ও আপনার মামা আমিরুল ইসলাম আলম এটার নেতৃত্ব নেন এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন মোকাররম হোসেন কবির?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যাদের নাম বললেন তাদের সবাই বেঁচে আছে?

উত্তর: শাহাআলম মারা গেছে। আজিজ রাজাকারের হাতে নিহত হয়।

প্রশ্ন : ঐ দিন আপনাদের বাড়িতে কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল?

উত্তর: ঐ ক'জন মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : কার নৌকায় যান?

উত্তর: শাফি মাঝির নৌকায় করে বাজারে যাই ও ফিরে আসি।

প্রশ্ন : কতক্ষণ বাজারে ছিলেন?

উত্তর: ১০ টার দিকে বাজারে আসি। অনুমান একটার দিকে চলে যাই।

প্রশ্ন : বাজারে গিয়ে মা-বাবার সাথে দেখা করেছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়া করি নাই। ৫ মিনিট পর মায়ের সাথে দেখা হয়। বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : কি কি রসদ কিনেছিলেন?

উত্তর: চাল ডাল, সাবানসহ মুদি দোকানের মালামাল। সব মিলিয়ে অনুমান ২৫/৩০ সের।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তা কি সবাই জানতো?

উত্তর: কেউ কেউ জানতো। সবাই জানতো না।

প্রশ্ন : কবে থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন?

উত্তর: '৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমার সমবয়সীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : অস্ত্রটা আপনি কবে পান?

উত্তর: মে মাসের প্রথম দিকে পাই ভগ্নিপতি ডা. শামসুদ্দিন আহমেদের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : যে মাসুম স্টোরের কথা জবানবন্দিতে দিলেন তার মালিক আপনারা ছিলেন?

উত্তর: আমার পিতা।

প্রশ্ন : যে নুরুল হকের নাম বলেছেন তিনি কে? তিনি কি বেচে আছেন?

উত্তর: বেঁচে আছেন। পিস কমিটির সদস্য ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং কবে কোথায় নেন?

উত্তর: আমাদের পুরান বাড়ির পশ্চিম পাশের একটি মাঠ আছে, সেখানে আব্দুল আজিজ ইপিআর-এর নেতৃত্বে আমরা কিছু ব্যক্তি ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং নিয়েছি। এটা ছিল মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে।

প্রশ্ন : কতদিন চলে?

উত্তর: পাকআর্মিরা আসার ২/১ দিন আগ পর্যন্ত এই ট্রেনিং চলছিল।

প্রশ্ন : কতজন ছিলেন?

উত্তর: ১২/১৫ জন তখনই ছিলাম। যার যার বাড়িতেই থাকতাম।

প্রশ্ন : ট্রেনিং রাতে না দিনে হতো?

উত্তর: দিনেই হতো।

প্রশ্ন : ঐ ১২ জনের নাম বলতে পারেন?

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আপনার বড় ভাই কামাল উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা?

উত্তর: জি। বেঁচে আছেন।

প্রশ্ন : তিনি তখন কিসে পড়তেন?

উত্তর: জগন্নাথ কলেজে।

প্রশ্ন : ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সব। শাহ্ আবু জাফর, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, আশ্রাফ সিকদার, নুরুল ইসলাম সিকদার, দেলোয়ার হোসেন মল্লিকসহ অনেককে ৮ তারিখের পরে গ্রেফতার করা হয়?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন : এছাড়াও শত শত রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নামে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের অভিযোগে মামলা করা হয়?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন : ঐ সব মামলায় দেলোয়ার হোসেন সিদকার বলে কারো নাম প্রশাসনের কোথাও ছিল না। কানা ঘুষাও ছিল না?

উত্তর: সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার নামটি আপনি প্রথম এই ট্রাইব্যুনালেই বলেছেন এর আগে কেউই জানতো না।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : মামলার তদন্ত কর্মকর্তার নিকটও এই নাম বলেননি?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি জিয়াউদ্দিনের কমান্ডেই ছিলেন?

উত্তর: শেষ দিকে তার কমান্ডে ছিলাম।

প্রশ্ন : তিনি আপনাকে চিনতেন?

উত্তর: তিনিও আমাকে চিনতেন। আমিও তাকে চিনতাম।

১৯-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

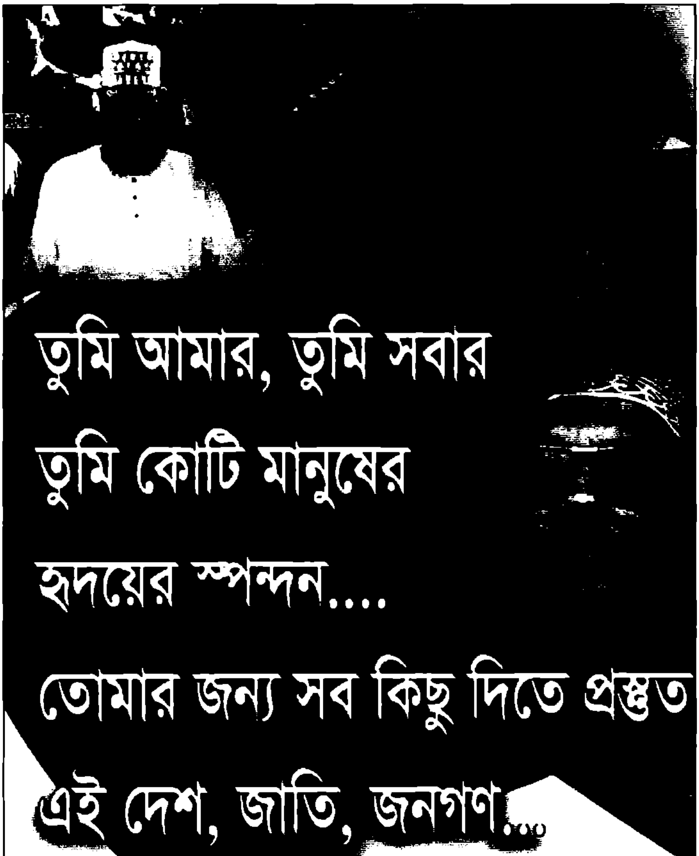

www.pathagar.com

২নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা ও ৩নং সাক্ষীর জবনাবন্দী

খেলাপী ঋণের সুদ মওকুফের সুযোগ পেয়ে সাক্ষী হয়েছেন নবীন

শহীদুল ইসলাম : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন বিদ্যুৎ চুরির দায়ে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত ব্যক্তি। আইস প্লান্টের জন্য তিনি রূপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খেলাপী হয়েছেন। বর্তমান সরকার তার সুদ মওকুফ করে দিয়েছেন এবং ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সুদ মওকুফ ও ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয়াই ছিল মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের শর্ত। মাওলানা সাঈদীর চেয়ে লম্বায় খাটো হলেও ঝাকা মাথায় মাওলানা সাঈদী কাসা পিতল নিয়ে গেছেন তা দেখার কথা নয়। তারপরেও তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে এই তথ্য আদালতে দিয়েছেন। সাজানো গোছানো কথা সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলতে পারলেও অভিযুক্ত পক্ষের জেরায় বেরিয়ে আসছে আসল তথ্য। বাস্তবে ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন না এবং কথিত ঘটনার সময় পারেরহাটেও ছিলেন না। অন্যদিকে ৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার গতকাল ১৯-১২-১১) সাক্ষ্য প্রদানকালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মর্মে অভিযোগ এনেছেন। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও এ কে এম জহির আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গতকাল বেলা ১১টা থেকে ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনের অসমাপ্ত জেরা শুরু হয়। চট্টগ্রাম বার থেকে আগত আইনজীবী এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী এবং মনজুর আহমদ আনসারী গতকাল নবীনকে জেরা করেন। সকাল-বিকাল মিলিয়ে গতকালও সাড়ে ৩ ঘণ্টা তাকে জেরা করা হয়। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এ সময় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। ২নং সাক্ষীর জেরা শেষ হলে ৩নং সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার গতকাল আদালতে জনাববন্দী প্রদান করেন। তবে গতকাল তার সাক্ষ্য প্রদান শেষ হয়নি। আজ মঙ্গলবারও তার সাক্ষ্য প্রদান অব্যাহত থাকবে। তার সাক্ষ্য প্রদান শেষে আজই তার জেরা করা হতে পারে। অথবা ৪ নম্বর সাক্ষীকে হাজির করে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতে পারে। জেরার কাজে দুই আইনজীবীকে গতকাল সহযোগিতা করেন রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, এডভোকেট শাজাহান কবির প্রমুখ।

২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনকে গতকাল সোমবার দ্বিতীয় দিনে যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন : মেজর জিয়াউদ্দিনের অধীনে আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তিনি একটি বই লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি' বইটি আপনি পড়েছেন?

www.pathagar.com

উত্তর: পড়ি নাই। বই লেখার কথা জানিও না।

প্রশ্ন : ঐ বইতে আপনার নাম বা আপনার বর্ণিত কোনো ঘটনার বিবরণ না থাকায় আপনি জেনে শুনে তা অস্বীকার করছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ বইতে সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা থাকায় আপনি জেনে শুনে অস্বীকার করছেন?

উত্তর: সত্য নয়। বইতো পড়িই নাই। জানব কি করে?

প্রশ্ন : আপনি জেনে শুনে সত্য গোপন করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : এইবার আপনি জেলা ডেপুটি কমান্ডার পদে নির্বাচন করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : জিতেছেন না হেরেছেন?

উত্তর: হেরেছি।

প্রশ্ন : ভোটার কত ছিল পিরোজপুর জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডে?

উত্তর: ২২ শ' আনুমানিক মুক্তিযোদ্ধা সদস্য আছে।

প্রশ্ন : এই নির্বাচনের পূর্বে কতজন জেলা কমান্ডার ছিলেন? তারা কারা?

উত্তর: সবার নাম জানি না। কয়েকজনের নাম মনে আছে।

প্রশ্ন : আপনাদের নির্বাচনের আগে কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর: গৌতম চৌধুরী।

প্রশ্ন : গৌতম চৌধুরীর আগে কে ছিলেন?

উত্তর: জামানুল হক মনু।

প্রশ্ন : তার আগে ডা. নূরুল হক, শহীদুল হক চান?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : জিয়ানগর উপজেলা কবে গঠিত হয়?

উত্তর: খালেদা জিয়ার সময়ে। কোন টার্মে তা খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : যে সময় জিয়ানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠিত হয় তখন এমপি কে ছিলেন?

উত্তর: সাঈদী সাহেব।

প্রশ্ন : জিয়ানগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একজন ভোটার আপনি?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : যে নির্বাচন হলো জিয়ানগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে বর্তমান কমান্ডার মাহবুবুল আলমের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন কে?

উত্তর: হানিফ বাঙ্গালি।

প্রশ্ন : জিয়ানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর: সম্ভবত ৯৬ জন।

প্রশ্ন : জিয়ানগর মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা কত?

www.pathagar.com

উত্তর: গেজেটভুক্তরাই সদস্য। ভোটারের বাইরে মুক্তিযোদ্ধা নেই।

প্রশ্ন : আপনি বিভিন্ন ইউনিটের বাজার করতে গিয়েছিলেন পারেরহাটে। ইউনিটগুলোর নাম বলতে পারেন?

উত্তর: সুন্দরবনের বগি ও শরণখোলা ক্যাম্প রয়েছে।

প্রশ্ন : বগি ক্যাম্প আপনার এলাকা থেকে কত দূরে?

উত্তর: নৌকায় ভাটিতে গেলে ৪ ঘন্টা, উজানে গেলে ৮/১০ ঘন্টা লেগে যেত বগি যেতে। কখনো ১ দিনও লেগে যেত।

প্রশ্ন : শরণখোলা ক্যাম্পে যেতে কত সময় লাগতো?

উত্তর: বাড়ি থেকে যেতে যে সময় লাগতো তার চেয়ে আরো আধাঘন্টা বেশি লাগতো।

প্রশ্ন : প্রয়োজনীয় হিসেবগুলো কবে পেয়েছিলেন?

উত্তর: মনে নেই।

প্রশ্ন : মাহবুব এই মামলা করার সময় আপনার সাথে কোনো পরামর্শ করেছেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : একই বিষয়ে মাহবুব আলম পিরোজপুরে যে মামলা করেছেন তখন কি আপনার সাথে আলোচনা করেছেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম সাহেব রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতাবিরোধী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যে তালিকা তৈরি করেছেন কমান্ডার হওয়ার পর সে ব্যাপারে কি আপনার সাথে আলোচনা করেছেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ২০০৭ সালে পিরোজপুরের ইতিহাস নামে একটি বই প্রকাশ করে এটা জানেন?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস থাকায় এবং আপনার বর্ণিত কোন ঘটনার বিবরণ না থাকায় আপনি জেনে শুনে সত্য গোপনের জন্য বইটি পড়েননি বলে উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত একটি বই বের করে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলীলপত্র নামের ঐ বইটিতে পিরোজপুরের অংশ পড়েছেন কিনা?

উত্তর: শুনেছি বইয়ের কথা। কিন্তু পড়ি নাই।

প্রশ্ন : এসডিপিও ফয়জুর রহমান সাহেব পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীর পাড়ে নিহত হন।

www.pathagar.com

উত্তর: তিনি নিহত হন শুনেছি। কিন্তু বলেশ্বর পাড়ে কিনা জানি না।

প্রশ্ন : তার স্ত্রী আয়েশা ফয়েজ পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা সম্বলিত 'জীবন যেখানে যেমন' নামে একটি বই লিখেছেন। সেটা জানেন?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : ওখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস থাকায় এবং তাতে সাঈদী সাহেবের নাম না থাকায় আপনি জেনে শুনে সত্য গোপন করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে আপনি আহত হননি?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়নি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি?

উত্তর: সত্য।

প্রশ্ন : যুদ্ধের পরে ১৯৮৬ সালের আগে সাঈদী সাহেবের পারেরহাট এলাকায় আগমনের কথা বা থাকার কথা জানতেন?

উত্তর: জানা ছিল না এবং দেখাও হয়নি।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ছাড়া তার আগে পরে এখন পর্যন্ত তিনি নিজ এলাকায় থেকে দেশে বিদেশে প্রকাশ্যে ও নিজ নামে ওয়াজ মাহফিল করে আসছেন। কখনো তিনি ভিন্ন নাম ব্যবহার করেননি।

উত্তর: যুদ্ধের পূর্বে তিনি ওয়াজ মাহফিল করতেন না। আমার জানা মতে ১৯৮৬ সালের পর থেকে এলাকায় ওয়াজ মাহফিল শুরু করেন।

প্রশ্ন : তিনি কখনো নাম পরিবর্তন করেননি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : তিনি '৭৫ পূর্ব আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নিজ এলাকার ঠিকানা ব্যবহার করে পাসপোর্ট ব্যবহার করেছেন এবং তা দিয়ে বিদেশেও গিয়েছেন।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগের বাকশালী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখায় তৎকালীন সরকার মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গ্রেফতার করে ডিটেনশন দিয়েছিল?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ৩ বার ঐ এলাকা থেকে নির্বাচন করেছেন এবং ২ বার নির্বাচিত হয়েছেন?

উত্তর: সত্য।

প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্স পড়াশুনাকালে সেশন কত ছিল?

উত্তর: ১৯৭৩-৭৪ সেশন।

প্রশ্ন : অনার্স পরীক্ষা কবে দেন?

উত্তর: সম্ভবত ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে পরীক্ষা দিই। তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : রেজাল্ট কবে জানেন?

www.pathagar.com

উত্তর: রেজাল্টের সময় আমি জার্মানিতে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নন। যুদ্ধের অনেক পরে দেশে এসে কাগজে কলমে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধার দাপট দেখিয়ে এলাকার বাইরে বিভিন্নস্থান থেকে এস এস সি, এইচ এস সির সার্টিফিকেট জোগাড় করেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐসব ব্যবহার করে একই কায়দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বের দাপট না থাকায় পরীক্ষা না দিয়েই দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যান?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরিস্থিতি দীর্ঘদিন পর পরিবর্তন হলে আপনি কখন দেশে ফেরেন?

উত্তর: ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে।

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর: ব্যবসা করি। আইস প্লান্ট আছে পারেরহাট বাজারে।

প্রশ্ন : আইস প্লান্ট কবে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: ১৯৯১ সালে মেশিন আমদানি করি। ১৯৯২ সালে কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রশ্ন : এই প্লান্ট শুরু করেন রূপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংক আপনার প্লান্ট নিলাম করে দেয়?

উত্তর: সত্য নয়। টাকা ১০০% পরিশোধ করেছি।

প্রশ্ন : আপনি এই মামলার সাক্ষী হওয়ার পর সরকার আপনাকে এই ঋণ পরিশোধের সুযোগ দিয়েছে। তারপর ঋণ পরিশোধ করেছেন। সরকার সুদও মওকুফ করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আর্থিক অসুবিধার মিটার টেম্পারিং বা বিদ্যুৎ চুরি করার অপরাধে আপনাকে মামলা ও গ্রেফতার করা হয়, আপনি জেল খেটেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ঐ মামলায় অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামাল এখন কোথায়?

উত্তর: ঢাকায় থাকে।

প্রশ্ন : পারেরহাটে আপনার বসত ঘরের সামনে দেলোয়ার চেয়ারম্যানের দোকান আছে?

উত্তর: সত্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পাশে গলির মধ্যে না কোথায় উনার বাড়ি?

উত্তর: বন্দরের পূর্বপ্রান্তে খালপাড়ে বাড়ি।

প্রশ্ন : এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ উনার ছেলে?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : উনার বয়স কত ৫২/৫৩ কি?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় মোকাররম হোসেন কবিরের বাড়ি?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : মতিউর রহমান হাওলাদারের ২টি দোকান ছিল। তাকে চেনেন? তার পিতা ফরমান আলী হাওলাদার?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : হেলাল উদ্দিন পসারীর ছেলে আব্দুস সালাম পসারীকে চেনেন?

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর ছেলে জাহাঙ্গীর পসারীকে চেনেন?

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : কফিল উদ্দিন উকিলের ছেলে মান্নান উকিলকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : বাদুরা গ্রামের আব্দুল হালিম বাবুলকে চিনেন। বয়স কত?

উত্তর : চিনি। আনুমানিক ৫০ -এর উপরে।

প্রশ্ন : উনি ১৯৭২ সালে এসএসসি পাস করেন?

উত্তর : আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ির পশ্চিম পাশে মোসলেম উদ্দিন পসারীর বাড়ি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ির পূর্ব পাশে হালিম তালুকদারের বাড়ি?

উত্তর : আধা কিলোমিটার দূরে।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজার ৩টি গলিতে।

উত্তর : উত্তর: দক্ষিণ ৩টি মেইন গলি।

প্রশ্ন : মাসুম স্টোর কোন গলি, কোন মুখী?

উত্তর : মধ্যম গলিতে পূর্বমুখী।

প্রশ্ন : মামুস স্টোরের গলির প্রশস্ততা কত?

উত্তর : গলি নয় মেইন রাস্তা। প্রস্থ আনুমানিক ২০ ফুট।

প্রশ্ন : ঐ সময় দোকানের মালিক আপনারা পরিচালনা কে করতেন?

উত্তর : দোকানটি আমার বাবার। চালাতেন নূরুল হক মৌলবী। উনি ভাড়ায় ছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ সময় মুখোমুখি দোকানটি কার ছিল?

উত্তর : মোতালেব বলে জানি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ দিন জুনের মাঝামাঝি মোতালেবের দোকান খোলা ছিল?

উত্তর : ছিল।

প্রশ্ন : মাসুম স্টোরের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের দোকান কার ছিল?

উত্তর : উত্তর পাশে কোন দোকান ছিল না। তবে হাটের দিন খোলা দোকান বসতো বাঁশের চাং পেতে দক্ষিণ পাশে ৩টি ঘর ছিল। মালিকের নাম মনে নেই।

প্রশ্ন : ঐ তিনটি দোকান জুন মাসের ঐ দিন খোলা ছিল?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : ঐ ৩ দোকানের মালিক কারা ছিলেন?

উত্তর : একজন ছিল সেকান্দার আলী শেখ। অন্য ২টির নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : নূরুল হক মৌলবী কি তখন দোকানে বসা ছিলেন?

উত্তর : উনি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দোকান খোলার জন্য।

প্রশ্ন : আপনি থাকতেই দোকান খোলেন?

উত্তর : দোকান খোলার আগেই আমি ওখান থেকে সরে যাই।

প্রশ্ন : মোতালেবের দোকান ও তার উত্তর ও দক্ষিণ পাশের দোকান খোলা ছিল?

উত্তর : তার দোকানের দুই পাশে কোন স্থায়ী দোকান ছিল না। বাঁশের খুঁটির ওপর অস্থায়ী দোকান ছিল যা হাটবারে বসতো।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি গাজীপুরে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি ৭ মে সকালে কোথায় ছিলেন?

উত্তর : সকালে পারেরহাটের বাড়িতে ছিলাম। পরে বেরিয়ে যাই।

প্রশ্ন : পাকহানাদার বাহিনী ক'টায় পারেরহাটে এসে পৌছায়?

উত্তর : ৯টা/সাড়ে ৯টা।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে পাকবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে বেলা ক'টায়?

উত্তর : সাড়ে ১২টা বা ১টার দিকে পারেরহাট স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে।

প্রশ্ন : ৩০/৩৫টি দোকানের গর্ত খুঁড়তে কত সময় লেগেছিল। আপনি বলেছেন স্বর্ণ পাওয়ার আশায় খোঁড়া হয়েছিল?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : গর্ত করার কথা আপনি কখন জানলেন?

উত্তর : বিকেলে।

প্রশ্ন : ৩০/৩৫টি দোকান লুট হওয়ার কথা কখন জানেন?

উত্তর : লুটের কথা সন্ধ্যায় জেনেছি।

প্রশ্ন : মাখন সাহার দোকানের মাটির নিচ থেকে ২২ সের স্বর্ণ লুটের কথা কখন জানেন।

উত্তর : এটাও সন্ধ্যায় জেনেছি।

প্রশ্ন : নগরবাসী সাহার দোকান দক্ষিণ দিকে পশ্চিমমুখী?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : মৃত সুলতান তালুকদারের দোকান পশ্চিমমুখী?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাটের ৩০/৩৫টি দোকান গর্ত করা ও লুট হওয়া ব্যক্তিদের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : নাম বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনি ঝাঁকার কথা বলেছেন। বাঁশ দিয়ে তৈরি?

উত্তর : জি। বাঁশ দিয়ে তৈরি, টুকরীও বলে।

প্রশ্ন : পারেরহাটের হাট কখন বসতো?

উত্তর : তখন সকাল থেকে সন্ধ্যায় পর্যন্ত বসত। সকাল ৮টা থেকে রোববার ও বৃহস্পতিবার বসত।

প্রশ্ন : হাটে তো প্রচুর লোক সমাগম হয়?

উত্তর : ঐ সময় তুলনামূলক কম হতো।

প্রশ্ন : আপনার দুলাভাইর মাধ্যমে রিভলবার পেয়েছিলেন। তিনি নিজে দিয়ে যান না আপনি যেয়ে আনেন?

উত্তর : তিনি আমাদের বাড়িতে এসে দেন।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব রাস্তা দিয়ে পূর্ব না পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন?

উত্তর : পূর্বপ্রান্ত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ সময় লোক চলাচল কেমন ছিল?

উত্তর : অনেক লোকজনের হাঁটাচলা ছিল।

প্রশ্ন : সাঈদী আপনার চেয়ে লম্বা, আপনি বেটে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার মাথায় ঝাঁকার মধ্যে কিছু থাকলে আপনার দেখার কথা নয়?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : চিতলিয়া গ্রাম আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর : এক কিলোমিটার পশ্চিম দিকে।

প্রশ্ন : শহরের বাসা থেকে কত দূরে?

উত্তর : পারেরহাট বাড়ি থেকে দেড় কিঃ মিঃ।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে শহিদ উদ্দিন পসারীর বাড়ি কত দূরে?

উত্তর : পৌনে এক বা এক কিঃ মিঃ হতে পারে।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি পোড়ার কথা কখন জানলেন?

উত্তর : পারেরহাট বাজারে আসার সময় আনুমানিক সকাল ১১/১২টায় খবর পেলাম মানিক পসারীর বাড়িতে আগুন দিয়েছে।

প্রশ্ন : ঐ দিন বিকেলে না পরের দিন দেখতে যান?

উত্তর : ঘন্টা দেড় বা দুই ঘন্টা পরে দেখতে যাই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পসারীদের ঘর লুট ও পোড়ার কারণে গনি পসারী, আব্দুর রাজ্জাক ও সেকান্দার রাজাকারকে ধরে এনেছিল?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : গনি পসারী রাজাকার, রাজ্জাককে গুলী করে হত্যা করে এবং লোকজনের অনুরোধে সেকান্দার সিকদারকে পুলিশে সোপর্দ করে?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্য রিভলবার ব্যবহার করতেন একথা জবানবন্দীতে বলেছেন কিন্তু তা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে আপনি নূরুল হক মৌলবীর কথা বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জবানবন্দীতে আপনি এমন কোন কথা বলেননি যে, মাসুম স্টোরের সামনে থেকে গিয়ে শফিক উদ্দিনের দোকানের সামনে অবস্থান নিই?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি জবানবন্দীতে এটাও বলেননি যে, নগরবাসী সাহার দোকানে পাঁচ তহবিলের অফিস করা হয়?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি তদন্ত কর্মতর্কার কাছে এও বলেননি যে, মাওলানা নাসিমের পিতা সুলতানের দোকান আরেকটি গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার প্রদত্ত স্টেটমেন্টে ভানু সাহার নাম বলেননি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে আপনি সুধির চন্দ্র রায় ও গৌরাঙ্গ নাম বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে স্থানীয় জামায়াত নেতা মোকাররম হোসেন কবির আপনার নিকট দেখা করতে গিয়েছিল এমন কোন কথা বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর ঘর কত তারিখে আক্রান্ত হয় তাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঝাঁকার মধ্যে কলস ছিল তা তদন্তকারীদের কাছে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়। বলেছি।

প্রশ্ন : পারেরহাটে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব শান্তি কমিটি গঠন করেন। একথা সত্য নয়?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : মাদরাসার ছাত্র ও ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে সাঈদী সাহেব রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। একথাও সত্য নয়?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : পারেরহাট রিকশা স্ট্যান্ডে সাঈদী সাহেব অন্যান্যদের নিয়ে পাক-বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন কথাটি সত্য নয়।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবসহ অন্যান্যরা পাক-হানাদার বাহিনীকে দোকানপাট দেখিয়ে দেয় মর্মে প্রদত্ত কথা সত্য নয়।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ১৯৮৬ সালে পারেরহাট স্কুল মাঠে সাঈদী সাহেবের ওয়াজ মাহফিলের অনুমতি আনতে আপনার কাছে কেউ গিয়েছে কথাটি সত্য নয়?

উত্তর : গিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ কেনার জন্য পারেরহাট বাজার গিয়ে মাসুম স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পাওয়া মর্মে প্রদত্ত যাবতীয় বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা?

উত্তর : না, সত্য।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৭ ও ৮ মে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পারেরহাট বা পিরোজপুরেই ছিলেন না?

উত্তর : সঠিক নয়।

প্রশ্ন : সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এখানে কবে বাড়ি থেকে এসেছেন?

উত্তর : সাক্ষ্য দেয়ার ২/৩ দিন আগে বাড়ি থেকে এসেছি।

প্রশ্ন : প্রসিকিউশনের তত্ত্বাবধানে আপনি ছিলেন এবং তারা আপনাকে সাক্ষ্য দিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স ২১ বছর ছিলো না।

উত্তর : ছিলো।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭২-৭৩ সালে নিজ এলাকায় ছিলেন।

উত্তর : মাঝে মধ্যে এলাকায় যেতাম, স্থায়ীভাবে ছিলাম না।

প্রশ্ন : আপনি কাঠমিস্ত্রি তৈয়ব আলীর নাম তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : বলেছি, পরে বলেন স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আপনি ক্ষমতাসীন দলের একজন সমর্থক।

উত্তর : নিরুত্তর।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশত এবং ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আপনি সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধাদি নিয়ে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

৩নং সাক্ষীর জবানবন্দী

২নং সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনের জেরা শেষ হওয়ার পর গতকাল সোমবার (২০-১২-১১) বিকেলে সাক্ষ্য প্রদান শুরু করেন ৩নং সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার। তিনি নিজের নাম বলেন এবং বয়স ৫৭ বছর বলে জানান। প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী কয়েকটি প্রশ্ন আকারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তিনি নিজেই নিজের কথা বলেন।

গতকাল সোমবার মিজানুর রহমান তালুকদার ট্রাইব্যুনালে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তা নিম্নরূপঃ- আমি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পিরোজপুরে ছিলাম। আমি রেডিওর মাধ্যমে শুনলাম ২৫ মার্চ রাতে পাক-হানাদার বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ স্টেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইপিআর ক্যাম্প হঠাৎ আক্রমণ করে বহু মানুষকে হত্যা করেছে এবং অগ্নিসংযোগ করেছে।

ভাষণ শোনার পর পিরোজপুরে কি করলেন।

উত্তর : আমরা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অনুসারে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি পিরোজপুরে কতদিন ছিলেন।

উত্তর : আমাকে মে মাসের ১৭/১৮ তারিখে বড় ভাই আব্দুল মান্নান তালুকদারের পিরোজপুরের বাসা থেকে নৌকাযোগে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনার ভাই কি করতেন?

উত্তর : সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক পিরোজপুরে চাকরি করতেন। আমি বাড়ি গিয়ে আমার গ্রাম এবং পাশের গ্রামের লুটিয়ে ঘুরে বেড়াতাম এবং পারেরহাটে রাজাকার ও পাক সেনারা কোথায় কি কার্যক্রম করছে তা জনগণের মারফত শুনতাম, জানতাম এবং খোঁজ-খবর নিতাম। মার্চ মাসের আনুমানিক ২১ কি ২২ তারিখ আমার ভাই আবদুল মান্নান তালুকদার সাহেব পরে বলেন, মে মাসের ২১ কি ২২ তারিখে আমার ভাই অফিসে যায়। অফিস শেষে পারেরহাটে যখন নামেন তখন দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেইল্যা কথিত সাঈদী তার সঙ্গীয় কয়েকজন রাজাকারসহ আমার ভাইকে ধরে ফকিরদাসের দালানে নিয়ে আটক করে রাখে। রাতভর তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়।

বার বার চাপ প্রয়োগ করে যে তোমার ভাই আকবরকে আমাদের নিকট হাজির করে দাও। সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার ডাকনাম আকবর। পরের দিন আনুমানিক বেলা সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার দিকে দানেশ আলী মোল্লা আমাদেরই শিক্ষক উনি দেলোয়ার হোসেন কথিত সাঈদীকে বললো, তুমি মান্নানকে ছেড়ে দাও। কয়েক দিনের মধ্যে ওর ভাইকে ছেড়ে দিবে। এই শর্তে আমার ভাইকে ছেড়ে দেয়। বাড়িতে গিয়ে আমার ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই কারণে তিনি অফিস করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন লোক মারফত জানতে পারলাম দেলোয়ার হোসেন কথিত সাঈদী সাহেব পারেরহাটে একটি ফতোয়া দিয়েছেন। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও হিন্দুদের মালামাল গণিমতের মাল, ইহা লুট করা জায়েজ, তখনই জামায়াত এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি অতি উৎসাহী হইয়া লুটপাটে মাতোয়ারা হয়। শুধু তাই নয়, দেলোয়ার হোসেন কথিত সাঈদী নিজে ও অন্য লোকজন নিয়ে পারেরহাট বাজারে

www.pathagar.com

দোকানপাট লুট করে। নগরবাসী সাহার দোকানঘর দখল করে অন্যান্য ঘরের লুটের মালামাল ঐ ঘরে উঠায়। ইহা পাঁচ তহবিলের দোকান নামে পরিচিত ছিলো। পাঁচ তহবিলের দোকানের পরিচালক ছিলেন কথিত দেলোয়ার সাঈদী। শুধু তাই নয়, তিনি কথিত সাঈদী সাহেব সরল ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ধরে এনে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানায়, তাদেরকে টুপি, তসবিহ, জায়নামাজ দিয়ে মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়ার নির্দেশ দেয়, ধর্মান্তরিত লোকেরা নামায মসজিদে আদায় করতে বাধ্য হতো এবং তাদেরকে মুসলমানের নাম দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা যার যার ধর্মে ফিরে যায়। এই সাঈদী সাহেব স্বাধীনতার পূর্বে পারেরহাট বাজারে খেয়াঘাটের সামনে মধ্যগলিতে মাটিতে চট বিছাইয়া তেল, লবণ, মরিচ, পিঁয়াজ, হলুদ বিক্রি করতো।

হাটের দিন ব্যতীত অন্যদিন লঞ্চে এবং গ্রাম্য বাজারে বার চান্দের কবজ (তাবিজ) এবং আবে হায়াত নামে দাঁতের ওষুধ বিক্রি করতো। আনুমানিক ২৯ মে আমার বড় ভাই কর্মস্থল পিরোজপুরে যায়।

অফিসে যাওয়ার পর তার এক কলিককে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তুলে নিয়ে যায়। পরে গুলী করে হত্যা করে। এই সংবাদে আমার ভাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং কান্নাকাটি করে আমাকে বলে এবার আর আমাদের বাঁচার উপায় নেই। যদি মরতেই হয় তবে মুক্তিযুদ্ধ করে মরে। পরের দিন সকাল বেলা আমার বাড়ি থেকে ৬/৭ মাইল দুরে নৌকাযোগে আমার এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাই।

সেখানে আমি ৪/৫ দিন অবস্থান করি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে। ভাইয়ের কাছে বলার জন্য বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হই। ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় উঠলে আমি দেখতে পাই সম্মুখে চরখালী গ্রামের দিকে আগুন জ্বলছে। পলায়নপর লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি পারেরহাট বাজারে রাজাকার ক্যাম্পে রাজাকার ও পাকিস্তানী বাহিনী চরখালী এসে বাড়িঘর লুট করে এবং ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি তখন আমার চলার পথ পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে কচা নদীর পাড়ে চলে যাই। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে চরখালী খেয়াঘাটের দিকে অগ্রসর হই।

খেয়াঘাটের কাছাকাছি গিয়ে একটি ছইওয়ালা টাপুরিয়া নৌকা পাই। আমি পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠি। কতকদুর এগিয়ে দেখতে পাই যে, চরখালী খালের মধ্যদিয়ে ১৭/১৮টি বাচারীতে (বড় নৌকায়) রাজাকার ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী লুটের মালামাল নিয়ে কচা নদী দিয়ে পারেরহাট অভিমুখে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ বাচারী নৌকার একটি আমার কাছাকাছি আসে। তখন আমি দেখতে পাই নৌকায় লুটের মালামালের উপরে দেলোয়ার হোসেন রাজাকার কথিত সাঈদী এবং দানেশ আলী মোল্লাসহ ৫/৬ জন পাকিস্তানী বাহিনী আছে। তখন আমি নৌকার মধ্যে শুয়ে পড়ি। আমি মাঝিকে ইশারা দিয়ে ভাটির দিকে চলে যাওয়ার জন্য বললাম। মাঝি অনেক দূর নেমে গেলো।

আজ মঙ্গলবারও সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারের সাক্ষ্য প্রদান অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

৩নং সাক্ষীর ২য় দিনের জবানবন্দী ও জেরা

রাজাকার দেলোয়ার শিকদারের অপরাধ সাঈদীর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা

শহীদুল ইসলাম : দেলোয়ার হোসেন শিকদার নামে পারেরহাটে একজন রাজাকার ছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল। এই রেকর্ডকে বিকৃত করে সরকারপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম দেলোয়ার হোসেন সিকদার নামে চালিয়ে দিয়ে মিথ্যাভাবে দেশ বরেণ্য এই আলেমকে কথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসা তৃতীয় সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারও সরকার পক্ষের শিখিয়ে দেয়া মতে একইভাবে দেলোয়ার হোসেন সিকদারকে অভিযুক্ত করছে। তাকেই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অপরাধ বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার সোমবার আদালতে জবানবন্দীতে যা বলেছেন, তা জেরার সময় স্মরণ নেই, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে কি তথ্য দিয়েছেন তাও স্মরণ নেই বলে জেরাকালে উল্লেখ করেছেন। তিনি যুদ্ধ শুরু হলে ভারতে চলে যান এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পরে দেশে ফিরলেও নিজেকে সুন্দরবন ক্যাম্পের একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেছেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে তিনি পিরোজপুর বা দেশের কোথায়ও কোনো আদালতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ মানবতাবিরোধী কোনো অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ করেননি বা সাক্ষ্য প্রদান করেননি। জবানবন্দী ও জেরাকালে এসব তথ্য বেরিয়ে আসায় আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে বর্তমান সরকার।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই উদ্দেশ্যেই দায়ের করা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ দেশের শীর্ষস্থানীয় এই আলেম গুরুতর অসুস্থ। কোমরে ব্যথার কারণে আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় চেয়ারের ওপর শুয়ে দুই বেলা কাটিয়ে দেন। আদালতের কাছে একটি দিন বিরতি চান তার আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। সেটারও অনুমতি মেলেনি নিজামুল হক নাসিমের ট্রাইব্যুনাল থেকে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল মঙ্গলবার (২০-১২-১২) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে শুরু হয় ৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারের অসমাপ্ত জবানবন্দী। ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি তার অসমাপ্ত জবানবন্দী শেষ করার পর মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম

www.pathagar.com

জেরা শুরু করেন। দিনের বাকি সময়ে সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারকে আরো জেরা করেন চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী এবং মনজুর আহমেদ আনসারী। তাদেরকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির ও ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন। গতকাল সকাল ১১টা ১০ মিনিট থেকে শুরু হওয়া জেরা দুপুরে ১ ঘন্টা মধ্যাহ্ন বিরতিসহ চলে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। আজ বুধবার সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারকে আরো জেরা করা হবে।

৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার প্রদত্ত জবানবন্দীর অসমাপ্ত বক্তব্য নিম্নরূপ: আমি রাত অনুমান সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছি। আমার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে বলে গ্রামের অন্য এক বাড়িতে আমি রাত্রিযাপন করি। খুব সকালে একটি জেলে নৌকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমি সম্ভবত জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নিজ বাড়িতে আসি। বাড়িতে আসার পর আমার মা ও ভাইয়েরা আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না। তারা আমাকে চোখে চোখে রাখে। তারা বলেন, কারণ তুমি রাজাকারদের মেরে ফেলবা। তারপর আমি আমার মাকে অনুনয়-বিনয় করে বলি, আমি কাউকে মারব না। তবে লুটপাটের মালামাল যেন ফেরৎ দিয়ে যায়। এর একদিন পরেই রাতের অন্ধকারে কিছু মালামাল যেমন কাসা, পিতল, লেপ, তোষক, খাট ইত্যাদি আমার বাড়ির উঠানে কাচারীঘরের সামনে ও বাগানে রেখে যায়। তারপর আমার মা আমাকে বাইরে যেতে অনুমতি দেয়।

আমার এই বাড়ি থেকে পরে যার যার মালামাল চিহ্নিত করে নিয়ে যায়। আমার বড়ভাই আব্দুল মান্নান তালুকদার বর্তমানে জীবিত নেই। মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসে জানতে পারি দেলোয়ার হোসেন সিদকার কথিত সাঈদীর পিতা ইউনুস সিকদার, সাং- সাউথখালী ৭ ই মে পারেরহাটে সেনাবহিনী আগমনের পর রাজাকার ও সেনা ক্যাম্প স্থাপনের পর পারেরহাট অঞ্চলে যে সমস্ত কুকর্ম সংগঠিত হয়েছে যেমন- অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, হিন্দুদের জোর করে ধর্মন্তারিত করা, রেপের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মহিলাদের সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা এই সমস্ত কাজের জন্য দোলোয়ার হোসেন

সিকদার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল কুকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন।

পরিশেষে এই আদালতের কাছে আমার বড়ভাই মান্নানকে নির্যাতন করা ও অন্যান্য অপকর্মের দৃষ্টান্তমূলক বিচার প্রার্থনা করি একজন সত্যি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। চরখালী গ্রামে লুটপাট করে হিন্দু গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল।

জবানবন্দী শেষে সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারকে যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ-

প্রশ্ন : আপনি ২৫ মার্চ পিরোজপুর সদর থানার রাজারহাটে ছিলেন?

উত্তর: জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রাজারহাট তৎকালীন এম এল এ এনায়েত হোসেন খান সাহেবের বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর: ১ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

প্রশ্ন : আপনি যে বাড়িতে থাকতেন তা মেস না বাড়ি?

উত্তর: বাড়ি ভাড়া করে থাকতাম।

প্রশ্ন : ঐ বাড়িতে আপনার ভাই বোন বা পরিবারের কেউ থাকতেন না?

উত্তর: আমার বড় ভাই আব্দুল জববার তালুকদার থাকতেন।

প্রশ্ন : তিনি কি করতেন?

উত্তর: আমরা দুই ভাই একত্রে পিরোজপুর কলেজে পড়তাম।

প্রশ্ন : উনি কোন বর্ষের ছাত্র?

উত্তর: এইচ এস সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তিনি এবং আমি ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭০ সালে এস এস সি পাস করেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনার এইচ এস সির বর্ষ ছিল ১৯৭১-৭২?

উত্তর: সম্ভবত ১৯৭০-৭১।

প্রশ্ন : আপনি ৭০-৭১ সেশনের এইচএসসির ছাত্র ছিলেন না।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কোন কলেজের ছাত্র?

উত্তর: পিরোজপুর কলেজ।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন নবীন ছাত্র হিসেবে কলেজে আপনার জুনিয়ার ছিলেন?

উত্তর: সত্য নয়। সিনিয়র ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার ভাই আব্দুল মান্নান তালুকদার সেন্ট্রাল কো অপারেটিভে চাকরী করতেন। থাকতেন কোথায়?

উত্তর: বাড়ি থেকে অফিসে করতেন।

প্রশ্ন : তখন আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর: মা ভাই বোন মিলে প্রায় ১০/১২ জন সদস্য ছিলেন।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৭ ও ১৮ মে পর্যন্ত রাজারহাটে ছিলেন?

উত্তর: সত্য।

প্রশ্ন : রাজারহাটের বাসায় থাকাকালীন ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চ লাইটের কথা শুনতে পান?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : ২৫ মার্চ রাতে এই খবর কে দিয়েছিল?

উত্তর: রেডিও এবং বিভিন্ন লোকের মুখে শুনেছি।

প্রশ্ন : আপনি পিরোজপুর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন যার নেতৃত্বে ছিলেন ফারুক হোসেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনি স্বাধীনতার পক্ষে ঐ রাতে পাকহানাদারদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন?

উত্তর: ২৫ মার্চ রাতেই তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের নির্দেশে মাইক নিয়ে সকলকে যার যা আছে তাই নিয়ে পিরোজপুর থানায় জমায়েত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : এই কারণে আপনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন?

উত্তর: বিশেষ কিনা বলতে পারব না, তবে আমি একজন কর্মী ছিলাম।

প্রশ্ন : রাজারহাটের বাড়ি কলেজের নিকটবর্তী ছিল?

উত্তর: অনুমান আধা কিলোমিটার দূরে ছিল।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের অস্ত্রাগার ও ট্রেজারি লুট করা হয়েছিল?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকবাহিনী পিরোজপুর আসার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল?

উত্তর: কম-বেশি ছিল।

প্রশ্ন : পাক হানাদারবাহিনী পিরোজপুর আসার পরপরই শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর: প্রকাশ পেয়েছে পাকবাহিনী আসার পর।

প্রশ্ন : কত তারিখে প্রকাশ পায়?

উত্তর: পাকবাহিনী আসার পর তো আমি আর বাসা থেকেই বের হইনি। ফলে শান্তি কমিটি কত তারিখে প্রকাশ পায় তা আমি সঠিক করে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : কত তারিখে রাজাকারবাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর: দিন তারিখ বলতে পারব না।

প্রশ্ন : রাজারহাট বাড়িতে আপনি থাকাকালে পাক আর্মি ও রাজাকার, শান্তি কমিটির লোকজন আপনাকে খুঁজতে আপনার বাড়ি যায়নি।

উত্তর: যায়নি। আমি বাসাতেই ছিলাম।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার গ্রামের বাড়িতেই কেউ আপনাকে খুঁজতে যায়নি।

উত্তর: রাজাকাররা গিয়েছিল আমার মূল বাড়িতে। গুলী করে আমার আমগাছ ফুটো করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : তারিখটা বলতে পারেন?

উত্তর: বাড়ি ছিলাম না, তাই আমগাছ ফুটো করার তারিখ বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর ও পারেরহাট এলাকার যে সব রাজাকার ছিলো তাদের মধ্যে দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে একজন রাজাকার ছিল?

উত্তর: অসত্য কথা। দেলোয়ার হোসেন সিকদার ছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে একজন রাজাকার ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয়। আপনি জেনে শুনে তা গোপন করছেন?

উত্তর: আপনার বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় আব্দুর রাজ্জাক নামে কোনো রাজাকার ছিলেন?

উত্তর: সম্ভবত ছিল।

প্রশ্ন : মহসীন নামে কোন রাজাকার ছিল?

উত্তর: ছিল।

প্রশ্ন : হাকীমকারী নামে আরেকজন রাজাকার ছিল?

উত্তর: ছিল।

প্রশ্ন : খলিলুর রহমান রুহুল আমিন হাওলাদার ছিল?

উত্তর: খলিলুর রহমান, নামে রাজাকার ছিল। রুহুল আমিন নামে কারো নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম টগরার রুহুল মন্ডলকে চেনেন?

উত্তর: চিনি না।

প্রশ্ন : মোসলেম নামে একজন রাজাকার ছিল?

উত্তর : খেয়াল আসছে না।

প্রশ্ন : এই রাজাকারদের রাজাকার হওয়ার আগে কি করত?

উত্তর : কেউ কেউ ছাত্র ছিল। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াতো।

প্রশ্ন : আপনি ৩৯-এ বেইলী রোড, ঢাকা, এই বাড়িটি চেনেন?

উত্তর : নাম্বারে চিনি না।

প্রশ্ন : শহীদ ফারুক হোসেন যে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন তার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত সৈয়দ শাহ্ আলম।

প্রশ্ন : আপনি পিরোজপুর স্টেডিয়ামে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছেন?

উত্তর : ২/৩ দিন ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তারপর কোথায় গেলেন?

উত্তর : রাজার হাট ওয়াপদা মাঠ।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে কোন স্টেডিয়াম ছিল না।

উত্তর : সত্য নয়। পরে বলেন, মাঠ ছিল।

প্রশ্ন : এখনকার স্টেডিয়াম তখন ধান ক্ষেত ছিল।

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : বাশবুনিয়া মঠবাড়িয়া উপজেলায়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : টগরা ভান্ডারিয়ার অন্তর্গত।

www.pathagar.com

উত্তর : ইহা সত্য নয়। তখন পিরোজপুর সদরের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে ইন্দুরকানি থানার অন্তর্গত।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রাম ভান্ডারিয়া থানায়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : চরখালীর উত্তর দিকে টগরা?

উত্তর : সত্য নয়। পশ্চিম দিকে।

প্রশ্ন : চরখালীর টেলিখালীর উত্তরে বাশবুনিয়া?

উত্তর : পূর্ব দিকে, উত্তরে নয়।

প্রশ্ন : বাশবুনিয়ার উত্তরে চরখালী গ্রাম?

উত্তর : এটা ঠিক।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামের সাথে আপনার পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল?

উত্তর : যুদ্ধের সময় আমি খুব একটা চিনতাম না। খুব একটা যাওয়া আসাও ছিল না।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামে লুট ও অগ্নি সংযোগের কথা আপনি বাশবুনিয়ায় অবস্থানকালে শুনেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন, বড় রাস্তায় উঠে দেখলেন আগুন জ্বলছে। কোথা থেকে উঠলেন?

উত্তর : মিয়া বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় উঠি। সামনে এসে গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে দেখলাম দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

প্রশ্ন : মিয়া বাড়ি থেকে বড় রাস্তা কত দূরে?

উত্তর : আনুমানিক ১ কি.মি.।

প্রশ্ন : বড় রাস্তা থেকে চরখালীর দূরত্ব কত?

উত্তর : ৩ থেকে সাড়ে ৩ কি.মি. আনুমানিক।

প্রশ্ন : আমি বলছি ১০ কি.মি. দূরে হবে?

উত্তর : আপনার কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : পলায়নপর লোকদের কাছে আপনি শোনেন। তাদের কারো নাম বলতে পারেন?

উত্তর : ক্যামনে বলবো?

প্রশ্ন : যখন আপনি শুনলেন তখন ক'টা বাজে?

উত্তর : ৩টা থেকে সাড়ে ৩টা।

প্রশ্ন : তারিখটা কত?

উত্তর : জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। সঠিক তারিখ বলতে পারব না।

প্রশ্ন : বাশবুনিয়া থেকে চরখালী হয়ে টগরা আপনাদের গ্রামে যেতে হয়?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার ভাইয়ের কাছে আপনাকে হাজির করে দেয়ার জন্য যেসব রাজাকার চাপ দিয়েছিল তারা চরখালী গ্রামের অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর : সঠিক জানি না।

প্রশ্ন : আপনার ভাইকে যে সমস্ত রাজাকার চাপ দেয় তারা পারেরহাট এলাকারই রাজাকার ছিল?

উত্তর : তারা পারেরহাটের না কোথাকার তা না জানা পর্যন্ত কি করে বলবো।

প্রশ্ন : আপনার ভাইকে যেসব রাজাকার ধরে নিয়ে যায় এবং আপনাকে হাজির করে দেয়ার জন্য শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক চাপ দেয়। তাদের নাম জানেন?

উত্তর : বড় ভাই যাদের নাম বলেছে, তাদের নাম বলতে পারি। আব্দুর রশিদ, মহসীন, এসাহাক, মোমিন এই ক'জনের নাম বলেছিল।

প্রশ্ন : তাহলে আপনি বলছেন চরখালী গ্রামে যারা আগুন দেয় তারা পারেরহাটের রাজাকার নয়।

উত্তর : জবাব নেই।

প্রশ্ন : বাশবুনিয়ায় থাকাকালে কারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে কাজ করেছে। সেসব তথ্য নিয়েছিলেন?

উত্তর : নো।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার ঘটনাগুলো কিছু কিছু শুনেছেন, কিছু কিছু দেখেছেন?

উত্তর : সবকিছু বলতে পারবো না। কিছু কিছু বলতে পারবো। আমি যখন ছিলাম না তখনকার কথা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ১৭ এবং ১৮ মে তারিখের পরে পিরোজপুর সদরের ঘটনা সম্পর্কে জানেন আপনি?

উত্তর : ব্যক্তিগতভাবে অবহিত নই। শোনা কথা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে চরখালী গ্রামে কার কার বাড়ি গেছেন?

উত্তর : গেছি। হিন্দু পাড়ার সব পুড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমার রাজাকার কমান্ডার মানিক খন্দকারের সম্পর্কে জানতেন?

উত্তর : রাজাকার মানিককে চিনতাম। কমান্ডার ছিলেন কি না তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : তার সম্পর্কিত ভাই মুক্তিযোদ্ধা সানু খন্দকারকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : তিনি ভান্ডারিয়া থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই। আমার জানা মতে ছিলেন এনায়েত হোসেন খান।

প্রশ্ন : মানিক খন্দকার ও সানু খন্দকার দু'জনেরই বাড়ি ছিল চরখালী গ্রামে?

উত্তর : সঠিক বলতে পারবো না। তবে ঐ এলাকায় বাড়ি।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রাম ঘনবসতিপূর্ণ এবং যুদ্ধের সময় হাজার/১২শ লোক বসবাস করত?

www.pathagar.com

উত্তর : না আরো বেশি।

প্রশ্ন : সানু খন্দকারের বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা বাদশা খন্দকারকে চিনতেন?

উত্তর : আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : আশরাফ আলী হাওলাদার, পিতা মৃত আসমত আলী হাওলাদার, গ্রাম- চরখালী। চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমেদ, গ্রাম- চরখালী, চেনেন?

উত্তর : পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : বাবুল সিকদার, পিতা- সৈয়দ সিকদার মুক্তিযোদ্ধা, গ্রাম- চরখালী কে চিনেন?

উত্তর : না চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার হানিফ, পিতা- হাতেম আলী, সাং- চরখালী চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার মজিবুর রহমান চরখালীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার আব্দুল মান্নান, পিতা-হাসেম, সাং- চরখালী তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমার কুখ্যাত রাজাকার আমির হোসেনকে চেনেন?

উত্তর : আমার খেয়ালে আসছে না।

প্রশ্ন : ঐ সময় যাতায়াতের সাধারণ বাহন ছিল নৌকা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আসলাম মাঝি চরখালী গ্রাম চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : চরখালী খেয়াঘাটের ২/৩ জন মাঝির নাম জানেন?

উত্তর : কবিরাজ নামে একজনকে চিনতাম।

প্রশ্ন : আব্দুল হামিদ হাওলাদার, পিতা-আব্দুল গনি হাওলাদার, গ্রাম- চরখালী চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আব্দুল জলিল জমাদ্দার, চরখালীকে চিনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : ফজলুল হক হাওলাদার, পিতা মহিউদ্দিন হাওলাদার, সাং-চরখালীকে চিনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পিতা জবেদ আলী হাওলাদার, সাং-চরখালীকে চিনেন?

উত্তর : চিনতাম না।

প্রশ্ন : মোস্তফা জমাদ্দার মেম্বার, পিতা-মনফত আলী জমাদ্দার, সাং-চরখালী?

www.pathagar.com

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামটি শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের অন্তর্গত?

উত্তর : শিয়ালকাঠি হবে।

প্রশ্ন : ঐ ইউনিয়নের পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিল আশরাফ আলী হাওলাদার?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : ঐ গ্রামের ১০ জনের নাম বলতে পারেন। যাদের বাড়ি পুড়ে যায়?

উত্তর : নরেন, হরিপদ, আর খেয়ালে আসছে না।

প্রশ্ন : নরেন ও হরিপদ নামের কোন ব্যক্তি ১৯৭১ সালের চরখালী গ্রামে ছিলেন না।

উত্তর : আপনার বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন : আমার বর্ণনা মতে, ১৯৭১ সালের চরখালী গ্রামে কোন লুটপাট বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেনি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমা '৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে?

উত্তর : আমি তখন এলাকায় ছিলাম না বলে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এসে আপনি প্রথম টগরার বাড়িতে ওঠেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : টগরা গ্রামে কোন রাজাকার ছিল?

উত্তর : ছিল। তাদের মধ্যে আছে এসহাক, মোস্তফা, রশিদ, মহসীন, গনি, ফজলুর রহামন। বাকিদের নাম মনে আসছে না। আমার গ্রামে অনেক রাজাকার ছিল।

প্রশ্ন : আপনি বাড়ি এসে এদেরকে ধরতে তাদের বাড়ি গিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তাদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

উত্তর : এসে শুনলাম ওরা এলাকায় নেই। পালিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : কত টাকা মূল্যের মালামাল আপনার বাড়িতে নিয়ে আসে?

উত্তর : আনুমানিক ১০/১৫ লাখ টাকার মালামাল।

প্রশ্ন : মালামাল ফেরত দিলে মারব না এ কথা কবে মাকে বলেছিলেন।

উত্তর : ২ দিন আগে।

প্রশ্ন : মালামাল ফেরত আসার পরই আপনার মা আপনাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয়?

উত্তর : জি। তখন বের হতে দিয়ে বলে। কাউকে মারবি না।

প্রশ্ন : আপনি আসার পর কতজন রাজাকারকে আটক করা হয়েছিল?

উত্তর : সঠিক তথ্য জানি না। যারা এলাকায় ছিল তারা জানে।

প্রশ্ন : সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে কতটি সংগঠন ছিল?

উত্তর : পিরোজপুর মহকুমা সদরে ১৯৭১ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কমিটিকে মূলত ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি কোন সংগঠনের ছিলেন?

উত্তর : আমি শহর শাখা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলাম।

প্রশ্ন : এখনো আপনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন?

উত্তর : আছি।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য গণআদালত তৈরি হয়েছিল। জানা আছে?

উত্তর : জানা আছে।

প্রশ্ন : ঐ গণআদালতে আপনি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করেছেন?

উত্তর : করি নাই। তবে সাক্ষী দিয়েছি।

প্রশ্ন : ঐ আদালত কোথায় হয় জানেন?

উত্তর : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

প্রশ্ন : ঐ আদালতে ক'জনের বিচার হয়?

উত্তর : সম্ভবত ২ জনের। ঠিক খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : বিচারক কে ছিলেন ঐ গণআদালতের?

উত্তর : মারা গেছেন। একজন মহিলা। নাম মনে আসছে না। পরে বলেন, জাহানারা ইমাম।

প্রশ্ন : ঐ আদালতে কি একজনই বিচারক ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ঐ আদালতে ক'জনের কি শাস্তি হয়েছিল?

উত্তর : মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, রায়টা ঠিক খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। জানেন?

উত্তর : আমার মনে আসছে না।

প্রশ্ন : ঐ গণতদন্ত কমিশনে আপনি সাঈদী সাহেবসহ কোন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করেননি?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনি এই আদালতে জবানবন্দী দেয়ার আগে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ দাখিল করেননি। বিবৃতিও দেননি।

উত্তর : গণআদালতে সাক্ষী দিয়েছি। অন্য কোথায়ও অভিযোগ দেয়ার কথাখেয়াল নেই।

প্রশ্ন : এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে আপনি কোন জবানবন্দী দেন।

উত্তর : ২০/১/১১ ইং তারিখে যতদূর মনে পড়ে।

প্রশ্ন : এই তারিখের আগে হেলাল সাহেবের সাথে কখনো আপনার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করেন?

www.pathagar.com

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : জবানবন্দী ঢাকায় না পিরোজপুরে দিয়েছেন?

উত্তর : ঢাকায়। বেইলী রোডে তদন্ত কর্মকর্তার অফিসে।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনার এলাকার কোন লোক উপস্থিত ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ২০/১/১১ তারিখেই আপনি সর্বপ্রথম সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সাল থেকে '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আপনি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : আমি অভিযোগ করি নাই।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেবের অফিসে ২০/১/১১ তারিখেই প্রথম যান?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পূর্বে দেলোয়ার হোসেন শিকদার নামে পরিচিত ছিলেন না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ব্যক্তিগতকভাবে '৭১ সালে আহত হননি?

উত্তর : জি না।

প্রশ্ন : আপনাদের ঘর-বাড়িতে আগুন দেয়া হয়নি?

উত্তর : জি না।

প্রশ্ন : বড় ভাই আব্দুল মান্নান তালুকদার চাকরি শেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার বড় ভাই যেখানে চাকরি করতেন তা আপনাদের বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর : প্রায় সাড়ে ৭ মাইল।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালের ৯ মাসে নিয়মিত এই দূরত্ব অতিক্রম করেই চাকরি করেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি দেলাওয়ার হোসেন শিকদার নামটি এর আগে কখনো বলেননি। গতকালও বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়। উনার বংশই শিকদার।

প্রশ্ন : এই শিকদার কথাটি প্রসিকিউটরদের পরামর্শ মতে আজ মিথ্যাভাবে বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কত তারিখ সুন্দরবন ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন?

উত্তর : ৫ বা ৬ জুন, ১৯৭১।

প্রশ্ন : আপনার সাথে আর কে কে ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সাথে ছিল আবুবকর, আশরাফ।

প্রশ্ন : গিয়েছিলেন কিভাবে?

উত্তর : নৌকায়।

প্রশ্ন : মাঝি-মাল্লা কতজন ছিলেন?

উত্তর : ৩ জন মাঝি-মাল্লা ছিল।

প্রশ্ন : আপনারা ক'টায় যাত্রা করেন আর ক'টায় পৌঁছান?

উত্তর : রওয়ানা হই সকাল সাড়ে ৬টায়। ৪টার দিকে মাঝেরচর নামক জায়গায় পৌঁছি।

প্রশ্ন : ঐ যাওয়াটাই যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত যাওয়া।

উত্তর : ঠিক। ঐবারের পর আর ফিরে আসিনি বাড়িতে।

প্রশ্ন : জিয়াউদ্দি‍ের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হয়েছে।

প্রশ্ন : উনার ক্যাম্প ও অফিসে গিয়েছেন আপনি?

উত্তর : অনেকবার গিয়েছি।

প্রশ্ন : অফিস ও ক্যাম্প কি আলাদা ছিল?

উত্তর : আলাদা ছিল।

প্রশ্ন : অফিসে কোন ব্যক্তির ছবি দেখেছেন?

উত্তর : এসব খেয়াল নেই। ছবি থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্তদের নামসম্বলিত কোন কিছু ছিল কিনা?

উত্তর : ছিল না।

প্রশ্ন : উনার কোন টাইপিস্ট বা পিএস ছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধো মো. হেলাল উদ্দিনকে চিনেন?

উত্তর : ঠিকানা বলতে হবে।

প্রশ্ন : সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধা হেলাল, মৃনাল কান্তি হালদার, শামসুদ্দিন আজাদ, পরিতোষ কর্মকার, বিপুল হালদার, ডা. জাহাঙ্গীরকে চিনতেন?

উত্তর : নামে চিনি।

প্রশ্ন : এদের সাথে কোথায় আপনার পরিচয় হয়েছিল?

উত্তর: খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধকালে তেঁতুলবুনিয়ার নাম শুনেছেন?

উত্তর - স্মরণে আসছে না।

প্রশ্ন : জিয়াউদ্দিনের সেকেন্ড ইন কমান্ড শামসুল আলম তালুকদারকে আপনি চিনতেন।

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : জিয়াউদ্দিন সাহেব আপনার এলাকার ছেলে। কি নামে তাকে ডাকতেন?

www.pathagar.com

উত্তরঃ জিয়া ভাই এবং ওস্তাদ বলে ডাকতাম।

প্রশ্ন : পিরোজপুর থানা এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কে ছিলেন।

উত্তর : থানাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট কমান্ডার ছিল না। যখন যে এলাকায় অপারেশন হতো তখন ঐ অপারেশনের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেয়া হতো।

প্রশ্ন : ১ নং সাক্ষী মাহবুবুল আলমকে যুদ্ধের আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তরঃ চিনতাম।

পশ্ন- যুদ্ধ শুরু হওয়াকালে উনি কি করতেন?

উত্তরঃ মনে হয় ছাত্র ছিলেন।

প্রশ্ন : এই মামলা দায়েরের ব্যাপারে উনি কি আপনার কোন পরামর্শ নিয়েছেন।

উত্তরঃ আমার সাথে তার দেখাই হয়নি।

প্রশ্ন : এই অভিযোগের বিষয়ে আপনি কবে অবগত হন?

উত্তরঃ মনে নেই।

প্রশ্ন : এই ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়েরের আগে মাহবুব সাহেব ২০০৯ সালে পিরোজপুর কোর্টে মামলা করেন। সেটা আপনি জানতেন।

উত্তরঃ জানি না।

প্রশ্ন : জিয়াউদ্দিন সাহেব লিখিত বই 'মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলো' আপনি পড়েছেন?

উত্তরঃ আমি জানি না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম না থাকায় এবং প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা থাকায় আপনি জেনেশুনেও গোপন করছেন।

উত্তরঃ আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র নামে ১৯৮৪ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একটি বই বের করে। পিরোজপুরসহ গোটা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাতে তথ্য আছে। আপনি বইটি পড়েছেন?

উত্তরঃ বই বেরিয়েছে শুনেছি। আমি পড়িনি।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে আপনার বর্ণিত কোন কথা নেই এবং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পর্কে কোন তথ্য পিরোজপুর সংক্রান্ত খন্ডে নেই বলে আপনি জেনেও তথ্য গোপন করেছেন।

উত্তরঃ আপনার বক্তব্য অসত্য।

প্রশ্ন : পিরোজপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সরাসরি সহযোগিতায় একটি বই প্রকাশ করে যাতে পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে। ঐ বইটি আপনি পড়েছেন?

উত্তরঃ আমি জানি না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস আছে এবং আপনার বর্ণিত ঘটনা বা দেলোয়ার হোসেন সিকদার বা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম না থাকায় সত্য গোপন করার জন্য আপনি বইটি পড়েননি বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : এসডিপিও ফয়জুর রহমানের স্ত্রী আয়েশা ফয়েজ 'জীবন যে রকম' নামে একটি বই লিখেছেন। স্মৃতিকথামূলক ঐ বইটি পড়েছেন।

উত্তর: না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে সত্য ঘটনা থাকায় এবং আপনার বর্ণিত কথা না থাকা ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম না থাকায় আপনি সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে বলেছেন বইটি পড়িনি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কবে তালিকাভুক্ত হন?

উত্তর: প্রথম থেকেই তালিকাভুক্ত হয়েছি। তবে তারিখ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আপনি ভারতে চলে যান এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পরে দেশে এসেছেন।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন মল্লিক, সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মোল্লা, দানেশ মোল্লা, সৈয়দ আফজাল, শাহ আবু জাফর, এডভোকেট শমসের আলী, আশরাফ সিকদার, নূরুল ইসলাম সিকদারকে আপনি এলাকায় আসার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা ধরে গ্রেফতার করে জেলে দেয়।

উত্তর: দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে আমাদের এলাকায় কোন রাজাকার ছিল না। অন্যান্য অনেকের মত ধরা পড়ে সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা ধরা পড়ে।

প্রশ্ন : জুন মাসে আপনি সুন্দরবনে যাননি। ঐ সময় সুন্দরবনে ক্যাম্পও স্থাপিত হয়নি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২৫ মার্চের রাতের কথা রেডিও মাধ্যমে শুনেছেন মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি যা জবানবন্দীতে বলেছেন।

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আমরা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি তা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আমি বাড়ি গিয়ে আমরা গ্রাম ও পাশের গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম এবং পারেরহাটে রাজাকার ও পাক সেনারা কি করতেন তা খোঁজখবর নিতাম। এ কথা তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি?

উত্তর: খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনার ভাই মান্নান তালুকদারকে ফকির দাসের দালানে নিয়ে রাতভর নির্যাতন করে এবং মানসিক চাপ প্রয়োগ করে যে তোমার ভাই আকবরকে এনে দাও। এই কথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

www.pathagar.com

উত্তরঃ খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন কথিত সাঈদী পারের হাটে ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোক ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মাল গণিমতের মাল। এটা লুট করা জায়েজ। তখনই জামায়াত ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি লুটপাটে মাতোয়ারা হয়। শুধু তাই নয়, দেলোয়ার হোসেন কথিত সাঈদী নিজে ও অন্যান্য লোকজন নিয়ে পারের হাটে অন্যান্য বড় বড় দোকান লুট করে। এই কথাগুলো আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তরঃ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পাঁচ তহবিলের পরিচালক ছিলেন কথিত দেলোয়ার সাঈদী। একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে জানাননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কথিত সাঈদী সাহেব সরল ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ধরে এনে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানায়। তাদের টুপি, তজবিহ, জায়নামাজ দিয়ে মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়। তারা বাধ্য হয়ে মসজিদে নামাজ পড়তো এবং তাদের মুসলমানের নাম দেয়। দেশ স্বাধীনের পর তারা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যায়। এই সাঈদী সাহেব স্বাধীনতার পূর্বে পারেরহাট বাজারে খেয়া ঘাটের সামনে মধ্যগলিতে মাটিতে চট বিছিয়ে তেল, লবণ, সাবান, মরিচ, হলুদ বিক্রয় করত। এই কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : তিনি আবে হায়াত নামে দাঁতের ওষুধ বিক্রয় করতেন। একথাও বলেননি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২৮ ও ২৯ মে তারিখে আপনার ভাই অফিস থেকে এসে কান্নাকাটি করে বলেন, এবার আর আমাদের বাঁচার উপায় নেই। যদি মরতেই হয় তবে মুক্তিযুদ্ধ করেই মরব। এই কথা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পলায়ন পর লোকদের নিকট জানতে পারলেন চরখালী গ্রামে বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। আমি তখন চলার পথ পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে কচা নদীর পাড়ে চলে যাই। একথা তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দেখে আমি নৌকার মধ্যে শুয়ে পড়ি এবং মাঝিকে ভাটির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেই। একথা বলেননি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আমি ঐদিন রাত ১০টার দিকে বাড়ি আসি। আমার ভাই এবং অন্যান্যদের বলে গ্রামের অন্য এক বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। একথাও তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যুদ্ধ শেষে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বাড়িতে আসেন। একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন শিকদার কথিত সাঈদী পিতা ইউসুফ শিকদার সাং সাউথখালী ৭ মে পারেরহাটে সেনাবাহিনী আসার পর এবং রাজাকার ক্যাম্প গঠনের পর পারেরহাট অঞ্চলে যেসব কুকর্ম সংঘটিত হয়েছে যেমন অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুন্ঠন, নারী নির্যাতন, হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মহিলাদের ধরে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা। এসব কাজের জন্য দেলোয়ার হোসেন শিকদার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। একথা তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামে লুটপাট করে হিন্দুপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল। একথাও তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ২১/২২ মে তারিখে আপনার ভাই আব্দুল মান্নান তার কর্মস্থল থেকে ফেরার পর দেলাওয়ার হোসাইনসহ কয়েকশ রাজাকার ফকির দাসের দালানে নিয়ে আটক করে ও নির্যাতন করে। বার বার চাপ প্রয়োগ করে বলে তোমার ভাই আকবর মুক্তিযোদ্ধা। তাকে রাজাকার ক্যাম্পে হাজির করো। এটা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এ ধরনের কোন ঘটনা আদৌ ঘটেনি। আপনি বানিয়ে মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার স্যার দানেশ আলী মোল্লার অনুরোধে আপনার ভাইকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছেড়ে দেয়। এটা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি এটাও মিথ্যা বলেছেন যে, মাওলানা সাঈদী গনিমতের মাল বলে ফতোয়া দেন এবং নিজেসহ অন্যরা লুটপাট শুরু করে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : নগরবাসী সাহার দোকানঘর দখল করা, অন্যান্য ঘরের মালামাল ঐ ঘরে উঠানো, তাকে ৫ তহবিল নাম দেয়ায় এবং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার পরিচালক হওয়া মর্মে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

২১-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৩নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা ও ৪নং সাক্ষীর জবানবন্দী

বিশেষ ঠিকাদারী সুবিধা পাওয়ায় সাক্ষী হয়েছে মিজান

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসা ৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদার একজন সরকার দলীয় ঠিকাদার। তিনি ঢাকায় তার ঠিকাদারী সুবিধা আদায় এবং ভবিষ্যতে আরও সুবিধা পাওয়ার আশায় মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়েছেন।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং ঠিকাদারী ব্যবসায় সুবিধা আদায় করতেই তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা জেরাকালে এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অপরদিকে ৪ নম্বর সাক্ষী সুলতান আহমেদ গতকাল (২১-১২-১১) ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যাতে তিনি হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের উদ্দেশ্যে পাকবাহিনীর হাতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির নারীদের তুলে দিয়েছেন মর্মে অভিযোগ করেছেন।

তিনিও কথিত দেলোয়ার হোসেন সিকদারই বর্তমান মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলে উল্লেখ করেছেন এবং দেলোয়ার হোসেন সিকদারের অপরাধ দেশ বরেণ্য এই আলেমের ঘাড়ে চাপানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি নিজেকে ৬০ বছর বয়স্ক এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মাওলানা সাঈদীরকৃত এসব অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। তবে তিনিও এই ট্রাইব্যুনালের আগে বিগত ৪০ বছরে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে মাওলানা সাঈদীর কথিত অপরাধের বিষয়ে কোন প্রকার নালিশ বা অভিযোগ করেননি। ওদিকে গুরুতর অসুস্থ মাওলানা সাঈদী গতকালও ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় চেয়ারের ওপর শুয়ে কাটিয়েছেন দু'ঘণ্টা। আদালত আজ তার ফিজিও থেরাপী দেয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে শুরু হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদ এ সময় এজলাসে বসলে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী ৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারকে পূর্ব দিনের অসমাপ্ত জেরা অব্যাহত রাখেন। বেলা ১১টা ২০ মিনিটে তার জেরা শেষ হলে ৪ নম্বর সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদারকে ডেকে আনা হয়। প্রায় সোয়া ১ ঘণ্টাব্যাপী তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। এরপর জেরার জন্য অভিযুক্ত পক্ষকে আহবান জানালে রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিন ২ বেলা

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনাল পরিচালনার কারণে আমরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারছি না। আমাদের প্রস্তুতির জন্য অন্তত আজকের আধাবেলা সময়টা দিন। এডভোকেট তাজুল ইসলামও এই যুক্তির পক্ষে আদালতে বক্তব্য রাখেন।

পরে আদালত গতকাল বেলা পৌনে ১টায় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম মুলতবি করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় আবার ট্রাইব্যুনাল বসবে এবং তখন ৪ নম্বর সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদারকে জেরা করা হবে। গতকাল দুপুরে আদালতের কার্যক্রম মুলতবি করার মুহূর্তে এডভোকেট তাজুল ইসলাম মাওলানা সাঈদীর শারীরিক অবস্থার অবনতির বিষয়টি আদালতের দৃষ্টিতে আনেন। তিনি বলেন, তার নিয়মিত ফিজিও থেরাপী নিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিন দুই বেলা ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত থাকার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তার শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। গত দু'দিন তিনি এই ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় কোমরে বালিশ রেখে শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছেন। এই অবস্থায় তার চিকিৎসাটা সবচেয়ে জরুরি। এডভোকেট তাজুল মাওলানা সাঈদীর চিকিৎসার জন্য আদালতের কার্যক্রম মুলতবি করারও দাবি জানিয়ে বলেন, আমরা চাই তার উপস্থিতিতেই সাক্ষ্য প্রদান এবং জেরা সম্পন্ন হোক। তার অনুপস্থিতিতে এগুলো করা ঠিক হবে না।

এই বক্তব্যের পর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক আদেশ দেন। আদেশে মাওলানা সাঈদীকে ফিজিও থেরাপিসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে তারপর আজ বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালে আনার কথা উল্লেখ করেন। তবে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা যথাসময়েই হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়। এই আদেশের কপি গতকালই জেল কর্তৃপক্ষের কাছে মাওলানা সাঈদীর সাথেই দিয়ে দেয়ার কথা বলেন বিচারপতি নাসিম।

৩ নম্বর সাক্ষী মিজানুর রহমান তালুকদারকে গতকাল এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী যেসব জেরা করেন তা প্রশ্ন এবং উত্তর আকারে দেয়া হলো-

প্রশ্ন : ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ধরে এনে মুসলমান বানানো হয়। এ বক্তব্য মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তাদের টুপি, তসবিহ, জায়নামায দিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে বাধ্য করা হতো একথা সত্য নয়?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ধর্মান্তরিত লোকেরা বাধ্য হয়ে নামায পড়তো। একথাও সত্য নয়?

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মান্তরিত লোকেরা তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। একথাও মিথ্যা?

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পারেরহাট বাজারে খেয়াঘাটের সামনে মধ্য গলিতে মাটিতে চট বিছিয়ে তেল, লবণ, হলুদ, মরিচ বিক্রি করতো এবং হাটের

www.pathagar.com

দিন বাদে অন্য দিন লঞ্চ ও গ্রামে বার চাঁদের কাজ ও আবে হায়াত নামে দাঁতের ওষুধ বিক্রি করতো মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্য নয়?

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আপনার আত্মীয়ের বাসা থেকে ফেরার সময় চরখালী গ্রামে আগুন জ্বলতে দেখা, পলায়নপর লোকদের নিকট পারেরহাট বাজারের ক্যাম্পে রাজাকার ও পাক বাহিনী কর্তৃক পারেরহাট গ্রামে আগুন ও লুটপাট মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি চলার পথ পরিবর্তন করা হেটে হেটে কচা নদীর ধারে চরখালী খেয়াঘাটের দিকে যাওয়া, খেয়াঘাটের কাছাকাছি গিয়ে টাপুরে নৌকা পাওয়া মর্মে ও ঐ নৌকায় ওঠা মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি নৌকায় ওঠার পরে কিছুদূর এগিয়ে চরখালী খালের মধ্য দিয়ে ১৭/১৮ টি বড় নৌকায় রাজাকার ও পাক সেনাদের কচা নদীর মাঝখান দিয়ে লুটের মালামাল নিয়ে পারেরহাট বাজারের দিকে যাচ্ছে মর্মে দেয়া বক্তব্য সত্য নয়?

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ নৌকাগুলোর একটি আপনার নৌকার কাছাকাছি আসলে ঐ নৌকার ওপরে লুটের মালামালের ওপরে ৫/৬ জন পাক সেনাসহ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দেখতে পান বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্য নয়।

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি নৌকার মধ্যে শুয়ে পড়েন এবং ইশারা দিয়ে মাঝিকে ভাটির দিকে যেতে বলেন মর্মে প্রদত্ত বক্তব্যও মিথ্যা বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মায়ের কথা মতে পরবর্তীতে বিভিন্ন লোকজন আপনার বাড়ির কাচারীর সামনে এক রাতে মালামাল রেখে যান মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাও মিথ্যা বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে ঐসব মালামালের মালিকগণ এসে সনাক্ত মতে তাদের মালামাল নিয়ে যায় মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাও মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ৭ মে পারেরহাট সেনাবাহিনী আসার পরে এবং রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প গঠনের পর যেসব কুকর্ম সংঘটিত হয়েছে যেসব হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা, রেপের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মহিলাদের সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা- এসব কাজের জন্য দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামে লুটপাট করে হিন্দুপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্য নয়?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পারেরহাটের রাজাকার ক্যাম্পটাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হয়েছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর ঐ ক্যাম্পের কমান্ডার বা ডেপুটি কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : আমি বলতে পারবো না। পরে বলেন, সম্ভবত নবীন দায়িত্বে ছিলেন।

প্রশ্ন : বিভিন্ন জায়গা থেকে লুটের মালামাল আপনার বাড়ির সামনে রেখে যাওয়ার কথা বলার জন্য কে আপনাকে দায়িত্ব দেয়?

উত্তর : কেউ দায়িত্ব দেয়নি। আমার মাকে বলি। মা বলার পর দিয়ে যায়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজ দায়িত্বেই আমার মাকে ঐ কথা বলি।

প্রশ্ন : মা কিভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনার মত অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা লুটের মালামাল প্রাপ্ত হয়ে ফেরত দেয়ার কথা জানেন?

উত্তর : এ বিষয়ে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনার কাচারীঘর ও বাগান থেকে যার যার মালামাল কত দিনে নিয়ে যায়?

উত্তর : এক-দেড় মাসের মধ্যে।

প্রশ্ন : ফেরতপ্রাপ্ত ১০ জনের নাম বলুন?

উত্তর : হরি রায়, হিমাংশু, নরেন হাওলাদার, ফনি।

প্রশ্ন : আপনি ঢাকার মোহাম্মদপুর থাকেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার বাসা একটি সরকারি এবানডন প্রপার্টি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

উত্তর : ঠিকাদারী ব্যবসা।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা?

উত্তর : ১০০% সত্য।

প্রশ্ন : ক্ষমতাসীন দলের নেতা হওয়ায় এবং আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জামায়াতে ইসলামীর নেতা হওয়ায় এবং প্রতিহিংসা বশত তাকে জনসম্মুখে হেয় করার জন্য সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা নিয়ে এবং আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায় এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছেন?

উত্তর : ১০০% মিথ্যা।

প্রশ্ন : আপনি রাষ্ট্রপক্ষের শিখানো বক্তব্যই এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : ১০০% মিথ্যা।

www.pathagar.com

৪নং সাক্ষীর জবানবন্দী

৩ নম্বর সাক্ষীর জেরা শেষ হলে ৪ নম্বর সাক্ষী গতকালই তার জবানবন্দী প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, আমার নাম সুলতান আহমেদ হাওলাদার, বয়স ৬০ বছর। আমি ১৯৭১ সালে পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্র ছিলাম। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আমি পিরোজপুরে থেকে লেখাপড়া করতাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যখন খবর পেলাম পাকিস্তানী বাহিনী আসছে তখন আমি ১ মে আমার গ্রামে চলে আসি। আমি বাড়ি থাকতে জানতে পারলাম যে, জামায়াতে ইসলামীর নেতা সেকান্দার আলী সিকদার, দানেশ আলী মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী, মোসলেম মওলানা এদের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী সাহেবের নেতৃত্বে বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্র, জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধী সংগঠনের লোকজন নিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগী বাহিনী রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে এবং পারেরহাট বাজারের ফকির দাসের দালান দখল করিয়া রাজাকার ক্যাম্প গঠন করিয়াছে। আমি বাজারে বা আশপাশে ঘোরা ফেরা করি ও তাদের কার্যকলাপ দেখিতে থাকি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে সম্ভবত ৭ তারিখে আমি সকাল বেলা পারেরহাট যাই এবং লোকমুখে শুনতে পাই পারেরহাটে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আসিতেছে। খবর শুনে পারেরহাটের রিকশা স্ট্যান্ডে ব্রিজের গোড়ায় আমার এক নিকটাত্মীয়ের বাসায় (গনি হাজী সাহেব) অবস্থান করি এবং উভয় দিকের জানালা খুলে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে দেখি শান্তি কমিটির নেতারা দানেশ আলী মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সিকদার (বর্তমান সাঈদী), সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা আরো অনেক রাজাকার বাহিনীর লোকজন পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ২৫/২৬টি রিক্সাযোগে আনুমানিক ৫০/৫২ জন পাকিস্তান সেনা রিক্সা স্ট্যান্ডে নামে এবং শান্তি কমিটির নেতারা তাদের সাথে কথা বলে। রিক্সা স্ট্যান্ডের পোল পার হইয়া দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। তাহাদের সম্মুখে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার এবং ডানে বামে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন সিদকার (বর্তমান সাঈদী), দানেশ আলী মোল্লা (বর্তমানে মৃত), সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা। পোল পার হইয়া পারেরহাটের দিকে যাওয়ার সময় একটু সামনে এগুলেই আমি আমার ঐ আত্মীয়ের বাসা থেকে বের হই এবং তাদের পিছে পিছে কিছু দূর যাই। তখন আমি দেখিতে পাই দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী হাত উঁচু করিয়া হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দোকান ও বসতঘর দেখাইয়া দিচ্ছেন। আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া কিছু দূর আগাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। বাজারের মধ্য গলি হইয়া সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যায় পাক সেনা ও রাজাকাররা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজারের দক্ষিণ দিক হইতে বহু লোক ছোটাছুটি করিতেছে এবং দোকান ঘর লুটপাট শুরু হইয়া গেছে। এমতাবস্থায় আমি পুনরায় আমার নিকটাত্মীয়ের বাসায় ফিরে আসি এবং সেখানে অবস্থান করি। প্রায় আনুমানিক দেড়/দু'ঘণ্টা পরে জানতে পারিলাম

www.pathagar.com

পাক হানাদার বাহিনী বাজারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাজলক্ষ্মী বিদ্যালয়ের দিকে গিয়াছে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য। আমি তখন আবার বাজারের মধ্যে বাহির হই এবং মধ্যবাজারে যাইতেই বহু লোকে বলাবলি করিতেছিল যে, প্রায় ৩০/৩৫টি ঘর লুট করা হইয়াছে, যাহার ভাল ভাল ঘরের মালামাল দেলোয়ার হোসেন সিকদারের নেতৃত্বে লুট করিয়া খেয়াঘাটের সামনে রাস্তার ওপর রাইখা স্তূপ দিয়ে রাখছে।

আমি আরো শুনতে পেলাম বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাখন সাহার গদিঘরের মাটির নীচ থেকে একটি লোহার সিন্দুক খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ২২ সের স্বর্ণ ও রৌপ্য পাইয়াছে যাহা ঐ হানাদার সেনাদলের নেতা ক্যাপ্টেন এজাজ নিয়ে যায় এবং পারেরহাটের নামকরণ করে সোনারহাট। এই খবর শোনার পর লুটের মাল দেখার জন্য আমি সম্মুখে অগ্রসর হই। খেয়াঘাটের কাছাকাছি গিয়ে রাস্তার ওপর ঐ মালামাল দেখিতে পাই। আরো দেখিতে পাই ঐ মালামাল দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদীর নেতৃত্বে ভাগাভাগি করিতেছে। আমি এটা দেখিয়া বাড়ির দিকে চলিয়া যাই। পরবর্তীতে জানিতে পারিলাম এবং গিয়া দেখিলাম খেয়াঘাটের সামনে নগরবাসী সাহার ঘর দখল করিয়া উল্লেখিত মালামাল বিক্রির জন্য একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে যাহার পরিচালক দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী সাহেব ছিলেন।

পরের দিন সম্ভবত ৮ মে আনুমানিক আড়াইটা-তিনটার দিকে আমার বাড়ির পশ্চিম পাশে অল্প কিছু দূরে মানিক পসারীর বাড়িতে কান্নাকাটি লাগছে এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখিতে পাই। আমি তখন মানিক পসারীর বাড়ির দিকে আগাইতে থাকি এবং দেখি মানিক পসারীর বাড়িসহ নূরুল ইসলাম খান সাহেবের বাড়ি, রইজ উদ্দিন পসারীর বাড়ি, শহীদ উদ্দিন পসারীর নতুন বাড়িসহ প্রায় ১৫/২০টি ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা মানিক পসারীর বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে আগানোর মধ্যদিয়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে এগুতে থাকি। ঐ বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পাই সেকান্দার সিকদার (মৃত), দানেশ আলী মোল্লা (মৃত), দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী, মোসলেম মাওলানাসহ আরো অনেক রাজাকার ও পাক হানাদারবাহিনী মানিক পসারীর ফুপাতো ভাই মফিজকে ও মানিক পসারীর বাড়ির কর্মচারী ইব্রাহিম ওরফে কুট্টিকে ধরে নিয়ে পারেরহাটের দিকে রওয়ানা দিয়াছে। আমরা ভয়ে কাছে যাইনি। আমরা বাজারের দিকে যাইতে থাকি। আমরা যখন বাজারের ব্রিজ পার হইয়া বাজারের ভিতরে যাই। উত্তর দিকে থানার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী পাকবাহিনীর সাথে কি যেন বলাবলি করিতেছেন। তখনই একটি বিকট গুলীর শব্দ হয় ও একটি মানুষের চিৎকার শুনতে পাই। আমরা ভয়ে পিছু হটিয়া বাড়ির দিকে চলে যাই। পরের দিন জানতে পারি মানিক পসারীর বাড়ির কাজের লোক ইব্রাহিমকে গুলী করে পানিতে ফেলে দিয়ে মফিজকে বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। মফিজকে রাতে অনেক অত্যাচার করে। পরে সে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেকান্দার সিকদার দানেশ আলী সিকদারের নেতৃত্বে থাকিলেও তাহারা আরবি বা উর্দু ভাষা জানিত না। দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী আরবি ও উর্দু ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা ও

www.pathagar.com

বাকপটু হওয়ার সুবাদে পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড তাহার নির্দেশে পরিচালিত হতো।

শান্তি কমিটি ও রাজাকারবাহিনীর লোকেরা পাকিস্তানবাহিনীকে পাকিস্তান রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন এবং তাহারা বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাহারা পারেরহাটসহ আশপাশের গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়ি-ঘর দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী তার অনুগত রাজাকারদের নিয়ে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নিরীহ মানুষ হত্যা, নারী ধর্ষণ এবং নারীদের ধর্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক পাকসেনাদের হাতে তুলিয়া দিয়া অপরাধ সংঘটিত করিতে থাকে। জুন মাসে সম্ভবত মাঝামাঝি ঐ দিন পারেরহাটের বাজারের দিন (হাটবার) আমি আমার বাবার সাথে বাজার করার জন্য যাই এবং মাছ কেনার উদ্দেশ্যে বাজারের উত্তর মাথায় মাছ বাজারের দিকে যাই। পথিমধ্যে রিক্সা স্ট্যান্ডে পুলের দক্ষিণ পাশে পশ্চিম গলিতে মদন সাহার ঘর দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী সাহেব মদন সাহার ঘর ভাঙ্গিয়া বড় কাঠালী নৌকায় ঐ ঘরের মালামাল উঠাইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি সেখানে কিছু সময় দাঁড়াই। নৌকা বোঝাই করিয়া খালের পূর্ব পাড়ে তাহার শ্বশুরবাড়ি ইউনুস মুন্সীর বাড়িতে নিয়া উঠায়। পারেরহাটের বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহাকে দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী ও মোসলেম মাওলানা নিয়মিত ধর্ষণ করিতেন এবং তার বাবা ভাই সবাইকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাইয়া জোরপূর্বক নামাজ পড়িতে বাধ্য করিয়াছে। ভানুসাহা ও অন্য যারা ধর্ষিতা হয় তারা স্বাধীনতার পরে ভারতে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। আমি দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদীর ন্যায়বিচার দাবি করছি।

২২-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৪নং সাক্ষীর জেরা

সুলতান আহমেদ কলাচোর ট্রলার চোর ও ভূমিদস্যু

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে আসা ৪ নম্বর সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদার একজন কলাচোর, ট্রলার চোর এবং চর এলাকায় দশ বিঘা জমি দখলকারী ভূমিদস্যু। এছাড়াও দেওয়ানী মামলা ঝুলছে তার বিরুদ্ধে। এসব মামলা থেকে খালাস পাওয়া, জবর দখলকৃত জমি দখলে রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও তালিকাভুক্ত হয়ে মাসিক ভাতা পাওয়ার সরকারি আশ্বাসের প্রেক্ষিতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর প্রতিপক্ষ বর্তমান আওয়ামী লীগ দলীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য এম এ কে আওয়াল জনসম্মুখে দেশবরেণ্য এই আলেমে দ্বীন ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত জনসম্মুখে হেয় করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও প্রত্যক্ষদর্শী সেজে এই সাক্ষ্য দিতে তাকে পাঠিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২২-১২-১১) ৪ নম্বর সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদারকে জেরার মাধ্যমে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গত বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনি জবানবন্দি দেয়ার পর গতকাল তাকে জেরা করা হয়। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট থেকে শুরু করে দুপুরে ১ ঘণ্টা বিরতির সময় বাদে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত প্রায় সোয়া ৪ ঘণ্টা তাকে জেরা করা হয়। তাকে জেরা করেন রাজশাহী বার থেকে আগত এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বার থেকে আগত কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও মনজুর আহমেদ আনসারী। আগামী মঙ্গলবার ৫ নম্বর সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি প্রদান করবেন।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ফরিদ উদ্দিন খান ও শাজাহান কবির জেরায় সহযোগিতা করেন। গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গতকাল ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন।

জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনি কোন তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা নন।

উত্তর : না। আমি তো মুক্তিযোদ্ধাই নই।

প্রশ্ন : আপনি নতুনভাবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আবেদন করেছেন। আওয়াল সাহেব সুপারিশ করে ডিও লেটার দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়। আমি সহায়ক মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।

প্রশ্ন : পাড়েরহাট এলাকার কাদের গাজী পিতা জনাব আলী গাজীকে চেনেন আপনি?

www.pathagar.com

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তিনি আপনার বিরুদ্ধে তার ক্ষেতের কলা চুরির অভিযোগে মামলা করেছেন এবং জেল হয়েছে যা বহাল আছে?

উত্তর : ঠিক নয়। উনার সাথে আমার জমাজমি নিয়ে মামলা আছে। আমি জামিনে আছি।

প্রশ্ন : কলা চুরির মামলাটি এখন কোন কোর্টে বিচারাধীন?

উত্তর : হাইকোর্টে।

প্রশ্ন : জজকোর্টের রায় কি হয়?

উত্তর : নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে। আমি হাইকোর্টে জামিনে আছি। আপিল বিচারাধীন আছে।

প্রশ্ন : কাদের গাজী কি আপনার আত্মীয়?

উত্তর : কাদের গাজীর সাথে আমার ফুপাতো বোনের বিয়ে হয়।

প্রশ্ন : বরিশাল আদালতে আপনার বিরুদ্ধে ট্রলার চুরির দু'টি মামলা বিচারাধীন আছে।

উত্তর : আছে।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির পিতার নাম কি?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : তার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : সম্ভবত বারইখালি শ্বশুরবাড়ী। মূল বাড়ি কোথায় খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : বাদুরা গ্রামের সহিদ উদ্দিনকে চেনেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : চিতলিয়া এবং বাদুরা গ্রাম পাশাপাশি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম ওরফে কুট্টির স্ত্রীর নাম কি?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : '৭১ সালে কোন ছেলেমেয়ে ছিল কিনা তারা এখন কি করে? তাদের বয়স কত?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : তার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উত্তর : সম্ভবত বারইখালী।

প্রশ্ন : এই গ্রামে আজহার আলী তার শ্বশুর?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : শ্যালকের নাম সাহেব আলী ওরফে সিরাজ উদ্দিন।

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : দানেশ আলী মোল্লা চেয়ারম্যান পাড়েরহাট ইউনিয়ন, পিতা নইম উদ্দিন মোল্লা। চেনেন?

উত্তর : তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। তাকে চিনতাম। তবে পিতার নাম বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আতাহার আলী হাওলাদার, পিতামৃত আইনউদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম বারইখালী- চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আশ্রাফ আলী, পিতা আসমত আলী, গ্রাম টেংরাখালীকে চেনেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পিতা- হাসেম হাওলাদার, সাং- বাদুরাকে চেনেন।

উত্তরঃ চিনি।

প্রশ্ন : আইয়ুব আলী, গ্রাম বারইখালী, চেনেন?

উত্তরঃ চিনি না।

প্রশ্ন : বারইখালী গ্রামের কালাম চৌকিদারকে চেনেন?

উত্তরঃ চিনি না।

প্রশ্ন : আনোয়ার হোসেনের ছেলে রুহুল আমিনকে চেনেন?

উত্তরঃ এই নামে একজন রাজাকার ছিল। তাকে চিনতাম।

প্রশ্ন : আব্দুল হাকিম মুন্সী, পিতা- মমিনাল মুন্সী, গ্রাম- বারইখালীকে চেনেন?

উত্তরঃ চিনি না।

প্রশ্ন : মমিন উদ্দিন, পিতা- আব্দুল গনি, গ্রাম- গাজীপুরকে চেনেন?

উত্তরঃ মবিন নামে একজনকে চিনি। তিনিও রাজাকার ছিলেন।

প্রশ্ন : সেকান্দার আলী সিকদার, পিতা- মনসুর আলী সিকদার, গ্রাম- হোগলাবুনিয়াকে চেনেন?

উত্তরঃ তাকে চিনি। তিনি আমার ফুপাতো ভগ্নিপতি। তিনি পিস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ পিস কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন দানেস আলী মোল্লা?

উত্তরঃ জি।

প্রশ্ন : শামছুর রহমান পিরোজপুর থানার তৎকালীন এএসআই তাকে চিনতেন?

উত্তরঃ না। উনার সাথে আমার পরিচয় ছিল না। এই নামে কোনো এএসআই ছিল কিনা জানি না।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা, পিতা- মোদাসসের আলী, সাং- বাদুরাকে চেনেন?

উত্তরঃ চিনি। তিনি পিস কমিটির সাথে জড়িত ছিলেন।

প্রশ্ন : তিনি এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত?

উত্তরঃ সত্য নয়।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা এখন আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি। আপনি জেনেও গোপন করছেন?

উত্তরঃ সত্য নয়।

প্রশ্ন : আমি এতক্ষণ যে নামগুলো বললাম তাদের মধ্যে ৩ জন পিস কমিটির সাথে জড়িত ছিলেন। বাকিরা সবাই রাজাকার ছিলেন।

www.pathagar.com

উত্তর: বাকি ৮ জন কি ছিলেন তা আমার জানা নেই। তারা রাজাকার ছিলেন কিনা আমি জানি না।

প্রশ্ন : বারইখালী গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, দেলোয়ার হোসেন, কায়েন আলী হাওলাদার, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, সেতারা বেগম, রানী, আজহার আলী হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, মকবুল সিকদার- এদেরকে চেনেন?

উত্তর: দেখলে কাউকে কাউকে চিনি। নাম জানি না।

প্রশ্ন : ৭ই মার্চের ভাষণের পর পিরোজপুর এলাকায় পাক হানাদারবাহিনীর আগমনের আগে পুরো পিরোজপুর এলাকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : জিয়ানগর উপজেলা তখন পিরোজপুর সদর থানার অধীনে ছিল?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি পূর্ব পাকিস্তানে কখন কোথায় গঠিত হয়?

উত্তর: আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : এর সভাপতি ও সেক্রেটারি কে ছিলেন?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : রাজাকারবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে কবে কোথায় গঠিত হয়?

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তান রাজাকারবাহিনীর প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর: শুনেছি গোলাম আযম ছিলেন।

প্রশ্ন : পিস কমিটি পিরোজপুর মহকুমার ক'তারিখে গঠন হয়?

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এই পিস কমিটির পিরোজপুর মহকুমার সভাপতি ও সেক্রেটারি কে ছিলেন?

উত্তর: সভাপতি জানি না। আফজাল সাহেব সেক্রেটারি ছিলেন শুনেছি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমার রাজাকার কমান্ডার চরখালী গ্রামের মানিক খন্দকার রাজাকার ছিলেন।

উত্তর: শুনেছি।

প্রশ্ন : মানিক খন্দকার চাচাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাজু খন্দকার কর্তৃক নিহত হয়?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : রাজাকার কমান্ডার আমীর আলীর নাম শুনেছেন?

উত্তর: না। শুনি নাই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমার থানাগুলোর পিস কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি এবং রাজাকার কমান্ডারদের নাম আপনি বলতে পারবেন?

উত্তর: আমি শুধু পারেরহাটটা বলতে পারব।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি শংকর পাশা ইউনিয়নে?

www.pathagar.com

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নের লোকজনই পারেরহাট বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ী শংকর পাশা ইউনিয়নের?

উত্তর: আংশিক সত্যতা আছে।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নের কত নং ওয়ার্ডে আপনার বাড়ি ছিল?

উত্তর: ৩ নং ওয়ার্ড। তখন কি ওয়ার্ড ছিল কি না জানি না।

প্রশ্ন : ঐ সময় মেম্বার নির্বাচন একত্রে হতো, না ওয়ার্ড ভিত্তিক হতো?

উত্তর: ওয়ার্ড ভিত্তিক হতো। '৭১ সাল বা তার আগে হতো কি না জানা নেই।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউয়িনের পিস কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল?

উত্তর: শংকর পাশা ইউনিয়নে কোন পিস কমিটি ছিল না।

প্রশ্ন : রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর: রাজাকার ছিল না।

প্রশ্ন : একরাম খলিফা নামে একজন পিস কমিটির সদস্য ছিলেন?

উত্তর: ছিলেন না।

প্রশ্ন : শংকর পাশা গ্রামের একরাম খলিফাকে চেনেন?

উত্তর: চিনি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ১ মে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর: পিরোজপুরে ছিলাম।

প্রশ্ন : সোহরাওয়ার্দী কলেজ সরকারি কলেজ থেকে কত দূরে?

উত্তর: '৭১ সালে কোন সরকারি কলেজ পিরোজপুরে ছিল না। পরে সোহরাওয়ার্দী কলেজই সরকারি কলেজ হয়েছে।

প্রশ্ন : ঐ সময় মোট কতটা কলেজ ছিল পিরোজপুর সদরে?

উত্তর: একটাই কলেজ ছিল।

প্রশ্ন : আপনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে কলেজের দূরত্ব কত ছিল?

উত্তর: দেড় থেকে ২ শ' গজ।

প্রশ্ন : ঐ সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে ছিলেন?

উত্তর: স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এই মামলায় ২ নং সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন তখন আপনার সিনিয়র না জুনিয়রর ছিলেন?

উত্তর: সিনিয়র ছিলেন।

প্রশ্ন : সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদার আপনার জুনিয়ার ছিলেন কি না?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম হাওলাদার পিরোজপুর আদালতে একটি মামলা করে। আপনি তার সাক্ষী ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর: সত্য।

প্রশ্ন : মানিক পসারী আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাতে আপনি সাক্ষী ছিলেন?

উত্তর: সাক্ষী ছিলাম কিনা জানি না। তবে মানিক পসারী আমাকে ডেকে আনেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে ১ মে পর্যন্ত আপনি পিরোজপুর এলাকায় কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না।

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর: ছোট-খাটো ব্যবসা এবং কৃষি কাজ।

প্রশ্ন : এই মামলার সাক্ষী দেওয়ার আগে অন্য কোথাও আল্লামা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ আনেননি বা সাক্ষী দেননি।

উত্তর: দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৯২ সালে গণ আদালতে সাক্ষী দিয়েছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : ১৯৯৪ সালে গণতদন্ত কমিশনের কাছেও আপনি কোনো অভিযোগ দেননি সাঈদীর বিরুদ্ধে?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : ১৯৯৪ সালের আগে আপনি আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দেননি?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোথায়ও ইতঃপূর্বে কোনো অভিযোগ করেননি?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : সাক্ষী দেওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের কাছে অপর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীনের সাথে গিয়েছিলেন কি না?

উত্তর: নিজেই গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : এই সাক্ষী দেয়ার খবর কে আপনাকে দেয়?

উত্তর: মানিক পসারীর মাধ্যমে জেনেছিলাম।

প্রশ্ন : তিনি কত তারিখে খবর দেন?

উত্তর: সম্ভবত ১৮-০৮-২০১০ তারিখে খবর পাই এবং ঐ দিনই জবানবন্দী দিতে যাই হেলাল উদ্দিনের কাছে।

প্রশ্ন : ক'টার সময় জবানবন্দী রেকর্ড করেন?

উত্তর: ১১/সাড়ে ১১টার সময়।

প্রশ্ন : এই জবানবন্দী কোথায় দেন?

উত্তর: মানিক পসারীর বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : উনি জবানবন্দী ভিডিও করেন কি?

উত্তরঃ উনি লিখিত আকারে নেন এবং ল্যাপটপেও নেন।

প্রশ্ন : ঐ সময় মাহবুবুল আলম হাওলাদার উপস্থিত ছিলেন?

উত্তরঃ ছিলেন না।

প্রশ্ন : ঐ সময় হোগলাবুনিয়া গ্রামের মোস্তফা হাওলাদার ছিলেন?

উত্তরঃ অনেকেই ছিলেন। সম্ভবত উনিও ছিলেন।

প্রশ্ন : উপস্থিত আরো ২/১ জনের নাম জানেন?

উত্তরঃ মুক্তিযোদ্ধা সেলিম খান, মানিক পসারীর ভাইরা এবং সাংবাদিকরা ছিলেন।

প্রশ্ন : কত সময় আপনি ঐ এলাকায় ছিলেন?

উত্তরঃ জাবানবন্দী শেষ করে ১২/সাড়ে ১২টায় চলে যাই।

প্রশ্ন : ঐ সময় কি আর কারো জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়?

উত্তরঃ আমার আগে মানিক পসারীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। এছাড়াও মোস্তফা, অন্য এক মানিক যার বাড়ি ওমেদপুর তাদের জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। বাকিদের কথা স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ঐ এলাকার অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভারতে চলে যায়?

উত্তরঃ সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি পিরোজপুর সদর এলাকায় কারো আরবিতে কথা বলা শুনেছেন? পারেরহাটসহ।

উত্তরঃ আমি কোনটা আরবি কোনটা উর্দু তা বুঝি না বিধায় বলতে পারব না যে, পিরোজপুর এলাকায় কেউ কারো সাথে আরবিতে কথা বলে কিনা।

প্রশ্ন : মাটি খুঁড়ে মাখন সাহার দোকানের নীচ থেকে ২২ সের সোনা বের করতে কত সময় লেগেছিল?

উত্তরঃ আমি শুনেছি। সময় বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনি পরে গিয়ে গর্তটি দেখেছিলেন? কত বড় গর্ত? সময় কতটুকু লাগতে পারে?

উত্তরঃ যেহেতু গর্ত খোঁড়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই, তাই বলতে পারব না যে, কত সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন : আরো ২৫/৩০টি গর্ত খুঁড়তে কত সময় লাগতে পারে। সেটাও আপনি বলতে পারেন না?

উত্তরঃ না।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালের নির্বাচনে আপনি আল্লামা সাঈদীর প্রতিপক্ষের হয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কলা চুরির যে মামলায় আপনার শাস্তি হয় তার তারিখ কত ছিলো?

www.pathagar.com

উত্তর : তারিখ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কলা চুরির মামলায় কত তারিখে আপিল করেন?

উত্তর : আপিল তারা করে। তারিখ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : হাইকোর্টে কত তারিখে আপিল করেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এ বছর ঈদ-উল-ফিতর কত তারিখে হয়েছে?

উত্তর : দিন তারিখ খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনি কুরবানী দেন?

উত্তর : এই বছর দেইনি।

প্রশ্ন : এবারের কুরবানীর দিন-তারিখ বলতে পারবেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কয়েক দিন আগে মন্ত্রিসভা পরিবর্তন হয়েছে। দিন তারিখ জানেন?

উত্তর : আমি গ্রামে থাকি। মন্ত্রিসভা পরিবর্তন হয়েছে কি না আমি তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে '৭১ সালে আপনার বা আপনার পরিবারের কারো কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো?

উত্তর : ছিলো না।

প্রশ্ন : কলেজে পড়াকালে পিরোজপুরে কোন জায়গায় থাকতেন?

উত্তর : শহরের মাছিমপুর এরাকায় থাকতাম।

প্রশ্ন : ওটা কি কৃষ্ণনগরের পাশে? ওটা চেনেন।

উত্তর : কৃষ্ণনগর এখন চিনি। তখন চিনতাম না।

প্রশ্ন : আপনার কলেজ থেকে কৃষ্ণনগর কত দূরে?

উত্তর : আনুমানিক এক দেড় কিলোমিটার।

প্রশ্ন : ঐ এলাকাটি শহরের কোন স্থানে।

উত্তর : অফিস-আদালত পাড়ায়।

প্রশ্ন : ঐ এলাকার ইউসুফ আলী মল্লিক, তার ছেলে আনোয়ার হোসেন মল্লিক, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক ও লিয়াকত আলী মল্লিককে আপনি চিনতেন?

উত্তর : এ ধরনের নামের ব্যক্তির নাম আমি যুদ্ধকালে শুনি নাই।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে কোনো স্বাধীনতা বিরোধীর নাম জানতেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : আপনি যে দেলোয়ার সিকদারের নাম বলেছেন, তার পিতার নাম রসুল সিকদার?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বর্তমান সাঈদী কথা সত্য বলেননি। সিকদার বর্তমানে আপনি বলেছেন!

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার কথাটি এই ট্রাইব্যুনালে বলার আগে কোথায়ও বলেননি।

উত্তর : আমি বলেছি।

প্রশ্ন : আপনাকে যারা পরিচালনা করছেন তারাই আপনাকে দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী বলতে বলেছেন? তাদের শেখানো মতে বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনারা ভাইবোন ক'জন।

উত্তর : আমরা ৭ ভাই ২ বোন।

প্রশ্ন : আপনার ভাইয়েরা কে কি করেন?

উত্তর : ৪ ভাই মারা গেছেন। ৩ ভাই জীবিত আছেন।

প্রশ্ন : বাকি ২ ভাইয়ের পেশা কি? কি?

উত্তর : সবাই কৃষিজীবী। মেট্রিক কেউই পাস করেনি।

প্রশ্ন : আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান বা কোনো জনপ্রতিনিধি ছিলেন কি না?

উত্তর : কখনো অংশগ্রহণ করি নাই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর ও জিয়ানগর মিলে কি সংসদীয় এলাকা একটি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনাদের এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধী না পক্ষের লোক বেশি।

উত্তর : স্বাধীনতার পক্ষের লোক বেশি।

প্রশ্ন : রাজাকার আল বদরের সংখ্যা তো খুব কম। তারা তো চিহ্নিত?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৯৬, ২০০১ এই দুটি নির্বাচনে সাঈদী সাহেব ঐ এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্প ভোটে হেরেছেন।

উত্তর : হরেছেন। তবে অল্প ভোটে না বেশি ভোটে তা জানি না।

প্রশ্ন : ভোটাররা কি তাহলে জানতেন না যে তিনি স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন।

উত্তর : উত্তর নেই।

প্রশ্ন : নির্বাচনকালে কি সাঈদীর বিরুদ্ধে কোনো স্বাধীনতা বিরোধী বলে পোস্টার, লিফলেট ছাড়া হয়?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব নির্বাচিত হওয়ার আগে সব সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বর্তমান স্থানীয়

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ এমপি ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে আপনি এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২০০৯ সালে মানিক পসারী এবং মাহবুবুল আলম পিরোজপুর কোর্টে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যে মামলা করেন তাতে আপনাকে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকা হলেও আপনি যাননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ৪ জন মানুষের (রাজাকার) নাম বলেছেন? তারা কি আপনার এলাকার?

উত্তর : মোসলেম মাওলানা বাদুরা গ্রামের, সেকান্দার সিকদারের বাড়ি হোগলাবুনিয়া, দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী পারেরহাটে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন, দানেশ মোল্লা পারেরহাটে থাকতেন। তার বাড়ি বাড়ইখালী গ্রামে।

প্রশ্ন : দানেশ আলী মোল্লা কি করতেন?

উত্তর : হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

প্রশ্ন : সেকান্দার সিকদার কি করতেন?

উত্তর : তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো। এলাকায় বিচার আচার করে বেড়াতেন।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা কি করতেন?

উত্তর : কিছু করতেন না তখনও তিনি মাওলানা ছিলেন।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী কি করতেন।

উত্তর : যখন বিবাহ করেন তখন আমরা শুনেছি উনি মৌলবী।

প্রশ্ন : এদের সাথে আপনার কিভাবে পরিচয় হয়?

উত্তর : দানেশ আলী মোল্লা আমাদের শিক্ষক ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি ৪০ বছর আগের ঘটনা যেভাবে বলেছেন তাকি মুখস্ত বলেছেন না নোট করে রেখেছিলেন?

উত্তর : স্মরণ থেকেই বলেছি।

প্রশ্ন : রাজাকার, শান্তি কমিটির লোকেরা যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন কি আপনি তাদের আশপাশে ছিলেন?

উত্তর : উল্লেখিত অঙ্গীকার গ্রহণের সময় আমি সেখানে ছিলাম না।

প্রশ্ন : আর্মিদের হাতে নারীদের তুলে দিয়েছে ধর্ষণের উদ্দেশে আপনি কারোটা কি দেখেছেন?

উত্তর : দেখি নাই, শুনেছি।

প্রশ্ন : আপনি শুনেছেন এটাও বানোয়াট।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মফিজকে নির্যাতনের বিষয়টি আপনি দেখেছিলেন?

উত্তর : মফিজ পালিয়ে আসার পরে আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কোথায় কোথায় আঘাত ছিলো? রক্তাক্ত ছিলো?

উত্তর : পিঠে, পায়ের রানে রক্তাক্ত জখম দেখেছি।

প্রশ্ন : এটা কোন দিন, কোথায় দেখেছিলেন।

উত্তর : পালিয়ে যাওয়ার পরের দিন মানিক পসারীর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম। তখন সময় সকাল সাড়ে ৮টা বা ৯টা হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি মফিজের সাথে কথা বলেছিলেন? সে ক'টায় পালিয়ে আসে?

উত্তর : কথা হয়েছিল। সে বলেছিল শেষ রাতে সে অন্ধকারে পালিয়ে এসেছিল।

প্রশ্ন : আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং আপনাদের কারো কোনো বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

উত্তর : আমাদের সম্পদই ছিলো না।

প্রশ্ন : আপনাদের পরিবারের কারো বিশেষ কোনো সম্পত্তি নেই।

উত্তর : সত্য নেই।

প্রশ্ন : দেখানোর মতো প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যবসাও নেই।

উত্তর : নেই।

প্রশ্ন : আপনি আপনার এলাকায় নিরক্ষর লোকদের সম্পদ জোর করে দখল করেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সম্পত্তি দখলের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা আছে নিষেধাজ্ঞা আছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি চিতলিয়ার চরে ১০ বিঘার মতো জমি জোর করে দখলে আছেন আপনার ভাইদের সহযোগিতা নিয়ে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান মামলার তদন্তকালে যতবার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে কি আপনি স্বাক্ষর করেছেন?

উত্তর : না, করি নাই। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে শুধু একবারই স্বাক্ষর করেছি।

প্রশ্ন : আপনি এই আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কত দিন আগে এসেছেন। কে কে সাথে ছিল?

উত্তর : ৩/৪ দিন আগে এসেছি। একাই ঢাকায় এসেছি।

প্রশ্ন : এর কত দিন আগে এসেছিলেন?

উত্তর : এর আগে একবার এসেছিলাম। কবে এসেছি খেয়াল নেই। সে সময় ২ দিন ছিলাম।

প্রশ্ন : প্রথমবার কার সাথে ঢাকায় আসেন?

উত্তর : তদন্ত কর্মকর্তার সাথে এসেছিলাম।

প্রশ্ন : আর কেউ এসেছিল সাথে?

উত্তর : মানিক পসারী।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি এই আদালতে সাক্ষ্য দানকালে মাহবুবুল আলম ও মিজানুর রহমান তালুকদার উপস্থিত ছিলেন কিনা?

উত্তর : ছিলেন।

প্রশ্ন : আদালতে যা জবানবন্দী দিয়েছেন তার বেশি কিছু কি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেছেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনি কখনো সুন্দরবনে গিয়েছেন?

উত্তর : সেপ্টেম্বরে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি আপনার বাড়ির পশ্চিম পাশে।

উত্তর : পশ্চিম পাশে দেড়/দুই শ' গজ দূরে।

প্রশ্ন : আপনাদের দুই বাড়ির মাঝে তোতা হাওলাদারের বাড়ি আছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : হালিম তালুকদারের বাড়ি চেনেন।

উত্তর : আমার বাড়ির সাথে লাগোয়া দক্ষিণ পাশে।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারের সাথে লাগোয়া দক্ষিণ পাশে পুল আছে রিকশা স্ট্যান্ডের পাশে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পুলের পাড়ে কালী মন্দির আছে।

উত্তর : বর্তমানে আছে। তখন ছিলো না।

প্রশ্ন : কালী মন্দির '৭১ সালের আগে থেকেই ছিল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কালী মন্দিরের দক্ষিণ পাশে গনি হাজীর বাড়ি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১ মে ১৯৭১ আপনি পিরোজপুর থেকে গ্রামের বাড়ি চলে যান। একথা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পারেরহাটে দেলোয়ার হোসেন সিকদারের (বর্তমান সাঈদী)র নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হয় এ কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাটে ফকির দাসের দালান দখল করে রাজাকার ক্যাম্প গঠন করেছে-একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মে মাসের ৭ তারিখে আপনি পারেরহাট বাজারে গিয়েছিলেন একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : খবর শুনে আপনি পারেরহাটের রিকশা স্ট্যান্ডে ব্রিজের গোড়ায় এক

www.pathagar.com

নিকটাত্মীয় গনি হাজির বাড়িতে অবস্থান করেন এবং তার বাসার উত্তর দিকের জানালা খুলে কিরশা স্ট্যান্ডে দেখি শান্তি কমিটির লোকেরা দানেশ মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী, সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা, আরো অনেক রাজাকার বাহিনীর লোকজন পাকিস্তান বাহিনীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : একথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : রিকশা স্ট্যান্ডের পুল পার হয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিল তাদের সম্মুখে ছিলেন পাকিস্তান সেনা অফিসার এবং তার ডানে-বামে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী, দানেশ আলী মোল্লা, সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা, পুল পার হয়ে বাজারের দিকে যাওয়ার সময় একটু সামনে এগুলে আমি আমার ঐ আত্মীয়ের বাসা থেকে বের হই এবং তাদের পিছু পিছু কিছু দূর যাই। তখন আমি দেখতে পাই দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী হাত উঁচু করে হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগের লোকদের দোকানঘর ও বসতবাড়ি দেখাইয়া দিতেছে। আমি তাদের অনুসরণ করে পরে দাঁড়িয়ে থাকি। রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকেরা বাজারের মধ্য গলি হয়ে সোজা বাজারের দক্ষিণ দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজারের দক্ষিণ দিক থেকে বহু লোক দৌড়াদৌড়ি করছে এবং দোকানপাট লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। এরপর আমি আমার ঐ নিকটাত্মীয়ের বাসায় ফিরে যাই এবং সেখানে অবস্থান করি। প্রায় আনুমানিক দেড়/দুই ঘণ্টা পরে জানতে পারি পাকহানাদার বাহিনীরা বাজারের দক্ষিণ দিকে রাজলক্ষ্মী বিদ্যালয়ের দিকে গিয়েছে ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য। আমি তখন আবার বাজারের দিকে বাইর হইয়া মধ্যবাজারে যাইতেই বহু লোকে বলাবলি করিতেছিল যে, ৩০/৩৫টি ঘর লুট করা হইয়াছে। যার ভাল ভাল ঘরের মালামাল দেলোয়ার হোসেন সিকাদারের নেতৃত্বে খেয়াঘাটের সামনে স্তূপ আকারে রাশ দিয়ে রেখেছে এই কথাগুলি আপনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মাখন সাহার দোকানের নিচে থেকে ২২ সের স্বর্ণ লুট হয়। আপনি জনাববন্দীতে মাখন সাহার নাম বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই কথা শোনার পরে আমি আরো একটু দক্ষিণ দিকে লুটের মাল দেখার জন্য অগ্রসর হই। খেয়াঘাটের কাছাকাছি গিয়ে ঐ লুটের মালামালের স্তূপ দেখতে পাই। আরও দেখতে পাই দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদীর নেতৃত্বে এ মালামাল ভাগ হচ্ছে। ইহা দেখিয়া বাড়িতে চলে যাই। পরে জানতে পারি নগরবাসী সাহার ঘর দখল করে উল্লেখিত লুটের মালামাল তারা বিক্রির জন্য একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলছে। যার পরিচালক দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী এই কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি?

উত্তর : সম্ভবত বলেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি ও মফিজকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। একথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : বাজারের পশ্চিম পাশে ব্রিজ পার হয়ে উত্তর দিকে রাস্তা দিয়ে থানার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী সাহেব পাকবাহিনীর সাথে কি যেন কথা বলাবলি করছিলেন। তখনই বিকট শব্দে গুলীর আওয়াজ ও মানুষের চিৎকার শুনতে পাই। আমরা গুলীর শব্দে পেছনে বাড়ির দিকে চলে যাই। পরের দিন জানতে পাই যে, মানিক পসরীর বাড়ির কাজের লোক ইব্রাহিমকে গুলী করে হত্যা করে মফিজকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জুন মাসের সম্ভবত মাঝামাঝি ঐ দিন পারেরহাটের বাজারের দিন (হাটবার) আমি আমার বাবার সাথে বাজারে যাই। মাছ কেনার জন্য বাজারের উত্তর পাশে মাছ বাজারের দিকে যাই। পথিমধ্যে রিকশা স্ট্যান্ডে পুলের দক্ষিণ পাড়ে পশ্চিম গলিতে মদন সাহার ঘর দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী সাহেব ঘর ভাঙ্গিয়া বড় কাঠারিতে (বড় নৌকা) করে ঐ ঘরের মালামাল উঠাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি ঐখানে কিছু সময় দাঁড়ায় নৌকায় বোঝাই করে মালামাল খালের পূর্ব পাড়ে। একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভানু সাহার বাবা-ভাই সকলকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাইয়া নামায পড়তে বাধ্য করে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নেই।

প্রশ্ন : ভানু সাহা এবং পারেরহাটে যারা ধর্ষিতা হয়েছে তারা সকলেই দেশ স্বাধীনের পরে ভারতে চলে গেছে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ দিন রাজলক্ষ্মী স্কুলে পাকবাহিনী কতক্ষণে ক্যাম্প স্থাপন করে?

উত্তর : সময় জানি না।

প্রশ্ন : আপনি কত সালে এসএসসি পাস করেন?

উত্তর : '৬৯ সালে পরীক্ষা দিয়েছি। '৭০ সালে পাস করেছি।

প্রশ্ন : যে ৩ ভাই বেঁচে আছে তারা কি আপনার ছোট?

উত্তর : ২ ভাই আমার বড়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের শ্বশুর ইউনুস মুনশীর কোন ঘর বাড়ি পারেরহাট বাজারে ছিল কিনা?

উত্তর : ভিটি ছিল। বসতঘর ছিল না। দোকানঘর ছিল।

প্রশ্ন একাববর বিশ্বাসকে চিনেন। তিনি ২০০৭ সালে মামলা করেছেন অভিযোগ ধানকাটা। এখনো বিচারাধীন আছে পিরোজপুর সদর থানায়?

উত্তর : আমার মনে নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : গনি হাজি কোনভাবেই আপনার আত্মীয় নন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনী গঠন করা বা অন্যদের সাথে পারেরহাটে পাকবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করা মর্মে এই আদালতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব পাকসেনাদেরকে হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের দোকান ও বসতঘর দেখিয়ে দেন মর্মে যা বলেছেন তাও সত্য নয়।

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : মাখন সাহার দোকানের নিচে সিন্দুক থেকে ২২ সের স্বর্ণ লুট ও ২৫/৩০টি দোকান লুটের যে কথা আপনি বলেছেন তা সত্য বলেননি।

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : খেয়াঘাটের কাছাকাছি গিয়ে রাস্তার ওপর লুটের মালামাল এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নেতৃত্বে তা ভাগাভাগি হওয়া সবই মিথ্যাভাবে বলেছেন।

উত্তর : সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : নগরবাসী সাহার ঘর দখল করে লুটের মালামাল দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেয়া যার পরিচালক ছিলেন দেলোয়ার হোসেন সিকদার এবং ফকির দাসের দালান দখল করে রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করার যে বিষয় শুনেছেন মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্য নয়?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ৮/৫/১৯৭১ তারিখে মানিক পসারীর বাড়িসহ আরও ১৫/২০টি বাড়িতে আগুন দেয়া ও লুটপাট সম্পর্কে আপনি মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন?

উত্তর : এটা সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যান্য রাজাকার মানিক পসারীর ফুপাতো ভাই মফিজ ও কর্মচারী ইব্রাহিম কুট্টিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, ব্রিজ পার হয়ে বাজারের পশ্চিম পাড়ে রাস্তা দিয়ে থানার ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া দেলোয়ার হোসেন সিকদার পাকবাহিনীর সাথে কি যেন কথা বলেন, বিকট শব্দে গুলীর আওয়াজ ও মানুষের চিৎকার শুনতে পাওয়া মর্মে যে বক্তব্য আপনি দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদী আরবী ও উর্দু ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা ও বাকপটু হওয়ার সুবাদে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগসহ সমস্ত কর্মকাণ্ড তার নির্দেশে পরিচালিত হতো মর্মে আপনি মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব তার অনুগত রাজাকাদের নিয়ে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নিরীহ মানুষ হত্যা, নারী ধর্ষণ এবং নারীদের ধর্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক পাকসেনাদের হাতে তুলে দিতেন মর্মে আপনি মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জুন মাসের সম্ভবত মাঝামাঝি সময়ে পারেরহাটের বাজারে গিয়ে আপনার বাবার সাথে বাজার করতে যাওয়া, মাছ কেনার উদ্দেশ্যে উত্তর পাশে মাছ বাজারে যাওয়া, পথিমধ্যে রিকশা স্ট্যান্ডের পুলের দক্ষিণপাড়ে পশ্চিম গলিকে মদন সাহার ঘর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর লোকজন নিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়া বড় কাঠারি নৌকায় ঘরের মালামাল তোলা উক্ত ঘটনা আপনার দাঁড়িয়ে দেখা নৌকা বোঝাই মালামাল খালের পূর্বপাড়ে তার শ্বশুর বাড়ি ইউনুস মনুশীর বাড়ির উঠানে নেয়া সংক্রান্ত যে বক্তব্য আপনি দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাটের বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহাকে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী নিয়মিত ধর্ষণ করতেন মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভানু সাহার বাপ-ভাইকে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে মসজিদে নামায পড়িতে বাধ্য করিতেন মর্মে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ভানু সাহার বাড়িতে গিয়েছেন কিনা কখন?

উত্তর : আমরা সব সময়ই যেতাম। সামনে দোকান পেছনে বাসা। বাসায় নয় দোকানে যেতাম।

প্রশ্ন : ভানু সাহার সামনের দোকান কে চালাতো?

উত্তর : তার বাবাই চালাতো। ভাই সহযোগিতা করতো।

প্রশ্ন : আল্লামা সাঈদী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পারেরহাট বা পিরোজপুর এলাকাতেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার সুনির্দিষ্ট কোন পেশা নেই?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমানে এমপি এবং ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের পরামর্শে সরকার থেকে বিভিন্ন সুবিধা নেয়া, যেসব মামলা আপনার বিরুদ্ধে আছে তা থেকে খালাস পাওয়া এবং চরে যে জমি দখল করেছেন তা দখল বাজায় রাখার জন্য সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও জনসম্মুখে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার কোন পেশা না থাকায় বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়াল সাহেবকে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত হয়ে ভাতা পাওয়ার আশায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

২৩-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৫ ও ৬নং সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা

ভানু সাহার সাথে থাকতো বর্তমান ওলামা লীগ নেতা মোসলেম মাওলানা

শহীদুল ইসলাম : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ জনৈকা ভানু সাহাকে ধর্ষণের অভিযোগ করলেও সরকার পক্ষের সাক্ষীরই জেরার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে যে ভানু সাহার সাথে যুদ্ধকালীন একসাথে বসবাস করতো কুখ্যাত রাজাকার মোসলেম মাওলানা। যিনি বর্তমানে আওয়ামী ওলামা লীগের স্থানীয় শাখার সভাপতি। ৫ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন হাওলাদারকে ভানু সাহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, ভানু সাহাকে মোসলেম মাওলানা বিয়ে করেছিল কি না জানি না। তবে যুদ্ধকালে মোসলেম মাওলানা তার সাথে থাকতো। থলের বিড়াল বের হয়ে আসার মতো এই অসঙ্গতি সম্পর্কে প্রেসব্রিফিং-এ মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় আবারো প্রমাণ হলো যে, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার পুরোটাই মিথ্যা ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শিখিয়ে দেয়া কথা সাক্ষ্যদানের সময় বলতে পারলেও জেরাতেই সত্য বেরিয়ে আসছে।

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে গতকাল (২৭-১২-১১) ৫ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান ও জেরা সম্পন্ন হওয়ার পর ৬ নম্বর সাক্ষী মানিক পসারী জবানবন্দী দিয়েছেন। গতকাল বিকেলেই তার জেরা শুরু হয়। আজ বুধবারও তার জেরা অব্যাহত থাকবে। গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির ও এ কে এম জহির আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন। আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে প্রথমেই ৫ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন হাওলাদার জবানবন্দী প্রদান করেন। তার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী রেকর্ড করতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগে। পরে তাকে প্রথমে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম এবং পরে এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী জেরা করেন। সকাল-বিকাল ২ বেলা তার জেরা অব্যাহত থাকে। বিকেল সোয়া ৩টায় তার জেরা শেষ হলে ৬ নম্বর সাক্ষী মানিক পসারী জবানবন্দী প্রদান করেন। তারও জেরা গতকালই শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট জেরা আজ করবেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা। জেরায় গতকাল সহযোগিতা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, ব্যারিস্টার মুনশী আহসান কবির, শাজাহান কবির প্রমুখ। অন্যদিকে সরকার পক্ষে ছিলেন চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু, প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী, সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ।

গতকাল আদালতের কার্যক্রম শেষে প্রেসব্রিফিং-এ এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, দেশবরেণ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ

www.pathagar.com

আনা হয়েছে তা আমরা আগেই বলেছি যে শতাব্দীর জঘন্যতম মিথ্যাচার। তার বিরুদ্ধে ভানু সাহাকে ধর্ষণের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা যে মিথ্যা সেটা তাদের সাক্ষীই আজ বলে গেলেন। ভানু সাহার সাথে মোসলেম মাওলানা থাকতো সেটা ৫ নম্বর সাক্ষী নিজেই বলেছেন। তিনি বলেন, তারা যাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছে তাদের চরিত্র কেমন সেটাও জেরাতে বেরিয়ে আসছে। তারা কেউই সত্যবাদী নয়। তাদের সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে না। মাওলানা সাঈদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ধর্মীয় নেতা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যারা করেছেন তাদের মুখোশ আস্তে আস্তে উন্মোচিত হচ্ছে।

৫ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন হাওলাদার, বয়স ৫৫ বছর। তার জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের টেংরাখালীতে ছিলাম। ঐ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী। শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল দানেশ আলী মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সিদকার বর্তমান সাঈদী, মোসলেম মাওলানা, সেকান্দার সিকদারদের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি হওয়ার ২/৩ দিনের মধ্যেই বিভিন্ন মাদরাসা ছাত্রদের নেতৃত্বে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে রাজাকারবাহিনী গঠিত হয়।

আমি ওমেদপুর গ্রাম চিনি। শান্তি কমিটি এবং রাজাকার বাহিনী গঠন হওয়ায় তারা মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ লুটপাট, হত্যা, নারী ধর্ষণ করতো এবং নারীদের আর্মি ক্যাম্পে পৌঁছে দিতো। ১৯৭১ সালের ২ জুন আমি পারেরহাটে যাই অনুমান ১০টা/সাড়ে ১০টায়। তখন সেনাবাহিনীর সাথে শান্তি কমিটির দানেশ আলী মোল্লা, সেকেন্দার সিদকার, দেলোয়ার সিদকার বর্তমান সাঈদী ও মোসলেহ উদ্দিন সশস্ত্র রাজাকার নিয়ে ওমেদপুর হিন্দুপাড়ার দিকে ঢুকছিলো, তখন আমি হিন্দুপাড়ার দক্ষিণ পাশে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি।

অনিল মন্ডল, ললিত বালি, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মুকেম চক্রবর্তী, সতীশ বালা, চিত্ত তালুকদার, রবি তালুকদার এদের ঘরে লুটপাট করিয়া মালামাল ভাগাভাগি করিয়া রাজাকাররা ও শান্তি কমিটির লোকেরা নিতেছে। ২০/২২টি ঘরে তারা অগ্নিসংযোগ করে। ভিসা বালীকে একটি নারিকেল গাছের সাথে বাধিয়া রাজাকাররা পিটাইতেছে। তখন দেলোয়ার সিদকার উর্দূতে কিছু বলার পর এক রাজাকার তাকে গুলী করে। তারপরে ওনারা পশ্চিম দিকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আমি তখন ভয়ে অন্য পথ দিয়ে বাড়িতে চলে যাই। বিকেলে আমি শুনি মাহবুব মুক্তিযোদ্ধার ঘর রাজাকাররা লুট করেছে এবং সোনা-দানা টাকা পয়সা নিয়ে গেছে।

জুন মাসের মাঝামাঝিতে পারেরহাটের বাজারের দিন ছিল। ঐ দিন মদন সাহার ঘর তৈয়ব আলী মিস্ত্রীর দিয়ে ভাঙ্গায়া পারেরহাটের বন্দরের পূর্বপাশে দেলোয়ার সিকদার তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যায়। ঐ দিন আর কিছু দেখিনাই।

www.pathagar.com

দেলোয়ার হোসেন সিকদারকে আমি চিনি। তিনি বর্তমানে কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। জবানবন্দী শেষ হলে ৫ নং সাক্ষী মাহতাব উদ্দিনকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, মনজুর আহমেদ আনসারী।

জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : রাজাকাররা সবাই আপনার পরিচিত?

উত্তর: আমি অনেককেই চিনি।

প্রশ্ন : রাজাকারবাহিনী সর্ব প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে কোন জেলায় কখন গঠিত হয়?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তানে সর্ব প্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে কত তারিখে রাজাকারবাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনি যে জেলার মানুষ তখন ওটা বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : বরিশালে জেলা ভিত্তিক কবে রাজাকারবাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : এখনকার পিরোজপুর জেলা তৎকালীন মহকুমার রাজাকারবাহিনী কবে গঠিত হয়?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি চর টেংরাখালী?

উত্তর: শুধু টেংরাখালী। চর টেংরাখালী নয়।

প্রশ্ন : টেংরাখালীতে কবে রাজাকারবাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর: টেংরাখালীতে কোন রাজাকারবাহিনী হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামে কোন রাজাকার ছিল?

উত্তর: একজন ছিল।

প্রশ্ন : বরিশাল জেলায় রাজাকার এডজুটেন্ট কে ছিল?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পিরোজপর মহকুমার রাজাকার প্রধানের নাম কি ছিল?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি কমিটি কত তারিখে গঠিত হয়?

উত্তর: তা আমার জানা নেই?

প্রশ্ন : কোথায় গঠিত হয়?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : এর প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : বরিশাল জেলায় কত তারিখে কোথায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : এই কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারির নাম কি?

www.pathagar.com

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : উল্লেখযোগ্য কোনো সদস্যের নাম বলতে পারেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : বরিশালের এ কে ফায়জুল হকের নাম শুনেছেন?

উত্তর: শুনেছি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তার ভূমিকা আপনার জানা আছে?

উত্তর: না, জানা নেই তার অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মহকুমায় শান্তি কমিটি কত তারিখে কোথায় গঠিত হয়?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটির সভাপতি সেক্রেটারির নাম বলতে পারবেন?

উত্তর: জি না।

প্রশ্ন : পারেরহাট একটি ইউনিয়ন ছিল?

উত্তর: তখনও ছিল এখনো আছে।

প্রশ্ন : টেংরাখালী আপনার গ্রাম কোন ইউনিয়নে?

উত্তর: পারেরহাট ইউনিয়নের অধীন।

প্রশ্ন : পারেরহাট ইউনিয়ন তখন ক'টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ছিল?

উত্তর: ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি কত নং ওয়ার্ডে ছিল?

উত্তর: জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনার ওয়ার্ডের মেম্বর কে ছিলেন?

উত্তর: হাসান আলী হাওলাদার।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পারেরহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উত্তর: আমজাদ হোসেন গাজী। ২৫ মার্চের পর আমজাদ গাজী মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতে যাওয়ার পর দানেশ আলী মোল্লা চার্জে ছিলেন।

প্রশ্ন : পাকবাহিনী আসা পর্যন্ত পারেরহাট এলাকাসহ পুরো এলাকা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৪ মে তারিখে পাক আর্মি প্রথম পিরোজপুর আসে?

উত্তর: ৪ঠা নয় ৩রা মে।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় পাক আর্মি প্রথম আসে ৮ মে?

উত্তর: ৭ মে।

প্রশ্ন : ৭ মে এসে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে রাজলক্ষ্মী স্কুলে?

উত্তর: ৭ মে পারেরহাটে এসে আগে লুটপাট করে এবং পরে ক্যাম্প করে। সত্য নয়, যে পারেরহাটে এসেই ক্যাম্প করে।

প্রশ্ন : টেংরাখালী গ্রামের শাহাদাত হোসেন, পিতা- তোফেল উদ্দিনকে চেনেন?

উত্তর: চিনতাম, তিনি মারা গেছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : তিনি আপনার আববার কাছে একটা অভিযোগ করেছিলেন যে, আপনারা ক' ভাই মিলে তার কাঠ চুরি করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনিসহ আপনার ভাইয়েরা কাঠ চুরির পর এলাকাবাসী পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আপনার বাড়ি ঘেরাও করে কাঠ উদ্ধার করেছিল?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই চোরাই মালামাল উদ্ধারের পর পুরো মীমাংসার আগ পর্যন্ত কাঠগুলো এবং সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারের জিম্মায় রাখা হয়েছিল। (আপত্তি সহ)

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : মালামালগুলো পরে শাহাদাত হোসেনকে ফেরত দেয়া হয়।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার পিতার চার স্ত্রী।

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী ২টা। আপনি ২ বিয়ে করেছেন।

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনি পারেরহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনার ছেলে ছাত্রলীগ জিয়ানগর উপজেলা সভাপতি?

উত্তর: জি। আবুবকর সিদ্দিক লাল তার নাম?

প্রশ্ন : ১৯৭০ এবং '৭১ সালের এসএসসি পরীক্ষা শর্টকোর্সে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উত্তর: আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্কুলের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : কোন স্কুলে পড়তেন?

উত্তর: পারেরহাট রাজলক্ষ্মী মাধ্যমিক স্কুলে।

প্রশ্ন : বালিপাড়া ইউনিয়ন বিদ্যালয় আপনার বাড়ি থেকে ১২/১৩ মাইল দক্ষিনে।

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : এই স্কুলের আপনি নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আপনি ঐ স্কুলের নিয়মিত ছাত্র না হয়েও ১৯৭৪-৭৫ সেশনে ৯ম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্র হিসেবে যশোর বোর্ডে এসএসসিতে নিবন্ধন করিয়েছিলেন?

উত্তর : জি। আমি পরীক্ষা দেই ১৯৭৬ সালে।

প্রশ্ন : আপনার নামে ১৯৭৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ নিবন্ধনপত্রে আপনার জন্ম তারিখ ৬ জুন ১৯৫৯ লিখেছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : তা আমার এখন মনে নেই। হেড মাস্টার কি লিখেছিলেন তা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাত্রদেরই পূরণ করতে হয়?

উত্তর : কেরানী সাহেব পূরণ করেছে। আমি সই করেছি।

প্রশ্ন : পরবর্তীকালে জন্মনিবন্ধন কার্ড প্রত্যেকের নামে ইস্যু করা হয়েছে?

উত্তর : করেছে।

প্রশ্ন : আপনি জন্ম নিবন্ধন কার্ড নিয়েছেন?

উত্তর : নিয়েছি।

প্রশ্ন : তাতে কি সঠিক জন্ম তারিখ সংশোধন করেছেন?

উত্তর : আরো কমিয়ে করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২৮-১-২০০৮ তারিখে জন্ম নিবন্ধন কার্ড করেন (আপত্তিসহ)। যাতে জন্ম তারিখ ১৫-৯-১৯৬৩ লেখা আছে?

উত্তর : আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ভিসা বালীর লাশ কি হয়েছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ৪০ বছরেও খোঁজ নেননি?

উত্তর : জি, না।

প্রশ্ন : যে রাজাকার উনাকে গুলী করেছিল তার নাম বিগত ৪০ বছরে জানেননি বা জানার চেষ্টা করেননি?

উত্তর : জি, না।

প্রশ্ন : নিরঞ্জন বালী ও পবিত্র বালীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : এই জবানবন্দী দেয়ার আগে কোথায় কত তারিখে এই মামলা সম্পর্কে জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : ২০০৮ সালে পিরোজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জবানবন্দী দিয়েছি। তারিখ বা মাস স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ সময় মাহবুবুল আলম ছিলেন?

উত্তর : কোর্টে ছিলেন।

প্রশ্ন : আর কেউ সাক্ষী দিয়েছিল?

উত্তর : আলতাফ, আব্দুল লতিফ ও মাহবুবুল আলম সাক্ষী দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : এই মামলার এজাহারকারী ছিলেন মাহবুবুল আলম?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে সাক্ষীর আগে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কোথায়ও কোন জবানবন্দী দেননি?

উত্তর : জি না, দেইনি।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় সাক্ষী দেয়ার পর এবং আজকের পূর্বে কোথাও সাক্ষী দেননি।

উত্তর : ২০০৮ সালের পরে ১৯-৮-২০১০ তারিখে পারেরহাট রাজলক্ষ্মী স্কুলে গিয়ে

www.pathagar.com

তদন্ত কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ক'টার সময় জবানবন্দী দেন?

উত্তর : অনুমান ১২টা/১টার দিকে।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনার সাথে আর কে কে ছিলেন?

উত্তর : তখন আমি একলাই ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনাকে কে ডেকে নিয়ে যায়?

উত্তর : বাদী মাহবুবুল আলম খবর দিয়ে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : উনি যাওয়ার সময়ও আপনার সাথে ছিলেন?

উত্তর : না আমি একাই যাই।

প্রশ্ন : সাথে অন্য কেউ গিয়েছিল?

উত্তর : আমার সাথে কেউ যায়নি।

প্রশ্ন : সেখানে আইও ছাড়া অন্য কেউ ছিল?

উত্তর : লতিফ, নবীন ও আলতাফকে দেখেছি।

প্রশ্ন : তাদের জবানবন্দী আপনার উপস্থিতিতে নেয়া হয়নি?

উত্তর : না, ঐ দিনই তাদের জবানবন্দী পরে নেয়া হয়।

প্রশ্ন : জবানবন্দী নেয়ার পর আপনি সই করেছেন?

উত্তর : স্বাক্ষর করি নাই।

প্রশ্ন : আপনার জবানবন্দী ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই ভিডিও রেকর্ডিং কোথায় করা হয়?

উত্তর : স্কুলের হেড মাস্টারের রুমে।

প্রশ্ন : সেদিন স্কুল ছুটি ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে বা তার পূর্বে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর এই নামই ছিল?

উত্তর : না সত্য নয়। দেলোয়ার হোসেন সিকদার নাম ছিল।

প্রশ্ন : উনার নাম সব সময়ই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ছিল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার বর্তমান সাঈদীর কথা আজ আদালতের পূর্বে কোথায়ও বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়। বলেছি।

প্রশ্ন : রাজাকারদের পোশাক কি ছিল?

উত্তর : খাকি পোশাক ছিল যে রাজাকাররা ভিসা বালীর বাড়িতে যায়।

প্রশ্ন : প্যান্টও পরা ছিল?

উত্তর : প্যান্ট ও খাকি পোশাক ছিল।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে কত সাল থেকে চেনেন?

উত্তর : ১৯৭০ সাল থেকে চিনি।

প্রশ্ন : কিভাবে চিনতেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সে সময় উনি পারেরহাটের রাস্তায় তেল, লবণ, হলুদ, মরিচ বিক্রি করতেন। সেই থেকে চিনতাম।

প্রশ্ন : দানেশ মোল্লা কি ছিলেন?

উত্তর : চেয়ারম্যান এবং শান্তি কমিটির লোক ছিলেন। শিক্ষক তখন ছিলেন না। তার আগেই চাকরি ছেড়ে দেন ১৯৭০ সালে যখন তিনি ইউপি মেম্বার হন।

প্রশ্ন : সেকেন্দার সিকদার কি করতেন?

উত্তর : বাড়ির জমিজমা দেখাশুনা করতো ও পারেরহাট বাজারে সকাল-বিকাল ঘোরা ফেরা করতো।

প্রশ্ন : পারেরহাটে তার কয়েকটি দোকান ছিল।

উত্তর : একটি দোকান ছিল। তিনি সেটা ভাড়া দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন : সেকেন্দার সিকদার একজন জমিজমা ওয়ালা প্রভাবশালী লোক ছিলেন।

উত্তর : জমি জমা ছিল না তবে খুব সম্মানিত লোক ছিলেন।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা কি করতেন?

উত্তর : বাড়ির জমিজমা দেখাশুনা করতেন এবং পারেরহাটে বিপদ সাহার ঘরে থাকতেন।

প্রশ্ন : বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহাকে নিয়ে থাকতেন?

উত্তর : বিয়ের কথা জানতাম না। তাকে নিয়ে থাকতো।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুর দিকে অধিকাংশ হিন্দু ভারতে চলে যায়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মোসলেম মওলানা এখন জীবিত আছেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তিনি আওয়ামী ওলামা লীগ পিরোজপুর বা জিয়ানগর উপজেলার সভাপতি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তিনি বর্তমানে আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ২ জুনের আগ পর্যন্ত আপনি নিজ এলাকাতেই ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ২ জুনের পরে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এলাকাতেই ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর জিয়ানগরসহ পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হয়?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদর থানা তখন কার নেতৃত্বে দখল হয়?

উত্তর : মেজর জিয়াউদ্দিন।

প্রশ্ন : তিনি সুন্দরবন থেকে প্রথম পারেরহাট আসেন পরে পিরোজপুর সদরে যান?

উত্তর : না। তিনি প্রথমে পিরোজপুর সদরে যান।

প্রশ্ন : তিনি ঐ দিন কোন সময় পিরোজপুর যান। দিনে না রাতে?

উত্তর : বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকা কার নেতৃত্বে শত্রুমুক্ত হয়?
উত্তর : রুহুল আমিন নবীনের (২নং সাক্ষী) নেতৃত্বে।
প্রশ্ন : উনি বেলা ক'টায় পারেরহাট বাজারে যান?
উত্তর : অনুমান বেলা ১২টা/১টার দিকে।
প্রশ্ন : আপনি ক'টায় এ খবর পান?
উত্তর : আমি পারেরহাটেই ছিলাম। ঐ দিন বাজার ছিল।
প্রশ্ন : নবীন সাহেবের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?
উত্তর : হয়েছিল।
প্রশ্ন : পারেরহাটে এসে উনারা কি করলেন?
উত্তর : কিছু রাজাকার ও পিস কমিটির সদস্যকে ধরলেন।
প্রশ্ন : যাদেরকে ধরে তাদের নাম কি?
উত্তর : মবিন, আতাহার আলী মেম্বার, আব্দুল বারী মিন্টু, হাবিবুর রহমান মৃধা, সুবহানের নাম মনে আছে। আরো কয়েকজন ছিলো।
প্রশ্ন : গণআক্রমণে বা গণরোষে কোনো কোনো রাজাকার নিহত হয়।
উত্তর : না।
প্রশ্ন : ফকির দাসের দালানে কয় তারিখে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প হয়।
উত্তর : পারেরহাটে মুক্তিযোদ্ধা আসার পর ৯ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প হয়।
প্রশ্ন : ঐ ক্যাম্পের দায়িত্ব কাকে দেয়া হয়?
উত্তর : রুহুল আমিন নবীন নিজেই ছিলেন।
প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার খসরুল আলমকে চেনেন?
উত্তর : চিনি না।
প্রশ্ন : এরূপ নামও শোনেননি?
উত্তর : নাম শুনেছি। তবে চিনি না।
প্রশ্ন : তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এটা তো শুনেছেন?
উত্তর : জি শুনেছি।
প্রশ্ন : ফকির দাসের বিল্ডিং-এ যতদিন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিলো ততদিনই রুহুল আমিন নবীন ক্যাম্প প্রধান ছিলেন।
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : ৮ তারিখের পর পারেরহাটের পুরো এলাকার দায়িত্ব নবীন সাহেবই পালন করেন?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : পারেরহাটে মেজর জিয়াউদ্দিনকে প্রথম কবে দেখলেন?
উত্তর : ২/৩ দিন পরে।
প্রশ্ন : ঐ সময় ঐ এলাকায় কোনো রাজাকার, আল বদর, আল শামস বা শান্তি কমিটির লোক নিহত হয়নি।
উত্তর : না।
প্রশ্ন : ঐ এলাকা থেকে রাজাকার, আল বদর, শান্তি কমিটির লোকজন ধরে মেজর

www.pathagar.com

জিয়াউদ্দিনের সুন্দরবনে কিলিং স্পটে নেয়া হয়েছিলো।

উত্তর : না কাউকে নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : এরূপ কোনো কথা আপনি দেখেনও নাই শোনেনও নাই।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাজাহান ওমরের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : শত্রুমুক্ত হওয়ার পর শাজাহান ওমর পিরোজপুর এসেছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন কুখ্যাত রাজাকার মানিক খন্দকারের নাম শুনেছেন।

উত্তর : জি শুনেছি।

প্রশ্ন : তিনি বেঁচে আছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তিনি কত সালে মারা গেছেন।

উত্তর : দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন পরেই মুক্তিবাহিনী তাকে মেরে ফেলে।

প্রশ্ন : জিয়ানগরসহ গোটা পিরোজপুরে অনুমান কতজন স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : রাজাকার দেলোয়ার হোসেন মল্লিকের নাম শুনেছেন?

উত্তর : নাম শুনি নাই। চিনিও না।

প্রশ্ন : আপনি দেলোয়ার হোসেন মল্লিকের নাম জেনে শুনে গোপন করছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভিসা বালির বাড়ির পশ্চিম পাশে লাগোয়া নাজেম হাওলাদারের বাড়ি।

উত্তর : আধা কিলোমিটার দূরে।

প্রশ্ন : নাজেম হাওলাদারের বাড়ির পশ্চিম পাশে ১নং সাক্ষী মাহবুবুল আলম হাওলাদারের বাড়ি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : কত দূরে?

উত্তর : এক কিলো চারের এক।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম হাওলাদারের ভাই বাতেন হাওলাদারের সাথে পরিচয় আছে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ভিস বালির ঘরের দক্ষিণই চলাচলের রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রাস্তার দক্ষিণ পাশে আব্দুল আজিজ তালুকদারের বাড়ি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আজিজ তালুকদারের বাড়ির দক্ষিণে মৃত হাসান চেয়ারম্যানের বাড়ি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার ছেলে শাহ আলম হাওলাদার বর্তমান চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : শাহ আলম হাওলাদারের আরেক ভাই আজম সালাম হাওলাদার।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ভিসা বালির বাড়ির উত্তরঃ পশ্চিম কর্নারে ফকিরবাড়ি।

উত্তর : ওখানে কোনো মুসলমান বাড়ি নেই, ফকির বাড়ি টেংরাখালী গ্রামে।

প্রশ্ন : কত দূরে হিন্দুপাড়া থেকে ফকিরবাড়ি।

উত্তর : হিন্দু বাড়ি থেকে সোজাসুজি ১ কিঃমিঃ।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম হাওলাদারের বাড়ি থেকে ফকিরবাড়ি কতদূরে?

উত্তর : হাফ কিলো উত্তরে।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলমের বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি কত দূরে।

উত্তর : এক কিলো পশ্চিমে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে পারেরহাট বাজার।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : চিত্তরঞ্জন ও সতিশ বালার মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : অনিল মণ্ডল ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পর্ক কি?

উত্তর : সম্পর্ক জানি না। পাশাপাশি বাস করতো।

প্রশ্ন : ললিত বালি ও মুকেশ চক্রবর্তীর সম্পর্ক কি?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনারা ৬ ভাই।

উত্তর : আমরা ৮ ভাই, ৬ ভাই বেঁচে আছি।

প্রশ্ন : আপনার বড় কত জন?

উত্তর : আমি সবার বড়।

প্রশ্ন : পিঠাপিঠি আপনার ছোট ভাই মহসীন হাওলাদার ক'বছরের ছোট।

উত্তর : অনুমান ৮ বছরের ছোট।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনার আববা বেঁচে ছিলেন?

উত্তর : এখনো জীবিত আছেন।

প্রশ্ন : ২০/২২টি ঘর পুড়েছে। তাদের সবার নাম বলতে পারেন?

উত্তর : না সবার নাম বলতে পারবো না। তবে প্রায়ই বলতে পারবো।

প্রশ্ন : এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তার ২/৩ দিন পরে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : উপরোক্ত কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেননি।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ২ জুন আপনি পারেরহাটে যাচ্ছিলেন একথা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার জবানবন্দীতে তদন্ত কর্মকর্তা কি লিখেছেন তা তো আপনি জানেন না।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : অনিল মন্ডল, নলিত বালি, হরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, মুকেশ চক্রবর্তী, সতিশ বালা, চিত্ত তালুকদার, রবি তালুকদারদের নাম উল্লেখ করে তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করার কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ২রা জুন সকাল ১০/সাড়ে ১০টায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে শান্তি কমিটির দানেশ আলী মোল্লা, সেকান্দর সিকদার, দেলোয়ার সিকদার বর্তমান সাঈদী অন্যান্য সশস্ত্র রাজাকারদের নিয়ে ওমেদপুর হিন্দুপাড়ায় ঢুকছিলো মর্মে যে কথা আপনি বলেছেন এই জবানবন্দীতে তা পিরোজপুর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ২০/২২টি ঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও মালামাল ভাগাভাগির কথাও আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ভিসাবালিকে গুলী করতে দেখার কথাও বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে মাহবুবুল আলমের বাড়িঘর লুটপাটের কথা বলেননি।

উত্তর : খেয়াল নেই। ঘটনা আমি দেখি নাই শুনেছিলাম।

প্রশ্ন : এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে মদন সাহার ঘর ভেঙ্গে নেয়ার কথা আপনি দেখেছেন তা বলেননি।

উত্তর : ভেঙ্গে নিয়েছে তা বলেছি।

প্রশ্ন : ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী প্রদান করার সময় আপনি মদন সাহার ঘর ভাঙ্গা দূরের কথা তার নামও বলেননি।

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : তৈয়ব আলীর বাবার নাম কি?

উত্তর : ইছাক আলী হাওলাদার, গ্রাম-টগরা।

প্রশ্ন : আপনি একটি জঙ্গলের কথা বলেছেন। ওটা কার?

উত্তর : জনাব আলী শেখের বাড়ির জঙ্গল।

প্রশ্ন : এখন ঐ বাড়ি আছে?

উত্তর : এখন ওটা বর্তমান চেয়ারম্যান শাহ আলমের বাগানবাড়ী।

প্রশ্ন : এটা কি চেয়ারম্যানের বাড়ির সংলগ্ন?

উত্তর : না ওটার মাঝখানে আজিজ তালুকদারের বাড়ি রয়েছে।

প্রশ্ন : বাগান বাড়িটি কি নিজস্ব বাড়ি?

www.pathagar.com

উত্তর : না। কেনা বাড়ি।

প্রশ্ন : ঐ সময় পারেরহাট বাজারে আপনার নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

উত্তর : জি। স্কুলে পড়তাম তো তাই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে কেউ কি আপনাকে নিষেধ করেছেন? আপনি কারো কাছে কোন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : না, কেউ বাধা দেয়নি। আমি কোথাও কোন অভিযোগ করি নাই।

প্রশ্ন : আপনি আয়কর দেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যাদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন হওয়া, ২/৩ দিন পরে রাজাকার বাহিনী গঠন করা মর্মে যে বক্তব্য আপনি দিয়েছেন তা শোনা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ২রা জুন সকাল অনুমান ১০টা সাড়ে ১০টায় পারেরহাটে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে কথা বলা, সাথে সশস্ত্র রাজাকার নিয়ে ওমেদপুর হিন্দুপাড়ার দিকে ঢুকতে দেখা, হিন্দুপাড়ার দক্ষিণ পাশে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকা, অনিল মণ্ডল, নলিতাবালী, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মুকেম চক্রবর্তী, সতিশবালা, চিত্ত তালুকদার রবি তালুকদারের ঘর লুটপাট করে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাওয়া দেখা, ১০/২০টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করা মর্মে আপনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার উর্দুতে কিছু বলা, তৎপর একজন রাজাকার কর্তৃক ভিসা বালিকে গুলী করে হত্যা করা মর্মে যে বক্তব্য আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তৎপর পশ্চিম দিকে রাস্তা দিয়ে যাইতে দেখা, ভয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে যাওয়া, বিকেলে শুনতে পাওয়া যে মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল আলমের বাড়ি ঐ রাজাকাররা সোনাদানা, টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে মর্মে শুনেছেন মর্মে যা বলেছেন এই কোর্টে তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জুন মাসের মাঝামাঝিতে আপনার পারেরহাট বাজারে থাকা, হাটের দিন ঐ দিন হওয়া, মদনসাহার ঘর তৈয়ব আলী মিস্ত্রি দ্বারা ভাঙ্গা, বাজারের খালের পূর্বপাশে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া আপনি দেখেছেন মর্মে প্রদত্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভিসা বালি যেখানে নিহত হয়েছে বলে আপনি বলেছেন তা সত্য নয় ভিন্ন জায়গায় ভিন্নভাবে নিহত হয়েছে?

উত্তর : সত্য নয়। নিজ বাড়িতেই নিহত হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পারেরহাটে ছিলেন না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ফাইভ বা সিক্সের ছাত্র ছিলেন, তাই আপনি পারেরহাটের বাজারে যাওয়া ও ঘটনাসমূহ দেখার কথা নয়।

উত্তর : সত্য নয়। আমি তখন ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার কোন পেশা নেই। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা হওয়ায় বর্তমান স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে এবং ঢাকা শহরে থাকাসহ সরকারি বিভিন্ন সুবিধাদি নিয়ে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় সরকারি শেখানো মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

মানিক পসারীর অবশিষ্ট সাক্ষ্য

৫ নম্বর সাক্ষীর জেরা শেষ হলে ৬ নম্বর সাক্ষী মানিক পসারীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। তার জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম মানিক পসারী, বয়স ৬৫ বছর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে আমার বয়স ছিল ২৭ বছর। আমি তখন আমার গ্রাম চিতলিয়াতেই ছিলাম। আমি তখন আমার বাবার জমাজমি দেখাশুনা করতাম। মাছের ব্যবসা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আগে রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়। পারেরহাটে দেলোয়ার সিকদার বর্তমানে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, সেকেন্দার সিকদার, দানেশ মোল্লা, মোসলেম মাওলানা, আজহার তালুকদার, অন্যান্যের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে। তারপর শান্তি কমিটির লোকেরা রাজাকার বাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের লোকজন নিয়ে। রাজাকার ও শান্তি কমিটি অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট, হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগের নারীদের ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের তারা মারত এবং ঘরবাড়ি লুটপাট ও পুড়িয়ে দিতো।

৮ মে ১৯৭১ তারিখে আমার বাড়িতে পারেরহাট বন্দর থেকে সেনাবাহিনীর সাথে দেলোয়ার সিকদার, সেকেন্দার সিকদার, দানেশ মোল্লা, মোসলেম মাওলানা, রাজাকার মোমিন, হাকিম কারী, সোবহান মাওলানাসহ আরও অনেক রাজাকার আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। তাদের আসিতে দেখিয়া আমার বাড়ির পূর্বপাশে জঙ্গলের ভিতরে আমি ও আমার ভাইয়েরা লুকিয়ে থাকি। আমি আমার বাড়ির সব ঘটনা দেখিতে পাই। আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমার ফুপাতো ভাই মফিজ উদ্দিন (কাজের লোক) আর্মি ও রাজাকার দেলোয়ার সিকদার ও সেকান্দার সিকদারসহ রাজাকারের দেখে পালাবার চেষ্টা করে। তখন ওরা তাদের ধরিয়ে দেয়। দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধিয়া ফেলে। আমার বাড়ির কাজের লোক ইব্রাহিম ওরফে কুট্টিকেও একই দড়িতে বাঁধে। তারপর আমার

www.pathagar.com

ঘরের ধান-চাল, টাকা, সোনাদানা সব লুটপাট করে। দেলু সিকদার, সেকান্দার সিকদার তারা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলে।

ধান-চাল নিয়ে পাবলিকরে বিলিয়ে দেয়। সোনাদানা নেয় দেলোয়ার সিকদার ও সোমলেম মাওলানারা। লুটের পরে দেলোয়ার সিকদারের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী ঘরে কেরোসিন ছিটিয়ে দেয়। দেলোয়ার সিকদার আগুন ধরাইয়া দেয়। সেই ৫টি ঘরের মালামালের মূল্য ১০ লাখ টাকা তৎকালীন মূল্যে।

আমি ঐসব তদন্ত কর্মকর্তাকে দেখিয়েছি (আপত্তিসহ)। ঘর পোড়ার পরে তারা মফিজকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় পারেরহাটের ক্যাম্পে। আমি পেছনে পেছনে পারেরহাটের ব্রিজের এপাসে বসে দেখতে পাই কুট্টি ওরফে ইব্রাহিমকে দেলোয়ার সিকদার, দানেশ মোল্লা পাকসেনাদের সাথে পরামর্শ করিতেছে।

কুট্টির বাঁধ ছাড়িয়ে তাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। তাকে পোলের গোড়ায় নিয়ে দেলোয়ার সিকদার ও সেকেন্দার সিকদার পরামর্শসহকারে পাকসেনারা গুলী দিয়া চিৎকার মারিয়াছে। তার লাশ নদীতে ফেলিয়া দেয়। মফিজ উদ্দিনকে নিয়ে ক্যাম্পে গিয়া আমি লোকমুখে শুনতে পাই খুব অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। রাত দেড়টা/দুইটার সময় মফিজ উদ্দিন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। তখন তার সমস্ত শরীরে রক্ত ও পিটানোর দাগ দেখিতে পাই আমাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। সম্পদশালী ছিলাম। এখন কিছুই নেই। কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায় বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ার কারণে।

আমি দেলোয়ার সিকদারকে চিনি। তিনি এখানে কাঠগড়ায় আছেন। তিনি পারেরহাটে বিবাহ করেন। তিনি পারেরহাট বাজারে তেল, লবণ, হলুদ বিক্রি করতো।

৬ নম্বর সাক্ষী মানিক পসারীকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। আজও তাকে জেরা করা হবে। গতকাল তাকে যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আলমগীর পসারী ও আনসার একই বাড়ি ছিল?

উত্তর : পাশাপাশি ২টি ঘর। সে আমার সৎ ভাই।

প্রশ্ন : সে আপনার চেয়ে ছোট?

উত্তর : অনেক ছোট। ৩০ বছরের ছোট হবে।

প্রশ্ন : আপনার ১২টি মা?

উত্তর : ৫/৬ জন মা ছিল। ১২ মা সত্য নয়।

প্রশ্ন : আলমগীর পসারীর বাড়ি '৭১ সালের কত আগে তৈরি ছিল?

উত্তর : কতদিন আগে তা আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ঐ ভিটাতে ঐ সময় আপনারা কত ভাই-বোন থাকতেন?

উত্তর : ৫টি ঘরের মধ্যে ৩টিতে বসবাস করতাম। বাকি ২টির একটি কাচারী ও একটি গোলা ঘর।

২৮-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৬নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা

স্ত্রীর দায়েরকৃত মামলার প্রমাণপত্রেই বেরিয়ে এসেছে ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার আসল তথ্য

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ইব্রাহিম কুট্টিকে হত্যার যে অভিযোগ সরকার পক্ষ এনেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইব্রাহিম কুট্টি যে বাড়িতে কাজ করতো সেই বাড়ির অন্যতম মালিক মানিক পসারীকে জেরা করার সময় মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা গতকাল (২৮-১২-১১) এ সংক্রান্ত অকাট্য দলিল উপস্থাপন করেছেন। ১৯৭১ সালের ৮ মে মানিক পসারীর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পারেরহাটে পোলের ধারে মাওলানা সাঈদীর পরামর্শ মতো পাকসেনারা ইব্রাহিম কুট্টিকে গুলী করে লাশ নদীতে ফেলে দেয় মর্মে অভিযোগ এনেছিলেন মামলার বাদী।

অন্য সাক্ষীরাও সরকার পক্ষের সাজানো গোছানো কথা একইভাবে বলেছেন। কিন্তু দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ইব্রাহিম কুট্টিকে ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর তার শ্বশুর বাড়িতে হত্যা করা হয়। তার স্ত্রী মমতাজ বেগম ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি বেলা ১টা ৩০ মিনিটে পিরোজপুর থানায় এ সংক্রান্ত এজাহার দায়ের করেন যার নম্বর ছিল ৯। ঐ মামলায় ১৩ জন আসামী ছিল যার মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম ছিল না। যে ১৩ জনের নাম ছিল তাদের বিচার এবং শাস্তি হয়েছিল। ঐ ১৩ আসামীর মধ্যে ১ নম্বরে ছিল পাকিস্তান সৈন্য, পিরোজপুর ক্যাম্প। অন্য আসামীরা হলো ২. দানেশ মোল্লা, চেয়ারম্যান পারেরহাট ইউনিয়ন, ৩. আতাহার আলী হাওলাদার, পিতা আইনুদ্দিন হাওলাদার, সাং- বারই খালী, ৪. আশ্রাফ আলী, পিতা হাসমত আলী হাওলাদার, গ্রাম- টেংরাখালী, ৫. আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পিতা মৃত হাসেম আলী হাওলাদার, সাং- বাদুরা, ৬. আইয়ুব আলী, পিতা-মৃত আরব আলী, ৭. কালাম চৌকিদার, পিতা- আব্দুস সোবহান, সাং- বারইখালী, ৮. রুহুল আমিন, পিতা- আনোয়ার হোসেন, সাং- পারেরহাট, ৯. আব্দুল হাকিম মুনশী, পিতা- মান্নান মুনশী, সাং- বারইখালী, ১০. মমিন উদ্দিন, পিতা-আব্দুল গনি, সাং- গাজীপুর, ১১. সেকান্দার আলী সিকদার, পিতা- মনসুর আলী সিকদার, সাং- হোগলাবুনিয়া, ১২. শামসুর রহমান এবং ১৩. মোসলেম মাওলানা, পিতা-মৃত-মোফাচ্ছের গাজী, সাং- বাদুরা। ইব্রাহিম কুট্টির শ্বশুর বাড়িতে পাক আর্মি ও তাদের দোসর উল্লেখিত আসামীরা গুলী করে ইব্রাহিম কুট্টি এবং তার শ্যালক সিরাজকে হত্যা করে। গতকাল বুধবার মানিক পসারীকে জেরা করার সময় এই মামলার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত মানিক পসারী মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আশ্বাস এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে এ

www.pathagar.com

বিষয়ে সত্য ঘটনা জানা সত্ত্বেও মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিনা এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অবশ্য তা অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন, তার স্ত্রীর মামলা এমনকি ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রীর নাম এবং ছেলে-মেয়ে কতজন তাও আমি জানি না। গত মঙ্গলবার মানিক পসারী ৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। তার সাক্ষ্য রেকর্ড করার পরপরই তার জেরা শুরু হয়।

গতকাল বুধবার অবশিষ্ট জেরা সম্পন্ন করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। সকাল সোয়া ১১টায় শুরু হয়ে এক ঘন্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ বিকেল পৌনে ৫টা পর্যন্ত চলে জেরা। তবে গতকালও চিফ প্রসিকিউটরসহ অন্য প্রসিকিউটররা জেরার সময় নিজেরাই উত্তর বলে দেন। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। এক পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজেও ডিক্টেক্ট করেন যে কোন প্রশ্ন হবে বা হবে না। থলির বিড়াল যখন বের হয়ে আসছে ঠিক সেই সময়ই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তবে এ নিয়ে এডভোকেট মিজানুল ইসলামের সাথে আইনী বিতর্ক চলে প্রায় পনের মিনিট।

বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির এবং একেএম জহির আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৬নং সাক্ষী মানিক পসারীকে গতকাল বুধবার যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনাদের গোলাতে কত মণ ধান ছিল?

উত্তর : ৪শ' থেকে ৫শ' মণ।

প্রশ্ন : আপনি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘর কিসের তৈরি ছিল?

উত্তর : নীচে ইটের সলিং, কাঠের খুঁটি, ওপরে টিন, বেড়া ছিল টিনের।

প্রশ্ন : একটি ঘরে ক'বান্ডিল টিন ছিল?

উত্তর : ৩০/৩৫ বান্ডিল টিন ছিল আমার ঘরে।

প্রশ্ন : আপনার উল্লেখযোগ্য আসবাবপত্রের মধ্যে কটি খাট-পালং ছিল?

উত্তর : আমার থাকার ঘরে ৪/৫টি খাট ছিল।

প্রশ্ন : চেয়ার টেবিল ক'টা ছিল?

উত্তর : অনেকটাই ছিল।

প্রশ্ন : কোন আলমারি ছিল?

উত্তর : ২টি সেগুন কাঠের আলমারি ছিল।

প্রশ্ন : আপনার থাকার ঘরটি আপনার জন্মের আগে আপনার পিতা তৈরি করেন?

উত্তর : আমার জন্মের পরে তৈরি করেন আমার আববা।

প্রশ্ন : ৭১ সালের কত আগে তৈরি হয়েছিল ঘরটি?

উত্তর : আমি যখন ৪র্থ/৫ম শ্রেণীতে পড়ি তখন সম্ভবত আববা ঘরটি তৈরি করেন।

প্রশ্ন : ঘর তৈরির সময় এক বান্ডিল টিনের মূল্য কত ছিল?

উত্তর : ওটা আববা জানতো। আমি জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : টিন ও অন্যান্য আসবাবপত্রের মূল্য আপনি শোনেননি আপনার পিতার কাছ থেকে?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে প্রতি বান্ডিল টিনের দাম কত ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আলমারি, খাট ও কাঠের মূল্য তখন কি ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না যে তখন কাঠের মূল্য কত ছিল।

প্রশ্ন : আপনার ভাইদের ২টি ঘর আপনার ঘরের চেয়ে ছোট ছিল?

উত্তর : একটি প্রায় আমারটির সমান ছিল এবং আসবাবপত্রও প্রায় সমান ছিল। অন্য ঘরটি একটু ছোট ছিল।

প্রশ্ন : আপনার পিতার থেকে পৃথক হয়ে কবে সংসার করেন?

উত্তর : আমি ১৯৬৮ সালে বিবাহ করি। তখনই আমার বাবা ঐ বাড়ি আমায় দিয়ে দেয়। আমি তখন থেকেই আলাদা ঐ বাড়িতে বাস করা শুরু করি। তবে বাড়িঘর সব কিছুরই মালিক ছিলেন বাবা।

প্রশ্ন : আপনার বাবা কত সালে মারা যান?

উত্তর : ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে।

প্রশ্ন : মৃত্যুর আগে আপনার আববা খুলনায় বসবাস করতেন?

উত্তর : খুলনায় জমিজমা ভাই ব্রাদার আছে। তিনি খুলনাতেও থাকতেন গ্রামের বাড়িতেও থাকতেন। সেখানে তার সংসার ছিল।

প্রশ্ন : খুলনার বাড়িতে এখন আপনার ভাই জাহাঙ্গীর পসারী থাকেন?

উত্তর : সে এখন থাকে না। এখন থাকে আমার ভাই পান্না পসারী, পনু পসারী, টুকু পসারী, নান্না পসারী।

প্রশ্ন : আপনার বাবা জীবিত থাকাকালে জাহাঙ্গীর পসারী খুলনার বাড়িতে থাকতো?

উত্তর : সে খুলনায় আমার বাবার অন্য একটি বাড়িতে বসবাস করতো।

প্রশ্ন : জাহাঙ্গীর যে বাড়িতে খুলনায় থাকতো তা খুলনা শহরে?

উত্তর : শহরে নয়, গ্রামে।

প্রশ্ন : ঐ গ্রামের নাম কি?

উত্তর : হেতালবুনিয়া গ্রাম।

প্রশ্ন : হেতালবুনিয়ার বাড়িটি কবে বিক্রি করে জাহাঙ্গীর?

উত্তর : আমার বাবার মৃত্যুর পরে অপর ভাইদের কাছে জাহাঙ্গীর তার নিজের অংশ বিক্রি করে। তবে কবে বিক্রি করে তা জানি না।

প্রশ্ন : খুলনায় আপনার পিতার কত বিঘা সম্পত্তি ছিল?

উত্তর : ৪০/৪৫ বিঘা জমি ছিল হেতালবুনিয়ায়।

প্রশ্ন : আপনি কত টাকা পেয়েছেন বা সম্পত্তি পেয়েছেন?

উত্তর : ২ বিঘা সম্পত্তি পেয়েছি হেতালবুনিয়ায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি কি বিক্রি করে দিয়েছেন?

উত্তর : এখনো আছে।

প্রশ্ন : নিজে না অন্যরা দেখাশুনা করে?

উত্তর : আমার ভাইয়েরা দেখাশুনা ও বসবাস করে। আমাকে ভাগের ভাগ দেয়।

প্রশ্ন : ১৯৯০ সালের পরে খুলনায় আপনার বাবার বাড়িতে মাওলানা সাঈদীকে দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন। জানেন?

উত্তর : জানি না। কখনও না। মিথ্যা বানোয়াট।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে বিভিন্ন এলাকায় আপনাদের সম্পত্তি ছিল?

উত্তর : ছিল। বেচা বিক্রি শেষ। বাবাই বিক্রি করে গেছে। বাবার কোথায় কি সম্পত্তি ছিল তা জানি না। কাগজপত্র এখনো পাচ্ছি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের গাজীপুরে আপনাদের সম্পত্তি ছিল?

উত্তর : ১২/১৩ বিঘা জমি আছে শুনেছি। কাগজপত্র নেই। আমরা কি করে পাবো? অন্যেরা জবর দখল করে খায়।

প্রশ্ন : কারা এখন ভোগ করে?

উত্তর : মালেক খলিফা, খালেক খলিফারা ৩ ভাই খায়।

প্রশ্ন : জমি উদ্ধারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন?

উত্তর : কোর্টে মামলা করেছিলাম সরকারের বিরুদ্ধে। মালেক খলিফাদের বিরুদ্ধে মামলা করি নাই।

প্রশ্ন : খালেক/মালেক খলিফারা কি বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়াল সাহেবের ভাই?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : খুলনায় এবং গাজীপুর ছাড়া আর কোথায়ও আপনার বাবার সম্পত্তি ছিল না?

উত্তর : জমি ছিল। এখন কোথায়ও নেই। বর্তমানে কিছুই নেই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব কি আপনাদের কোন সম্পত্তি দখল করেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের পরে আপনি নিজে কোন জমি ক্রয় করেছেন?

উত্তর : নিজে ক্রয় করি নাই। তবে আমার ভাইদের সাথে কিছু জমি পাল্টাপাল্টি করে নিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন?

উত্তর : সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করি নাই। বাড়ীতে বসে সহযোগিতা করেছি।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আওয়াল সাহেবের কাছ থেকে আপনি ডিও লেটার নিয়েছেন?

উত্তর : আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি, খাওয়াইছি-দাওয়াইছি। এজন্য আওয়াল সাহেব ডিও লেটার দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনি পিরোজপুর আদালতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করার পর আওয়াল সাহেব ঐ ডিও লেটার দেন।

www.pathagar.com

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনি বর্তমান সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী লোক। ৫-৮-২০১০ তারিখে এটা পান।

উত্তর : সত্য। আমার কিছু নেই। এজন্য সরকার দিয়েছে।

প্রশ্ন : এটা হয়েছিল পিরোজপুরের মামলার পরে?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : পারেরহাটে পাক আর্মি আসার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : যেসব রাজাকার আপনার বাড়ি লুট করে তার মধ্যে সাত ভাইয়েরা ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়িঘর যেভাবে লুটপাট ও পুড়িয়ে দেয়া হয় তারপর বসবাসের উপযোগী ছিল না।

উত্তর : ঐ দিন বসবাসের উপযোগী ছিল না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে আবার তৈরি করেন?

উত্তর : অগ্নিকান্ডের দিন পনের পরেই বাশেঁর খুটি ও পোড়া টিন দিয়ে ডেরা বেধে নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : বাড়ি পোড়ানোর পর আপনারা কোথায় আশ্রয় নেন?

উত্তর : বাড়ি পোড়ার দিন আমি একাই ছিলাম। অন্যের বাড়িতে ছিলাম। একই গ্রামে মামার বাড়িতে উঠেছিলাম।

প্রশ্ন : মামার বাড়িটি কত দূর?

উত্তর : পূর্ব দিকে। ৪০/৪৫ মিনিট হেঁটে যেতে লাগে। দূরত্ব বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মামার নাম কি?

উত্তর : হাসেম আলি। তিনি মারা গেছেন।

প্রশ্ন : ঐ মামার ছেলে-মেয়ে নেই?

উত্তর : না, পরে বলেন, তারা সব বেচে কিনে চলে গেছে, শুধু ভিটে পড়ে আছে।

প্রশ্ন : বাড়ি পোড়ার কতদিন পরে বাড়িতে ফেরত আসলেন?

উত্তর : ১৫ দিন পরেই এসেছি।

প্রশ্ন : যে রাজাকাররা আপনার বাড়ি পোড়ায় তাদের পোশাক কি ছিল?

উত্তর : খাকি পোশাক।

প্রশ্ন : ব্রিজ থেকে থানা ঘাট কত দূরে কোন দিকে?

উত্তর : কাছেই। ২/৩ মিনিট লাগে। ৩০/৩৫ হাত অনুমান।

প্রশ্ন : ৭১ সালে শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনী সর্বপ্রথম কোথায় কত তারিখে গঠিত হয়? আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পারেরহাটে পাকসেনারা আসার পরে রাজাকার ও শান্তিকমিটি গঠন হয়।

উত্তর : পাকবাহিনী পারেরহাটে আসার আগেই শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কি আপনি ভারতে গিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেও আপনি ভারত যাননি।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকা ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর এবং পারেরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার পরে সর্বপ্রথম কবে পারেরহাটে যান?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পারেরহাট মুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন?

উত্তর : যাইনি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাঈদী সাহেব নিজ এলাকায় থাকতেন?

উত্তর : পরে আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আপনি পারেরহাট এলাকায়ই ছিলেন।

উত্তর : হ্যাঁ, আমি বাড়িতেই থাকতাম।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্তও আপনি পারেরহাটে নিজ এলাকাতে ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, ছিলাম নিজ বাড়িতে।

প্রশ্ন : আপনি ২০০৯ সালের পূর্বে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেছেন, অভিযোগ বা বক্তব্য দিয়েছেন?

উত্তর : না করি নাই। বক্তব্য দেইনি, অভিযোগ করি নাই।

প্রশ্ন : এই সময়ের মধ্যে আপনাকে কেউ দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধাও দেয়নি।

উত্তর : না, দেয়নি।

প্রশ্ন : আপনি মামলা করতে কোনো থানাতেও যাননি।

উত্তর : না। কোর্টেই প্রথম যাই।

প্রশ্ন : আপনি কোর্টে যখন মামলা করতে যান ১৯৭১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এত দেরি কেন তার কোনো কারণ উল্লেখ করেছিলেন?

উত্তর : না লিখি নাই।

প্রশ্ন : ২০০৯ সালের ঐ মামলায় আপনার ফুফাতো ভাই কাজের লোক মফিজ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই?

www.pathagar.com

উত্তর : দিই নাই। পরে বলেন, স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ মামলা দায়েরের পরে প্রথমে তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন এএসআই আরিফ হাওলাদার।

উত্তর : সত্য নয়। নুর মোহাম্মদ তদন্ত করেন।

প্রশ্ন : মামলা হওয়ার পর ৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য আইও সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠান।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ মামলার তদন্তকালে নুর মোহাম্মদ কয়েকবার আপনার বাড়িতে যান।

উত্তর : একদিন গিয়েছিলেন। পরে বলেন, আপনার মামলা ঢাকায় চলে গেছে।

প্রশ্ন : সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য সাক্ষীদের ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করেছিলো?

উত্তর : জানি না। শুনি নাই।

প্রশ্ন : কবে নিয়েছিল। তারিখটা বলুন।

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আইও সাহেব আপনার কাছে আলামত চেয়েছিলেন। আপনি তা দিতে পারেননি তখন। এ জন্য এখন সেটা গোপন করছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরবর্তীকালে আপনি ইটিভিতে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

উত্তর : ইটিভিতে এই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছি।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে মামলার পর টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে, পোড়ার কোনো চিহ্ন নেই। এ জন্য বিষয়টি গোপন করছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পরবর্তীকালে এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন মামলার প্রয়োজনে আপনার সাথে ও ১নং সাক্ষী মাহবুব সাহেবের সাথে পরামর্শ করে তার দেয়া টিন ও কাঠ দিয়ে জব্দনামা সৃষ্টি করেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে পোড়া ইট ছিল?

উত্তর : এখনো আছে।

প্রশ্ন : যে আলামত জব্দ করেছিলেন আইও সাহেব তা আজ আদালত কক্ষে নেই।

উত্তর : জিম্মায় রেখে এসেছিলাম মাহবুব ও মোস্তফার জিম্মায়।

প্রশ্ন : এসব আলামত জব্দ করার জন্য কত তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা আপনার বাড়িতে যান?

উত্তর : ১৮-৮-২০১০ তারিখে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জব্দ করতে উনি যাবেন একথা ক'দিন আগে জানিয়েছিলেন?

উত্তর : আগে জানিয়েছিলেন। তবে ক'দিন আগে বা তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : যেদিন জব্দ তালিকা হলো সেই দিন ক'টায় যান তদন্ত কর্মকর্তা?

উত্তর : অনুমান ১০টা/সাড়ে ১০টা।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব আপনার বাড়িতে যাওয়ার পরে মাহবুব সাহেবকে (বাদী) ডেকে পাঠানো হয়।

উত্তর : তিনি নিজেই এসেছেন ১১টার দিকে। ডেকে পাঠানো হয়নি।

প্রশ্ন : মোস্তফা হাওলাদারকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর : ডেকে আনে নাই। উনি নিজেই আসেন।

প্রশ্ন : উনি ক'টার দিকে আসেন?

উত্তর : মাহবুব আসার ২০/২৫ মিনিট পরে।

প্রশ্ন : জব্দ তালিকা প্রস্তুতির সময় আপনার গ্রামের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : জব্দ তালিকা তারা প্রস্তুত করে তাতে কি আপনাকে সই করতে বলেছিলেন?

উত্তর : বলেননি। আমি করিও নাই।

প্রশ্ন : যেসব নাম আপনি বলেছেন, তার মধ্যে পিস কমিটির মেম্বর সেকান্দার সিকদারকে আপনি আগে থেকে চিনতেন?

উত্তর : জি। চিনতাম।

প্রশ্ন : তার সাথে আপনার বাবার সিগারেটের ব্যবসা ছিলো?

উত্তর : সত্য নয়। আমার বাবার কোনো ব্যবসাই ছিলো না।

প্রশ্ন : সেকান্দার সিকদারের পেশা কি ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : দানেশ মোল্লাকে '৭১ সালের আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তর : স্কুলের মাস্টার হওয়ার সুবাদে তাকে আগে থেকেই চিনতাম।

প্রশ্ন : রাজাকার মোসলেম মাওলানাকে আগে থেকেই চিনতেন।

উত্তর : আমাদের বাদুরা গ্রামের লোক। সেই হিসেবে আগে থেকেই চিনতাম।

প্রশ্ন : তার পেশা কি ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : রাজাকার মোমিনকে আগে থেকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি। হাল চাষ করতেন। মাদরাসায় পড়াতেন?

প্রশ্ন : সোবহান মাওলানাকে '৭১ সালের আগে চিনতেন?

উত্তর : ঐ সময় উনি ছাত্র ছিলেন।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়নে আপনার বাড়ি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ ইউনিয়নের পিস কমিটির সভাপতি একরাম খলিফাকে চিনতেন?

www.pathagar.com

উত্তর : ঐ ইউনিয়নে কোনো পিস কমিটিই ছিলো না। চেয়ারম্যান ছিলো। তাই চিনতাম।

প্রশ্ন : তিনি কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টিকে ধরে নেয়ার কতদিন আগে থেকে সে আপনার বাড়িতে কাজ করতো?

উত্তর : ৩/৪ বছর আগে থেকে।

প্রশ্ন : তার পিতার নাম কি?

উত্তর : গফুর শেখ।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন শেখ তার পিতার নাম নয়?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তার বাড়ি আপনার পার্শ্ববর্তী বাদুরা গ্রামে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ির পরে বাদুরা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : যখন ধরে নিয়ে আসা হয় তখন ইব্রাহিম কুট্টির কোনো আত্মীয়-স্বজন সেখানে আসেনি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হত্যার পরে কেউ আসেনি?

উত্তর : আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির লাশ কি হয়েছিল?

উত্তর : নদীতে ফেলে দেয়। তারপর দাফন হয়েছিল কি না আমি জানি না।

প্রশ্ন : যেখানে তাকে হত্যা করা হয় তার পাশেই ফেলে দেয়া হয়?

উত্তর : যেখানে ফেলে দেয়া হয় সেটা নদী নয় খাল।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি কি বিবাহিত ছিলেন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তার স্ত্রীর নাম মমতাজ বেগম?

উত্তর : তা আমি জানি না।

প্রশ্ন : তার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

উত্তর : আমি শুনেছি নলবুনিয়া এলাকায়।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির ছেলেমেয়ে ছিলো?

উত্তর : মনে হয় ২/১টি বাচ্চা ছিল।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর তার স্ত্রী বা তার সন্তানদের সাথে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

উত্তর : দেখা হয়নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : তাদের অবস্থান সম্পর্কেও আপনার কোনো ধারণা নেই?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির শ্বশুরের নাম আজহার আলী। আপনি তা জানেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তার এক শ্যালকের নাম সাহেব আলী ওরফে সিরাজ।

উত্তর : হ্যাঁ জানি।

প্রশ্ন : বারইখালী গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, দেলোয়ার হোসেন, তাহের আলী হাওলাদার, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, সেতারা বেগম, রানী, মোহাম্মদ আলী এবং মকবুল সিকদারকে চেনেন?

উত্তর : না। চিনতাম না।

প্রশ্ন : আতাহার আলী হাওলাদার পিতা আইনউদ্দিন হাওলাদার গ্রাম বারইখালী-তিনি একজন রাজাকার ছিলেন। চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : রাজাকার আশ্রাফ আলী পিতা আসমত আলী সাং টেংরাখালী। চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আব্দুল মান্নান হাওলাদার রাজাকার পিতা মৃত হাসেম আলী হাওলাদার বাড়ি বাদুরা তাকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন আইয়ুব আলী পিতা মৃত-আরব আলী গ্রাম-পারেরহাট এই নামে কোনো রাজাকারকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : রাজাকার কালাম চৌকিদার গ্রাম-বারই খালীকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : পারেরহাটে রাজাকার রুহুল আমিনকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : রাজাকার আব্দুল হাকিম মুন্সীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মোমিন উদ্দিন, পিতা আব্দুল গনি, গ্রাম গাজীপুর চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর থানার তৎকালীন এএসআই শামসুর রহমানকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : দানেশ মোল্লা, সেকান্দার সিকদার ও মোসলেম মাওলানা এবং আতাহার থেকে শামসুর রহমান পর্যন্ত যে নামগুলো বললাম তাদেরকে আসামী করে ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী মমতাজ বেগম তার স্বামী ইব্রাহিম কুট্টি এবং তার শ্যালক অর্থাৎ মমতাজের ভাই সাহেব আলী ওরফে সিরাজকে পাক আর্মিদের সহায়তায় ১-১০-১৯৭১ সনে ইব্রাহিম কুট্টির শ্বশুর বাড়িতে হত্যা করা হয়েছে মর্মে পিরোজপুর সদর থানায় ১৭-১-১৯৭২ তারিখে

www.pathagar.com

একটি মামলা দায়ের করা হয় যা ঐ দিন ১৩টা ১০ মিনিটে রেকর্ড করা হয় যার নম্বর ৯। এই বিষয়টি জানার পরেও আপনি সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঐ হত্যার দায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ওপর চাপানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং পিরোজপুরে মিথ্যা মামলা করেছেন?

উত্তর : সত্য নয়। আমি জানিই না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির শাশুড়িকে ঐ মামলায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এটা জেনেও আপনি গোপন করছেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আব্দুর রাজ্জাক, দেলোয়ার হোসেন, তাহের আলী হাওলাদার, সেতারা বেগম, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, রানী, আজহার আলী হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, মকবুল সিকদার এরা সবাই ইব্রাহিম কুট্টির আত্মীয় এবং তার স্ত্রীর দায়েরকৃত মামলার সাক্ষী। তারা প্রকৃত ঘটনা জানে। আপনাকে এটা তারা বলেছে। আপনি তা জেনেও কুট্টির উল্লিখিত আত্মীয়দের চিনি না বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : একই কারণে জানা সত্ত্বেও আপনি ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামের হরিপদ মিস্ত্রিকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : যাদব চন্দ্র রায়, যতিন হালদার, কবির হালদার, মোজাহার খানদের চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মোসলেম উদ্দিন পলাশের বাড়ি আপনার বাড়ির পশ্চিম পাশে ছিল ১৯৭১ সালে?

উত্তর : ছিল না।

প্রশ্ন : সুলতান হাওলাদারের বাড়ি আপনার বাড়ির কোন দিকে?

উত্তর : কোয়ার্টার মাইল পূর্বদিকে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পারেরহাটে ব্রিজের পশ্চিম পাশের গোড়ায় জমির এবং সাইদুরের দোকান ছিল?

উত্তর : ছিল না।

প্রশ্ন : এক লাইনে অনেকগুলো দোকান ছিল ১৯৭১ সালে। পালেদের দোকানগুলো ছিল ব্রিজের পশ্চিম পাশে।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আপনি মাছের ব্যবসা করতেন এটা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : মফিজ উদ্দিন আমার ফুফাতো ভাই ও কাজের লোক। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মফিজ উদ্দিন ও ইব্রাহিম কুট্টিকে একই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সোনাদানাসহ মালামাল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যরা নিয়ে যায় একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কুট্টিকে বাঁধন ছাড়িয়ে পুলের মাঝামাঝি দাঁড় করিয়ে তার পর তাকে নিয়ে পুলের গোড়ায় পশ্চিম পাশে চলে যায়। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কুট্টি চিৎকার মারে এবং তার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়। একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি লোকমুখে শুনতে পান যে মফিজ উদ্দিনের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তার সমস্ত শরীরে রক্ত ও পিটানোর দাগ দেয়ার কথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ায় জমিজমার কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে কোন কথা আইওকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি দেলোয়ার হোসেন সিকদার কথাটি গতকাল আদালতে বলার আগে তদন্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোথাও বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী অন্যদের নিয়ে পারেরহাটে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা মর্মে যা বলেছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ মে দেলাওয়ার হেসেন সাঈদীর অন্যদের নিয়ে আপনার বাড়িতে প্রবেশ করা এবং আপনি ভয়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়ার যে কথা সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেছেন তাও সত্য নয়।

উত্তর : সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : আপনার ফুফাতো ভাই ও কাজের লোক মফিজ উদ্দিনের পালানো এবং কাজের লোক ইব্রাহিম কুট্টিকে আটক করে বেঁধে নেয়ার বিষয়ে যা বলেছেন তাও মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পিস কমিটির সদস্য ও অন্যান্য রাজাকারদের সাথে দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

www.pathagar.com

আপনার বাড়িতে লুটপাট করা ও কেরোসিন ছিটিয়ে ৫টি ঘরে আগুন দেয়া, অনুমান ১০ লাখ টাকার ক্ষতি করা মর্মে এই আদালতে মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টিকে পুলের গোড়ায় নিয়ে দেলোয়ার হোসেন সিকদারের পাকবাহিনীর সাথে পরামর্শ ও গুলী করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়া মর্মে যে বক্তব্য জবানবন্দীতে দিয়েছেন তাও মিথ্যাভাবে বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মফিজকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া, অত্যাচার-নির্যাতন করা, রাত দেড়টা/২টায় ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা এবং তার শরীরে রক্ত ও পিটানোর দাগ দেখা মর্মে আদালতে আপনি মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মফিজ উদ্দিনকে আল্লামা সাঈদীর সহায়তায় পাকবাহিনী ধরে নেয়নি বিধায় আপনি পিরোজপুর আদালতে দাখিলকৃত মামলায় মফিজকে ধরে নিয়ে যাওয়া ও পালিয়ে আসার বিষয় উল্লেখ করেননি এবং তাকে ঐ মামলার সাক্ষীও করেননি?

উত্তর : করেছি।

প্রশ্ন : আপনার চাচা ছিলেন আব্দুল গনি পসারী?

উত্তর : এই নামে আমার কোন চাচা ছিল না? চাচাতো ভাই ছিল?

প্রশ্ন : আপনাদের ঘর পোড়ানো ও লুটপাটের অভিযোগে স্বাধীনতার পর আপনার চাচাতো ভাই গনি পসারী রাজাকার আব্দুর রাজ্জাক ও সেকান্দার সিকদারকে ধরে আনে। আব্দুর রাজ্জাককে গুলী করে হত্যা করে এবং সেকান্দার সিকদারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়?

উত্তর : এটা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ই মে'র অনেক পূর্বেই স্থানীয় পারিবারিক বিরোধের জের ধরে আপনাদের বাড়িঘর লুটপাট ও পুড়িয়ে দেয়া হয়?

উত্তর : সত্য নয়। ৮ই মেই পুড়িয়েছে।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ১৯৭১ সালের জুলাইয়ের মধ্য পর্যন্ত পারেরহাট বা পিরোজপুরেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়। ছিলেন।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তালিকাভুক্ত হওয়ার চেষ্টা একটি বাড়ি একটি খামারসহ অন্যান্য সরকারি সুবিধা নিয়ে আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ইতঃপূর্বে পিরোজপুর এবং পরে এই আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

২৯.১২.১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৭নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতার ব্যবস্থা হওয়ার শর্তে সাক্ষী হয়েছে মফিজ

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসা ৭ নম্বর সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারী মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য এম এ কে আওয়াল ডিও লেটার দিয়ে তাকে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইতোমধ্যে তার বয়স্ক ভাতাও চালু করা হয়েছে।

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হওয়ার শর্তেই বয়স্ক ভাতা এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মফিজ উদ্দিন পসারীকে জেরা করার সময় এসব তথ্য উপস্থাপন করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা। ইব্রাহিম কুট্টির সাথে একসাথে এক বাড়িতে কাজ করতেন অথচ তিনি ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী, ছেলে, মেয়েদের সম্পর্কে কোন তথ্যই জানেন না। শেখানো কথা সাজিয়ে গুছিয়ে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে বলার জন্য বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে মফিজসহ অন্যান্য সাক্ষীদের আনা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমনকি নিজের নানার নাম কি তাও বলতে পারেন না সাক্ষী মফিজ। গতকালও সরকার পক্ষের আইনজীবীরা জেরার সময় বাধা দেয় এবং জেরার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ নিয়ে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের বার বার বিচারকদের প্রটেকশন চাইতে দেখা যায়। তবে যথাযথ প্রটেকশন তারা পাননি। ফলে সাবলীলভাবে জেরার করার আইনী অধিকার অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে।

গতকাল (২৯-১২-১১) বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন। দিনের একমাত্র বিচার্য বিষয় হিসেবে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে চলমান সাক্ষ্য প্রদানের অংশ হিসেবে গতকাল ৭ নম্বর সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারী জবানবন্দী প্রদান করেন। এক ঘণ্টাব্যাপী তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। পরে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী তাকে জেরা করেন। বেলা পৌনে ১২টা থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাকে জেরা করা হয়। আগামী রোববার মফিজ উদ্দিন পসারীকে আরো জেরা করা হবে।

ওদিকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় গতকাল সকালে তাকে বারডেম হাসপাতালে ফিজিও থেরাপী দেয়া হয়। ফলে তার অনুপস্থিতিতেই শুরু হয় মফিজ উদ্দিন পসারীর সাক্ষ্য গ্রহণ। হাসপাতাল থেকে তাকে আনা হয় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা পরে।

www.pathagar.com

গতকাল বিকেল ৪টা পর্যন্ত আদালতের কাঠগড়ায় তিনি কখনো বসে, কখনো শুয়ে এবং কখনো হেলান দিয়ে কাটান। বিগত দিনগুলোতে প্রতিদিন আদালতে দীর্ঘ সময় কাঠগড়ায় থাকার কারণে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরেই তিনি ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় কোমরে বালিশ দিয়ে শুয়ে কাটাচ্ছেন। ৭ নম্বর সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারীর জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম মফিজ উদ্দিন পসারী, বয়স অনুমান ৭২ বছর। ১৯৭১ সালে আমি মানিক পসারী ও শহীদ উদ্দিন পসারীদের বাড়িতে কাজকর্ম করতাম। আমি মুক্তিবাহিনী, রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকদের চিনতাম।

যখন সেনাবাহিনী আসে এবং পারেরহাটে লুটপাট হয় তখন ভয়ে ঐদিকে যাই নাই। আমি কাজ-কর্ম করি, গরু-মহিষ রাখি। পরের দিন বেলা অনুমান ১০টা ১১টার দিকে ঐদিন ছিল মে মাসের ৮ তারিখ। সকালে আমি চরে মহিষ চরাইতে যাই। আমি আর কুট্টি। তখন দেখি ধোঁয়া আর আগুন।

আমি ও কুট্টি গরু-মহিষ দাবড়াইয়ে নিয়ে মানিক পসারীর বাড়ির আস্তালে নিয়ে আসি। পরে দেখি বহুত লোক পাক সেনা ১২/১৪ জন এবং ২০/২২ জন রাজাকার এই দিকে আসতাছে, এর মধ্যে ছিল দিলু সিকদার। তারা শহিদ উদ্দিন পসারীর বাড়ির দিকে আসতাছে। আমাকে কুট্টি বলতাছে মিলিটারী আসতাছে, চল পালাই। এ সময় ২ জন মিলিটারী আমাকে জাপটে ধরে। দিলু সিকদার কুট্টিকে চুল থাবা দিয়ে ধরে বলে শুয়ারের বাচ্চা যাবা কোথায়? রাজাকার মবিন, রাজ্জাক ও আরো কয়েকজন বলে এদের বাঁধো। তখন কুট্টি আর আমাকে মহিষ বাধা দড়ি দিয়ে বেঁধে বসিয়ে রাখে। রাজাকার মবিনসহ বহু রাজাকার ঘরের মধ্যে ঢুকে মালামাল বাহির করে এবং ভাংচুর করে। তাদের দেখলে চিনি। নাম জানি না। তারা ঘরের ভিতর থেকে তেলের ড্রাম বের করে নিয়ে আসে। সেকেন্দার সিকদার, কাশেম মোল্লা, মবিন, দিলু সিকদার, রাজ্জাকসহ ওরা বলে তেল ছিটাইয়া দাও। আগুন ধরিয়ে দিতে বলে।

আগুন ধরানোর পর দেখি ৪/৫টি ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর মধ্যে গোলা ঘর, কাচারি ঘর ও ২/৩টি থাকার ঘর ছিল। বাড়ির মালামাল লোকেরা নিয়ে যায়। বহু লোকে লুটপাট করে। সামনে কিছু মালামাল ছিল। তারপর আমাকে ও কুট্টি এক দড়িতে বাঁধা অবস্থায় পারেরহাটের দিকে রওনা দেয়। বাড়ির সামনের যে মালামাল ছিল তাও নিয়ে যায়। ব্রীজে উঠার পর কুট্টিকে বলে শহিদ উদ্দিন পসারী, মানিক পসারী কোথায় থাকে। তুই তো তাদের বডিগার্ড। মানিক পসারীর বাবা শহিদ উদ্দিন পসারীর বডিগার্ড। তুই সব জানিস। তোমাকে বলতে হবে। না বললে তোমাকে মেরে ফেলব একথা বলে কুট্টিকে ২/৪টা ঘা-গুতাও মেরেছে। তারপর পোল থেকে নেমে ২০/৩০ হাত দূরে দিলু সিকদার, সেকান্দার সিকদার উর্দুতে কি যেন বলে পাকিস্তান আর্মিকে। তখন কুট্টির হাতের বাধন খুলে দেয়, উর্দুতে কি বলেছিল আমি তো উর্দু বুঝি না এবং কি বলেছিল শুনতে পারি নাই এবং আমাকে নিয়ে পারেরহাটের ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যায়। কিছু দূর

www.pathagar.com

যাওয়ার পর কুট্টিরে বলে এখনও বলবি না। তখন একটি গুলীর শব্দ শুনতে পাই। মা বলে কুট্টির চিৎকার শুনতে পাই। পেছন ফিরে দেখি কুট্টিরে গুলী দিচ্ছে। আমি তখন ভয়ে কাপতে থাকি। তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সেনাবাহিনী কুট্টিকে লাথি মারতে মারতে খালের দিকে ফেলে দিল। আমাকে নিয়ে গেল রাজাকার ক্যাম্পে। সেখানে বেঁধে রাখে। আমাকে খুব মারধর করে। দানেশ মোল্লা, সেকান্দার সিকদার, দিলু সিকদার বলে মানিক পসারী, শহীদ উদ্দিন পসারীরা কোথায় থাকে আমাদের বল। না বললে তো দেখলিই একটাকে গুলী দিয়েছি তোকেও দেব। আমাকে মেরে হাঁটু ফাটিয়ে ফেলে। দানেশ মোল্লা ধাক্কা দিলে ঠোট কেটে যায়। দাঁতেও আঘাত পাই। দাঁত পড়ে যায়। কোমরেও আঘাত লাগে। দানেশ মোল্লা বলে তুই ওদের খবর দে।

নাহলে তোমাকেও গুলী দিয়ে মারব। দুই হাঁটুতে আঘাতের চিহ্ন ট্রাইব্যুনালকে দেখিয়ে বলে সেই মারধরের চিহ্ন। আমার ওপর অত্যাচার করে দানেশ মোল্লা, সেকেন্দার সিকদার, দিলু সিকদার, রাজ্জাক, মোবিন রাজাকাররা। এরপর ওরা চলে গেল। রাত ১০টা/১১টায় তারা আবার আসল। তখন আমাকে বলে স্বীকার করবি না মেরে ফেলব। তখন আমি বলি আমি তো জানি না। আমাকে একটু ছুটি দিলে তাহলে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারব জানাতে পারব। ওরা আবার চলে গেল। যাবার সময় দানেশ মোল্লা বলল, ওকে আর মারধরের দরকার নেই। ও এমনিতেই তথ্য জানাবে। আমি ওভাবেই থাকলাম। আবার কিছুক্ষণ পর অনেক রাজাকার আসলো রাত অনুমান বারটার দিকে। তাদের মধ্যে রাজ্জাক রাজাকারকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। আমাকে ভালবাসতো। সে বলল, ভাত খাবা?

আমি বললাম, ভাত খাবো পরে। আমার খুব পায়খানার বেগ ধরেছে। যদি পায়খানার ব্যবস্থা না করো তাহলে তোমাদের জায়গা নষ্ট করে ফেলব। দড়ি হাতে দিয়ে আমাকে ক্যাম্পের পেছনে বেড়ার মধ্যে বসিয়ে দিল।

রাজ্জাক বললো, ওখানে কাজ সেরে আসো। সে একটু দূরে সরে যায়। তখন আমি দড়ির বাঁধন খুলে ফেলি। তখন খুব কষ্ট করে খাল পার হয়ে ওপারে চলে যাই। তাকিয়ে দেখি লাইট মারছে। কোথায় গেল খোঁজ হচ্ছে। আমি তখন খালের ওপারে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে দৌড়ে মানিক পসারির বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি আগুন জ্বলে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাই না। নদীর দিকে জঙ্গলে পড়ে থাকি, রাতে মোহাম্মদ নামে একজন লোককে দেখে তাকে ডাক দিই। আমাকে ধরে নেয়া ও পালিয়ে আসার ঘটনা তাকে বলি। তাকে আরো বলি যে, মানিক পসারী কোথায় আছে। তাকে একটু খবর দেন আমার কাছে আসার জন্য। মোহাম্মদ আমাকে একটি কাপড় দিল কাথা মত। তখনো মানিক পসারী আসে নাই। প্রায় ভোর হয়, আজান দেবে দেবে এমন সময় মানিক পসারী আসলো। আমি তাকে আমাকে অত্যাচার করাসহ সব ঘটনা বলি। মানিক পসারী অনেক দূরে এক জঙ্গলে নিয়ে গেল।

সকালে মোহাম্মদের মাধ্যমে আমার জন্য খাবার দাবার ও ওষুধ পথ্য পাঠায়। ঔদিন

www.pathagar.com

ওখানেই থাকি। পরের দিন আমি আমার শ্বশুরের সাথে সুন্দরবনে চলে যাই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি সুন্দরবন থেকে ফিরে আসি। কাঠগড়ায় আছে দিলু সিকদার যার নাম আমি বলেছি।

জবানবন্দি শেষ হয় ১১টা ৪৩ মিনিটে। এর পরই ৭ নং সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারীকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : আমি মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য এমপি আওয়াল সাহেব একটি ডিও লেটার ইস্যু করেছেন।

উত্তর: আমি মুক্তিযুদ্ধ করি নাই। তবে সুন্দরবনে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছি। ফাই ফরমাস খেটেছি। সেই কারণে সেটা জেনে বর্তমান সংসদ সদস্য সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিলাম আমাকে মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত করার জন্য। তিনি সুপারিশ করেছেন কিনা আমি জানি না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনি কবে দেশে আসেন?

উত্তর: পিরোজপুর শত্রু মুক্ত হওয়ার ৭-৮ দিন পরে ফিরে আসি।

প্রশ্ন : আপনার সাথে কে কে এসেছিল?

উত্তর: আমি একাই এসেছিলাম। সাথে কেউ আসেনি।

প্রশ্ন : আওয়াল সাহেব কখন আসেন। আপনার সাথে না পরে।

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে যেখানে আপনি ছিলেন তার দায়িত্বে কে ছিল?

উত্তর: জিয়া মিয়া ছিল। তার রুমে আমার যাতায়াত ছিল।

প্রশ্ন : উনি কখন পিরোজপুরে আসেন? আপনার আগে না পরে?

উত্তর: জানি না।

প্রশ্ন : সুন্দরবন থেকে বাড়ি আসার পর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন?

উত্তর: যাই নাই।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় কে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় আপনি আসার পরে।

উত্তর: জিয়া মিয়াকেই দেখেছি। (মেজর জিয়াউদ্দিন)। (আপত্তিসহ)।

প্রশ্ন : ঐ এলাকার উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারেন?

উত্তর: সেলিম খান, আমজাদ হোসেন গাজীকে দেখেছি পারেরহাট এলাকায়।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাকারদের ধরে রাখতো যেখানে সেটা দেখেছেন।

উত্তর: আমি দেখতে যাইনি।

প্রশ্ন : কোথায় রাজাকারদের রাখা হতো। তা কি শুনেছেন?

উত্তর: শুনি নাই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রাজাকার দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামে কারো নাম শুনেছেন?

উত্তরঃ এই নামে কারো নাম শুনি নাই, দেখি নাই। আজই প্রথম শুনলাম।

প্রশ্ন : দেশে আসার পর প্রথমে আপনি নিজ বাড়িতে যান নাকি মানিক পসারীর বাড়িতে যান?

উত্তরঃ প্রথমে নিজের বাড়ি আসি, মানিক পসারীর বাড়ি আর আমার বাড়ি পাশাপাশি।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি মুক্তিযুদ্ধের সময় পোড়েনি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি?

উত্তরঃ হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে কটি ঘর ছিল।

উত্তরঃ যুদ্ধের সময় ২-৩টি ঘর ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কোথায় থাকতেন?

উত্তরঃ আমি মানিক পসারীর বাড়িতে কাজকর্ম করে ওদের বাড়িতেই থাকতাম।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে কে কে থাকতো?

উত্তরঃ আমার স্ত্রী থাকতো। আরেক ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি থাকতো, আরেক ঘরে আমার ভায়রা আমার শালীকে নিয়ে থাকতো।

প্রশ্ন : ঐ বাড়িটি ছিল আপনার শ্বশুরের।

উত্তরঃ জি।

প্রশ্ন : আপনি যখন সুন্দরবনে যান তখন মানিক পসারী গিয়েছিল?

উত্তরঃ না, আমি উনাকে দেখিও নাই।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে আপনি মানিক পসারীকে দেখেননি?

উত্তরঃ না।

প্রশ্ন : যে নৌকায় যান তার মাঝিমাল্লা কারা ছিল?

উত্তরঃ আমার শ্বশুর আমাকে নৌকায় করে সুন্দরবনে নিয়ে যান।

প্রশ্ন : আপনি কি একাই যান।

উত্তরঃ জি।

প্রশ্ন : আপনার সামনেই কি মানিক পসারীর ঘর মেরামত করা হয়?

উত্তরঃ আমি এসে ছাপড়া ঘর দেখেছি মানিক পসারীর পোড়া ভিটায়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি যারা ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আপনি মামলা করেছেন? যারা আপনাকে মারধর, অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি?

উত্তরঃ ইচ্ছা হয়েছিল। সুযোগ পাইনি।

প্রশ্ন : কেউ বাধা দিয়েছিল।

উত্তরঃ কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং লোকবলের অভাবে আমি মামলা করতে পারি নাই।

প্রশ্ন : মানিক পসারী আপনার মামাতো ভাই?

উত্তরঃ জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মানিক পসারী, শহীদউদ্দিন পসারীরা প্রভাবশালী ছিল।

উত্তর: শহীদউদ্দিন পসারী আমার মামা, আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। লোকে মানতো।

প্রশ্ন : উনাদের একটা সিগারেট ফ্যাক্টরি ছিল।

উত্তর: সিগারেট নয় বিড়ির কারখানা ছিল।

প্রশ্ন : কারখানাটি কোথায় ছিল?

উত্তর: পারেরহাট বন্দরেই ছিল।

প্রশ্ন : কারখানাটি '৭১ সালের কত আগে থেকে ছিল?

উত্তর: স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুমান ১০ বছর আগে থেকেই দেখেছি।

প্রশ্ন : এই বিড়ির কারখানার অংশীদার ছিল সেকান্দার সিকদার।

উত্তর: সত্য নয়। তার আলাদা থাকতে পারে।

প্রশ্ন : কারখানায় টেংগু পাতা ব্যবহার করা হতো।

উত্তর: শহীদ উদ্দিনের কারখানায় পাতার বিড়ি তৈরি হতো। টেংগু পাতা কিনা তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ঐ পাতা ভারত থেকে আনা হতো?

উত্তর: তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে কাজ করার আগে কি করতেন?

উত্তর: মাছ ধরতাম, বরশী বাইতাম।

প্রশ্ন : নৌকায় জাল দিয়েও মাছ ধরতেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : কচা নদীতে মাছ ধরার সময় একদিন দানেশ মোল্লা ও সেকান্দার সিকদার আপনাকে আটক করেছিল?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি থেকে কুট্টিসহ আপনাকে আটক করার আগে তাকে সেনারা আপনাকে আটক করেছিল?

উত্তর: ধরেছিল। পরে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আমি কচা নদীতে মাছ ধরাকালে দানেশ মোল্লা আমার কাছে মাছ চাইলে আমি বলি আমি অল্প কিছু মাছ ধরেছি খাওয়ার জন্য। এটা দেয়া যাবে না। পাড়ে আসতে বলে আমাকে। রাজ্জাক রাজাকারও উপস্থিত ছিল। পাড়ে আসলে দানেশ মোল্লা আমাকে বলে, কথা বললে শোন না কেন? এই বলে একটা চড় মারে। তখন আব্দুর রাজ্জাক মাছের ঝুড়ি দানেশ মোল্লাকে দিয়ে দেয়।

প্রশ্ন : মাছ ধরার সময়কার ঐ ঘটনার সময় কটা বাজে?

উত্তর: সকাল ৯টা-১০টা বাজে অনুমান।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনি শহীদ উদ্দিন পসারীদের বাড়িতে কাজ করতেন না?

উত্তর: করতাম।

প্রশ্ন : গরু চরাতে ক'টায় যেতেন, ক'টায় আসতেন?

উত্তর: আমিও কুট্টি মানিক পসারীদের গরু-মোষ নিয়ে সাধারণত সকাল ৭টার দিকে

www.pathagar.com

চরে যেতাম। আবার বেলা ১টা-দেড়টার দিকে ফিরে আসতাম।

প্রশ্ন : ৮ মে ধোঁয়া ও আগুন দেখে আপনি ১০টার দিকেই ফিরে আসেন।

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : ফেরত আসার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনাকে আর্মিরা ধরে ফেলে?

উত্তর: দুই/আড়াই ঘণ্টার মধ্যে।

প্রশ্ন : ৮ তারিখের ২ দিন আগে মাছ ধরার সময় রাজাকার আব্দুর রাজ্জাক ও দানেশ মোল্লার পোশাক কি ছিল?

উত্তর: পরনে খাকি পোশাক ছিল?

প্রশ্ন : রাজ্জাক রাজাকারের বাড়ি কোথায়?

উত্তর: আমার গ্রামে না। শুনেছি শহরে।

প্রশ্ন : আপনাকে ধরার কতদিন আগে রাজ্জাক রাজাকারে যোগ দেয়?

উত্তর: সেটা আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : শংকর পাশায় কবে রাজাকার গঠিত হয়?

উত্তর: বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনাকে ধরার কতদিন আগে শংকর পাশা ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : শংকর পাশা ইউনিয়ন পিস কমিটির চেয়ারম্যান একরাম খলিফা ছিলেন। এটা জানতেন?

উত্তর : জানতাম না।

প্রশ্ন : আপনাকে থাপ্পড় মারার পরে কি রাজাকার ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল?

উত্তর : এটা জানি না।

প্রশ্ন : যে বাড়িতে আপনাকে নিয়ে আটকে রেখেছিল ওটা কি আগে থেকে চিনতেন?

উত্তর : ওটা বাড়ি নয়, রাজাকার ক্যাম্প। ওটা আগে থেকেই চিনতাম।

প্রশ্ন : ঐ ক্যাম্পের মালিকের নাম কি?

উত্তর : স্মরণে আসছে না।

প্রশ্ন : ঐ ক্যাম্পের আশপাশে কারো বাড়ি ছিল?

উত্তর : পাশে দেলোয়ার চেয়ারম্যানের বাড়ি ছিল।

প্রশ্ন : দক্ষিণ দিকে কোন বাড়ি ছিল?

উত্তর : ঘর ছিল। কার তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : খালটা কোন দিকে ছিল?

উত্তর : পূর্ব দিকে।

প্রশ্ন : পশ্চিম দিকে কার ঘর ছিল?

উত্তর : নুরুর দোকান ছিল।

প্রশ্ন : যাদের নাম বললেন তারা বেঁচে আছে?

www.pathagar.com

উত্তর : নুরু বেঁচে নেই। দেলোয়ার আছে।

প্রশ্ন : যে দিন আপনাকে থাপ্পড় মারে তার কতদিন আগে শহিদ উদ্দিনরা এলাকা ছেড়ে যায়?

উত্তর : কতদিন আগে যায় বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ঐ বাড়ি দেখাশুনার জন্য মানিক পসারী ছাড়া আর কেউ থাকতো না।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : শাপলা জঙ্গলে গিয়েছিলেন (সুন্দরবনে)।

প্রশ্ন : শাপলায় উনাদের বাড়ি বা ঘর ছিল?

উত্তর : ঘর বাড়ি ছিল না। নৌকায় থাকতো।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন রইচ উদ্দিনদের বাড়ির মহিলা শিশুরা কোথায় ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনার নানার নাম কি ছিল?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : শহিদ উদ্দিনের পিতার নাম কি?

উত্তর : মেহের চাঁন।

প্রশ্ন : ৮ মের কতদিন আগে শহিদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে কাজ শুরু করেন?

উত্তর : ২/৩ বছর আগে।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি আপনার আগে না পারে কাজে যোগ দেয়?

উত্তর : আগে।

প্রশ্ন : বডিগার্ডের কাজ হিসেবে কুট্টি কি করতো?

উত্তর : সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি কি আপনার একই গ্রামে বাড়ি?

উত্তর : জি একই গ্রাম। তবে দূর ছিল।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে আপনি ও ইব্রাহিম কুট্টি একসাথে ঘুমাতেন?

উত্তর : না। আমি বাড়িতে ঘুমাতাম।

প্রশ্ন : কুট্টির পিতার নাম কি?

উত্তর : গফুর শেখ।

প্রশ্ন : তার কোন ভাই ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির শ্বশুর বাড়ি কোথায়?

উত্তর : তার কাছ থেকে শুনেছি নলবুনিয়া গ্রামে।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির শ্যালক সাহেব আলী ওরফে সিরাজকে চিনতেন?

উত্তর : আমি দেখি নাই। নামও শুনি নাই।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী মমতাজ বেগমের নাম শুনেছেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সে বিবাহিত ছিল। নাম জানা নেই। তার সাথে দেখাও হয়নি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাক আর্মি রাজাকারদের সহায়তায় সাহেব আলীকে নলবুনিয়া গ্রামে হত্যা করে। এটা শুনেছেন?

উত্তর : না শুনি নাই।

প্রশ্ন : নলবুনিয়া গ্রাম আপনার গ্রাম থেকে কত দূর?

উত্তর : ৩/৪ মাইল।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামের আতাহার ও আজাহার দুই ভাই। তাদের চেনেন। আজাহার ছিল রাজাকার, আতাহার ছিল মুক্তিযোদ্ধা।

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আপনাদের গ্রামে কোন রাজাকারের বাড়ি ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসে কি আপনি শুনেছিলেন যে রাজাকারদের ধরা হচ্ছে এবং বিচার করা হচ্ছে?

উত্তর : শুনেছিলাম।

প্রশ্ন : জনরোষে রাজাকার রাজ্জাক নিহত হয়েছিল। এটা শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : আগে রাজাকারদের হত্যার জন্য ধরে সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটা শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শহিদ উদ্দিন পসারীরা প্রভাবশালী বা দাপটের লোক ছিলেন?

উত্তর : জি, অবস্থা ভাল ছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। তবে প্রভাব একটু কম ছিল।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির ছেলে-মেয়ে ছিল?

উত্তর : জিগাই ছিলাম। বলছে মেয়ে আছে।

প্রশ্ন : কুট্টির ঐ মেয়ে ছাড়া কোন ছেলে আছে কি না? জানা আছে?

উত্তর : শুনেছি ছেলে আছে, দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : বারইখালী গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, দেলোয়ার হোসেন, তাহের আলী, সেতারা বেগম, রানী, মোহাম্মদ আলী, মকবুল সিকদার এদের চেনেন?

উত্তর : না, চিনি না।

প্রশ্ন : টেংরাখালী গ্রামের আশ্রাফ আলী, পিতা- আসমত আলীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম বাদুরার আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পিতা- মৃত হাসেম আলী হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পারেরহাটের আইয়ুব আলী, পিতা- আরব আলীকে আপনি চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার কালাম চৌকিদারকে চেনেন। তার পিতা আব্দুস সোবহান?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন রাজাকারকে (পারেরহাট) চিনতেন? পিতার নাম আনোয়ার?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : বারইখালী গ্রামের রাজাকার আব্দুল হাকিম মুন্সী, পিতা মোমিন আলী মুন্সীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : গাজীপুরের আব্দুল গনির ছেলে মোমিন রাজাকারকে চেনেন?

উত্তর : মোমিনকে চিনি। তবে তার বাবা গনি কি না জানি না।

প্রশ্ন : ঐ সময় সদর থানার এএসআই শামসুর রহমানকে চিনতেন?

উত্তর : না চিনতাম না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির শ্যালক সিরাজকে আপনি চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি ও সাহেব আলীকে সাহেব আলীর বাড়ি থেকে ১/১০/১৯৭১ তারিখে ধরে নিয়ে হত্যা করে এটা আপনি জানতেন।

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় সাহেব আলীর গর্ভবতী মা সেতারা বেগমকেও ধরে নিয়ে যায়। সেটাও আপনি জানতেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি ও তার শ্যালক সাহেব আলী ওরফে সিরাজকে ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর হত্যা এবং তার শ্বাশুড়ী সেতারা বেগমকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগে কুট্টির স্ত্রী মমতাজ আতাহার, আশ্রাফ, আব্দুল মান্নান হাওলাদার, আইয়ুব আলী, কালাম চৌকিদার, রাজাকার রুহুল আমিন, আব্দুল হাকিম, মোমিন উদ্দিন, দানেশ মোল্লা, সেকান্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা, সদর থানার এএসআই শামসুর রহমানকে আসামী করে পিরোজপুর সদর থানায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি মামলা হয় যা এজাহার হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এটা আপনি জানেন?

উত্তর : না জানি না।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় পাক আর্মি বাদে অন্য আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়েছিল। তাতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের নাম ছিল না। এটা আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় কারা কারা সাক্ষী ছিল তাও আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনার মামাতো ভাই মানিক পসারী কোর্টে মামলা করেছিলেন পিরোজপুর

www.pathagar.com

আদালতে। এটা জানতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এটা কবে জানলেন?

উত্তর : উনি বলেছিলেন যে তোমাকে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : মামলার আগে না পরে জানেন?

উত্তর : পরে জানি। উনি ডেকে বলেন।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় আর কিছু হয়েছে। আপনি কিছু করেননি?

উত্তর : যারা ক্ষতি করেছে তাদের নাম বলতে বলেছিল, সাক্ষী দিতে যেতে বলেছিল।

প্রশ্ন : মানিক পসারী আপনাকে নিয়ে একজন দারোগাসহ কোর্টে যান সাক্ষী দিতে।

উত্তর : আমি যাই নাই। উনি বলেছিল।

প্রশ্ন : বাদুরা গ্রামের মৃত ময়েজ উদ্দিন আপনার পিতা।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর থানার এসআই আরিফ বা নুর মোহাম্মদ কেউ আপনার বাড়িতে গিয়েছিল?

উত্তর : জানি না। আমি বাড়িতে ছিলাম না।

প্রশ্ন : এই দুই দারোগা মানিক পসারীর বাড়িতে গিয়েছিল?

উত্তর : বাড়ি ছিলাম না। জানি না।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন পিরোজপুর আদালতে মানিক পসারীর দায়ের করা মামলায় কখনোও সাক্ষী দেননি?

উত্তর : পিরোজপুর আদালতে গিয়ে আমি কোন সাক্ষী দেইনি।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও কোন আদালতে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি বা সাক্ষ্য দেননি।

উত্তর : কোর্টে অভিযোগ দাখিল করেছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার ঐ অভিযোগের কি হয়েছিল?

উত্তর : ফলাফল জানি না।

প্রশ্ন : আজ যে মামলায় সাক্ষী দিতে এসেছেন এর আগে কোথাও এই মামলা সংক্রান্ত জবানবন্দি দেননি?

উত্তর : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছি।

প্রশ্ন : কোথায় বসে জবানবন্দি দেন?

উত্তর : পিরোজপুর কোর্টে।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর ভাই আলমগীর পসারী, জাহাঙ্গীর পসারী ও কাঞ্চন পসারীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আলমগীর পসারীর ছোট এরা সবাই?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মাহবুব পসারীর পিতা মান্না পসারীকে চেনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মাহবুব মানিক পসারীর কি হয়?

উত্তর : ভাতিজা।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি কি একটি ঘরে অনেক রুম নাকি ভিন্ন ভিন্ন ঘর ছিল?

উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন ঘর ছিল। তবে রুমও অনেক ছিল। ভাইরা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকতো।

প্রশ্ন : মানিক পসারীদের বাড়ির কেউ কোন ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এলাকায় তারা কোনো সামাজিক কাজকর্ম করেছিল?

উত্তর : ওনারা বাদুরায় একটি মাদরাসা করেছে। কোনো স্কুল-কলেজ করেনি। সেখানে বাচ্চারা পড়ে।

প্রশ্ন : ঐ মাদরাসায় ঐ সময় কারা পড়াতেন?

উত্তর : আবদুল গনি প্রথম মাস্টার, দ্বিতীয় কারো নাম বলতে পারি না।

প্রশ্ন : ঐ মাদরাসাটি এখন আছে? বেতন কে দেয়?

উত্তর : আছে। গনি চালায়। মানিক পসারী বেতন দেয়। গ্রামের লোকেরাও দেয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ির বা পরিবারের কেউ কোনো জনপ্রতিনিধি ছিল?

উত্তর : শহীদ উদ্দিন পসারী দুইবার মেম্বার ছিল। তার ভাই রহিম উদ্দিনও মেম্বার ছিল। একবার চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশ্ন : মানিক পসারী পিরোজপুরে মামলা করার আগে আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া, নির্যাতন ও পালিয়ে আসার বিষয়গুলো তাকে বলেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : যেসব ঘর পোড়ানো হয় তা তো শহীদ উদ্দিন পসারীর।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে শহীদ উদ্দিন ২৭ বছর বেঁচে ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি জীবদ্দশায় কোনো মামলা করেছিলেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনি ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আপনার ওপর নির্যাতনের বিষয়ে কোনো অভিযোগ দিয়েছিলেন?

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : পসারী পরিবারের ব্যবসা কি ছিল?

উত্তর : ব্যবসা ছিল, জমাজমি চাষবাস ছিল। নৌকা থাকার কথা জানি না।

প্রশ্ন : পসারী পরিবারের সদস্যরা নাইয়া বলে পরিচিত ছিল? তারা মাঝিমাল্লা ছিল।

উত্তর : শহীদ উদ্দিনের পিতার মাছের ব্যবসা ছিল। তাদেরকে নাইয়া বলা হতো। তাদের অনেকগুলো নৌকা ছিল।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি ও ইব্রাহিম কুট্টি পসারী পরিবারের অপকর্মের সহযোগী ছিলেন।

উত্তর : জবাব নেই।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর ভাই মালেক পসারীকে চেনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক খলিলকে চেনেন? একই গ্রামে?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আপনার কোনো জায়গাজমি কখনো ছিল না।

উত্তর : জি। শ্বশুরের জায়গাতে থাকতাম। শ্বশুর আমাকে ২ কাঠা জমি ২টা ঘর দিয়েছিল।

প্রশ্ন : যে শ্বশুর জমি দেয় তার নাম ও স্ত্রীর নাম কি?

উত্তর : শ্বশুরের নাম হাসেম আলী আকন, স্ত্রীর নাম লুৎফা বেগম।

প্রশ্ন : সেই শ্বশুরের বাড়িটি ১৯৯৬ সালে বিক্রি করেছেন।

উত্তর : ১ টাকায় বিক্রি করেছি।

প্রশ্ন : ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে আছেন?

উত্তর : ঐ স্ত্রীও আছে। দুই স্ত্রী দুই জায়গায় থাকে।

প্রশ্ন : দুই স্ত্রী মিলে মোট ৬ সন্তান আপনার।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার কোন পেশা নেই এখন।

উত্তর : নেই। বয়স হয়েছে। শরীর ভালো না।

প্রশ্ন : আপনি গরীব অসহায়, এজন্য আপনাকে লোভ দেখিয়ে বর্তমান এমপি সাহেব মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মামলার জন্য প্রথমে আপনাকে বয়স্ক ভাতা চালু করা হয়েছে। আপনি বয়স্ক ভাতা পান।

উত্তর : আমার বয়স হয়েছে। তাই সরকার দিয়েছে।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মামলা হওয়ার পরই এই বয়স্ক ভাতা চালু করা হয়।

উত্তর : চেয়ারম্যান দিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি কবে থেকে বয়স্ক ভাতা পান?

উত্তর : ২/৩ মাস আগে থেকে পাওয়া শুরু করেছি।

প্রশ্ন : আপনার নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত হয়েছে এই মামলায় সাক্ষী হওয়ার পর।

উত্তর : জানি না।

৩০-১২-১১ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৭ ও ৮নং সাক্ষীর জেরা

চুরির মামলার আসামী ও ভিক্ষুক সাক্ষী

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ববরেণ্য আলেম বিশিষ্ট মোফাসসিরে কুরআন ও জামায়াতে সলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কথিত সাজানো অভিযোগের কোন ভিত্তিই পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সরকার মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে কোন সাক্ষী যোগাড় করতে না পেরে এখন চুরির মামলার আসামী আর ভিক্ষুকদের অর্থের বিনিময়ে ট্রাইব্যুনালে এনে সাক্ষী দিতে বাধ্য করছেন। গত বৃহস্পতিবারের অসমাপ্ত জেরার বাকিটা সমাপ্ত করেছেন ৭ নম্বর সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারী। তার জেরায় বেরিয়ে এসেছে যে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত।

অন্যদিকে অষ্টম সাক্ষী হিসেবে গতকাল জবানবন্দী দিয়েছে চুরির মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোস্তফা হাওলাদার। গতকাল (১-১-১২) রোববার সকাল সাড়ে দশটায় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্বেকার ৭ নং সাক্ষীকে জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা। জেরাতে বেরিয়ে আসে এই সাক্ষীর নিজে এবং তার মেয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের এমপির দেয়া বিশেষ সুবিধায় এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার সুবিধা পেয়েই মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন। যদিও তার স্ত্রী, শাশুড়ি এখন ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত রয়েছে। ৭নং সাক্ষী মফিজ উদ্দিন পসারীর অবশিষ্ট জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের তারিখটি কী বলতে পারেন?

উত্তর : মে মাসের ৮ তারিখ।

প্রশ্ন : এই মাসের আগের নাম বলুন?

উত্তর : বলতে পারছি না

প্রশ্ন : আপনি যে বললেন মে মাসের কথা । এই মাস কত দিনের?

উত্তর : ২৯ দিনের।

প্রশ্ন : আপনার মেয়ের নাম কি?

উত্তর : চন্দ্রবান

প্রশ্ন : আপনি এই মামলার সাক্ষী হওয়ার পরে আপনার মেয়েকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের এমপি সাহেব সেখানকার পারেরহাট বন্দরের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে একটি ঘর বরাদ্দ দিয়েছেন। এটা কি সত্য ?

উত্তর : আমার মেয়ের জামাই অনেক খোঁজ খবর করে এই ঘরটি বরাদ্দ নিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনার মায়ের নাম কি ?

উত্তর : রুপমালা বেগম।

প্রশ্ন : আপনার মায়েরা কয় ভাইবোন ?

www.pathagar.com

উত্তর : তিন ভাইবোন।

প্রশ্ন : আপনার মামাদের নাম কি ?

উত্তর : কাশেম আলী ও হোসেন আলী।

প্রশ্ন : আপনি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে এখন ঘর করছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ সত্য।

প্রশ্ন : আপনার এই স্ত্রীর নাম কি?

উত্তর : ফরিদা

প্রশ্ন : আপনার শাশুড়ির নাম কি ?

উত্তর : সালেহা বেগম

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী এবং শাশুড়ি দুজনেই এখন পারের হাটে ভিক্ষা করে।

উত্তর : আমার শাশুড়ি হয়তো ভিক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন মানিক পসারীর বাড়ি থেকে আপনাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁ সত্য।

প্রশ্ন : আপনি মানিক পসারীকে এই ঘটনা কখন জানিয়েছেন?

উত্তর : ঐ রাত্রেই আমি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে ফজরের সময়ে তাকে জানাই।

প্রশ্ন : আপনি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসার পর আপনার স্ত্রী ও শাশুড়ি কি আপনার সাথে দেখা করেছে ?

উত্তর : না, করেনি।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন ক্যাম্পে নিয়ে পাক সেনারা আপনাকে জখম করেছে। আপনি কি ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন?

উত্তর : না, নেইনি।

প্রশ্ন : আপনি জখম হয়ে ফেরার পর প্রথম কখন আপনার স্ত্রী ও শাশুড়ীর সাথে দেখা করেছেন?

উত্তর : ঐ ঘটনার তিন চারদিন পর আমি সুন্দরবনে যাওয়ার পথে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা হয়।

প্রশ্ন : তাদের সাথে কোথায় দেখা হয় ?

উত্তর : আমাদের ঐ বাড়িতেই দেখা হয়।

প্রশ্ন : আপনি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসার পরে সুন্দরবনে চলে যাওয়ার এই মধ্যবর্তী সময়ে রাজাকার কিংবা পাক সেনারা কি আপনার শ্বশুর বাড়ির কোন বাড়ি-ঘর ভাংচুর কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে?

উত্তর : না । তারা ভাংচুর কিংবা আগুন দেয়নি।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের কোন সদস্যকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন দীর্ঘ ৪০ বছরেও আপনি আর্থিক কারণে কোন মামলা করতে পারেননি। তাহলে কী এখন আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল?

www.pathagar.com

উত্তর : না, ভাল না।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে আপনি কয়দিন ছিলেন?

উত্তর : দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ফিরে এসেছি। তবে কতদিন ছিলাম জানি না।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে আপনি কি কাজ করেছেন ?

উত্তর : আমি সেখানে রইজ উদ্দিনের সাথে ছিলাম।

প্রশ্ন : সেখানে আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : আমি সেখানে জিয়া মিয়ার (মেজর জিয়া) ক্যাম্পে ছিলাম। তাদের ফরমায়েশ খেটেছি।

প্রশ্ন : কতদিন ফরমায়েশ খেটেছেন ?

উত্তর : আনুমানিক এক বা দেড় মাস হবে

প্রশ্ন : সেখানে কী আরো মুক্তিযোদ্ধা ছিল?

উত্তর : ছিল । অনেকে আসতো আবার চলে যেতো।

প্রশ্ন : আপনি ১০ বা ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম বলুন ?

উত্তর : আমজাদ হোসেন, আলমগীর মিয়া। আর মনে আসছে না।

প্রশ্ন : জিয়া মিয়া কী অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে অফিস করতেন, নাকি সেখানেই কোন ঘরে বসে কাজ করতেন ?

উত্তর : অফিস ক্যাম্পেই ছিল।

প্রশ্ন : ঐ ঘরে কী কোন মানুষের ছবি দেখেছেন ?

উত্তর : না, ছবি দেখি নাই।

প্রশ্ন : ঘরে কী কোন টাইপিস্ট ছিল?

উত্তর : খেয়াল করতে পারছি না।

প্রশ্ন : এই অফিস ঘরটি জলে, স্থলে নাকি মাটির নিচে কোন বাংকারের মধ্যে ছিল ?

উত্তর : জঙ্গলে ছিল। বন সাফা করে তৈরি করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : যুদ্ধের সময়ে কী তেতুলবুনিয়া নামটি শুনেছেন ?

উত্তর : না শুনিনি।

প্রশ্ন : তেতুল বাড়িয়া নাম শুনেছেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনিতো ঐ সময়ে সুন্দরবনেই যাননি ।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনিতো মানিক পসারীর দলীয় লোক ছিলেন বা তার গান ম্যান ছিলেন ?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তাহলে কী ছিলেন ?

উত্তর : আমি মানিক পসারীর কাজের লোক ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি কী মানিক পসারীর বাড়িতে লুটপাট কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিজে দেখেছেন।

উত্তর : না। আমি নিজে দেখি নাই । আমি জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এ জন্যই কী তাহলে মানিক পসারী আপনাকে মামলার সাক্ষী করেনি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি নগদ অর্থ পাবার আশায়, আপনার মেয়েকে স্থানীয় এমপি কর্তৃক ঘর বরাদ্দ দেয়া এবং বয়স্কভাতা পাবার আশাতেই এই মামলার সাক্ষী হয়েছেন ?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যাকে অপরাধী হিসেবে সনাক্ত করছেন তিনি এই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব নন। অপরাধী হচ্ছেন দেলু শিকদার। আপনি আর্থিকভাবে প্রলোভিত হয়েই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমেদ্বীন ও বিশ্ববরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

৮নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

এদিকে গতকাল ট্রাইব্যুনালে মামলার অষ্টম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দিয়েছেন চুরির মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোস্তফা হাওলাদার। প্রথমে তিনি রাষ্ট্রপক্ষের অনুকূলে জবানবন্দী দেন। জবানবন্দীতে তিনি বলেন, যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকার বাহিনী কোম্পানী পসারীর বাড়িতে লুটপাট করে ও অগ্নিসংযোগ করে। তিনি নিজে ঐ আগুন ও ধোঁয়া দেখেছেন। আগুনে বাড়িঘরসহ অনেক কিছুই পুড়ে যায়। পরে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের জেরাতে নানা অসঙ্গতি সম্পন্ন উত্তর দেন এই সাক্ষী।

প্রশ্ন : আপনিতো চুরির মামলার আসমী ছিলেন। সেই চুরির মামলায় আপনার সাজাও হয়েছে।

উত্তর : একথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঘটনার সময়ে আপনি তাহলে কী করতেন ?

উত্তর : আমি ঐ সময়ে ছোলা মুড়ি বিক্রি করতাম।

প্রশ্ন : কবে থেকে আপনি মুড়ি বিক্রি করেন।

উত্তর : যুদ্ধের দু এক বছর আগে থেকেই আমি ছোলা মুড়ি বিক্রি করি।

প্রশ্ন : আপনি কী কোন স্থায়ী কোন দোকানে নাকি ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন ?

উত্তর : আমি ফেরি করে বিক্রি করতাম।

প্রশ্ন : কিভাবে ফেরি করতেন? মাথায় করে নাকি হাতে করে ?

উত্তর : থালায় করে গলায় ঝুলিয়ে বিক্রি করতাম।

প্রশ্ন : আপনি কী শুধু বাজারের দিন বিক্রি করতেন নাকি প্রতিদিন বিক্রি করতেন?

উত্তর : প্রতিদিনই বিক্রি করতাম। তবে সপ্তাহে দুদিন পারের হাটে হাট বসতো। রবি এবং বৃহস্পতি।

প্রশ্ন : ঐ বাজারে স্থায়ীভাবে কতটি দোকান ছিল?

উত্তর : সে সময়ে পারের হাটে দুশ' থেকে তিনশ' স্থায়ী দোকান ছিল।

প্রশ্ন : তাহলে হাটের দিনে দোকানতো আরো বাড়তো। ঐ দোকান কোথায় বসতো?

www.pathagar.com

উত্তর : রাস্তার উপরেই বসতো।

প্রশ্ন : পারের হাটে কবে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় ?

উত্তর : পাক বাহিনী আসার অনেক আগেই সেখানে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়।

প্রশ্ন : পাকিস্তানী বাহিনী আসার আগে রাজাকার বাহিনীতে কতজন সদস্য ছিল ?

উত্তর : ২০/২৫ জন।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি কবে গঠিত হয় ?

উত্তর : মিলিটারী আসার পরে শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

প্রশ্ন : পারের হাট ইউনিয়নের ৭১ সালের চেয়ারম্যানের নাম কি ছিল ?

উত্তর : আমজেদ আলী।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি কোথায় পড়েছে।

উত্তর : পারের হাট ইউনিয়নে আমার বাড়ি।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামের নাম কি ?

উত্তর : হোগলাবুনিয়া

প্রশ্ন : আপনার ওয়ার্ডের মেম্বার কে ছিলেন?

উত্তর : রমনী বালা।

প্রশ্ন : খলিল মৌলবী কি করতেন ?

উত্তর : তিনি মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং তার চশমার দোকান ছিল।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা কি করতেন?

উত্তর : তিনি লেখাপড়া করতেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন রাজাকারদের ভয়ে ও অত্যাচারে ঐ সময়ে অনেক লোক বিশেষ করে হিন্দুরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। যারা এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন তাদের দু'একজনের নাম বলুন ?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : একজনের নাম বলুন?

উত্তর : একজনের নামও মনে নেই।

জবানবন্দীতে তিনি বলেন, শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে ৩টি ঘর, একটি কাঁচারী ঘরে এবং একটি গোলাঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন আসামীরা। শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়ির দু'জন রাখাল এ সময় কাজের জন্য চরে ছিল। রাখালদের নাম ছিল মফিজ পসারী ও ইব্রাহিম কুট্টি। তারা বাড়ির দিকে দৌড়ে আসার পর সাঈদী ও পাক সেনারা তাদের ধরে বেঁধে ফেলে। পরে মফিজকে তারা নিয়ে যায় পারের হাটের রাজাকার ক্যাম্পের দিকে। আর ইব্রাহিমকে বেঁধে নিয়ে যায় থানা ঘাটের ব্রীজের গোড়ায়। পরে আমি গুলীর শব্দ শুনতে পাই।

আজ সোমবার মোস্তফা হাওলাদারকে আরো জেরা করা হবে।

২-১-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৮নং সাক্ষীর জেরা

ভাবীকে পিটানোর অপরাধে জেল খেটেছে সাক্ষী মোস্তফা

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের ৮ নম্বর সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদার নিজের বয়স ৫৬ বছর বলে জবানবন্দীতে দাবি করলেও ভোটার আইডি এবং জন্ম নিবন্ধন সনদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুসারে বর্তমানে তার বয়স ৫৩ বছর এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। অপ্রাপ্ত বয়সের শিশু হওয়ার কারণে তিনি পারের হাটে '৭১ সালে ছোলামুড়ি বিক্রি করতেন মর্মে প্রদত্ত বক্তব্যও অসত্য। শিশু হওয়ার কারণে ঐ সময় তার কোন পেশাই ছিল না। বয়সের কারণেই তিনি মাওলানা সাঈদীর নির্দেশে ইব্রাহিম কুট্টিকে হত্যা, মানিক পসারীর বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ, মফিজ পসারীকে রাজাকার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে নির্যাতন, পারের হাট বাজারের রিকশাস্ট্যান্ডে মাওলানা সাঈদীসহ রাজাকারদের পাকবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানোসহ জবানবন্দীতে যেসব অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন।

এ সংশ্লিষ্ট আরো খবর তার সবই মিথ্যা। শিশু বয়সেই নিরক্ষর কথিত ছোলামুড়ি বিক্রেতা এত কিছুর সাক্ষী হলো কিভাবে তা নিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সরকার পক্ষের সাজানো গোছানো কথাই জবানবন্দীতে বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়েছে।

নিরক্ষর এবং কোন পেশা না থাকলেও তিনি ৪টি বিয়ে করেছেন। তার মধ্যেও দুই স্ত্রীর নাম জানেন না। বাকী যে দুটি স্ত্রীর নাম জানেন তাদের দুজনের নামই হাসিনা। তাছাড়াও নিজের ভাবীকে পিটানোর মামলায় তিনি হাজত খেটেছেন।

৮ নম্বর সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদার গত রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে জবানবন্দী দেন। ঐ দিনই তার জেরা শুরু হয়। গতকাল সোমবার (২-১-১২) তার অবশিষ্ট জেরা সম্পন্ন করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও মনজুর আহমেদ আনসারী। গতকাল এই তিন আইনজীবীর উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে তার জবানবন্দীর নানা অসঙ্গতি। জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীনকে জনসম্মুখে হেয় করার যে নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে তা বেরিয়ে আসছে জেরার মাধ্যমে। গুরুতর অসুস্থ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গতকালও সারাদিন আন্তর্জাজিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় কাটিয়েছেন কখনো শুয়ে, কখনো বসে। সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর ও একেএম

www.pathagar.com

জহিরের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসলে দিনের একমাত্র বিচার্য বিষয় হিসেবে ৮ নম্বর সাক্ষীর জেরা শুরু হয়। দুপুরে ১ ঘণ্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ জেরা চলে বিকেল সোয়া ৩টা পর্যন্ত। আজ মঙ্গলবার ৯ নম্বর সাক্ষীকে হাজির করে তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হবে। পরে তাকেও জেরা করা হবে। ৮ নম্বর সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদারকে গতকাল সোমবার যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবের সাথে আপনার কোথায় কখন দেখা হয়েছিল।

উত্তর : পারের হাট বাজারে অনুমান সাড়ে ১০টায়।

প্রশ্ন : আপনি পারের হাটে ক'টার সময় এসেছিলেন?

উত্তর : ঐ দিন সকাল ৬টায়ই আসি। আমার পারের হাটে দোকান আছে।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেবের আসার কথা আপনি আগে থেকে জানতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব আপনার দোকানে আসেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেন?

উত্তর : তিনি তখন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি।

প্রশ্ন : তাকে আগে থেকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : উনার নাম যে হেলাল বা উনিই যে হেলাল সাহেব তা কখন জানলেন?

উত্তর : মানিক পসারীর বাড়ির সামনে গিয়ে জানলাম।

প্রশ্ন : আপনি নিজের ইচ্ছায় মানিক পসারীর বাড়ির সামনে গিয়েছিলেন, কেউ ডেকে নেয়নি?

উত্তর : নিজের ইচ্ছায় যাই।

প্রশ্ন : ওখানে আপনি ক'টায় পৌঁছেন?

উত্তর : ১১টার সময়।

প্রশ্ন : সেখানে কাকে কাকে দেখতে পান?

উত্তর : তদন্ত অফিসার, সাংবাদিক,সাক্ষী মোকলেস পসারী, আইয়ুব আলী, মানিক পসারী, মানিক হাওলাদার, সুলতান আহমেদ হাওলাদার, মফিজ পসারী আরো অনেককে।

প্রশ্ন : কতক্ষণ সেখানে ছিলেন?

উত্তর : অনুমান ১টা/দেড়টা পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ১১টায় পৌঁছে প্রথম কি কাজ করেন?

উত্তর : দেখি যে কে কি করে। একজন করে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

প্রশ্ন : আপনাকে কখন জিজ্ঞাসাবাদ করে?

উত্তর : বেলা সাড়ে ১২টা/১টার দিকে।

প্রশ্ন : আপনার জবানবন্দীতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : অনুমান ১০/১৫ মিনিট।

প্রশ্ন : আপনার জবানবন্দী ভিডিও করা হয়।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দেয়ার পর আপনি সোজা দোকানে চলে আসেন?

উত্তর : পরে পোড়া টিন খুঁটির সিজার লিস্টে সই করি। মালামালাগুলো মাহবুব ও মানিক পসারীর জিম্মায় দেয়া হয়।

প্রশ্ন : জব্দকৃত মালামালের তালিকায় জবানবন্দী দেয়ার কতক্ষণ পরে সই করেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : জব্দ তালিকায় সই করার কতক্ষণ পরে দোকানে যান?

উত্তর : আধা ঘণ্টা পরে।

প্রশ্ন : তারপর সারাদিন দোকান করে বাড়ি যান কখন?

উত্তর : দোকানেই রাতে ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি পড়ালেখা কতটুকু জানেন?

উত্তর : পড়ালেখা জানি না, তেমন জানি না। শুধু সই করতে পারি।

প্রশ্ন : আলামতগুলো কি আপনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন?

উত্তর : আমি দেখিয়ে দেইনি।

প্রশ্ন : আলমগীর পসারীর মায়ের নাম রাবেয়া খাতুন, এটা জানেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ঐ দিন আপনারা একটিই জব্দ তালিকায় সই করেন? ঐ দিন অন্য কিছু জব্দ করা হয়েছিল পোড়া টিন ও খুঁটি ছাড়া?

উত্তর : সেটা আমি জানি না। আমি একটিতেই সই করি। অন্য কোন বাড়ির মালামাল জব্দ করার বিষয় আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনার সামনেই মালামাল জিম্মায় দেয়া হয়?

উত্তর : না আমার সামনে দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : আব্দুর রাজ্জাক, তাহের আলী হাওলাদার, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, সেতারা বেগম, রানী, মোহাম্মদ আলী, মকবুল সিকদার এদের বাড়ি বাদুরা গ্রামে। উনারা ইব্রাহিম কুট্টি ও তার শ্যালক সাহেব আলী হত্যা মামলার সাক্ষী এটা আপনি জানেন?

উত্তর : না জানি না।

প্রশ্ন : এটাও আপনি জানেন ১/১০/১৯৭১ তারিখে সাহেব আলীর বাড়ি থেকে সাহেব আলী এবং ইব্রাহিম কুট্টিকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : দানেশ মোল্লা চেয়ারম্যান পারেরহাট ইউনিয়ন, আতাহার আলী হাওলাদার গ্রাম বারইখালী, আশ্রাব আলী পিতা মৃত আসমত আলী বাড়ি টেংরাখালী, আব্দুল মান্নান হাওলাদার পিতা মৃত হাসেম হাওলাদার বাড়ি বাদুরা, আইয়ুব আলী পিতা মৃত আয়ুব আলী, কালাম চৌকিদার গ্রাম বারইখালী, রুহুল আমিন পিতা আনোয়ার হোসেন বাড়ি

www.pathagar.com

পারেরহাট, আব্দুল হাকিম মুনশী পিতা মোমিনাল মুনশী বাড়ি বারইখালী, মোমিন উদ্দিন পিতা আব্দুল গনি বাড়ি গাজীপুর, সেকান্দার সিকদার পিতা মনসুর আলী সিকদার বাড়ি হোগলাবুনিয়া, শামসুর রহমান পিরোজপুর থানার তৎকালীন এ এস আই, মোসলেম মাওলানা পিতা মোদাচ্ছের গাজী বাড়ি বাদুরা এই লোকগুলো পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহায়তায় সাহেব আলী ও ইব্রাহিম কুট্টিকে হত্যা করেছিল।

উত্তর : এদের সবাইকে চিনি না। দানেশ মোল্লা, মোসলেম মাওলানা, সেকেন্দার শিকদার, রুহুল আমিন, মোমিন উদ্দিন এই ক'জনকে চিনি। ১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে এসব লোকেরা ইব্রাহিম কুট্টি ও সাহেব আলীকে ধরে নিয়ে হত্যা করার বিষয় আমি জানি না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি ও সাহেব আলী ওরফে সিরাজকে হত্যার বিষয়ে ১৯৭২ সালে কুট্টির স্ত্রী মমতাজ বেগম পিরোজপুর থানায় একটি মামলা করেন এটা আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনি এটাও জানেন যে, ঐ মামলায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় তদন্ত করে পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করেছিল এটাও আপনি জানেন।

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তা সত্য নয় জেনেও আপনি আদালতে মিথ্যা ও শেখানো সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : না। আমি যা বলেছি সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : ঐ সময় পারেরহাট এলাকার রাজাকারদের সবাইকেই চিনতেন?

উত্তর : ২/৪/৫ জনকে চিনতাম। সবাইকে চিনতাম না।

প্রশ্ন রাজাকার দেলোয়ার হোসেন মল্লিককে চিনতেন?

উত্তর : এই নামে কোন রাজাকার পারেরহাটে ছিল না।

প্রশ্ন : এই নামে কোন লোককে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন দেলোয়ার সিকদার পিতা রসুল সিকদার নামে একজন রাজাকার ছিলেন। তাকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম না।

প্রশ্ন : আব্দুর রাজ্জাককে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : মানিক খন্দকার নামে কোন রাজাকারকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : হোগলাবুনিয়া, পারেরহাট সদরেই।

প্রশ্ন : আপনি নুর খানের বাড়িতে আগুন দেখেছেন। ওটা কত দূরে?

www.pathagar.com

উত্তর : তিনশ'/দুশ' গজ পশ্চিম দিকে আমার বাড়ি থেকে।

প্রশ্ন : যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি দেখেন সেখান থেকে সেলিম খানের বাড়ি কত দূরে?

উত্তর : খালের ওপারে। ১শ' গজ হবে।

প্রশ্ন : খালের পাড় থেকে নুর খানের বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় কলার বাগান ছিল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কুট্টি হত্যা ও মানিক পসারীর বাড়িতে লুটপাট অগ্নিসংযোগের বিষয়ে মানিক পসারী পিরোজপুর আদালতে মামলা করেন। আপনি জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : কোন দারোগা ঐ মামলার জন্য আপনার কাছে গিয়েছিল?

উত্তর : আমার কাছে যায়নি। নুর মোহাম্মদ তদন্ত করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি কোর্টে সাক্ষী দিয়েছি।

প্রশ্ন : মানিক পসারী, আইয়ুব আলী, মফিজ পসারী, মোকলেস পসারী, হরিপদ সিকদার, বাসুদেব মিস্ত্রী এরা সাক্ষ্য দেয়ার সময় কোর্টে আপনার সাথে গিয়েছিল?

উত্তর : এরাসহ আমি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি এবং অন্যরা জবানবন্দী দিয়ে আপনারা সবাই স্বাক্ষর করেছেন?

উত্তর : করেছিলাম।

প্রশ্ন : তারিখটা ২৩/৩/২০১০ কিনা?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ জবানবন্দীতে আপনি সেলিম খানের ঘর পোড়া এবং বাজার লুটপাটের কথা বলেছিলেন?

উত্তর : বলেছিলাম।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টিকে হত্যা করতে আপনি দেখেছেন। এমন কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ মামলার বিষয়ে আপনি টিভিতে কোনো সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন?

উত্তর : দেইনি।

প্রশ্ন : আজ যে মামলায় সাক্ষী দিচ্ছেন- এ বিষয়ে কোথায়ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৯২ সালে গণআদালত ও ১৯৯৪ সালে গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল। এটা আপনার জানা আছে?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত পিরোজপুর কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি, এই মামলায় মানিক পসারীর বাড়িতে গিয়ে হেলাল সাহেবের কাছে এবং আজ এই আদালতে এসে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এবং মানিক পসারীর বাড়ি পোড়া ও লুটপাটের বিষয় ছাড়া অন্য কোথায়ও সাক্ষী দেননি।

www.pathagar.com

উত্তর : না দেইনি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে ২৬টি রিকশায় ৫২ জন পাক সেনার পাড়েরহাটে আসার কথা বলেছিলেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ মে'র আগের ৭ দিন প্রতিদিনই আপনি ছোলামুড়ি বিক্রির জন্য পাড়েরহাট বাজারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ছোলা মুড়ি বিক্রির জন্য মাঝে মাঝে রাজাকার ক্যাম্পেও যেতেন?

উত্তর : ভয়ে যেতাম না।

প্রশ্ন : ৪ এবং ৫ মে সাঈদী সাহেব পাড়েরহাট এলাকায় ছিলেন না। পিরোজপুরের বাইরে কোথায়ও থাকতেন।।

উত্তর : পাড়েরহাটেই ছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ ২ দিন উনাকে আপনি পাড়েরহাট এলাকায় দেখেছেন?

উত্তর : দেখেছি।

প্রশ্ন : কি করতে দেখেছেন?

উত্তর : উনি ঐদিন রাজাকার ক্যাম্পে ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭১ সালের কতদিন আগে থেকে মাওলানা সাঈদীকে চিনতেন?

উত্তর : ২/৩ বছর আগে থেকে।

প্রশ্ন : তার আগে থেকে তিনি কি করতেন তা জানতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যেখানে পড়তেন সেখানে তার নাম কি ছিল তা জানতেন।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ১৫ বছর আগে মাওলানা সাঈদী কি নাম ব্যবহার করতেন?

উত্তর : দেলোয়ার সিকদার নাম ব্যবহার করতেন স্কুল, মাদরাসা ও পাসপোর্টে।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবকে ১৯৯৬ সালের আগে এবং ১৯৭১ সালের পরে এই সময়ের মধ্যে আর দেখেননি।

উত্তর : পাড়েরহাটে দেখেছি কিনা খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : সরকার পক্ষের সরবরাহকৃত ডকুমেন্টে তার স্বাক্ষর দেখানো হয়। এসব স্বাক্ষর কত তারিখে করা হয়।

উত্তর : পসারীর বাড়িতে যেদিন যায় ঐ দিনের সই।

প্রশ্ন : আব্দুল মজিদ হাওলাদার আপনার ভাই।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মজিদের বৌ নির্যাতনের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করে। ৩২৬ ধারায় ঐ মামলায় আপনার জেল হয়।

উত্তর : হাজতে গিয়েছিলাম সত্য নয়। মামলায় আমি খালাস পেয়েছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ খালাস পান আপনি পারিবারিক বৈঠকে আপোষের মাধ্যমে?

উত্তর : না। আমি কোর্ট থেকেই খালাস পাই।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম স্ত্রীর নাম রাহেলা বেগম, সাং শারিকতলা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আরেক স্ত্রীর নাম হাসিনা বেগম, পিতা-আব্দুল কাদের।

উত্তর : জি। সে আমার বড় স্ত্রী।

প্রশ্ন : তার সাথে আপনার ছাড়াছাড়ি হয়েছে, মামলা হয়েছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পাতারুনি গ্রামে অন্য এক হাসিনাকে বিয়ে করে তার সাথে সংসার করছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি বা্রইখালী গ্রামের আবেদ আলী খা'র মেয়েকে বিয়ে করেন এবং পরে ছাড়াছাড়ি হয়েছে?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যে মামলায় এখানে সাক্ষী দিতে এসেছেন এই মামলার অভিযোগকারী কে?

উত্তর : মানিক পসারী।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে ও আগে আপনি পাড়েরহাট বাজার, রিকশাস্ট্যান্ডে মুড়ি বিক্রি করতেন। যেসব রিকশায় পাস সেনারা আসে ঐ রিকশার চালকদের নাম জানতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : যুদ্ধের পরেও ছোলামুড়ি ঐ বাজারে বিক্রি করেছেন?

উত্তর : যুদ্ধের পরও ২/৩ বছর করেছি নিয়মিত।

প্রশ্ন : ঐ রিকশাওয়ালাদের কারো সাথে কি পরে পরিচয় হয়েছিল?

উত্তর : পরিচয় হয়নি।

প্রশ্ন : ঐ রিকশা চালকরা কি বিদেশ থেকে এসেছিল?

উত্তর : এ দেশেরই ছিল

প্রশ্ন : আপনি আর্মি ক্যাম্পে কখনো ছোলামুড়ি বিক্রি করেছেন?

উত্তর : ঐ রাস্তা দিয়েও হাটিনাই।

প্রশ্ন : রিকশাগুলো কতদূর থেকে আপনি গণনা করেন?

উত্তর : নিকটেই দাঁড়িয়ে গুনেছি।

প্রশ্ন : মিলিটারীর সংখ্যাও আপনি একটা একটা করে গুনেছেন?

উত্তর : ২৬টি রিকশায় এসেছে আমরা দাঁড়িয়ে দেখেছি। প্রতি রিকশায় ২ জন করে আর্মি ছিল।

প্রশ্ন : এগুলো কি সিরিয়ালে ছিল?

উত্তর : পিরোজপুর থেকে লাইন ধরে পাড়েরহাটে এসেছিল।

প্রশ্ন : রিকশা ও মিলিটারীর সংখ্যা গুণতে আপনার কত সময় লাগে?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : মিলিটারী ও রাজাকাররা যেখানে যায় সেখানেই আপনি গিয়েছেন। আপনি কি তাদের লোক ছিলেন? আপনার উপর কোন দায়িত্ব ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ৭ ও ৮ মে যা ঘটেছে তা ঘটার কথা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন?

উত্তর : তা কেমনে জানব?

প্রশ্ন : ৭ ও ৮ তারিখের ঘটনা দেখার জন্য আপনাকে কেউ পাঠিয়েছিল?

উত্তর : কেউ পাঠায়নি। আমি নিজেই গিয়েছি।

প্রশ্ন : রইচ উদ্দিন, শহিদ উদ্দিন, মফিজ উদ্দিন, নূর খান, ইব্রাহিম কুট্টি কি একই এলাকার লোক?

উত্তর : তারা আমার এলাকার লোক নয়।

প্রশ্ন : তাদের সাথে কিভাবে পরিচয় হয়?

উত্তর : তারা পাড়েরহাটে আসা যাওয়া করে সেই সুবাদে।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে আপনি ভোটার হয়েছেন?

উত্তর : জি। আইডি কার্ড পাইনি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন?

উত্তর : দিয়েছি।

প্রশ্ন : ভোটার হওয়ার সময় আপনার ছবি ও সই নেয়, টিপও নেয়?

উত্তর : সত্য। টিপ দিয়েছিলাম কিনা খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ওখানে আপনার বয়স নিজেই উল্লেখ করেছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ৮/৩/২০০৮ তারিখে আপনি জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেন ভোটার তালিকার প্রমাণপত্র হিসেবে?

উত্তর : নেইনি।

প্রশ্ন : ভোটার তালিকা এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ উভয়তেই আপনার জন্ম তারিখ ৫/১২/১৯৫৭?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ঐ সনদ অনুসারে ৭১ সালে আপনার বয়স ১৩ বছর অর্থাৎ আপনি শিশু ছিলেন। এজন্য আপনি গোপন করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : খলিল মৌলবীকে চিনতেন?

উত্তর : চশমার দোকান দিত।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার বা আপনার পরিবারের কারো আহত বা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

উত্তর : আহত হয়নি ঘরবাড়ি ক্ষতি হয়নি, গরু ছাগল মুরগি নিয়ে গেছে রাজাকাররা।

প্রশ্ন : মুরগি, গরু, ছাগল নেয়ার কথা আপনি মিথ্যা বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি তো আওয়ামী লীগ করেন?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মানিক পসারীও আওয়ামী লীগ করে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মোসলেম মওলানাও আওয়ামী লীগ করেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ঐ দিন কি গরু-মহিষের গোয়াল ঘর দেখেছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : গরু-মহিষ দেখেছিলেন?

উত্তর : দেখি নাই।

প্রশ্ন : ঐ দিন মানিক পসারীর বাড়ির আশপাশে কোন বাড়ি ঘর দেখেছিলেন?

উত্তর : না দেখি নাই।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীর বাড়ি কোথায়?

উত্তর : মফিজকে ও সময় পাওয়া যায়নি। খালিঘর দেখেছি। তারা কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি ঐ বাড়িতে ঢুকেছিলেন?

উত্তর : না ঢুকি নাই। কোন লোক ছিল না।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি কি ভাণ্ডুর হয়?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়িতে আগুন দেয়ার পরের দিন মফিজদের বাড়িতে কোন রাজাকার বা সেনাবাহিনী গিয়েছিল কি না মফিজকে খোঁজার জন্য?

উত্তর : দেখি নাই। আসার কথাও শুনি নাই।

প্রশ্ন : আপনি মানিক পসারীদের বাড়িতে গিয়েই তো বিস্তারিত শুনেছেন?

উত্তর : আমি একলা গিয়েছি। স্থানীয় লোকজন ছিল?

প্রশ্ন : তাদের কারো নাম বলতে পারবেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মানিক পসারী যে মামলা করেছেন তাতে আপনাকে সাক্ষী করা হয়নি?

উত্তর : হয়েছে।

প্রশ্ন : এই মামলায় সাক্ষী দেয়ার জন্য কতবার ঢাকায় এসেছেন?

উত্তর : দুই বার।

প্রশ্ন : আপনাকে কে এই মামলায় সাক্ষী দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে?

উত্তর : কেউ বলেনি। নিজে থেকেই বলেছি।

প্রশ্ন : আপনি যে রাজাকার দেলোয়ার সিকদারের কথা বলছেন তাকে স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন গুলী করে হত্যা করে?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের সোহরাওয়ার্দী কলেজ চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : কলেজ রোডের পাশে চিলা সিকদারের বাড়ি ছিল রাজাকার দেলোয়ার সিকদারের বাড়ি?

www.pathagar.com

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদারের বড় ভাই এনায়েত সিকদার এখন একজন বড় ব্যবসায়ী?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার দেলোয়ার সিকদার একজন পরিচিত মানুষ। তা সত্ত্বেও আপনি সত্য গোপন করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কলেজ রোডের চিলা সিকদারের বাড়ির দেলোয়ার হোসেন সিকদার ও বর্তমান মামলার আসামী দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আলাদা ব্যক্তি?

উত্তর : সত্য নয়। আমি এই দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে চিনি। চিলা সিকদারের বাড়ির দেলোয়ার সিকদারকে চিনি না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদারই বর্তমান দেলোয়ার হোসেন সাঈদী একথা আজকের আগে আর কোথাও কখনো বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মৃত রাজাকার দেলোয়ার হোসেন সিকদারের স্থলে অন্যায়ভাবে জড়ানো ও শিখানো মতে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আদালতে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা সত্য নয় বলে ইতোপূর্বে কোথাও এসব কথা বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেবের কাছে আপনি ৭ মে তারিখ উল্লেখ করে সাক্ষ্য দেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ২৬ রিকশায় ৫২ পাক আর্মি এসেছিল মর্মে যা এখানে বলেছেন তা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পাক আর্মি আসার পর দেলোয়ার হোসেন সিকদার, দানেস মোল্লা, মোসলেম মাওলানা, সেকান্দার সিকদার, হিন্দু ও আওয়ামী লীগের লোকদের বাড়ি-ঘর দেখিয়ে দেয়। একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : বাজারে ঢুকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পাক আর্মিদের হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘর দেখিয়ে দিলে লুটপাট শুরু হয়, মর্মে যা বলেছেন তা তদন্ত কর্মকর্তাকে জানাননি।

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অন্যরা দোকানপার্ট লুট করে ঘণ্টা দেড়েক পরে তারা রাজলক্ষ্মী বিদ্যালয়ে আর্মিক্যাম্পে চলে যায়, একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অন্যান্যরা লুটপাট করে, এ কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ৩০/৩৫ জন সেনা সদস্য নিয়ে সাঈদী বাদুরা গ্রামে গিয়ে নুর খানের বাড়ি দেখিয়ে দেয়, এ কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : ১৫/১৬ বছর আগের দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম দেলোয়ার সিকদার ছিল, এ কথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : রইচ উদ্দিন ও শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে আগুন দেয়ার পর গরু-মহিষ রাখতো মফিজ উদ্দিন পসারী ও ইব্রাহিম কুট্টি। তাদের মধ্যে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মফিজকে ধরে ফেলে এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা কুট্টিকে ধরে ফেলে দু'জনকে একই দড়িতে বাঁধে, এ কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : কুট্টিকে লাথি মেরে ফেলে দেয়, এ কথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মে মাসের দিকে পারেরহাট বাজারে আপনার ছোলা মুড়ি বিক্রি করা, ৭ তারিখে পারেরহাট বাজারে রিক্সাস্ট্যান্ডের কাছে ২৬টি রিক্সায় ৫২ জন পাক আর্মি আসা, সেখানে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অন্যান্যরা অপেক্ষা করতে থাকা, পরে সেনাবাহিনীকে হিন্দু ও আওয়ামী লীগের লোকজনের বাড়ি-ঘর মাওলানা সাঈদী কর্তৃক দেখিয়ে দেয়া এবং সেই প্রেক্ষিতে লুটপাট হওয়া, মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন এই ট্রাইব্যুনালে তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরের দিন ১৫/১৬ জন সেনা সদস্যসহ ৩০/৩৫ জন রাজাকার নিয়ে গিয়ে বাদুরা গ্রামে নুর খানের বাড়ি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দেখিয়ে দেয়, মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : খালের এপার থেকেই নুর খানের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং ধোঁয়া দেখা, মর্মে যে বক্তব্য ট্রাইব্যুনালে দিয়েছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর বাড়িতে গিয়ে ৩টি বসতঘর, একটি কাচারি ঘর ও গোলাঘরে আগুন দেয়া, মফিজ উদ্দিন পসারী ও কুট্টিকে ধরে একই দড়িতে বাধা, মফিজকে রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া এবং ইব্রাহিম কুট্টিকে ব্রিজের গোড়ায় গুলী করে খালে ফেলে দেয়া, মর্মে ট্রাইব্যুনালে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : রিক্সাস্ট্যান্ডের দক্ষিণ দিকে আরেকটি ছোট খাল আছে?

www.pathagar.com

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ছোট খালের দক্ষিণ পাশে একটি কালী মন্দির আছে?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : কালী মন্দিরের দক্ষিণ পাশে কার বাড়ি?

উত্তর : গনি কাজীর বাড়ি।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিধায় বর্তমান স্থানীয় আ'লীগ দলীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে লোক সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন এবং প্রতিহিংসার বসবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার আশায় মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মধ্য জুলাই পর্যন্ত মাওলানা সাঈদী পারেরহাট বা পিরোজপুরেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনি শিশু ছিলেন। ফলে ছোলামুড়ি বিক্রি বা কোন পেশাই আপনার ছিল না?

উত্তর : সত্য নয়।

৩.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

৯নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

আলতাফ মুরগি ও মাছ চুরির দায়ে অভিযুক্ত!

শহীদুল ইসলাম : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে আসা ৯ম সাক্ষী আলতাফ হোসেন হাওলাদার নিজ গ্রামের চিত্ত সাধুর পুকুরের মাছ চুরির দায়ে ২৫০০ টাকা এবং জয়নুদ্দিনের মুরগি চুরির দায়ে ১২০০ টাকা গ্রাম্য শালিসে জরিমানা দিয়েছেন।

এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীর কাছে থাকলেও ট্রাইব্যুনাল এ সংক্রান্তে জেরার প্রশ্ন এবং জবাব গ্রহণ করেননি। এই অংশ জেরার বিবরণে রাখার জন্য মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী লিখিত পিটিশন দিয়েছেন। সাক্ষী আলতাফ হাওলাদার অবশ্য তার বিরুদ্ধে এ সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার ২ নম্বর সাক্ষী রুহুল আমিন নবীন নিজে পারেরহাট বাজারে উপস্থিত থাকাকালে মাওলানা সাঈদীকে ৩০/৩৫টি দোকান লুট, লুটের মামলামাল মাথায় করে নিয়ে যাওয়াসহ অনেক ঘটনা নিজে দেখেছেন বলে উল্লেখ করলেও সরকার পক্ষেরই ৯ নম্বর।

সাক্ষী গতকাল (৩-১-১২) জেরার সময় বলেছেন, ৭ মে'র আগে থেকেই রুহুল আমিন নবীন পারেরহাট এলাকায় ছিলেন না। তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৮ ডিসেম্বর পারেরহাটে ফিরে আসেন। সরকার পক্ষেরই দু'সাক্ষীর মধ্যে এসব তথ্যের অসঙ্গতি বের হয়ে আসে গতকালের জেরায়।

৯ম সাক্ষী হিসেবে গতকাল সকালে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করেন মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন হাওলাদার। বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটে তার জবানবন্দী রেকর্ড শুরু হয়। আধা ঘণ্টার মধ্যে তার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী শেষ হয়। তিনি বিশাবালিকে সাঈদীর নির্দেশে এক রাজাকার নারিকেল গাছের সাথে বেঁধে পরে গুলী করে হত্যা করতে দেখছেন বলে জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন। তবে জেরার সময় বলতে পারেননি যে কোন রাজাকার গুলী করেছিল। বিগত ৪০ বছরেও তার নামটি জানার চেষ্টা করেননি। অথচ কথিত গুলীর নির্দেশদাতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নামটি মনে রেখেছেন। জবানবন্দী রেকর্ড হওয়ার পরপরই তার জেরা শুরু হয়। মাঝে দুপুরের খাওয়া ও নামাযের জন্য সোয়া এক ঘণ্টার বিরতিসহ জেরা চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আজ বুধবার তার অসমাপ্ত জেরা সম্পন্ন হবে। এডভোকেট মিজানুল ইসলাম গতকাল সারাদিন আলতাফ হোসেন হাওলাদারকে জেরা করেন।

এই জেরার সময় গতকালও সরকার পক্ষের আইনজীবীরা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শব্দ করেছেন এবং প্রশ্নের ওপর আপত্তি দিয়েছেন। উত্তরও বলে দেয়ার অভিযোগ করেছেন ডিফেন্স আইনজীবীরা। একজন প্রসিকিউটর উচ্চৈঃস্বরে উত্তর বলে দেয়ার কারণে

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম নিজেই সিনিয়র প্রসিকিউটর এস হায়দার আলীকে বলেন, ঐ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে আমি আপনার এ্যাকশন দেখতে চাই।

৯ নম্বর সাক্ষী আলতাফ হাওলাদারের জবানবন্দী নিম্নরূপ:

আমার নাম মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন হাওলাদার, বর্তমান বয়স ৫৮ বছর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আমার গ্রাম টেংরাখালী গ্রামে ছিলাম। ১৯৭১ সালের মে মাসের ৭ তারিখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পারেরহাট আসে। ঐ তারিখের ৬/৭ দিন আগে শান্তি কমিটি গঠন করে পারেরহাটে।

পরে আরো একটি কমিটি গঠন করে রাজাকাররা। সেকান্দার আলী সিকদারের নেতৃত্বে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মোসলেম উদ্দিন মাওলানা, দানেশ আলী মোল্লা রাজাকার কমিটি গঠন করে। গঠন করার পরে পারেরহাটের বন্দরে ৩০/৩৫টি দোকান ও বাসাবাড়িতে লুটপাট করে মালামাল নিয়ে যায়।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পারেরহাট রাজলক্ষ্মী বিদ্যালয়ে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। রাজাকাররা ফকির দাসের দালানে পারেরহাট বন্দরে ক্যাম্প করে। পারেরহাট এবং তার আশপাশের যা কিছু ঘটে যেমন অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ তার সবকিছু দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের ২ জুন আমি আমার মামার বাড়ি ওমেদপুর গ্রামে যাই। আমি বেলা আনুমানিক ১০টা সাড়ে ১০টার সময় দেখি একদল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ আরো অনেক রাজাকার ঐ ওমেদপুর হিন্দু পাড়ায় ঢোকে। উক্ত ঘটনা দেখতে আমি রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে যাই। যাওয়ার পর দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, পাক হানাদাররা ঘরগুলোর মালামাল লুটপাট করে। ১৮/২০টি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ইতোমধ্যে ভিসা বালি নামে একটি লোককে ধরে এনে নারকেল গাছের সাথে বাঁধে। রাজাকাররা তাকে মারপিট করে, ইতোমধ্যে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে কি যেন আলোচনা করে। তখন সাঈদী সাহেব বলি শালাকে গুলী কর। একথা বলায় একজন রাজাকার রাইফেল না পিস্তল বলতে পারবো না লম্বা অস্ত্র দিয়ে গুলী করে।

গুলী করার সাথে সাথে ভিসা বালি মা বলে একটি চিৎকার দেয়। আমি ভয়ে কাতর হয়ে জঙ্গলের আরো গভীরে চলে যাই। এরপর আমি আমার মামাবাড়িতে গেলাম, ঐ দিনই বিকেলে মামার বাড়িতে ভাত খেয়ে অনেক লোকজনের সাথে আমিও পোড়া বাড়ি দেখতে আসি। আসার পরে বলে ভিসা বালি যে এখানে মারা গেল তার লাশটা কোথায় গেল? তখন ওখানে গিয়ে রক্ত টক্ত দেখা গেল।

আমিও দেখেছি রক্ত। মহিলারা বলাবলি করে যে তাকে (ভিসাবালির লাশ) খালে ফেলে দিয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি একদিন পারেরহাটে বাজার করতে যাই। বাজারের উত্তর মাথায় মাছের বাজার ছিল। ওখানে দেখি, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী কয়েকজন রাজাকার ও অন্যান্য লোকজন নিয়ে মদন সাহার দোকান ঘর ভেঙ্গে নৌকা যোগে উনার শ্বশুর বাড়ি ইউনুস মুনশীর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আজ কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। এর আগে আমি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। ৯ নম্বর সাক্ষী আলতাফ হোসেন হাওলাদারকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি পারেরহাট ইউনিয়নে?

উত্তর : জি। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টেংরাখালি গ্রামে।

প্রশ্ন : আপনি ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি?

উত্তর : না, আমি সেক্রেটারি।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবকে ১৯৭১ সালের কত আগে থেকে চেনেন?

উত্তর : ৭১ সালের ৭/৮ বছর আগে থেকে চিনতাম।

প্রশ্ন : যখন চিনতেন তিনি বিবাহিত ছিলেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : উনাকে আপনি কি প্রথম পারেরহাটে দেখেছেন?

উত্তর : জি, পারেরহাটে।

প্রশ্ন : পারেরহাটে উনি কি করতেন?

উত্তর : দোকানদারী করতেন। ফুটপাতে তেল, নুন, মরিচ, হলুদ, সাবান ইত্যাদি বিক্রি করতেন।

প্রশ্ন : উনি যেখানে বিক্রি করতেন তার পাশে কোন দোকান ছিল?

উত্তর : গনেশ ডাক্তারের দোকান ছিল পাশে বটতলায়। অন্য স্থায়ী দোকানদারদের নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : উনি কি শুধু হাটের দিন দোকান করতেন?

উত্তর : জি। অন্যদিন দোকানদারী করতেন না।

প্রশ্ন : হাটের দিন অনেক অস্থায়ী দোকান ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : অস্থায়ী দোকানগুলো ক'টা থেকে বসা শুরু হতো?

উত্তর : সকাল থেকেই দোকানগুলো বসতো। ১০/১১টায় জমজমাট হতো। ৩টা পর্যন্ত জমজমাট থাকতো।

প্রশ্ন : হাট সপ্তাহে ক'দিন ছিল?

উত্তর : ২ দিন। বৃহস্পতি ও রোববার।

প্রশ্ন : অস্থায়ী দোকানগুলোর মধ্যে মনোহারী দোকানও ছিল?

উত্তর : ছিল। তাতে আলতা, চুড়ি, ফেতা, লিপিস্টিক ইত্যাদি বিক্রি হতো, অস্থায়ী শাড়ির দোকান ছিল না।

প্রশ্ন : অস্থায়ী অন্য কোন দোকানদারের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : জীবন মালাকারের ছেলে, টেংরাখালীর মজিদের দোকান ছিল।

প্রশ্ন : জীবন মালাকারের বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর : পারেরহাটেই ছিল। তার স্থায়ী দোকান ছিল কি না জানা নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের পাশের অস্থায়ী দোকান কার ছিল?

উত্তর : গৌরাঙ্গ সুন্দরের দোকান ছিল। উনি সাদা পাতা বিক্রি করতেন।

প্রশ্ন : তার বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর : টেংরাখালী। আমাদের গ্রামে।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের দোকানের অন্য পাশে কার দোকান ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : সাউথ খালি।

প্রশ্ন : উনার পিতা ও ভাইদের চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম না। কারণ তারা পারেরহাটে আসা-যাওয়া করতেন না।

প্রশ্ন : উনার ভাইদেরকে আপনি আজও ভাল করে চেনেন না।

উত্তর : না, চিনি না।

প্রশ্ন : উনি লেখাপড়া কতটুকু করেছেন?

উত্তর : জানি না। লেখাপড়া অবশ্যই করেছেন। শুনেছি মাদরাসা থেকে আই-এ পাস করেছেন।

প্রশ্ন : উনার এই আই-এ পাসের কথা ১৯৭১ সালের আগেই শুনেছেন?

উত্তর : না। আগে শুনি নাই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হওয়ার কত পরে সাঈদী সাহেবের নাম শুনেছেন বা দেখেছেন?

উত্তর : স্বাধীনের পরে বাজার করতে দেখেছি। ইন্দুরকানিতে দেখেছি। তবে সাল তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : সাঈদীর সাথে স্বাধীনতার আগে বা পরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার পদে দাঁড়াননি। তিনি সাধারণ লোক ছিলেন।

উত্তর : শুনি নাই। সাধারণ লোক ছিল কি না তাও বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার আগে উনি ওয়াজ নসিহত করতেন?

উত্তর : স্বাধীনতার আগে শুনিনি। পরে শুনেছি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার কতদিন পরে শুনেছেন?

উত্তর : তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে উনার ছেলে-মেয়েদের দেখেছেন?

উত্তর : না দেখি নাই।

প্রশ্ন : উনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ি দেখেছেন?

উত্তর : উনি পারেরহাটে থাকতেন না। পারেরহাটে উনার বাড়ি ছিল না। উনার শ্বশুর বাড়ি থাকতেন।

প্রশ্ন : আপনি উনার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন?

উত্তর : যাইনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : শ্বশুরবাড়িতে ক'টি ঘর তাও দেখেননি?

উত্তর : না দেখি নাই। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছি।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের শ্বশুরের ছেলে মেয়ে কটা?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : উনার শ্বশুর বাড়ির মন্ডল বা মাতববরের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : রাজ্জাক নাম করে একজন ছিল। বংশে উকিল।

প্রশ্ন : ১৯৯৬, ২০০১ সালে এবং ২০০৮ সালে সাঈদী সাহেব জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন।

উত্তর : জি, জানি।

প্রশ্ন : প্রথম ২ বার উনার প্রতিদ্বনদ্বী ছিলেন সুধাংশু শেখর হালদার।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনি পেশায় উকিল ছিলেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ৯৬ সালের আগ পর্যন্ত স্থানীয় এমপি ছিলেন?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের জনসভাগুলোতে আপনি আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে গিয়েছেন?

উত্তর : গিয়েছি কি না মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : মাহবুব আলম হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার আগে থেকেই চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : উনার ৩ ভাই ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : অন্য দুই ভাইয়ের মধ্যে আব্দুল মজিদ হাওলাদার মারা গেছেন। অন্য ভাই আব্দুল বাতেন হাওলাদার বেঁচে আছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনাদের পরিবার সচ্ছল ছিল?

উত্তর : জি। মোটামুটি।

প্রশ্ন : মাহবুব সাহেব এখনো সচ্ছল?

উত্তর : মোটামুটি।

প্রশ্ন : তিনি যে পরিবারে আছেন সেই পরিবারের প্রধান উনি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মাহবুবুল আলমের বড় দুই ভাইয়ের সাথে কখনো দেখা করেছেন?

উত্তর : আগে দেখা সাক্ষাৎ হতো। এখনো বাতেনের সাথে দেখা হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মানিক পসারী শহিদ উদ্দিন পসারীর ছেলে তাকেও স্বাধীনতার আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তর : তেমন ভাল চিনতাম না। উনাদের বাড়ি চিতলিয়ায়।

প্রশ্ন : আলমগীর পসারীকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : জাহাঙ্গীর পসারীকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : শহিদ উদ্দিন পসারী, রইচ উদ্দিন পসারীকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম না। নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে বা আগে মানিক পসারীর সাথে আপনার কবে পরিচয় হয়?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : মাহবুব আলম হাওলাদার এবং মানিক পসারী পিরোজপুর আদালতে মামলা করেন সাঈদীর বিরুদ্ধে। এটা আপনি জানেন?

উত্তর : মাহবুবের মামলা জানি। সেটায়ও সাক্ষীও দিয়েছি। মানিক পসারীরটা জানি না।

প্রশ্ন : মাহবুব আলম হাওলাদার মামলা করার আগে আপনার সাথে পরামর্শ করেছিল?

উত্তর : করেনি।

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলমের পিরোজপুরের কোর্টে মামলায় যে আপনি সাক্ষী এটা আপনি কবে জানলেন? ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : জবানবন্দী দিয়েছি।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দিতে যেতে হবে এটা আপনি কবে জানলেন?

উত্তর : মাহবুব বলেছিল। কবে বলেছিল খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর কোর্টে প্রদত্ত জবানবন্দীতে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব ভিসা বালিকে গুলী করতে বলেছেন এবং আপনি দেখেছেন। এ কথা বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে ঢাকায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য একটি গণআদালত ও ১৯৯৪ সালে গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল। সেটা জানেন?

উত্তর : সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।

প্রশ্ন : জাহানারা ইসলামের নাম শুনেছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এডভোকেট গাজীউল হকের নাম শুনেছেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ড. আহমেদ শরীফের নাম শুনেছেন?

উত্তর : না, শুনিনাই।

প্রশ্ন : মাজহারুল ইসলামের নাম শুনেছেন?

www.pathagar.com

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : ফয়েজ আহমেদের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : কবীর চৌধুরীর নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : কলিম শরাফীর নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : মাওলানা আব্দুল আওয়ালের নাম জানেন?

উত্তর : না, জানি না।

প্রশ্ন : লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূরুজ্জামানের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরীকে চেনেন?

উত্তর : জানি না। মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের নাম শুনেছেন?

উত্তর : মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : এডভোকেট এ এস এম মেসবাহ উদ্দিনের নাম শুনেছেন?

উত্তর : মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন : ড. আসিফ নজরুলের নাম জানেন? আগে সাংবাদিক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : এডভোকেট সুব্রত চৌধুরীতে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনি নাই।

প্রশ্ন : এডভোকেট জেড আই খান মান্নাকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এডভোকেট মজিবুর রহমানের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : এডভোকেট নাজমা আক্তার কাওসারের নাম শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এডভোকেট মোস্তফা ফারুককে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : ব্যারিস্টার সারা হোসেনের নাম শুনেছেন?

উত্তর : না, শুনি নাই।

প্রশ্ন : এডভোকেট রহমান খানের নাম শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এডভোকেট নজরুল ইসলাম সুজনের নাম শুনেছেন?

www.pathagar.com

উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট জগলুল হায়দার আফিরিনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট আব্দুল মান্নানের নাম জানেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : সাংবাদিক আমানুদ্দৌলার নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : হারুন হাবিবের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : জুলফিকার আলী মানিকের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনি নাই।
প্রশ্ন : মিজানুর রহমান খানের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : ফজলুর রহমান সাংবাদিকের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : প্রভাষ আমিনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : জাবিদ হাসান মাহমুদের নাম জানেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।
প্রশ্ন : আইজ্যাক রবিনসনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : ইমতিয়াজ আমিনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট জিয়াদ আল মাসুমের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না। স্যার।
প্রশ্ন : এডভোকেট শামসুদ্দিন বকুলের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট মাহবুবে আলমের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : এডভোকেট নিজামুল হক নাসিমের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না, শুনি নাই।
প্রশ্ন : এডভোকেট মনোয়ার হোসেনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : এডভোকেট মাহবুব আলীর নাম শুনেছেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।
প্রশ্ন : এডভোকেট এম কে রহমানের নাম জানেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এডভোকেট আমিন উদ্দিনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট সাইফুল ইসলাম তারেকের নাম শুনেছেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।
প্রশ্ন : এডভোকেট দেলোয়ার হোসেনের নাম শুনেছেন?
উত্তর : নাম শুনেছি।
প্রশ্ন : এডভোকেট কাজী মোতাহার হোসেন সাজুর নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট নওসের আলী শেখের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : এডভোকেট সাইফুদ্দিন আহমেদের নাম শুনেছেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।
প্রশ্ন : এডভোকেট হরি সাধন দেবকে চেনেন?
উত্তর : মনে পড়ে না।
প্রশ্ন : এডভোকেট আবুল বাসেত মজুমদারকে চেনেন?
উত্তর : শুনি নাই।
প্রশ্ন : শওকত জাহাঙ্গীরকে চেনেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : কামাল পাশা চৌধুরীর নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : শফিকুর রহমানের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : ডা. মোস্তাক আহমেদের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের নাম শুনেছেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : আব্দুর রাজ্জাক এমপির নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : কাজী আরেফ আহমেদের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : সৈয়দ হাসান ইমামের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : নুরুল ইসলাম নাহিদের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।
প্রশ্ন : অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, শাহরিয়ার কবিরের নাম শুনেছেন?
উত্তর : শুনেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এই ভদ্রলোকেরা নিজে বা তাদের পক্ষে কেউ '৭১-এর ঘটনা সম্পর্কে আপনাকে কখনো জিজ্ঞাসা করেছিল?

উত্তর : মনে পড়ে না। (নামসমূহ আপত্তিসহ)

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে কত তারিখের কোথায় জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : ১৯-০৮-২০১০ তারিখে পারেরহাট রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দিতে ক'টায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : আনুমানিক সকাল ১০টা।

প্রশ্ন : আপনাকে কেউ ডেকে নিয়েছিল?

উত্তর : ঐ দিন না। আগে বলেছিল মাহবুব।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দেয়ার সময় কি মাহবুব সাহেব উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : সেখানে আর কাউকে দেখেছিলেন?

উত্তর : মাহতাব, সালাম তালুকদার, বাবুল পন্ডিত, আব্দুর রকিবদের দেখেছি।

প্রশ্ন : যে নামগুলো বললেন এরা আপনার পূর্ব পরিচিত?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সালাম তালুকদার আপনার মামাতো ভাই?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি লেখাপড়া কতটুকু করেছেন?

উত্তর : থ্রি, প্রাইমারি।

প্রশ্ন : আপনারা ক'ভাই বোন?

উত্তর : ২ ভাই ১ বোন। বোন মারা গেছে।

প্রশ্ন : দুই ভাইয়ের মধ্যে আপনি ছোট?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বড় ভাই কি করে?

উত্তর : চাষাবাদ করেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালে আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর : বড় ভাইর সাথে চাষাবাদে সহায়তা করতাম।

প্রশ্ন : আপনাদের জমা-জমি কোথায় ছিল?

উত্তর : টেংরাখালী ও চরটেংরাখালী এলাকায়।

প্রশ্ন : '৭১ সালে আপনার পিতা জীবিত ছিলেন?

উত্তর : আগেই মারা গেছেন।

প্রশ্ন : আপনি এখনো কৃষি কাজই করেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : চিত্ত ঠাকুরকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : চিত্ত সাধুকে চেনেন?

www.pathagar.com

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : ময়নার স্বামী জয়নুদ্দিনকে চেনেন?

উত্তর : জয়নুদ্দিনকে চিনি।

প্রশ্ন : চিত্ত সাধুর পুকুরের মাছ আর জয়নুদ্দিনের মুরগি চুরির ব্যাপারে আপনার সাজা হয়েছিল।

উত্তর : এ ধরনের ঘটনা আমার জীবনে আসেনি। (তবে প্রশ্ন ও উত্তরটি কোর্ট বাদ দিয়েছে)

প্রশ্ন : যুবলীগ নেতা জিয়াউল আহসানকে চেনেন? তার বাবার নাম রোস্তম গাজী, জিয়া নগর?

উত্তর : দেখলে হয়তো চিনবো। তবে নামে চিনছি না।

প্রশ্ন : ভিসাবালির বাড়ির সামনের খালে একটি ব্রিজ হচ্ছে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি আলতাফ, মাহবুবসহ ৪ জনে মিলে ব্রিজটি করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : রাজাকারবাহিনী ৭ তারিখের ক'দিন আগে গঠিত হয়?

উত্তর : শান্তিকিমিটি গঠনের ২/৩ দিন পরে।

প্রশ্ন : রাজাকারবাহিনী গঠনের পর ফকিরদাসের বিল্ডিং-এ ক্যাম্প করে?

উত্তর : হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, দোকান লুট করার পরে ক্যাম্প করে।

প্রশ্ন : কত জনের বাড়ি-ঘর লুট হয়?

উত্তর : আনুমানিক ৩০/৩৫ জন।

প্রশ্ন : তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বলুন?

উত্তর : নারায়ণ সাহা, বিপদ সাহা, মুকুন্দ সাহা আরো অনেকে।

প্রশ্ন : লুটের মালামাল কোথায় নিয়ে যায়?

উত্তর : রাজাকাররা মালামাল কোথায় নিয়ে যায় তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : শান্তিকমিটির কোন অফিস ছিল?

উত্তর : তারা রাজাকারের ক্যাম্পেই ছিল।

প্রশ্ন : রাজাকারদের পোশাক খাকি ছিল?

উত্তর : যার যার পোশাক ছিল, খাকি পোশাক ছিল কিনা আমার খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : তাদের কাছে কি অস্ত্র ছিলো?

উত্তর : রাইফেল ছিলো। কোন অস্ত্রের কি নাম তা জানি না।

প্রশ্ন : রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠনের সময় পারেরহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কে ছিলো?

উত্তর : আমজাদ হোসেন গাজী।

প্রশ্ন : আমজাদকে রাজাকার অফিসে দেখেছেন?

উত্তর : আমি যাইনি। আমজাদ গেছেন কি না জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পার্শ্ববর্তী শংকরপাশা ইউনিয়নে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী কবে গঠিত হয়?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : শংকরপাশা ইউনিয়নে রাজাকার বা শান্তি কমিটি ছিলো কি না?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাদে আশপাশে কোথায়ও রাজাকার শান্তি কমিটি গঠনের বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই।

উত্তর : ছিলো না।

প্রশ্ন : পারেরহাটে নিয়মিত যেতেন না হাটবারে যেতেন?

উত্তর : হাটবারে যেতাম। আবার এমনিতেও মাঝে মাঝে যেতাম।

প্রশ্ন : পারিবারিক বাজার আপনার বড় ভাই করতেন।

উত্তর : বড় ভাইই করতেন। মাঝে মাঝে আমিও করতাম।

প্রশ্ন : পারেরহাটে শান্তি কমিটি ও রাজাকাররা স্থানীয় লোক ছিলো?

উত্তর : বিভিন্ন স্থানের লোক ছিলো।

প্রশ্ন : পারেরহাট ইউনিয়নের বাইরের ২/১ জন রাজাকারের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : টগরার সুলতান এবং খলিলকে চিনি। বাকীদের নাম জানি না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকার কয়েকজন রাজাকারের নাম বলুন।

উত্তর : দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীর বাড়ি ছিলো সাউথখালি।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বাদুরা গ্রামে।

প্রশ্ন দানেশ মোল্লার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : নীলবুনিয়া।

প্রশ্ন : সেকান্দার সিকদারের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : হোগলবুনিয়া।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় ২/১ জন রাজাকারের নাম বলুন?

উত্তর : মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজার থেকে আপনার বাড়ি কতদূর?

উত্তর : পশ্চিম দিকে আনুমানিক দেড় মাইল দূরে।

প্রশ্ন : পারেরহাট থেকে যাওয়ার পথে টগরা তারপর ওমেদপুর হিন্দুপাড়া, তারপর মুসলমানপাড়া তারপর আপনার গ্রাম সাউথ খালি।

উত্তর : না। আমার বাড়ি যেতে টগরা পড়ে না।

প্রশ্ন : টগরা গ্রাম পারেরহাট থেকে কত দূরে?

উত্তর : বলতে পারবো না। অনুমান করেও নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাট থেকে আগে ওমেদপুর হিন্দুপাড়া, তারপর মুসলমানপাড়া, তারপর টেংরাখালী।

www.pathagar.com

উত্তর : না। আগে ওমেদপুর মুসলমানপাড়া, তারপর ওমেদপুর হিন্দুপাড়া, তারপর আবার মুসলিমপাড়া, তারপর আমার গ্রাম।

প্রশ্ন : রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠনের আগে পারেরহাট এলাকা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিলো?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আপনি কবে প্রথম পারেরহাট বা আপনার এলাকায় দেখেছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ৮ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত আপনার সাথে কোনো মুক্তিযোদ্ধার দেখাই হয়নি?

উত্তর : আমি পারেরহাটে দেখি নাই। অন্য কোথায়ও দেখতে পারি।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে কি না?

উত্তর : জানা আছে।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির নেতৃত্বে কারা ছিলো পারেরহাট এলাকায়?

উত্তর : নবীন ছিলো, তার নাম মনে আছে।

প্রশ্ন : নবীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর : '৭১ সালে পারেরহাটে তার বাসাবাড়ি ছিল। গ্রামের বাড়ি বাদুরা গ্রামে।

প্রশ্ন : নবীন ছাড়া আর কাউকে নেতৃত্ব দিতে দেখেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন ৭ মে'র আগে নবীন সাহেব এলাকায় ছিলেন?

উত্তর : দেশেই ছিলো না। ৭ মে'র আগেই নবীন সাহেব এলাকা ছেড়ে যায়। কোথায় ছিলো কবে চলে যান তা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর মুক্ত হওয়ার পর নবীনকে পারেরহাটে কবে দেখেছেন?

উত্তর : ১৮ ডিসেম্বর দেখেছি।

প্রশ্ন : ৮ ডিসেম্বর মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে পারেরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বরের আগে না পরে পারেরহাট শত্রুমুক্ত হয়?

উত্তর : ১৬ ডিসেম্বরের ২ দিন পর ১৮ ডিসেম্বর পারেরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

প্রশ্ন : নবীন সাহেব সুন্দরবন থেকে এসে ১৮ ডিসেম্বর পারেরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত করে।

উত্তর : আরো মুক্তিযোদ্ধা এলাকায় ছিলো।

প্রশ্ন : নবীন ছাড়া আরো যেসব মুক্তিযোদ্ধা আসে তাদের নাম বলুন?

উত্তর : নবীন ছাড়াও আব্দুস সালাম হাওলাদার, সালাম তালুকদার, গৌতম হালদার, কালু (আসল নাম জানি না), বাকিদের নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার কতদিন পরে আপনি মেজর জিয়াউদ্দিনের নাম শুনেছেন?

উত্তর : '৭১ সালের আগেই তার নাম শুনেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের আগে উনি কি করতেন?

উত্তর : আমি জানি উনি মেজর ছিলেন।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পারেরহাট এলাকায় মেজর জিয়াউদ্দিনকে দেখেছেন?

উত্তর : এসেছিলেন আমি শুনেছি। কিন্তু দেখিনি।

প্রশ্ন : ১৮ ডিসেম্বর নবীন সাহেবরা কোথায় ঘাঁটি স্থাপন করেন।

উত্তর : তারা পারেরহাটে এসে রাজাকারদের সরিয়ে দিয়ে ফকিরদাসের দালানে ক্যাম্প স্থাপন করে।

প্রশ্ন : আপনি কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ ক্যাম্পে গিয়েছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ঐ ক্যাম্পটি কত দিন ছিলো?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাকারদের ধরা শুরু করেছিল?

উত্তর : কিছু কিছু ধরেছিল বলে শুনেছি।

প্রশ্ন : গণরোষে কিছু রাজাকার নিহত হয়েছিল?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : সেকান্দার সিকদার, দানেশ মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামের রাজাকাররা পারেরহাটে গ্রেফতার হয়।

উত্তর : জানা নেই। দেলোয়ার হোসেন মল্লিক নামের কোনো রাজাকারের নামই আমি শুনি নাই।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজার থেকে পিরোজপুর শহর কতদূর।

উত্তর : অনুমান ৬/৭ মাইল।

প্রশ্ন : পিরোজপুর শহরে সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছিলো?

উত্তর : ছিলো।

প্রশ্ন : এই কলেজের পাশে চিলাবাড়ি নামে একটি গ্রাম ছিলো এখনো আছে।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : চিলাবাড়ির এনায়েত সিকদার নামের কোনো বড় ব্যবসায়ীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : এনায়েত সিকদারের ভাই দেলোয়ার সিকদার নামে একজন রাজাকার ছিলো?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার রাজাকার ছিলো। সে গণরোষে আবেদ আলী নামের এক মুক্তিযোদ্ধার গুলীতে নিহত হয়। আপনি জেনেও তা গোপন করছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যে রাজাকার ভিসাবালীকে গুলী করেছিল বলে আপনি উল্লেখ করেছেন তার নামটি আজও জানার চেষ্টা করেননি।

উত্তর : চেষ্টা করি নাই।

৪.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৯নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা

সাক্ষী বলতে পারেন না তিনি কত দিন ধরে ওয়ার্ড আ'লীগের সেক্রেটারি

শহীদুল ইসলাম : বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন ও মোফাসসিরে কুরআন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিতে আসা ৯ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন হাওলাদার নিজেকে পারেরহাট ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি বলে জানান। কিন্তু বলতে পারেন না যে তিনি কতদিন ধরে এই পদে আছেন। নিজেকে কৃষক বলে দাবি করলেও এক বস্তা ইউরিয়া সারের সঠিক দাম বলতে

পারেন না। জবনাবন্দীতে নিজের বয়স ৫৮ বছর বললেও জেরার সময় বলতে পারেন না সঠিক বয়স কত। ভোটার তালিকায় জন্ম তারিখ ৫/৪/১৯৪৬ অনুসারে বয়স হয় এখন ৬৫ বছর যাতে তিনি নিজে স্বাক্ষর করেছেন। তাতে তার পেশা লেখা আছে ব্যবসায়ী। মাত্র দু'বছর আগে পিলখানায় ঘটে যাওয়া বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা অফিসারদের নির্মম হত্যাকান্ড সম্পর্কেও তার ধারণা নেই। অথচ ৪০ বছর আগে ১৯৭১ সালের ৭ মে ২ জুন তারিখে পারেরহাট ও তার আশপাশের এলাকায় মাওলানা

www.pathagar.com

সাঈদী কি করেছেন তা বিস্ময়করভাবে মনে রেখেছেন। তিনি নিজেকে ৫ম শ্রেণী পাস দাবি করলেও বাস্তবে কোন মতে নাম সই করা ছাড়া কিছুই লিখতে বা পড়তে জানেন না।

৯ নম্বর সাক্ষী আলতাফ হোসেন হাওলাদারকে গতকাল বুধবার (৪-১-১২) দ্বিতীয় দিনের মতো অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীর জেরায় বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য। গত মঙ্গলবার তিনি ট্রাইব্যুনালে জবনাবন্দী দেয়ার পর ঐ দিনই জেরা শুরু হয়। তার অসমাপ্ত জেরা গতকাল সম্পন্ন হয় বেলা ১টায়। সকাল ১১টায় শুরু হয় তাকে জেরা করা। মধ্যাহ্ন বিরতির পর দুপুর ২টায় ১০ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ২ জন সাক্ষীর অসুস্থতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। বেলা ২টায় পুনরায় কোর্ট বসলে প্রসিকিউটর এস হায়দার আলী আদালতকে জানান, ৩ জন সাক্ষীর হাজিরা সর্বশেষ দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের সাক্ষ্য ও জেরা শেষ হয়েছে। বাকি একজন আগের দিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাকে রেস্ট দেয়া হয়েছে। বাকি আরেক জনের আজ সাক্ষ্য দেয়ার কথা। কিন্তু দুভার্গ্যজনকভাবে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি আরও জানান, আরও একজন সাক্ষী আজ রাতে আসবে। এ জন্য তিনি আদালতের কার্যক্রম মূলতবি করার আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম জিজ্ঞেস করেন এই দু'জনের কেউই যদি কাল সুস্থ না হন এবং যিনি আসছেন তিনিও যদি পৌঁছতে বা প্রস্তুত হতে না পারেন তাহলে কি হবে। এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি হায়দার আলী। আদালত তাকে জিজ্ঞেস করেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা দূর থেকে এসেছেন তারাও একদিন ছুটি চাচ্ছেন। তাহলে কাল (আজ বৃহস্পতিবার) সময় না করে রোববার পরবর্তী সাক্ষীর দিন ধার্য করি। এতে উভয়পক্ষই রাজি হওয়ায় রোববার পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ মূলতবি করা হয়।

যে দু'জন সাক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়ায় গতকাল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিতে পারেননি তারা হলেন আব্দুল লতিফ হাওলাদার এবং মোখলেস পসারী। ৯ নম্বর সাক্ষী আলতাফ হোসেন হাওলাদারকে গতকাল জেরা করেন এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও মনজুর আহমেদ আনসারী। গত মঙ্গলবার তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। গতকালের জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনার জন্ম তারিখ কত?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

উত্তর : আমি চাষবাস করি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে ভোটার তালিকা হয়েছে, আপনি তাতে সই করেছেন। ছবি নিয়েছে, জন্ম তারিখও একটা আছে। টিপসইও দিয়েছিলেন, বয়স পেশা সবই উল্লেখ আছে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ভোটার তালিকায় পেশা এবং জন্ম তারিখ কি দিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : আপনি ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি কত দিন ধরে?

উত্তর : বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর গ্রেফতার ও বিচারের জন্য আপনার এলাকায় আপনারা মিছিল মিটিং করেছেন।

উত্তর : জি, করেছি। সারাদেশের মানুষই করেছে।

প্রশ্ন : আপনাদের দাবি ও মিছিল মিটিং-এর প্রেক্ষিতে একজন আগ্রহী মানুষ হিসেবে আপনি পিরোজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে এবং বর্তমানে এই আদালতে এসে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : এই বিচারের জন্য আপনি খুবই আগ্রহী?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিচার হচ্ছে। এটা তো আপনাদের বিরাট বিজয়।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মাওলানা সাঈদীর গ্রেফতারের তারিখ জানেন?

উত্তর : বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : তাকে গ্রেফতারের মাস বলতে পারবেন?

উত্তর : সঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশ কাঁপানো বিডিআর বিদ্রোহ হয়েছিল। জানেন?

উত্তর : শুনেছি। মানুষ মারা গেছে।

প্রশ্ন : বিডিআর বিদ্রোহের তারিখটা মনে আছে?

উত্তর : তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : বিডিআর বিদ্রোহে পিলখানায় অনেক আর্মি অফিসার মারা যায়।

উত্তর : লোক মারা গেছে শুনেছি।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার সার ব্যবস্থাপনা সরকারিভাবে করেছে। এটা জানেন? পাবলিকের কোনো বেচাকেনা নেই। এটা জানেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) ইউরিয়া সারের সরকারি মূল্য কত?

উত্তর : এক হাজার টাকা।

প্রশ্ন : ৬/৭ মাস আগে এর দাম কত ছিলো?

উত্তর : ৭শ টাকা বস্তা দাম ছিলো আনুমানিক।

প্রশ্ন : আপনি যে ২টি মূল্য বলেছেন তা সত্য নয়?

উত্তর : সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : আপনি কৃষকই নন বিধায় সঠিক বলতে পারেননি?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ মুহূর্তে রুহুল আমিন নবীন কি করতেন?

উত্তর : ব্যবসা করতেন।

প্রশ্ন : কয়েক বছর আগে ঘূর্ণিঝড় সিডরে নবীন সাহেবের বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে?

উত্তর : গ্রামের বাড়ির কি ক্ষতি হয়েছে তা বলতে পারবো না। তবে পারেরহাটের বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি।

প্রশ্ন : ভিসাবালীর লাশের সৎকার কোথায় হয়েছে আজ পর্যন্ত জানেন?

উত্তর : আমি আজ পর্যন্ত জানি না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকার শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন দানেশ মোল্লা?

উত্তর : সত্য নয়। সভাপতি ছিলেন সেকেন্দার সিকদার।

প্রশ্ন : পারেরহাটের রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনার বড় ভাই লেখাপড়া করেছেন?

উত্তর : আমার মতই সামান্য করেছেন।

প্রশ্ন : আপনারা দুই ভাইয়ের কেউই মুক্তিযুদ্ধে যাননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনারা ২ ভাই এখনো একই বাড়িতে থাকেন?

উত্তর : একই ঘরে থাকি। টিনের ও কাঠের ঘর।

প্রশ্ন : আপনি প্রাইমারী পাস করেছেন এটা সত্য নয়। আপনি স্বাক্ষরও করতে পারেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এডভোকেট গোলাম মোস্তফাকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : সাংবাদিক মনিরুজ্জামান নাসিমকে চেনেন? ইত্তেফাকের পিরোজপুর প্রতিনিধি?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : সাংবাদিক জিয়াউল আহসান, নিউনেশনকে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : এডভোকেট মাহমুদ হোসেন শুকুর ইউএনবি জেলা প্রতিনিধি। তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না। শুনি নাই।

প্রশ্ন : গৌতম রায় চৌধুরী, পিরোজপুর দর্পণের সম্পাদক। তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : এসএম পারভেজ বিভি ও যুগান্তর প্রতিনিধি তাকে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : সাংবাদিক গৌতম রঞ্জন বকশী সংবাদের প্রতিনিধি তাকে চেনেন?

উত্তর : জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জগৎ প্রিয় দাস বিসু সমাজকর্মী। তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : খান মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন সাংবাদিক?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : অগ্রজ কুমার রায় সমাজকর্মী?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : বেগম মোহসেনা, সাবেক প্রধান শিক্ষিকা পিরোজপুর সরকারি স্কুল।

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : জেলা পরিষদ সদস্য মনিকাকে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : সাংবাদিক এমএ রববানীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : জামালুল হক মনুকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : যাদের নাম শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তারা কি ২০০৩-২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কিছু আপনার কাছে কখনো জানতে চেয়েছে?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খোঁজার জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল ও লিফলেট বিতরণ করেছিল আপনার এলাকার জেলা কমান্ডার জামালুল হক মনু দায়িত্বে ছিলেন? আপনি জানেন?

উত্তর : মনে নাই।

প্রশ্ন : তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক এবং মুক্তিযুদ্ধের পিরোজপুরের ইতিহাস নামে একটি বই লিখেছেন। এটা জানেন?

উত্তর : আমার খেয়ালে আসছে না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে অনেক লোকের নাম থাকলেও রাজাকার হিসেবে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম নেই বলে আপনি জেনেও সত্য গোপন করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যা বলেছেন, তারা সত্য নয় বলে বিগত ৪০ বছরে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে কোথায়ও কোন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত জবান বন্দীতে ৭ই মের তারিখটি আপনি বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : ঐ তারিখের ৬/৭ দিন আগে শান্তি কমিটি গঠনের কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

www.pathagar.com

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠন করার পরে পারেরহাট বন্দরে ৩০/৩৫টি দোকান ও বাসাবাড়ি লুটপাট করে মালামাল নিয়ে যাওয়ার কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে আপনি বলেননি।

উত্ত- সত্য নয়।

প্রশ্ন : রাজাকাররা ফকিরদাসের দালানে থাকে, পারেরহাট ও তার আশপাশের গ্রামে যা কিছু ঘটনা ঘটে যেমন- অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ধর্ষণ, সাঈদীর নেতৃত্বে পরিচালনা করা হয়, এই কথাগুলি আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আনুমানিক ১০টা/সাড়ে ১০টার সময় একদল পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ ওমেদপুর হিন্দু পাড়ার ঢোকে উক্ত ঘটনা দেখতে আপনি ঝোপের আড়ালে অবস্থান নেন। সাঈদী অন্যান্য রাজাকাররা হিন্দু পাড়ায় ঢুকে মালামাল লুটপাট করে এই কথাগুলি আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ইতোমধ্যে দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর সাথে কি যেন আলোচনা করে, তখন সাঈদী বলে, শালাকে গুলী দে। এ সময় একজন রাজাকার রাইফেল না পিস্তল বলতে পারব না লম্বা অস্ত্র দিয়ে গুলী করে। তখন ভিসাবালি মা বলে চিৎকার দেয়। আমি ভয়ে ঐ জঙ্গলের আরো গভীরে চলে যাই। আমি মামার বাড়ি চলে যাই। পরে বিকেলে অনেক লোকের সাথে ওপেদপুর গ্রামে হিন্দু পাড়ার পোড়াবাড়ি দেখতে আসেন। লোকজন তখন বলাবলি করে, ভিসাবালি মারা গেল, তার লাশটা কোথায়? ওখানে রক্ত দেখা যায়। আমিও রক্ত দেখতে পাই। মহিলারা সেখানে বলাবলি করে, ভিসাবালির লাশ খালে ফেলে দিয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি একদিন পারেরহাটে বাজার করতে যাই। উত্তর পাশে মাছের বাজারে দেখি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী কয়েকজন রাজাকার ও সাধারণ মানুষ নিয়ে মদন সাহার ঘর ভাঙ্গে এবং তা তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যায়। এই কথাগুলো আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি যে মামার বাড়িতে গেলেন সেটা কি হাসান চেয়রম্যানের বাড়ি?

উত্তর : হাসান হাওলাদারে বাড়িতে যাই।

প্রশ্ন : শাহ আলম হাওলাদার আপনার মামাতো ভাই বর্তমান চেয়ারম্যান?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আব্দুস সালাম হাওলাদার আপনার মামাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সে আপনার বড়?

উত্তর : সালাম আমার বড়। শাহ আলম হাওলাদার আমার সম বয়সী।

প্রশ্ন : ভিসাবালির বাড়ির পশ্চিম পাশে নাজেম হাওলাদার আপনার মামার বাড়ি?

www.pathagar.com

উত্তর : সৎ মামা।

প্রশ্ন : কাসেম হাওলাদারের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : কাসেম ও নাজেম হাওলাদারের একই বাড়ি।

প্রশ্ন : কাসেম হাওলাদারের ছেলে আনসার কমান্ডার লতিফ হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : হোসেন হাওলাদারের ছেলেকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আপনার মামা বাড়ি প্রথম মুসলমান পাড়ায়, না পরের মুসলমান পাড়ায়?

উত্তর : ওমেদপুর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে আমার মামা হাসান আলী হাওলাদারের বাড়ি যেখানে আমি গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : রাস্তার দক্ষিণ পাশে প্রথম বাড়ি কার?

উত্তর : জনাব আলী শেখের বাড়ি ছিল।

প্রশ্ন : জনাব আলী শেখের বাড়ির দক্ষিণ পাশে আজিজ তালুকদারের বাড়ি ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আজিজ তালুকদারের বাড়ির দক্ষিণ পাশে আপনার মামা হাসান হাওলাদারের বাড়ি ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : যে বাড়ির সামনে ভিসাবালিকে বাধা হয় ঐ বাড়ির হরে কৃষ্ণ, পিতা মৃত- সুধাংশু তালুকদারকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : জীবন, পিতা- জগৎ তালুকদারকে চিনতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বিধান, পিতা- হরেন ঠাকুরকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : শেখর, পিতা মৃত- মুকেম ঠাকুরকে চিনতেন?

উত্তর : স্মরণে আসে না।

প্রশ্ন : ভিসাবলির বাড়ির আশপাশে কোন ঝোপ-ঝাড় বা জঙ্গল ছিল না বিধায় আপনি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখার কথা যা এখানে বলেছেন, তা তদন্ত কর্মকর্তা বা পিরোজপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যে দিন ভিসাবালিসহ হিন্দু পাড়ায় আগুন দেয়, সেদিন হিন্দুরা আপনার মামা নাজেম হাওলাদারের বাড়িতে ২০/২৫টি পরিবার আশ্রয় নেয়। সেখানে ১০/১৫ দিন থাকে। একথা জানতেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ওমেদপুর গ্রামের হিন্দু পাড়া থেকে আপনার বাড়ি কত দূর?

www.pathagar.com

উত্তর : ২ কিলোমিটার হতে পারে।

প্রশ্ন : যে রাস্তা দিয়ে চলাচল হতো তা মাটির রাস্তা ছিল। মানুষ চলতো আইলের রাস্তা দিয়ে, মাঝে মাঝে কদাচিৎ রিকশা চলতো?

উত্তর : না রাস্তা কাঁচা ছিল। তবে চওড়া ছিল।

প্রশ্ন : ভিসা বালির ২ ভাই নিরঞ্জন বালি ও পবিত্র বালিকে চিনতেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে যে দিন মদন সাহার দোকান ভাঙ্গার কথা বলেছেন ঐ দিন আপনি বাজারে ক'টায় যান এবং ক'টায় ফেরত আসেন?

উত্তর : সকালে ১১ টার দিকে বাজার করতে যাই। ফেরত আসার কথা মনে নেই।

প্রশ্ন : ঐ দিন কত তারিখ ছিল?

উত্তর : তারিখ স্মরণ নেই। মাস ছিল জুন মাস।

প্রশ্ন : কি বার ছিল মনে আছে?

উত্তর : হাটের দিন ছিল। তবে রোববার না বৃহস্পতিবার ছিল তা স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : মদন সাহার দোকান পূর্বমুখী না পশ্চিমমুখী?

উত্তর : পূর্বমুখী।

প্রশ্ন : উত্তর পাশের দোকানটি কার ছিল?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : লাগোয়া দক্ষিণ পাশের দোকান কার ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মদন সাহার উল্টা দিকে মুখোমুখি কোন দোকান ছিল?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : হাটের দিন অনেক লোক সমাগম হয়, ঐ দিনও ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ দিন বাজারে যাদের সাথে দেখা হয়েছিল তাদের কয়েক জনের নাম বলুন?

উত্তর : আমার মামাতো ভাই শাহ আলম হাওলাদার ও আব্দুস সালাম হাওলাদারের সাথে বাজারে বসে চা খেয়েছিলাম। এছাড়াও মাহতাব, মাহবুবদের সাথে দেখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর সাথে থাকা, তার নেতৃত্বে ৩০/৩৫টি দোকান লুট, পাক বাহিনীর সাথে পারেরহাট বাজারে আসা ইত্যাদি মর্মে যা বলেছেন তা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকা ও আশপাশের গ্রামে হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুট, ধর্ষণ হয়েছে সাঈদীর নেতৃত্বে। একথা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২ জুন মামা বাড়িতে যাওয়া, পথে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নেতৃত্বে

www.pathagar.com

রাজাকারদের হিন্দু বাড়িতে ঢোকা মর্মে যা বলেছেন তা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সেখানে ১৮/২০টি বাড়িতে লুট, আগুন, ভিসাবালিকে ধরে গাছের সাথে বেধে মারধর, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী পাক বাহিনীর সাথে কি যেন আলাপ আলোচনা করা, সাঈদী বলে শালাকে গুলী দে একথা বলার পরে একজন রাজাকার গুলী করে, ভিসাবালির মা বলে চিৎকার দেয়া এবং জঙ্গলের গভীরে আপনি চলে যান বলে আদালতে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : না, সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : এরপর আপনার মামা বাড়ি চলে যাওয়া, বিকেলে পুনরায় ওমেদপুর হিন্দুদের পোড়া বাড়ি দেখতে আসার কথা বলা, লোকজন বলাবলি করে যে ভিসাবালির লাশ কোথায় গেল, ওখানে গিয়ে আপনি মহিলাদের বলাবলি শোনেন যে ভিসাবালির লাশ খালে ফেলে দিয়েছে মর্মে আপনি মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে পারেরহাট বাজারে আপনার যাওয়া, বাজারের উত্তর মাথায় মাছের বাজারে গিয়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী কয়েকজন রাজাকার ও সাধারণ মানুষ নিয়ে মদন সাহার বাড়ি ভেঙ্গে তা সাঈদীর শ্বশুর বাড়ি ইউনুস মুনশীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া মর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ভিসাবালি বলেশ্বর ঘাটে ভিন্নভাবে, ভিন্ন মাসে, ভিন্ন তারিখে খুন হয়েছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পারেরহাট বা পিরোজপুর মহকুমাতেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার কোন পেশা নেই। আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিধায় সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের পরামর্শে ও নির্দেশে মাওলানা সাঈদীকে লোক সম্মুখে হেয় করার জন্য প্রতিহিংসাবশত এই আদালতে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

৫-১-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১০নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

মানিকের বাড়ী পোড়ানোর তারিখ মনে থাকলেও নিজেরটা জানেনা বাসুদেব

শহীদুল ইসলাম : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজাকার, শান্তি কমিটি ও পাকসেনারা তার নিজের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল বলে উল্লেখ করলেও তা কোন মাসের কত তারিখে হয়েছিল তা বলতে পারেন না ১০ নম্বর সাক্ষী বাসুদেব মিস্ত্রি। নিজেরটা বলতে না পারলেও মানিক পসারীর বাড়ি ৮ মে ১৯৭১ তারিখে পোড়ানো হয়, লুটপাট হয় এবং ইব্রাহিম কুট্টি ও মফিজ পসারীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। অথচ মে মাসের আগের মাস কোনটি তাও জানেন না তিনি। পারেরহাটের রাজাকার আর শান্তি কমিটির লোকেরা এসব অপরাধ করলেও ঐ এলাকার মুখস্ত করিয়ে দেয়া ৭ জন রাজাকারের নামই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে পারেন বাসুদেব। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নামও জানেন না। এছাড়াও ইতোপূর্বে মামলার বাদি ও অন্যান্য সাক্ষীরা যা কিছু বলেছেন সেই তথ্যের সাথে অনেক অমিল বেরিয়ে এসেছে ১০ নম্বর সাক্ষীর জেরায়। জেরাকালে ট্রাইব্যুনালের ডকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা আগে বিরতি দেয়া হয়। এর আগে গত বুধবার দুইজন সাক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তারা জবানবন্দীই দিতে পারেননি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ব বরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন ও ধর্মীয় নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে গতকাল রোববার (৮-১-১২) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও এ কে এম জহিরের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসলেই সরকার পক্ষের আইনজীবীরা হাজির করেন ১০ নম্বর সাক্ষী বাসুদেব মিস্ত্রিকে। তবে যথাযথ নিয়মে ২ দিন আগে সাক্ষীর নাম না জানানোর ফলে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম তাতে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, গতকাল সন্ধ্যা ৭ টায় আমাদেরকে এই সাক্ষীর নাম জানানো হয়।

ঐ দিন দুপুরেও আমরা নিজেরা প্রসিকিউশনের কাছে ফোন করলে তারা এই সাক্ষীর আসার কোন তথ্য দিতে পারেনি। ফলে আমরা অনেকটা রিলাক্স মুডে ছিলাম। হঠাৎ করে সন্ধ্যা ৭ টার পরে তারা ফোন করে জানানোর ফলে আমরা জেরার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারি নাই। তারপরেও আমরা আদালতের কাছে নিবেদন করবো সে জবানবন্দী দিক এবং তা যথারীতি রেকর্ড হোক। কিন্তু জেরার জন্য আমাদেরকে সময় দিতে হবে। তা না হলে আমাদের জন্য জেরা করা কঠিন হবে। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান প্রসিকিউশনের কাছে জানতে চান আপনারা এমনটি করলেন কেন। জবাব দেয়া হয় যে তারাও সন্ধ্যা ৭ টার পরে সাক্ষীর আসার কথা জানতে পারেন। এ পর্যায়ে

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনাল নিজেই বলেন, জবানবন্দী দিক পরে দেখা যাবে। সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী ২০ মিনিটেই রেকর্ড করা হয়।

তারপর প্রস্তুতিমূলক সময় না দিয়ে জেরা করতে বলা হয় এডভোকেট মিজানুল ইসলামকে। এডভোকেট মিজান আবারো আপত্তি জানান, কিন্তু তাতে বিচারকরা তাদের মত পরিবর্তন না করায় তিনি জেরা শুরু করেন। বেলা ১২ টা পর্যন্ত জেরা চলার পর ডকে উপস্থিত সাক্ষী বাসুদেব পানি খেতে চান। তখন প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুম তাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন।

বাসুদেব হ্যাঁ জবাব দিলে আদালত এক ঘণ্টা আগেই মধ্যাহ্ন বিরতি দিয়ে জেরা মূলতবি করেন। বেলা ২ টার পরে পুনরায় কোর্ট বসলে জেরা শুরু হয় এবং তা চলে বেলা ৪ টা ২০ মিনিট পর্যন্ত। আজ সোমবার ১১ নম্বর সাক্ষী জবানবন্দী দেবে।

১০ নম্বর সাক্ষী বাসুদেব মিস্ত্রীর জবানবন্দীর বিবরণ নিম্নরূপ :

আমার নাম বাসুদেব মিস্ত্রী। বর্তমান বয়স ৫৩/৫৪ বছর। আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবার সাথে মিস্ত্রীর কাজ করতাম। আমার বয়স তখন ১৩/১৪ বছর। বাবার সাথে যোগালে হয়ে যেতাম। কাজ করতাম। যুদ্ধের সময় মানিক পসারীর বাড়িতে বাবার সাথে কাজ করতে যেতাম। পশ্চিমারা যুদ্ধ শুরুর ২/৩ মাস পরে পারেরহাট স্কুলে এসে ক্যাম্প স্থাপন করে। তারপর ঐ গ্রামে এসে টহল দিতো। শান্তি কমিটি, রাজাকার গঠন করলো। দেলু শিকদার, সেকান্দর সিকদার, মোসলেম মাওলানা, দানেস মোল্লা, হাকিম কারী, রুহুল আমিন, মোমিনালসহ আরো অনেকে রাজাকার বাহিনী গঠন করে। ১৯৭১ সালের ৮ মে তারিখে আমরা মানিক পসারীর বাড়িতে কাজ করছিলাম। তাদের আসতে দেখে বাড়ির সব লোক পালিয়ে যায়। রাজাকার ও পাঞ্জাবীরা মানিক পসারীর বাড়িতে ঢোকে। ইব্রাহিম কুট্টি ও মফিজ ওদের বাড়িতে কাজ করতো। ওদের ২ জনকে ধরে বেধে মাটিতে ফেলে রাখে। দেলু সিকদার, সেকেন্দার সিকদার, মোসলেম মাওলানা, দানেস মোল্লা, হাকিম কারী, রুহুল আমিন, মোমিনদের আমি চিনি। ওরা লুটপাট করে ধান-পাট ভাগাভাগি করে এবং দেলোয়ার সিকদার নিয়ে যায় দামী মালামালগুলো। দেলোয়ার সিকদার নির্দেশ দিলে অন্যান্য রাজাকাররা মানিক পসারীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা ইব্রাহিম কুট্টি ও মফিজকে নিয়ে রওনা দেয়। বাজারের কাছে ব্রিজের উপরে উঠে দেলোয়ার সাঈদী কি যেন বললো। আমরা আড়ালে থেকে দেখেছি। মফিজ বাঁধা থাকলো আর ইব্রাহিমকে ছাড়লো। মফিজকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল এবং ইব্রাহিমকে গুলী দিয়ে নদীতে ফেলে দিলো।

তারপর আমরা দৌড়ে বাড়িতে চলে যাই। মফিজকে খুব নির্যাতন করে, পরে পালিয়ে এসে আমাদেরকে বলে। মানিক পসারীর বাড়িতে বসে আমি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। কাঠগড়ায় দেখিয়ে বলেন, দেলোয়ার সিকদার বর্তমানে আদালতে উপস্থিত আছেন। সাক্ষী পরে বলেন, আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্য হিন্দুদের বাড়িঘর দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর নেতৃত্বে অন্যান্য রাজাকাররা পুড়িয়ে দেয়।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত এই জবানবন্দী শেষ হলে ১০ নম্বর সাক্ষী বাসুদেব মিস্ত্রীকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী এবং এডভোকেট মজনুর আহমেদ আনসারী। বাসুদেব মিস্ত্রীর জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : রুহুল আমিনকে চেনেন যার নাম আপনি বলেছেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : উনি বেঁচে আছেন?

উত্তর : বেঁচে আছেন। চাকরি করে, ওকালতি করে।

প্রশ্ন : ওনার বাড়ি কোন গ্রামে?

উত্তর : গাজীপুর, পিরোজপুর সদর উপজেলায়।

প্রশ্ন : উনি ঐ সময় রাজাকার ছিলেন?

উত্তর : আল বদর ছিলো।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের আগে রুহুল আমিন কি করতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের যে দিন ঘটনা ঘটলো ৮ মে তার কত দিন আগে মানিক পসারীর পরিবারের লোকজন বাড়ি ছেড়ে যায়?

উত্তর : ঐ দিনই চলে যায়।

প্রশ্ন : অনুমান কতজন সদস্য ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়?

উত্তর : কতজন ছিলো তা বলতে পারবো না। তবে মানিক পসারীর পিতা-মাতাসহ সকল সদস্যই পালিয়ে যায়।

প্রশ্ন : উনারা অনুমান ক'টার দিকে পালিয়ে যায়।

উত্তর : আগুন দিয়েছে দুপুরে। পালিয়ে যায় সকাল ৮টা/৯টার দিকে।

প্রশ্ন : আগুন দেয় জোহরের নামাজের পরে কি না?

উত্তর : টাইম ঠিক নেই, বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আগুন দুপুরের আগে না পরে দেয়?

উত্তর : দুপুরে।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর মফিজ ও ইব্রাহিম কুট্টি ওদের বাড়িতেই ছিলো।

উত্তর : হ্যাঁ ছিলো।

প্রশ্ন : ঐ দিন পসারীদের বাড়িতে কখন কাজে যান?

উত্তর : ঘুম থেকে উঠেই যাই।

প্রশ্ন : আপনি গিয়ে তাদের দেখেছেন?

উত্তর : দেখেছি।

প্রশ্ন : মফিজ তখন কি করছিল?

উত্তর : দেখি নাই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি আসার পর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইব্রাহিম ও মফিজ বাড়িতেই ছিলো?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি কোন ঘরে থাকতো? ঘরটি দেখেছেন?

উত্তর : ঘর দেখেছি। মানিক পসারীর ঘরে থাকতো।

প্রশ্ন : যে ঘরে কুট্টি থাকতো সেটা বাইরে না ভিতরের ঘর?

উত্তর : তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : রাজাকাররা হেঁটে, না রিকশা, না গাড়িতে এসেছিল?

উত্তর : হেঁটে আসে।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীরা কোথায় গিয়েছিল? কোন বাহনে গিয়েছিল?

উত্তর : হেঁটে যায়। কোথায় যায় জানি না।

প্রশ্ন : বাড়িটা যেভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়, তাতে তো ঐ বাড়িতে বসবাসের উপযোগি ছিল না?

উত্তর : পুড়ে গেলে থাকবে কোথায়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীদের বাড়ি-ঘর রাজাকার বাহিনীরা একবারেই পোড়ায় না ২/৩ বারে পোড়ায়?

উত্তর : একবারেই।

প্রশ্ন : মফিজ উদ্দিন পসারীর বাড়ি চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম। সে তার নিজের বাড়িতে থাকতো না। মানিকের বাড়িতে কাজ করতো, মানিকের বাড়িতেই থাকতো।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীর গ্রাম কোনটা?

উত্তর : চিতলিয়া।

প্রশ্ন : তার শ্বশুর বাড়ি চিনতেন?

উত্তর : এখন শ্বশুর বাড়ি থাকে। গ্রাম বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মফিজের শ্বশুর বাড়ি মানিক পসারীর বাড়ি থেকে কত দূরে?

উত্তর : ২/৩ মাইল দূরে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে মফিজের বাড়ি মানিকের বাড়ি থেকে কত দূরে ছিল?

উত্তর : খালের এপাড়-ওপাড়।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীর বাড়ি ও তার শ্বশুর বাড়ি পুড়েছিল কি না?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : মফিজ পসারী পালিয়ে আসার কত দিন পরে আপনার সাথে দেখা হয়?

উত্তর : স্বাধীন হওয়ার পর দেখা হয়। তার আগে আর দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : মফিজের ওপর অত্যাচারের কথা আপনি স্বাধীনতার পরে শুনেছেন?

উত্তর : জি। মফিজের মুখেই শুনেছি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনি ও আপনার পরিবার দেশেই ছিলেন, না ভারতে যান?

www.pathagar.com

উত্তর : দেশেই ছিলাম। পালিয়ে যাইনি।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম কোনটি?

উত্তর : চিতলিয়া।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কতদিন পর পলিয়ে যান?

উত্তর : যুদ্ধ শুরু হলেই। বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পরে।

প্রশ্ন : কোন বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর পালিয়ে যান?

উত্তর : আমার নিজের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর পালিয়ে যাই।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার কত দিন পরে মানিক পসারীর সাথে আপনার দেখা হয়?

উত্তর : ঐ দিন সকালে তারা পালিয়ে যায়। এরপর তাদের সাথে মাঝে মাঝেই আমার দেখা হতো। তার কত দিন পরে দেখা হয় তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি পোড়ানোর পরেও কি আপনি তাদের বাড়িতে কাজ করেছেন?

উত্তর : না। করি নাই।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের পরে কি তাদের বাড়িতে কাজ করেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর ভিতর বাড়িতে না বাইরের বাড়িতে কাজ করতেন?

উত্তর : ভিতরেও করাতো বাইরেও করাতো।

প্রশ্ন : যে দিন বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ঐ দিন কি কাজের জন্য গিয়েছিলেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মফিজ পসারী কিভাবে পালিয়েছিল তা কি আপনাকে বলেছিল?

উত্তর-পালিয়ে এসেছে তা বলেছে। তবে কিভাবে তা বলেনি।

প্রশ্ন : ২৫/২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এটা আপনার স্মরণ আছে?

উত্তর : তা আমার মনে নেই।

প্রশ্ন : কত দিনে মাস হয়?

উত্তর : ৩০ দিনে।

প্রশ্ন : মে মাসের পরের মাসের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : জুন মাস।

প্রশ্ন : মে মাসের আগের মাসের নাম কি?

উত্তর : আগস্ট মাস।

প্রশ্ন : যে মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তার আগের মাস কি ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ৮ মে তারিখটি আপনাকে কে শিখিয়ে দেয়?

উত্তর : আমার মনে আছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর ক্যাম্প কোথায় ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : রাজলক্ষ্মী স্কুলে।

প্রশ্ন : পাকিস্তান হানাদারবাহিনী পিরোজপুর শহরে কবে আসে?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : বাদুরা, চিতলিয়া, পারেরহাট এলাকায় পাকবাহিনী কবে আসে?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : পাক আর্মি আসার কত দিন পরে রাজাকার, শান্তি কমিটি গঠন হয়?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ৮ মে শহীদ উদ্দিন পসারীদের ৫টি ঘর ছাড়া আর কোনো বাড়ি চিতলিয়া গ্রামে ঐ দিন আর পুড়িয়েছিল?

উত্তর : না। ঐ দিন ওদের বাড়িই পুড়িয়েছে।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর কোনো ভাইয়ের বাড়ি কি ঐ দিন পুড়িয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি পসারীদের বাড়ি পোড়ানোর কত দিন পরে পোড়ানো হয়?

উত্তর : ৩/৪ দিন পরে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে '৭১ সালে আপনারা কতজন ছিলেন?

উত্তর : ১৫/২০ জন ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়িতে ক'টি ঘর ছিল থাকার জন্য।

উত্তর : ২টি ছিল।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়ির উত্তরে কার বাড়ি ছিল?

উত্তর : রাস্তার ওপারে ছিল হিমাংশু মাস্টারের বাড়ি।

প্রশ্ন : হিমাংশু মাস্টারের আশপাশে কাদের বাড়ি ছিল?

উত্তর : যাদব, চিত্ত এদের বাড়ি ছিল।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ির দক্ষিণে কার বাড়ি ছিল?

উত্তর : সখিচরনের বাড়ি, লক্ষ্মীচরনের বাড়ি ছিল।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে কার বাড়ি ছিল?

উত্তর : পশ্চিম দিকে কোন বাড়ি ছিল না।

প্রশ্ন : পূর্ব দিকে কার বাড়ি ছিল?

উত্তর : কাছাকাছি কোন বাড়ি ছিল না।

প্রশ্ন : আপনাদের হিন্দুপাড়ায় মোট কতটি বাড়ি পোড়ায়?

উত্তর : হিমাংশু মাস্টার, যাদব, হিতাংশুর বাড়ি পোড়ানো হয়।

প্রশ্ন : সখিচরন, লক্ষ্মী চরনের বাড়ি পোড়ায়নি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি পোড়ানোর কথা মানিক পসারীকে জানিয়েছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীনের কতদিন পর পর্যন্ত আপনার বাবা বেঁচে ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : ৫/৭ বছর।

প্রশ্ন : এই মামলায় সাক্ষী দেয়ার আগে মানিক পসারী পিরোজপুর কোর্টে একটি মামলা করেন। তা জানেন?

উত্তর : জানি।

প্রশ্ন : আপনি ঐ মামলায় পিরোজপুর কোর্টে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : যেদিন পিরোজপুর কোর্টে আপনি সাক্ষী দিতে যান সেদিন মানিক পসারী আপনার সাথে গিয়েছিল?

উত্তর : গিয়েছিল। কোর্টের বাইরে ছিল। ভিতরে ঢোকেনি।।

প্রশ্ন : তখন আইয়ুব আলী, মফিজ উদ্দিন পসারী, মোস্তফা হাওলাদার, মকলেস পসারী, হরিপদ সিকদাররা কি কোর্টে গিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা কোর্টের ভিতরে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি পোড়া, মামলামাল লুট, ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার কথা পিরোজপুর কোর্টে প্রদত্ত সাক্ষীতে আপনি বলেননি?

উত্তর : জানি না/মনে নেই।

প্রশ্ন : ঐ জবানবন্দিতে সাঈদী সাহেব রাজাকার বা শান্তি কমিটি গঠন করেন- একথা বলেননি?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : কবি সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, গাজীউল হক, মাজহারুল ইসলাম, এএফএম মেসবাহ উদ্দিন, শাহরিয়ার কবির তারা অথবা তাদের পক্ষের কেউ '৭১ সালের ঘটনা শোনার জন্য আপনার কাছে বা আপনার এলাকায় কখনো গিয়েছিলেন? তাদের নাম শুনেছেন?

উত্তর : জানি না স্যার।

প্রশ্ন : পিরোজপুর কোর্টে সাক্ষ্য দেয়া, হেলাল সাহেবের কাছে মানিক পসারীর বাড়িতে সাক্ষ্য দেয়া এবং আজ এখানে সাক্ষ্য দেয়া ছাড়া '৭১ সালের পাক বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী কর্তৃক অগ্নিসংযোগ লুটপাট, নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে আর কোথাও কিছু বলেছেন কারো কাছে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : যার কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন সেই তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : উনার কাছে কত তারিখে জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : তারিখ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কোন মাসে কোন বছর জবানবন্দী গিয়েছিলেন তার কাছে?

উত্তর : স্মরণ নেই। •

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব আপনার সাক্ষ্য নেবেন- একথা কেউ আপনাকে বলেছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : মানিক পসারী বলেছিল সাক্ষী নিতে লোক আসতে পারে।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়িতে আপনি ঐ দিন কখন গিয়েছিলেন?

উত্তর : বেলা বারটার দিকে।

প্রশ্ন : জবানবন্দী মানিক পসারির বাড়িতে বসে দেন?

উত্তর : বাড়ির সামনে রাস্তায়।

প্রশ্ন : সেখানে আর কে কে ছিল?

উত্তর : জলিল, আইয়ুব আলী, মোমিন, মোসলেস উপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন : কতক্ষণ পরে সেখান থেকে চলে আসেন?

উত্তর : জবানবন্দী দিয়ে ১০/১৫ মিনিট ছিলাম তারপর চলে আসি।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দেয়া ছাড়া ঐ সময় আপনি আর কিছু দেখেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনার বাড়িতে পোড়া জিনিসপত্রে কিছু আলামত বা অংশবিশেষ আছে?

উত্তর : কতদিন আগের কথা। এখন কি আর তা থাকে?

প্রশ্ন : আপনাদের গ্রামে যাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের কারো বাড়ির পোড়া অংশ আছে কি?

উত্তর : কি করে বলবো।

প্রশ্ন : পিরোজপুর কোর্টে আপনি যে সাক্ষ্য দেন তার আগে দারোগা আরিফ হাওলাদার বা নূর মোহাম্মদ আপনার কাছে গিয়েছিল?

উত্তর : না স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কোন টেলিভিশনের লোকজন আপনার সাক্ষ্য নিতে গিয়েছিল?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ৪০ বছর আগে আপনার বাড়ী পোড়ায়। ঐ পোড়া জিনিসের কোন অংশ বিশেষ আপনি গত ২ বছরে দেখেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এখনও আপনার বয়সী বা আপনার চেয়ে বেশী বয়সী কেউ বেঁচে আছে যাদের বাড়ীঘর পুড়েছিল?

উত্তর : আছে।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির বাড়ী পোড়ায়।

উত্তর : বলতে পারব না। জানি পসারীদের বাড়ীতে কাজ করতো।

প্রশ্ন : তার পিতার নাম জানেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : কুট্টি কি বিবাহিত ছিল?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : কতদিন ধরে ইব্রাহিম কুট্টির সাথে পরিচয় ছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : আমি ছোট হতেই ঐ বাড়ীতে তাকে কাজ করতে দেখেছি।

প্রশ্ন : '৭১ সালের কতদিন আগে থেকে আপনার বাবার সাথে ঐ বাড়ীতে কাজে যাওয়া শুরু করেন? তখন আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর : ১৩/১৪ বছর ছিল। '৭১ সাল থেকেই বাবার যোগালি হিসেবে মানিক পসারীদের বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করি।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীকে আপনি ৭১ সালের কতদিন আগে থেকে চিনতেন।

উত্তর : আমার ৭/৮ বছর বয়স থেকেই তাকে চিনি।

প্রশ্ন : মানিক পসারীদের বাড়ীতে কাজ করার আগে মফিজ পসারী কি করতো?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : মফিজ উদ্দিন ও ইব্রাহিম কুট্টি মানিক পসারীদের একই ঘরে থাকতো?

উত্তর : একই ঘরে থাকতো কিনা তা জানি না।

প্রশ্ন : নলবুনিয়া গ্রামের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : ৭১ সালে নলবুনিয়া গ্রাম চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : ঐ গ্রামে সাহেব আলী ওরফে সিরাজ ১৯৭১ সালে রাজাকার ও পাক বাহিনীর হাতে মারা যায়। এটা আপনি জানতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন দানেস মোল্লাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আতাহার আলী গ্রাম বারইখালীকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আশ্রাব আলী গ্রাম টেংরাখালীকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আবদুল মান্নান, গ্রাম বাদুরা চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আইয়ুব আলী পিতা আরব আলীকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কালাম চৌকিদারকে চেনেন?

উত্তর : চিনিনা।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন পিতা আনোয়ার সাং পারের হাটকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মোমিনাল, পিতা আবদুল গনি গ্রাম গাজীপুর চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : সেকান্দার সিকদার গ্রাম হোগলাবুনিয়াকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : তিনি কি বেঁচে আছেন।

উত্তর : জানিনা।

প্রশ্ন : তিনি কোন পার্টি করেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ঐ সময় পিরোজপুর থানার এএসআই শামসুর রহমানকে চিনতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : দানেশ মোল্লা থেকে শামসুর রহমান পর্যন্ত যাদের নাম বললেন এইসব লোকেরা সাহেব আলী ওরফে সিরাজ এবং ইব্রাহিম কুট্টিকে তার শ্বশুর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে এবং তার শাশুড়ী সেতারা বেগমকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে পরে ছেড়ে দেয়। এটা আপনি জেনেও গোপন করছেন।

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার পিতা রসুল সিকদার চিলা গ্রাম, সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ রোড পিরোজপুরে তার বাড়ী। তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনিনা।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার বলে আপনি যাকে এখানে সনাক্ত করেছেন সে ইনি না আলাদা ব্যক্তি?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের কত আগে থেকে দেলু সিকদারকে চিনতেন?

উত্তর : মেলা (অনেক) আগেই চিনতাম।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের আগে উনি কি করতেন।

উত্তর : বাজারে তেল নুন বেচতেন।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে উনার দোকান ছিল?

উত্তর : ফুটপাতে বেচতো। স্থায়ী দোকান ছিল না।

প্রশ্ন : প্রতিদিন বেচতেন?

উত্তর : বাজারের দিন।

প্রশ্ন : অন্যদিন তিনি কি করতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : যুদ্ধের কত বছর আগে থেকে তাকে এসব বিক্রি করতে দেখেছেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাঈদী সাহেবকে সর্বপ্রথম কবে দেখেছেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আজ যে তারিখ (৮ মে) বলেছেন তা বাংলা না ইংরেজি মাসের তারিখ?

উত্তর : ইংরেজি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : যে দিন মানিক পসারীদের বাড়ি পোড়ায় সেটা কি বার ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনাদের ঘর কি বারে পোড়ায় সেটা বলতে পারেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : (ট্রাইব্যুনালের ঘড়ি দেখিয়ে) এখন ক'টা বাজে বলতে পারেন?

উত্তর : কোন মতে ঘড়ি দেখতে পারি। সূর্য দেখে চলি।

প্রশ্ন : আপনি লেখাপড়া জানেন?

উত্তর : কোন মতে নাম সই করতে জানি।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়িতে আগুন দেয়ার দিন সকালের নাস্তা কোথায় খেয়েছিলেন?

উত্তর : নিজের বাড়ি।

প্রশ্ন : দুপুরের খাবার কোথায় খেয়েছিলেন?

উত্তর : নিজের বাড়িতে।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়ি আর মানিক পসারীর বাড়ির দূরত্ব কত?

উত্তর : অনুমান হাজার বারোশ গজ।

প্রশ্ন : মানিক পসারীদের বাড়িতে গোয়াল ঘর কি জ্বালিয়ে দিয়েছিল?

উত্তর : না সেটা পোড়ায়নি। গোলা ঘর পোড়ায়।

প্রশ্ন : মহিষ, গরু এগুলো রাজাকাররা নিয়ে গিয়েছিল কি না?

উত্তর : গরু, মহিষ চরে ছিল। ফলে নিতে পারেনি।

প্রশ্ন : ঐ বাড়ি থেকে চর কতদূর?

উত্তর : বাড়ি থেকে দেখা যেতো।

প্রশ্ন : আপনি, আপনার পিতা রোজ কাজ করে দিন যাপন করতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনাদের ঘর কিসের ছিল?

উত্তর : কাঠের।

প্রশ্ন : আপনি বা আপনার পিতা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার এলাকার ডাক্তার, মাস্টার, ব্যবসায়ী এ ধরনের ২/১ জনের নাম বলুন।

উত্তর : গৌরাঙ্গ মন্ডল, সরকারি চাকরি করতো, (প্রফেসর) হরে কৃষ্ণ মন্ডল প্রফেসার ছিল, হরেন মাস্টার ধীরেন মাস্টার, নিখিল মাস্টার।

প্রশ্ন : মফিজ পসারী আর আপনার বাড়ি কাছাকাছি?

উত্তর : মেলা দূরে।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীকে ধরে নেয়ার পর তার বাড়িতে গিয়ে কি কখনো মফিজের খোজ খবর নিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানা ঐ সময় ঢাকায় রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন।

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : উনি এখন এলাকায় আছেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কারা ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : রাজাকার ক্যাম্প বা মিলিটারি ক্যাম্প দেখতে কখনো গিয়েছিলেন পারেরহাটে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনাদের এলাকা রাজাকার পাকবাহিনী মুক্ত হয় কবে?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : শত্রুমুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কখনো গিয়েছিলেন?

উত্তর : যাইনি।

প্রশ্ন : মানিক পসারীরা এলাকায় কোন মসজিদ, মাদরাসা বা স্কুল দিয়েছে। এমনটি শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি মাদরাসার জায়গা দিয়েছে। কোথায় জানি না।

প্রশ্ন : জামালুল হক মনু নামে কারো নাম শুনেছেন যিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথক দিনেই অস্ত্রাগার লুট করেছিল?

উত্তর : নাম শুনেছি।

প্রশ্ন : গৌতম রায়ের নাম শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : রঞ্জন, জগৎপ্রিয় বিসু, মনিকা মন্ডলদের নাম শুনেছেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : সব লোকেরা ২০০৩ সালের পর থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত কেউ আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানতে গিয়েছিল?

উত্তর : যায়নি।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি থেকে লুটকৃত ধান এবং অন্যান্য মালামাল কিভাবে কিসে করে নিয়ে যায়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : এই মামলার বাদি কে?

উত্তর : মানিক পসারী দিয়েছে।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে শামসুল আলম তালুকদারের নাম শুনেছেন?

উত্তর : নাম শুনেছি। মুক্তিযোদ্ধা না রাজাকার তা জানি না।

প্রশ্ন : কবির আহমেদ মজুমদার, মিজানুর রহমান তালুকদারকে চেনেন?

উত্তর : নাম শুনেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি আজ যা বলছেন তা সত্য নয় বলে আগে কোথাও আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি মানিক পসারীদের বাড়িতে যুদ্ধকালে কাজ করতেন একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলু সিকদার, সেকান্দার সিকদার, দানেশ মোল্লারা শান্তি কমিটি রাজাকার বাহিনী গঠন করে একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : মে মাসের ৮ তারিখের কথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : দেলু সিকদার, সেকান্দার সিকদার, মোমিন, হাকিম কারী, রুহুল আমিনদের আপনি চিনতেন। তারা মানিক পসারীর বাড়ির মালামাল লুটকৃত ধানপাটসহ অন্যান্য মালামাল দেলু সিকদার অন্যদের দিয়ে দেয় এবং নিজে মূল্যবান মালামালগুলো নিয়ে যায়। পরে মানিক পসারীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসব কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ব্রীজের ওপর গিয়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী কি যেন বলে, ইব্রাহিম কুট্টিকে গুলী দিয়ে খালে ফেলে দেয় আমি আড়ালে বসে এসব দেখি। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরে মফিজ পালিয়ে এসে তার নির্যাতনের কথা আমাদের বলে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : আপনার নিজের এবং অন্যান্য হিন্দুদের বাড়িঘর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নেতৃত্বে পুড়িয়ে দিয়েছে। একথা তদন্ত কর্মকর্তকে বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : কোন যোগালে দেয়া বা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নেতৃত্বে ৮ মে মানিক পসারীর বাড়িতে যাওয়া, মফিজ ও কুট্টিকে ধরে নেয়া ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তা মিথ্যা বলেছেন।

উত্তর : না সত্য বলেছি।

প্রশ্ন : মাওলানা সাঈদী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকে যুদ্ধকালে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পারেরহাট পিরোজপুর এলাকাতেই ছিলেন না।

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগ করেন?

উত্তর : যখন যে দল থাকে সেই দল করি।

প্রশ্ন : আপনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ কোন কাজ করতে পারেন না।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার অসুস্থতার সুযোগে স্থানীয় এমপি সাহেব আপনাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে এবং আরো সুযোগ সুবিধা দেয়ার আশ্বাসে আপনাকে দিয়ে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে আনিত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে পাঠিয়েছে।

উত্তর : সত্য নয়।

৯.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

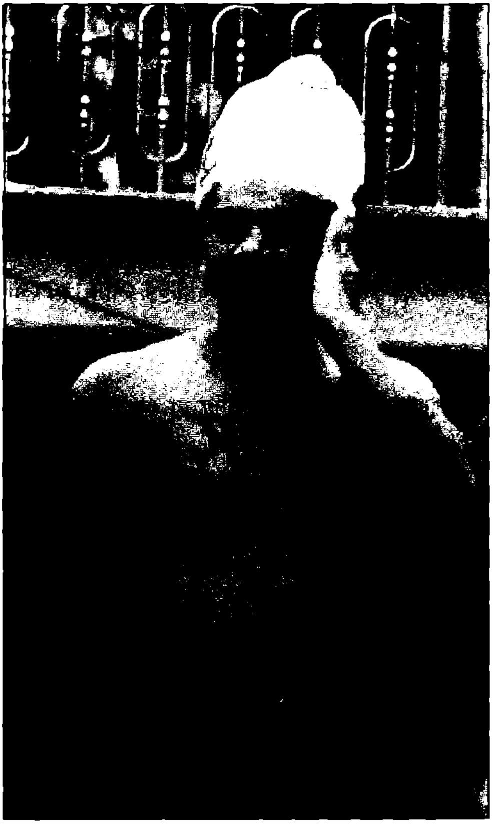

www.pathagar.com

১১নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

এ্যাটেম্প টু মার্ডার কেসে ৭ মাস হাজত খেটেছে আব্দুল জলিল

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১১ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন আব্দুল জলিল শেখ। তার জেরাও সম্পন্ন হয়েছে। আজ ১২ নম্বর সাক্ষী হিসেবে বর্তমান পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা সাঈদীর প্রতিদ্বন্দ্বি এম এ কে আওয়াল ওরফে সাইদুর রহমান জবানবন্দী দেবেন বলে জানা গেছে। আব্দুল জলিল শেখ নিজেই তার ৩ স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী গোলেনুরকে গলায় বটি দিয়ে কোপ দেয়ায় এ্যাটেম্প টু মার্ডার কেসের আসামী হিসেবে ৭ মাস হাজত খেটেছেন। তার আগে একই স্ত্রীকে যৌতুকের দাবিতে মারধর ও অত্যাচারের মামলা হয়। এলাকার

মেম্বার, চেয়ারম্যান, মাতববরদের মধ্যস্থতায় উভয় মামলার আপসে রফা হয়েছে। নিজে আদালতে হলফনামা দিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তা পুলিশী তদন্তে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হওয়ায় ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়। তিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেন যাতে বর্তমান পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য এম এ কে আওয়াল সুপারিশ করেন। বর্তমান সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন। এ ধরনের অনেক সুবিধা নিয়ে

www.pathagar.com

এবং আরো সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় সাক্ষী হয়েছেন। বহু বিবাহ এবং নানা সময়ে সরকারি সুবিধা গ্রহণের জন্য নিজের নাম, পিতার নাম বয়স ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেছেন। চিতলিয়া গ্রামে মানিক পসারীর বাড়ি পোড়ানো ও ইব্রাহিম কুট্টিকে হত্যার বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন না পারেরহাটের রাজাকার কমান্ডারের নাম, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম এমনকি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নামও। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের উপর্যুপরি জেরায় এসব তথ্য বেরিয়ে আসছে।

গুরুতর অসুস্থ মাওলানা সাঈদীর কাঠগড়ায় উপস্থিতিতে গতকাল বেলা পৌনে ১২ টায় ১১ নম্বর সাক্ষী আব্দুল জলিলের জবানবন্দী শুরু হয়। মাত্র ১৫ মিনিটেই তার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী শেষ হয়। এর পরপরই তার জেরা শুরু হয়। দুপুরে ১ ঘন্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সময় লাগে তার জেরা শেষ করতে।

জেরা শেষ হলে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম ও এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যেসব সাক্ষীর হাজিরা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একজনের সাক্ষী এখনো বাকি রয়েছে। অথচ আগামীকাল এম এ কে আওয়াল সাহেবকে হাজির করা হবে বলে একটু আগে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি এই মামলার স্টার উইটনেস। তাকে জেরা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আমাদের নেই। আমরা অন্য একজন যিনি বাদ আছেন তাকে জেরা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। গতকাল আপনাদের অনুরোধেই অন্য একজন সাক্ষীকে প্রস্তুতি ছাড়াই জেরা কনসিডার করেছি। কিন্তু এই সাক্ষীর ব্যাপারে সেটা সম্ভব নয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হকের সাথে এ নিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট যুক্তি পাল্টাযুক্তি হয়। এডভোকেট মিজানুল ইসলাম এক দিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় প্রার্থনা করে বলেন, কাল অন্য সাক্ষী যিনি বাকি আছেন তাকে হাজির করেন। আর আওয়াল সাহেবকে একদিন পরে আনেন। শেষ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেন যে, উনি আসুক, জবানবন্দী দিক। তারপর আমরা দেখি কি দাঁড়ায়। আমরা বিবেচনা করবো। আমাদের কাছে সব সাক্ষীই সমান। কেউ স্টার নয়।

গতকাল সোমবার প্রদত্ত ১১ নম্বর সাক্ষী আব্দুল জলিল শেখের জবানবন্দী নিম্নরূপ: আমার নাম আব্দুল জলিল শেখ, বয়স অনুমান ৫৯/৬০ বছর। গ্রাম চিতলিয়া। ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৯/২০ বছর। তখন আমি বাবার সাথে মাছের ব্যবসা করতাম।

৮ই মে ১৯৭১ দেলোয়ার হোসেন দিলু, দানেস মোল্লা, সেকান্দার সিকদার আরও কয়েকজন রাজাকার এবং ১০/১৫ জনের একটি পাক সৈন্য দল আমাদের চিতলিয়া গ্রামে আসে। তারা মানিক পসারীর বাড়িতে ঢোকে। তাদের আসতে দেখে বাড়ির লোকজন আশপাশের জঙ্গলে ঢোকে। আমিও তাদের সাথে জঙ্গলে পালিয়ে থাকি। পালিয়ে দেখি দিলু রাজাকার, দানেস মোল্লা ও সেকান্দার সিকদার মফিজ ও কুট্টিকে ধরে ফেলে। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদেরকে উঠানে ফেলে রাখে। এরপর ঘরের ভিতর ঢুকে ধান, চাল যা ছিল সবকিছু লুটপাট করে নেয়। ঘরের মধ্যে টাকা-পয়সা, সোনাদানা,

www.pathagar.com

মূল্যবান জিনিসপত্র রাজাকার ও পিস কমিটির লোকজন ভাগ-বাটোয়ারা করে পকেটে করে নেয়। এরপর ঘরে থাকা কেরোসিন দেলোয়ার, সেকান্দার সিকদার ও দানেস মোল্লা ভাগ ভাগ করে নিয়ে ঢেলে দেয় এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন পুরো ঘরে ধরে যাওয়ার পরে মফিজউদ্দিন ও কুট্টিকে লইয়া বাজারের দিকে রওয়ানা হয়। আমরাও পেছনে পেছনে যাই। ব্রিজ পার হইয়া ওপাড়ে যাইয়া কুট্টির বাঁধন ছাড়াইয়া থানা ঘাটে গিয়ে গুলী করে। দেলোয়ারের ইশারায় আর্মিরা কুট্টিকে গুলী করে। মফিজ

উদ্দিনকে তারা নিয়ে বাজারে ক্যাম্পের দিকে যায়। এর পর আমরা আমাদের বাড়ির দিকে চলে আসি। অভিযুক্ত দেলোয়ার সিকদার দেলু আদালতে উপস্থিত আছেন। আমি তাকে চিনি।

সংক্ষিপ্ত এই জবানবন্দী রেকর্ড হওয়ার পর তাকে জেরা করেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবী এডভোটে মিজানুল ইসলাম, এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আপনি ভোট দিয়েছিলেন?

উত্তর : দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে আপনি আছেন। তালিকায় নাম আছে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমপি সাহেব সুপারিশ করেছেন?

উত্তর : না, আমি নিজেই প্রস্তাব করেছি মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য।

প্রশ্ন : এই সরকারের আমলেই আবেদন করেন?

উত্তর : আগেও করেছি হয়নি। এই সরকারের সময় করেছি।

প্রশ্ন : আপনার আবেদনের ওপর বর্তমান এমপি আওয়াল সাহেব সুপারিশ করেছেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : আজ জবানবন্দী দেয়ার আগে কারো কাছে এই ঘটনার বিষয়ে জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : তদন্ত কমিটির কাছে বছর খানিক আগে যখন আমাদের গ্রাম চিতলিয়া যায় তখন জবানবন্দী দিয়েছি।

প্রশ্ন : জবানবন্দী কোথায় দিয়েছিলেন?

উত্তর : কচা নদীর পাড়ে মানিক পসারীর বাড়ির সামনের রাস্তায়।

প্রশ্ন : অনুমান ক'টার দিকে জবানবন্দী দেন?

উত্তর : অনুমান ১২টায়।

প্রশ্ন : ঐ সময় কে কে উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : সেলিম খান, মন্টু খানসহ আরও অনেকেই ছিল।

প্রশ্ন : মানিক পসারী এবং মাহবুব হাওলাদারকে সেখানে দেখেছেন?

উত্তর : মানিক পসারী ছিল না। মাহবুবকে একবার দেখেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ওখানে পৌঁছানোর কতক্ষণ পরে জবানবন্দী দেন?
উত্তর : পৌঁছানোর আধাঘন্টা পরেই জবানবন্দী দেই।
প্রশ্ন : সেখানে কি মোস্তফা হাওলাদার ছিলেন?
উত্তর : ছিলেন না। আমি দেখি নাই।
প্রশ্ন : মফিজ পসারীকে দেখেছিলেন?
উত্তর : দেখেছি।
প্রশ্ন : রুহুল আমিন নবীনকে দেখেছিলেন?
উত্তর : দেখি নাই।
প্রশ্ন : জবানবন্দী দেয়া ছাড়া আর কিছু ঐ দিন দেখেননি?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : ঐখানে '৭১ সালে পোড়া কোন জিনিস দেখেছিলেন?
উত্তর : না। দেখি নাই।
প্রশ্ন : আপনি কতটুকু লেখাপড়া জানেন?
উত্তর : ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি। পারেরহাট রাজলক্ষ্মী স্কুলে।
প্রশ্ন : কোন সালে লেখাপড়া শেষ করেন?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ২/৩ বছর আগে।
প্রশ্ন : লেখাপড়া শেষে পিতার পেশার সাথে যোগ দেন?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : নদীতে মাছ ধরতেন না শুধু ঘাটে মাছ বিক্রি করতেন?
উত্তর : জাল দিয়ে মাছ ধরতাম। নিয়মিত আমার পিতার সাথে থেকে মাছ ধরতাম।
প্রশ্ন : মাছ ঘাটে না বাজারে এনে বিক্রি করতেন?
উত্তর : বাজারে এনে পাইকারদের কাছে বিক্রি করতাম।
প্রশ্ন : কোন পাইকারের কাছে সাধারণত বেচতেন?
উত্তর : নাম মনে নেই।
প্রশ্ন : সাধারণত ক'টায় মাছ ধরতে যেতেন?
উত্তর সাধারণত সকালে।
প্রশ্ন: বাজার থেকে মাছ বিক্রি করে ক'টায় বাড়ি ফিরতেন?
উত্তর : সাধারণত দুপুরে ফিরতাম। কখনো সময় বেশিও লাগতো। কমও লাগতো।
প্রশ্ন : পারেরহাট আপনার পরিচিত এলাকা?
উত্তর : '৭১ সালে একটু কম পরিচয় ছিল।
প্রশ্ন : ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন কত তারিখে হয়?
উত্তর : বলতে পারবো না।
প্রশ্ন : প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন কত তারিখে হয়?
উত্তর : বলতে পারবো না।
প্রশ্ন : একটির পরে আরেকটি নির্বাচন কত দিন পরে হয়?
উত্তর : খেয়াল নেই।
প্রশ্ন : অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয়?

www.pathagar.com

উত্তর : তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধ কবে শুরু হয়?

উত্তর : ২৫ মার্চ।

প্রশ্ন : যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আপনার এলাকায় কার নেতৃত্বে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ হয়?

উত্তর : কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর শহরে না পারেরহাটে পাক বাহিনী আগে আসে?

উত্তর : পিরোজপুরে আগে পারেরহাটে পরে আসে।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে কত তারিখে আর্মি আসে?

উত্তর : মে মাসের প্রথম দিকে আসে। তারিখ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পাকবাহিনী পিরোজপুর এসে কোথায় স্থান নেয়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মন্ত্রী আফজাল খানের নাম ঐ সময় শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : একে ফয়জুল হকের নাম শুনেছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মানিক খন্দকার ও সানু খন্দকারের নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : মানিক খন্দকার বেচে আছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : উনি কিভাবে মারা যান। উনি কি করতেন। উনার পরিচয় কিভাবে জানতেন?

উত্তর : কিভাবে মারা যান জানি না। কি করতেন জানতাম না।

প্রশ্ন : সানু খন্দকার কি করতেন? তার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বাড়ি নদীর ওপাড়ে। কি করতেন জানি না।

প্রশ্ন : সানু খন্দকার ও মানিক খন্দকারের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর শহরে শান্তি কমিটি কবে গঠিত হয়?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী পিরোপুরে কবে গঠিত হয়?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে রাজাকার ও শান্তি কমিটি পাক সেনারা আসার আগে না পরে গঠিত হয়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় পাকবাহিনী আসার আগে না পরে শান্তি কমিটি ও রাজাকার গঠিত হয়?

উত্তর : আগে। অনুমান ১৯৭১ সালের মে মাসের ৩/৪ তারিখে পারেরহাটে

www.pathagar.com

রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি কোথায় কার বাড়িতে বা অফিসে গঠিত হয়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পারেরহাটে শান্তি কমিটির কোন অফিস ছিল?

উত্তর : ছিল।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটির সভাপতি কে ছিল? সাধারণ সম্পাদক কে ছিল?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : কতজন সদস্য নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি গঠনের কতদিন পরে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর : ২/১ দিন পরে।

প্রশ্ন : কার বাড়িতে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী গঠনের পরই কি তারা অস্ত্র পায়?

উত্তর : পারেরহাটে আর্মি আসার পরই রাজাকার বাহিনীর হাতে অস্ত্র দেখেছি।

প্রশ্ন : তাদের পোশাক কখন দেখেন?

উত্তর : সঠিক খেয়াল নেই। আগেই হবে।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী গঠনের পরপরই এলাকায় অত্যাচার শুরু করে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : কি কি অত্যাচার করে?

উত্তর : লুটপাট।

প্রশ্ন : কোথায় কোথায় লুট করে?

উত্তর : পাকবাহিনী আসার পরই শুরু করে। আগে করেনি। আগে মাতবরী করেছে।

প্রশ্ন : আপনি যে ৩ জনের নাম বলেছেন তার বাইরে কোন রাজাকারের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : রুহুল আমিন এডভোকেট, মোসলেম মওলানা, মোবিন।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন পিতা -আনোয়ার হোসেন নামের কোন রাজাকার ছিল?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কত তারিখে রাজাকাররা ক্যাম্প করে?

উত্তর : মে মাসের ৩/৪ তারিখে ফকির দাসের দালানে।

প্রশ্ন : ঐ বাড়িটার মালিক কে ছিলেন?

উত্তর : ফকির দাস ছাড়াও অন্য আরো একজন মালিক ছিল। তার নাম জানি না।

প্রশ্ন : ওটা কি বাড়ি ছিল না দোকান?

উত্তর : ওটা ফকির দাসের বাড়ি ছিল।

প্রশ্ন : রাজাকাররা বাড়িটি দখল করার পরে তারা কি করলো?

উত্তর : আর্মি আসবে শুনে ওরা পালিয়ে যায়। রাজাকাররা সেখানে ক্যাম্প করে।

প্রশ্ন : ফকিরদাসকে আপনি চিনতেন?

www.pathagar.com

উত্তর : তাকে আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : তার ছেলেমেয়ের নাম জানেন?

উত্তর : ঝুনা দাস নামে একজন ছেলের নাম জানতাম। অন্যদের নাম জানি না।

প্রশ্ন : আপনার বাবারা ক'ভাই?

উত্তর : ৬ ভাই।

প্রশ্ন : উনারা কেউ বেঁচে আছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনারা ক'ভাই?

উত্তর : ৩ ভাই।

প্রশ্ন : আপনাদের বাড়ি থেকে পারেরহাট বাজার অনুমান কত দূরে?

উত্তর : অনুমান দুরত্বও বলতে পারি না। তবে যেতে ৫/৭ মিনিট লাগে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে মানিক পসারীর বাড়ি কতদূর?

উত্তর : আমাদের একই বাড়ি।

প্রশ্ন : সে আপনার কি হয়?

উত্তর : মামাতো ভাই।

প্রশ্ন : মফিজ পসারী কি হয় আপনার?

উত্তর : খালাতো ভগ্নিপতি।

প্রশ্ন : তার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বাদুরা।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীর শ্বশুর বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বাদুরার বাড়িটিই তার শ্বশুরের বাড়ি।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীর বাড়ি থেকে মানিক পসারীর বাড়ি কত দূর?

উত্তর : ২/৩ রশি (২শ হাতে এক রশি)

প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ি যে পুড়িয়ে দেয় তার মধ্যে জাহাঙ্গীর পসারীর ঘর এবং মোকলেস পসারীর ঘর ছিলো?

উত্তর : মোকলেস পসারীর ঘর পোড়ায়নি।

প্রশ্ন : আলমগীর পসারীর ঘর পুড়েছিলো?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : অন্য কোনো ঘর বা বাড়ি ঐ দিন পোড়ানো হয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মাহাবুব পসারীর ঘর পুড়েছিলো?

উত্তর : জি। একই ঘর।

প্রশ্ন : কাঞ্চন পসারীর ঘর পুড়িয়েছিল?

উত্তর : জি। একই ঘর। ওরা সবাই আপন ভাই।

প্রশ্ন : মানিক পসারীর চেয়ে আলমগীর পসারী বয়সে ছোট?

উত্তর : অনেক ছোট।

প্রশ্ন : চান মিয়া, কাঞ্চন, জাহাঙ্গীর এরা আলমগীরের ছোট?

www.pathagar.com

উত্তর : না। মানিক পসারীর ছোট।
প্রশ্ন : ঐ ৩ ভাইয়ের ছোট আলমগীর পসারী?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়ির আশপাশে কতটা জঙ্গল ছিলো?
উত্তর : অনেক জঙ্গল ছিলো। ক'টা গুনুম।
প্রশ্ন : মানিক পসারীর বাড়িতে ৩টি ঘর ছিলো?
উত্তর : ৫টি ঘর। ৩টি বসবাসের ঘর, একটি কাচারি ঘর, ১টি গোলা ঘর।
প্রশ্ন : তাদের বাড়িতে বাউন্ডারী ছিলো।
উত্তর : সত্য নয়।
প্রশ্ন : গোলা ঘরে কত মণ ধান থাকতো?
উত্তর : দুই হাজার মণ ধান থাকতো।
প্রশ্ন : গরু কোথায় ছিলো আগুন লাগার সময়?
উত্তর : গরু-মহিষ সকালেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।
প্রশ্ন : তাদের কতগুলো গরু-মহিষ ছিলো?
উত্তর : ৫০/৬০টি গরু মহিষ ছিলো। ১৫/২০টি মহিষ এবং ২০/৩০টি গরু।
প্রশ্ন : ঐ বাড়িতে ইব্রাহিম কুট্টি শহীদ উদ্দিনের বগিগার্ড ছিলেন?
উত্তর : বডিগার্ড ছিলো না। কাজকর্ম করতো।
প্রশ্ন : আগুন লাগার কয়দিন আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে যান?
উত্তর : ২/৩ দিন আগে যায় শহীদ উদ্দিন পসারী।
প্রশ্ন : মহিলারা কখন যায় বাড়ি ছেড়ে?
উত্তর : মিলিটারীদের আসার কথা শুনেই তারা বাড়ি ছেড়ে যায়?
প্রশ্ন : সরে যাওয়াদের মধ্যে আলমগীর পসারীও ছিলো?
উত্তর : জি।
প্রশ্ন : মানিক পসারী ঐ দিনই যায় না আগে যায়?
উত্তর : সেও আর্মিদের দেখে চলে যায়।
প্রশ্ন : তারা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?
উত্তর : বলতে পারবো না।
প্রশ্ন : আগুন লাগানোর জন্য পাক-আর্মিরা কিসে এসেছিলো?
উত্তর : পায়ে হেঁটে।
প্রশ্ন : তাদের সংখ্যা কত ছিলো?
উত্তর : পাক আর্মি ১০/১৫ জনসহ অনেক রাজাকার ছিলো।
প্রশ্ন : আপনি যে জঙ্গলে আশ্রয় নেন তা মানিক পসারীর ঘরের কোন দিকে?
উত্তর : পূর্ব দিকে।
প্রশ্ন : মানিক পসারীর ঘর কোনমুখী ছিলো?
উত্তর : উত্তর পোতায় দক্ষিণ মুখী।
প্রশ্ন : আলমগীর পসারীর ঘর কোনমুখী ছিলো?
উত্তর : একই মুখী।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাকি বসতঘরটি কোন পোতায় ছিলো?

উত্তর : পশ্চিম পোতায় পূর্বমুখী ছিলো।

প্রশ্ন : গোলা ঘরের মুখ কোন দিকে ছিল?

উত্তর : পশ্চিমমুখী।

প্রশ্ন : কাচারী ঘর কোনমুখী ছিল?

উত্তর : দক্ষিণ মুখী।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টি কোন ঘরে থাকতো?

উত্তর : কাচারী ঘরে। তার সাথে সেখানে মফিজসহ আরো অনেকে থাকতো।

প্রশ্ন : লুটপাটের পর ধান-চাল যাদের দিয়ে দিয়েছিল তাদের নাম বলুন?

উত্তর : তাদের কারো নাম স্মরণে নেই।

প্রশ্ন : তাদের বাড়ি পাকা ছিল?

উত্তর : পোতা পাকা, কাঠের বেড়া, উপরে টিনের ছাউনি ছিল।

প্রশ্ন : কতঘন্টা আগুন জ্বলেছিল?

উত্তর : ২/৩ ঘণ্টা পরে নেবে। সন্ধ্যার পরেও আগুন ছিল।

প্রশ্ন : ঐ দিন আগুন দেয়ার পরে কবে কখন মানিক পসারীর সাথে দেখা হয় আপনার?

উত্তর : ৪/৫ দিন পরে। ৪/৫ দিন পরে মানিক পসারী বাড়িতে আসলে ঐ দিন সন্ধ্যার পরে দেখা হয়।

প্রশ্ন : বাড়িঘর পোড়ানোর পরে আপনি কোথায় যান?

উত্তর : সুন্দরবন চলে যাই। ৬/৭ দিন পরে।

প্রশ্ন : এই ৬/৭ দিন কোথায় ছিলেন?

উত্তর : এ বাড়ি ও বাড়ি ছিলাম।

প্রশ্ন : এই ৬/৭ দিনের মধ্যে আর পাক আর্মি বা রাজাকার আপনাদের গ্রামে আসেনি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মফিজের সাথে পরে আপনার কবে দেখা হয়?

উত্তর : সুন্দরবনে গিয়ে ১৫/২০ দিন পরে দেখা হয়।

প্রশ্ন : মানিক পসারীদের বাড়ি একবারই পোড়ানো হয়?

উত্তর : জি। আগে পোড়ানো হয়নি।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম কুট্টির সাথে কতদিন আগে আপনার পরিচয়?

উত্তর : যুদ্ধের বছর খানেক আগে ঐ বাড়িতে কাজ করতে এলে।

প্রশ্ন : আপনার সাথে তার কথা বার্তা হতো?

উত্তর : খুব একটা না।

প্রশ্ন : তার বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : সে বিবাহিত ছিল কি না?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীকে আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তর : ছোট বেলা থেকেই চিনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ বাড়িতে সে কতদিন আগে থেকে কাজ করতো?

উত্তর : প্রায়ই কাজ করতো। মাঝে মাঝে চলে যেতো।

প্রশ্ন : মাঝে মাঝে যখন থাকতো না তখন কি করতো?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ৮ মের আগে পাকবাহিনী মফিজকে একবার ধরেছিল। তা জানেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর আদালতে মানিক পসারী সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। আপনি জানতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : পিরোজপুর থানার এসআই আরিফ হাওলাদার অথবা নুর মোহাম্মদ আপনার বাড়িতে এসেছিল ৭১ এর ঘটনা জানার জন্য?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : এই মামলার আগে ঢাকা থেকে টেলিভিশনের লোকজন মানিক পসারীর সাক্ষাৎকার নিতে গেয়েছিল জানতেন?

উত্তর : আমি যাইনি। তবে গিয়েছিল শুনেছি।

প্রশ্ন : যে মামলায় সাক্ষী দিচ্ছেন সেই মামলার বাদি মাহবুব আলম হাওলাদারকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : কতদিন আগে থেকে তাকে চেনেন?

উত্তর : ২০ বছর আগে থেকে চিনি।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবকে কতদিন ধরে চেনেন?

উত্তর : ইউনুস মুনশীর মেয়েকে বিবাহ করার পর থেকেই চিনি?

প্রশ্ন : যুদ্ধের কতদিন আগে তিনি বিয়ে করেন?

উত্তর : ২/৩ বছর আগে।

প্রশ্ন : বাজারে দোকানদারী ছাড়া আর কিছু কি সাঈদী সাহেব করতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : যুদ্ধের কতদিন আগে থেকে দোকানদারী করতে দেখেছেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : বিয়ের কতদিন পরে দোকানদারী করতেন?

উত্তর : বিয়ের পরে।

প্রশ্ন : প্রতিদিন দোকানদারী করতেন?

উত্তর : মাঝে মাঝে করতেন, মাঝে মাঝে করতেন না।

প্রশ্ন : দোকানটা কোথায় ছিল?

উত্তর : দক্ষিণ মাথায় চট বিছিয়ে করতেন।

প্রশ্ন : উনার আশ পাশের দোকানদারদের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মাওলানা সাঈদীর লেখাপড়া সম্পর্কে কি জানেন?

www.pathagar.com

উত্তর : কোন ধারণা নেই।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে তিনি দোকানদারী করেছেন?

উত্তর : যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব শুরু হলেই দোকানদারী বন্ধ করে দেন?

প্রশ্ন : ইউনুস মুনশীর বাড়ি কোথায়?

উত্তর : বাদুরা।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে সাঈদী সাহেবের কোন বাড়ি ছিল?

উত্তর : জানি না, তবে পারেরহাট বাজারে থাকতেন।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে কার বাড়িতে তিনি থাকতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : স্বাধীন হওয়ার কতদিন পরে সাঈদী সাহেবকে আপনি দেখেছেন?

উত্তর : ৫/৭ বছর পরে পারেরহাটে দেখেছি। তবে কোন স্থানে দেখি তা স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : তারপর থেকে উনাকে নিয়মিত দেখেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ দেখেছি।

প্রশ্ন : নলবুনিয়া গ্রাম চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : ঐ গ্রামে সাহেব আলী ওরফে সিরাজ নামে কেউ পাক আর্মি বা রাজাকারদের হাতে মারা যাওয়ার কথা শুনেছেন?

উত্তর : জানা নেই। শুনিও নাই।

প্রশ্ন : আব্দুর রাজ্জাক, দেলোয়ার হোসেন, সেতারা বেগম, তাহের আলী, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, রানী বেগম, আজহার আলী, মোহাম্মদ আলী, মকবুল সিকদার- এদের বাড়ি বারইখালী গ্রাম। এদেরকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রাজাকার দানেশ মোল্লাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আতাহার আলীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আশ্রাব আলীকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আব্দুল মান্নানকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : কালাম চৌকিদারকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন বাড়ি পারেরহাটকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : আব্দুল হাকিম মুনশীকে চেনেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মোমিন উদ্দিনকে চেনেন?

www.pathagar.com

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পিরোজপুর সদর থানার এএসআই শামসুর রহমানকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : এসব রাজাকাররা সাহেব আলী ওরফে সিরাজ, ইব্রাহিম কুট্টি ও তার শাশুড়ী সেতারা বেগমকে নলবুনিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ১/১০/৭১ তারিখে সেতারা বেগমকে নির্যাতন করে ছেড়ে দেয় এবং বাকি ২ জনকে হত্যা করেছিল। এ বিষয়ে আপনি জানেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : জাহানারা ইমাম, আসিফ নজরুল, শাহরিয়ার কবির, কবি বেগম সুফিয়া কামালসহ আরো অনেক দেশ বরেণ্য লোকের সমন্বয়ে গণতদন্ত্র কমিশন হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। এসব লোকেরা বা তাদের কোনো প্রতিনিধি তখন আপনার কাছে গিয়ে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী নিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি আপনার এলাকার বাইরে এসে উল্লেখিত কমিশনের কাছে কোনো জবানবন্দী দেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : গত ১ বছর ধরে আপনি সরকারের একটি বাড়ি- একটি খামার প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম স্ত্রীর নাম কি?

উত্তর : সখিনা।

প্রশ্ন : ফিরোজা আপনার তৃতীয় স্ত্রী?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : গোলে নুর আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : গোলে নুরকে নির্যাতন, অত্যাচার ও যৌতুক চাওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ মামলার নম্বর ৭৪। তাতে আপনি মুসলেকো দিয়ে জামিন নেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বিরুদ্ধে ঐ মামলার নম্বর ছিলো ৭৪/৯০ আপনি বন্ড দিয়ে বলেছিলেন যে, তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিবেন, খোরপোশ দেবেন, অত্যাচার করবেন না। এই বন্ড দিয়ে আপনি আপোস করে ছাড়া পান। নিষ্পত্তি হয় এবং নিজ ঘরে তুলে নেন।

উত্তর : অভিযোগ সত্য নয়। মামলা সত্য। বন্ড দিয়ে ছাড়া পাওয়ার ঘটনা সত্য। ঘরেও নিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৪/১১/৯০ তারিখে আপনার স্ত্রীকে বটি দিয়ে গলা কেটে দিয়েছিলেন বলে আপনার শাশুড়ী আপনার বিরুদ্ধে এ্যাটেম্প টু মার্ডার মামলা করেছিল।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় আপনি ৭ মাস হাজত খেটেছিলেন?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : ১৯/২/১৯৯১ তারিখে আপনি নিজে বাদী হয়ে আপনার স্ত্রী গোলেনুর, শাশুড়ী মতিজান, শ্যালক আদম, শ্বশুর মোক্তার আলী ও দুই ভায়রার বিরুদ্ধে পিরোজপুর উপজেলা আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন এবং শপথ নিয়ে জবানবন্দীও দিয়েছিলেন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই মামলার তদন্তের জন্য পিরোজপুর থানার ওসির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল আদালত থেকে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ওসি সাহেব রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, আপনি মিথ্যা মামলা দাখিল করেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় চার্জশীট হয়েছিল?

উত্তর : সরকার বাদী মামলা হয়েছিল। বর্তমান অবস্থা বলতে পারবো না। পরে বলেন, ঘটনা মিথ্যা বলে রিপোর্ট দিলে তা নিস্পত্তি হয়।

প্রশ্ন : যে মামলায় আপনি ৭ মাস হাজতে ছিলেন তার পরিণতি কি হয়েছে?

উত্তর : মামলা তুলে নিয়েছে। ফলে আমি খালাস পেয়েছি।

প্রশ্ন : এই মামলাটি স্থানীয় মেম্বর চেয়ারম্যান মাতুববরদের মধ্যস্থতায় আপোস নিস্পত্তির মাধ্যমে মামলাটি তারা উঠিয়ে নেয়।

উত্তর : সত্য। আমার বিরুদ্ধে দাখিলকৃত মামলা তারা তুলে নেয় আপোষ নিস্পত্তির মাধ্যমে।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকাদার, পিতা- রসুল সিকদার নামে একজন রাজাকার ছিলেন। তাকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : মাছধরা বা অন্যান্য হিসাব বাংলা মাস, জোয়ার-ভাটা, তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি হয় চন্দ্রমাস অনুসারে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বাংলাবর্ষ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য হিসেবে মিলান?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ মে বাংলা কোন মাসের কত তারিখ ছিল?

উত্তর : হিসাব না করে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : বাংলা কোন মাস ছিল?

উত্তর : তাও বলতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনার ৩টি বিয়ে হয়। কোন বিয়ে কোন তারিখে হয় তাকি বলতে পারবেন?

www.pathagar.com

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার জন্ম তারিখ কত?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনি ৫/১০/৮৯ তারিখে ২য় বিয়ে করেন। সেখানে বয়স লিখেছিলেন ৩০ বছর?

উত্তর : বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : আপনার নাম কি আপনি জানেন?

উত্তর : জানি। আব্দুল জলিল শেখ।

প্রশ্ন : আপনার পিতার নাম কি?

উত্তর : মাজেদ আলী শেখ।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের কাবিননামায় আপনার নাম আব্দুল জলিল হাওলাদার পিতার নাম মাজেদ আলী হাওলাদার লিখেছিলেন।

উত্তর : মেয়ে পক্ষ লিখতে পারে।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে ভোটার তালিকার ফর্ম ফিল আপ করেন আপনি স্বাক্ষর করেন ও ছবি তোলেন?

উত্তর : আমি বাড়ি ছিলাম না। স্ত্রী লিখে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার নিজের নাম, পেশা, পিতার নাম, বয়স বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করায় জানি না বুঝি না ইত্যাদি কথা সত্য এড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি মানিক পসারীর ঘর পুড়ানোর বিষয় জানতেন এটা মানিক পসারী কবে থেকে জানেন?

উত্তর : তখন থেকেই জানে।

প্রশ্ন : আপনি কবে কার অনুরোধে এই মামলার সাক্ষী দিতে রাজি হন?

উত্তর : তদন্ত কর্মকর্তা আমাদের বাড়িতে গিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করে কে কে জানো। তখন আমি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিয়েছি।

প্রশ্ন : এর আগে নিজের ইচ্ছায় কোথাও এসব অভিযোগ করেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্নঃ আপনার ঘর জ্বালায়নি?

উত্তর : ভাঙ্গাচুরা ঘর ছিল, জ্বালায়নি।

প্রশ্ন : মফিজ পসারীকে ধরে নেয়ার পর ঐ রাতে বা পরে তার বাড়িতে গিয়ে কোন খোঁজ-খবর করেছেন কিনা?

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্নঃ ১০/১৫ দিন পরে মফিজ পসারীর সাথে দেখা হলে কিভাবে পালিয়ে এসেছিল তা বলেছিল?

উত্তর : বলেছিল গল্পের মত।

প্রশ্ন : ফুটপাতে সাঈদী সাহেব ছাড়া অন্য যারা তেল-লবণ বিক্রি করতো তাদের কারো নাম জানেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : রাজাকার কমান্ডার বা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম জানেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকা কবে শত্রুমুক্ত হয়?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : শত্রুমুক্ত হওয়ার পর রাজাকার ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হয়। তাকি দেখতে গিয়েছিলেন?

উত্তর : গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ধরে আনা হয় এবং ট্রলারে করে সুন্দরবন নিয়ে হত্যা করা হয়। এটা জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন দেলোয়ার হোসেন সিকদার, পিতা রসুল সিকদার, সাং- চিলা গ্রাম তাকে মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এটা জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন মল্লিক, পিতা মৃত- ইউসুফ আলী মল্লিক, সাং- কৃষ্ণনগর নামক কুখ্যাত রাজাকারকে ধরে নিয়ে দালাল আইনে গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়। এটা আপনি জানে।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে আপনার এলাকায় সাঈদী সাহেব নির্বাচিত হন। তার আগে আওয়ামী লীগ বার বার নির্বাচিত হতো?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক এবং দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী আলাদা আলাদা ব্যক্তি। প্রথম ২ জনের অপরাধে এই সাঈদীকে অভিযুক্ত করতে আপনি মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আমি পালিয়ে থেকে দেখি কুট্টি ও মফিজকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে আপনি বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : টাকা-পয়সা, সোনাদানাসহ মূল্যবান জিনিস ভাগ-বাটোরা করে পিস কমিটির লোকেরা পকেটে নেয়। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঘরে রাখা কেরোসিন দেলু সিকদার, সেকান্দার সিকদার ও দানেস মোল্লা ভাগ ভাগ করে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেলোয়ারের ইশারায় আর্মিরা কুট্টিকে গুলী করে। একথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের ৮ই মে তারিখে দেলোয়ার সিকদার অন্যান্যদের চিতলিয়া গ্রামে আসা, মানিক পসারির বাড়িতে ঢোকা, কুট্টি ও মফিজকে ধরে ফেলে এক দড়িতে বেঁধে উঠানে ফেলে রাখা। ঘরে রাখা কেরোসিন দেলোয়ারসহ অন্যান্যরা ভাগ ভাগ করে ঢেলে দেয়া ও আগুন ধরিয়ে দেয়া, মফিজ উদ্দিন ও কুট্টিকে ধরে নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হওয়া, আপনারা পেছনে পেছনে যাওয়া, ব্রিজ পার হয়ে ওপারে গিয়ে কুট্টির বাঁধন ছেঁড়ে দেয়া এবং দেলোয়ারের ইশারায় কুট্টিকে আর্মিদের গুলী করা, মফিজকে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাওয়া এবং বাড়ির দিকে আপনাদের চলে আসা মর্মে আদালতে আপনি মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি সরকার থেকে একটি বাড়ি একটি খামার সুবিধা নিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তালিকাভুক্তি হওয়ার আশ্বাসে এবং অন্যান্য সুবিধাধি পেয়ে এবং পাওয়ার আশায় সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী হয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্যের নির্দেশ ও পরামর্শে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ইতঃপূর্বেও হলফ নিয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা করেছেন। আজ হলফ নিয়ে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সিকদার, দেলোয়ার হোসেন মল্লিক ও দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। দেলোয়ার সিকদার ও দেলোয়ার হোসেন মল্লিকের অপরাধের দায়ভার সাঈদী সাহেবের ঘাড়ে চাপানোর জন্য দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আদালতে দেলু সিকদার মর্মে শনাক্ত করে আপনি সত্য বলার শপথ নিয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী কখনোই রাজাকার ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

১১-১-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১২নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগও নেই এমপি আওয়ালের

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে কারাগারে আটক জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও বিশ্ববরেণ্য আলেমেদ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই করেননি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী ও পিরোজপুর-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এ কে এম এ আওয়াল। গতকাল মঙ্গলবার (১০-১-১২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দেন তিনি। বেলা ১২টার দিকে তার জবানবন্দী শেষ হয়। দুপুরের বিরতির পরে তাকে জেরা করেছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা। এ কে এম এ আওয়াল পিরোজপুরের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খেতাবপ্রাপ্ত। একাত্তরে যুদ্ধকালীন তিনি সুন্দরবনে সাব-সেক্টর ক্যাম্পের অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে এর আগে যে ১১ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা সাঈদীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট করে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের অভিযোগ করলেও এমপি আওয়াল এসব অভিযোগের একটিও করেননি।

আওয়াল বলেন, 'আমি শুনেছি, পাড়েরহাটে আসার পর পাকবাহিনী যেহেতু উর্দুভাষী ছিল, তাই তারা নাকি সাঈদী সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধুমাত্র তাদের ভাষার সুবিধার জন্য।'

এমপি আওয়াল আরো বলেন, 'যুদ্ধকালীন সময়ে গোয়েন্দার মাধ্যমে শুনেছি, পাড়েরহাটে লুটের মালামাল নিয়ে একটা ৫ (পাঁচ) তহবিলের দোকান খোলা হয়। সেই দোকানের ট্রেজারার ছিলেন তিনি (সাঈদী)।'

তিনি বলেন, যুদ্ধ শুরুর পরপরই তিনি ভারতে চলে যান এবং আগস্ট মাসে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ আসেন। তিনি যুদ্ধের সময় পাড়েরহাট ছিলেন না। ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি শেষে এমপি আওয়াল মাওলানা সাঈদীকে সালাম করে জিজ্ঞেস করেন, শরীরটা কেমন?' মাওলানা সাঈদী তখন বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর মেহেরবানিতে ভালো আছি।'

ট্রাইব্যুনালে এর আগে ১১তম সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হয়েছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে পরের সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেয়ার নিয়ম থাকলেও সাক্ষীদের তালিকায় ২৭ নম্বরে থাকা এমপি এ কে এম এ আওয়ালকে গতকাল আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য হাজির করা হয়। এর আগেও অসুস্থতার কারণে সিরিয়াল ভঙ্গ করে দুই-একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়। এমপি এ কে এম এ আওয়াল মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছেন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ সরকারি সুবিধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন সাক্ষীকে তিনি 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে প্রত্যয়ন করেছেন বলেও খবরে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

এম এ আওয়াল এমপির জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

এমপি আওয়ালের জবাববন্দী: আমার নাম আলহাজ্জ এ.কে.এম.এ আওয়াল ওরফে সাইদুর রহমান। আমার বয়স ৫৮ বৎসর। আমি বর্তমান সংসদ সদস্য। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এবং এপ্রিলের কিছুদিন আমি পিরোজপুরে ছিলাম। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে আহবান করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

এই ভাষণের পরে পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বিভিন্ন থানায় (বর্তমানে উপজেলা) ঘুরে ঘুরে মরহুম এনায়েত হোসেন খানের নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করি এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলে আমরা রাস্তায় নেমে আসি। তৎকালীন টাউন হল ময়দানে স্বাধীনতার মঞ্চে পিরোজপুরের সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে তৎকালীন এম.এন.এ. মরহুম এনায়েত হোসেনের ও ডা. খিতিশ চন্দ্রের নিকট অস্ত্র দাবি করে। মরহুম এনায়েত হোসেন খান বলেন যে, অস্ত্র আছে ট্রেজারিতে সেখান থেকে অস্ত্র দিব, চলুন ট্রেজারিতে যাই। ট্রেজারি থেকে সংরক্ষিত অস্ত্র নিয়ে এনায়েত সাহেব আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

তৎপর এনায়েত হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়, তিনি ঐ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অন্যান্য এম.এন.এ; এমপিরা ঐ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। আমি ঐ সময় পিরোজপুর মহকুমার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। এরপর আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন হলে, আমরা ছাত্ররা পি.টি.আই এর মাঠে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি এবং সেখানে ট্রেনিং দেয়া শুরু করি। বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.) তৎকালীন কে সামরিক শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়।

মেজর জিয়াউদ্দিন দায়িত্ব পাওয়ার পর তার নেতৃত্বে সকল অস্ত্র একত্রিত করা হয় এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রদের ট্রেনিং এর ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন দুর্নীতি দমন বিভাগের দারোগা জনৈক মহাজন, তার সম্পূর্ণ নামটা মনে করতে পারছি না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আরও কয়েকজন ইন্সট্রাক্টর ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন বরাকত ও আরেকজন ছিলেন আনসার কমান্ডার নূরুল হক। ট্রেনিং চলাকালে আমরা জানতে পারি যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বরিশাল দখল করেছে, নলকাবী পর্যন্ত পৌঁছে এবং পিরোজপুরের দিকে আসছে। তখন ঐ সংবাদ প্রাপ্তির পরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু কিছু ছাত্র নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতসহ বিভিন্ন স্থানে চলে যায় এবং আমি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার জিউদা গ্রামে চলে যাই। কিছুদিন অবস্থান করার পর মেজর জিয়াউদ্দিন এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পর আমরা একত্রিত হয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও একত্রিত করি। এরপর আমরা পার্শববর্তী সুন্দরবনে চলে যাই। সেখানে ট্রেনিং করানো

www.pathagar.com

যাবে কিনা সেই মর্মে জায়গা দেখে স্থানীয় ফরেস্ট অফিসটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রিক্রুটমেন্ট অফিস স্থাপন করি। এরপর আমি ও মেজর জিয়াউদ্দিন ভারতে চলে যাই, ট্রেনিং নেয়া ও অস্ত্র আনার জন্য। ট্রেনিং নিয়ে আমরা অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি এবং ১৪ই আগস্ট মোড়লগঞ্জে অবস্থিত পাকিস্তানী আর্মী ও রাজাকারদের ক্যাম্প আক্রমণ করি। সে আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কিছু লোক মারা যায় এবং আমাদের ৫-৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ঐ আক্রমণের পর আমরা সুন্দরবনে ফিরে যাই সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করি এবং পুরানো স্থানেই ট্রেনিং দিয়েছিলাম তাদেরকে পুনরায় একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকি। সুন্দরবন ক্যাম্প পরবর্তীতে বৃহৎ আকার ধারণ করায় সাব-সেক্টর হিসেবে উন্নীত হয় এবং আমি ঐ সাব-সেক্টরের হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বসহ মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। ক্যাম্প যখন বড় হয়ে গেল তখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় সিভিলিয়ানদের থেকে সোর্স নিয়োগ করলাম। এই সোর্সদেরকে গোয়েন্দার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা ছিলেন পিরোজপুর পাড়েরহাটের মাহবুবুর রহমান, রইজউদ্দিন পসারী, সিরাজুদ্দিনসহ আরো অনেকে। কিভাবে পাকিস্তানী বাহিনী কখন পিরোজপুরে আসে কখন পাড়েরহাট আসে, কারা শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করে সেই সব বিষয়ে আমরা ঐ গোয়েন্দাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মে মাসে হুলারহাট হয়ে পিরোজপুর আসে। এরপর পিরোজপুর থেকে বিভিন্ন স্থানে যায়, পাড়েরহাটেও আসে।

মে মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানী বাহিনী আসার পরে পিরোজপুরে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং পরবর্তীতে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করে। শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠনের সঠিক তারিখটি আমার স্মরণ নাই বিধায় বলতে পারব না। পারেরহাটে সেকান্দার শিকদার (বর্তমানে মৃত) এর নেতৃত্বে শান্তি কমিটি এবং পরবর্তীতে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। পাড়েরহাটের দানেশ মোল্লাও শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তবে, ঠিক কোন পদে ছিলেন সেটি আমি এ মুহূর্তে স্মরণে আনতে পারছি না। পাড়েরহাটে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আসার পরে যেহেতু তারা উর্দুভাষী ছিলেন তাই তারা নাকি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবকে তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাড়েরহাট আসার পরে বাজারে লুটপাট করে এবং একটি দোকান থেকেই ২২ সের সোনা লুট করে নেয় এবং ঐ লুটপাটের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে পাড়েরহাটের শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর লোকজন ছিল বলে আমি শুনেছি এবং ঐ স্বর্ণ লুটের কারণে পারেরহাট বাজারের নাম দেয় সোনার হাট। আমি আমাদের সোর্সের মাধ্যমে শুনেছিলাম যে, মদন সাহার যে ঘরটি লুট হয়েছিল সেই ঘরটি সাঈদী সাহেব তার শ্বশুর বাড়িতে তুলেছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে শুনেছি যে, পাড়েরহাটে লুটপাটের মালামাল দিয়ে পাঁচ (৫) তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন হয়েছিল। সেই ৫ (পাঁচ) তহবিলের ট্রেজারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সাঈদী সাহেব।

www.pathagar.com

পাড়েরহাট এলাকা হিন্দু অধ্যুসিত এলাকা হওয়ায় ও ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের সমর্থকের সংখ্যাধিক্য থাকায় ঐ এলাকায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। যুদ্ধকালীন সময় আমার নিজ ইউনিয়ন শংকরপাশার বাদুরা, চিথলিয়া গ্রামের রইজুদ্দীন পসারী সইজুদ্দিন পসারী, মানিক পসারীসহ ঐ পাড়া ও হিন্দু পাড়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ঐ পোড়া বাড়িঘর আমি স্বাধীনতার পরে এসে দেখেছিলাম। দানেশ মোল্লা, সেকান্দার শিকদার, শুনেছি সাঈদী সাহেবও তাদের সাথে ছিলেন এবং তারা ভিন্ন পাড়েরহাট এলাকায় লোক হওয়া সত্ত্বেও এতবেশি উৎসাহী ছিল যে, আমাদের ভিন্ন ইউনিয়নে শংকরপাশাতে এসেও লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি সংঘটন করে। দানেশ মোল্লা (বর্তমানে মৃত) ও সেকান্দার শিকদার (বর্তমানে মৃত) পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হওয়ার পর অনেক রাজাকার শান্তি কমিটির লোকজন পালিয়ে গেছে, অনেকে ধরা পড়েছে, অনেকে গণপিটুনিতে মারা গেছে, সাঈদী সাহেবকে এলাকায় পাওয়া যায় নাই। সাঈদী সাহেবের নাম উল্লেখের বিষয় (ডিফেন্স পক্ষের আপত্তিসহ), পিরোজপুর সদরে ভাগিরথি নামে একজন গরীব মহিলা পানের বরজ করতেন, সেই ভগিরথীকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়েন্দা সন্দেহে রাজাকাররা তাকে ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয় এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভগিরথীকে জিপের পেছনে বেঁধে শহর ঘুরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বলেশ্বর নদীর বেদীতে হত্যা করে। পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ওমর ফারুককে রাজাকাররা ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৩টা রডে বাংলাদেশের পাতাকা লাগিয়ে ফারুকের মাথায় ঢুকিয়ে বলেছিল, বল শালা জয় বাংলা বল। আমরা এখনও নদীর বেদীতে ফুলের মালা দিয়ে সেই স্মৃতি স্মরণ করি। পিরোজপুর শহরের পাশে ডুমুরতলা, কদমতলা, টেংরাখালী, উমেদপুর গ্রামসহ শহরের অনেক এলাকা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা পুড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ সব এলাকায়ও লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। সাঈদী সাহেব আদালতের ডকে উপস্থিত আছেন।

এদিকে মধ্যাহ্ন বিরতির পরে ট্রাইব্যুনালে আসন গ্রহণ করলে সাক্ষী নিজ উদ্যোগে আদালতকে বলেন যে, 'আমি জবানবন্দীকালে মে মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানী বাহিনী আসে বলেছি মর্মে জবানবন্দী রেকর্ড হয়েছে। আদালত কক্ষে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথাবার্তার কারণে আমি ডাইভার্টেড হয়ে গিয়ে শেষের দিকে বলে থাকিতে পারি। কিছু পাকিস্তানী বাহিনী পিরোজপুরে মে মাসের প্রথমে আসে ও শান্তি কমিটি গঠন করে এই কথা লেখা হবে। আমি জবানবন্দী দস্তখত করার সময় এ বিষয়টি চোখে পড়েছে কিন্তু আমাকে দস্তখত করতে বলায় আমি দস্তখত করেছি এবং এখন ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করায় জেরার পূর্বে আমি আমার এই কথাগুলো বল্লাম। (আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের তীব্র আপত্তি সহকারে উল্লেখিত বক্তব্যটি রেকর্ড করা হয়)।

জেরাতে প্রশ্ন-উত্তর :

প্রশ্ন : বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে কবে গেছেন?

উত্তর : মে মাসের ১ বা ২ তারিখ হবে হয়তো। সঠিক তারিখ মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন : মোড়েলগঞ্জের ডিইউজগ্রামে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : ৮/১০ দিন ছিলাম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আর কোথায় ছিলেন?

উত্তর : মোরেলগঞ্জ ছাড়াও রামপাল, শরনখোলা, তেঁতুলবাড়িয়া, সোনাখালী, গশিয়াখালী এসব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ভারতে গেছেন কবে?

উত্তর : জুলাইয়ের প্রথম দিকে রওনা দিয়েছি। তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে পৌঁছেছি।

প্রশ্ন : ট্রেনিং শুরু হয় কবে?

উত্তর : জুলাইয়ের শেষ দিকে শুরু হয় আগস্টের প্রথমে শেষ করে চলে আসি।

প্রশ্ন : ট্রেনিং শেষে প্রথম অপারেশন কি ছিল?

উত্তর : ১৪ আগস্ট আক্রমণকারী মোরেলগঞ্জ আর্মীদের উপর।

প্রশ্ন : হেড কোয়ার্টারের ইনচার্জ কবে হয়েছেন?

উত্তর : শুরু থেকেই সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টারের ইনচার্জ ছিলাম।

প্রশ্ন : জিয়াউদ্দিনের দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর : গোয়েন্দাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব তার নিজ হাতেই ছিল।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে এসেছেন কবে?

উত্তর : মোরেলগঞ্জে থাকলে বিভিন্ন অপারেশনে আমি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া তুষখালীতে এসেছি।

প্রশ্ন : পিরোজপুর শহরে এসেছেন কবে?

উত্তর : না আসিনি।

প্রশ্ন : স্বরূপকাঠিতে গেছেন?

উত্তর : না যাইনি।

প্রশ্ন : বরিশাল জেলায় কোথায় কোথায় গেছেন।

উত্তর : না বরিশালের কোথাও যাইনি। সেখানে আমাদের কোন আওতা ছিল না।

প্রশ্ন : ঝালকাঠিতে গেছেন।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : মোড়েলগঞ্জ কি তখন খুলনা জেলাতে ছিল?

উত্তর : জেলা খুলনা কিন্তু মহকুমা ছিল বাগেরহাট।

প্রশ্ন : বাগেরহাটের কয়টি উপজেল্া ছিল?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ঐ এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা কি ছিল?

উত্তর : নৌকা এবং হাঁটা দুটিই ছিল।

প্রশ্ন : ডিইউজগ্রাম থেকে তেঁতুলবাড়িয়া হেঁটে যেতে কত সময় লাগতো?

উত্তর : দেড় ঘন্টা।

১১.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১২নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা

দু'জন সাক্ষীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দেয়ার কথা স্বীকার করেছেন এমপি আওয়াল

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুর-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর প্রতিদ্বন্দ্বী এমএকে আওয়াল ওরফে সাইদুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের জুন মাসে কোথায় ছিলেন তা বলতে পারেন না। মানিক পসারীদের বাড়ি লুটপাট অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কারা জড়িত ছিলেন সে প্রসঙ্গে বলেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার দানেস মোল্লা, সেকান্দার সিকদারদের সাথে মাওলানা সাঈদীও ছিলেন বলে শুনেছি। তিনি কোন প্রত্যক্ষদর্শী নন। সবই শোনা কথা। মাওলানা সাঈদীর মামলার ২ জন সাক্ষী সুলতান আহমেদ হাওলাদার এবং মানিক পসারীকে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দেয়ার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালের গণআদালত ও গণতদন্ত কমিশনের কথাও তিনি বলতে পারেন না।

গতকাল বুধবার (১১-১-১২) দ্বিতীয় দিনের মত এমপি আওয়ালকে জেরার মধ্যদিয়ে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গত মঙ্গলবার ১২ নম্বর সাক্ষী হিসেবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দেন এমএকে আওয়াল এমপি। ঐদিনই তাকে জেরা শুরু করেন মাওলানা সাঈদীর আইনীজীবীরা। গতকাল দু'বেলা মিলিয়ে আরও সাড়ে ৩ ঘণ্টা তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী।

১২ নম্বর সাক্ষী স্থানীয় সংসদ সদস্য এমএকে আওয়াল ওরফে সাইদুর রহমানকে গতকাল ট্রাইব্যুনালে যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : ইউসুফ সাহেব সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী কবে গঠন করেন?

উত্তর : সর্বপ্রথম কি দ্বিতীয় তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী সর্বপ্রথম কোন জেলায় গঠন হয়?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : খুলনায় সর্বপ্রথম ১৭ মে রাজাকার বাহিনী গঠন হয়। এটা আপনি জানেন?

উত্তর : আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : কোন মাসের কত তারিখে ফরেস্ট অফিসে ক্যাম্প বানালেন?

উত্তর : ভারতে যাওয়ার আগে জুলাই মাসের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে সাব-সেক্টর খোলার আগ পর্যন্ত কোন সেক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন আপনারা?

উত্তর : ৯ নম্বর সেক্টর।

প্রশ্ন : ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক'জন?

উত্তর : ৩ জন ছিলেন যথা: মেজর জলিল, জেনারেল মঞ্জুর ও জয়নাল আবেদীন।

www.pathagar.com

জলিলকে অব্যাহতি দেয়ার পর মঞ্জুর সাহেব ও জায়নাল আবেদীন ছিলেন পর্যায়ক্রমে। তবে কে কতদিন দায়িত্বে ছিলেন তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে সাব-সেক্টর যখন হয় তখন কে ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

উত্তর : মেজর জলিল সাহেবই ছিলেন।

প্রশ্ন : সেক্টর কমান্ডারের অফিস কোথায় ছিল?

উত্তর : ভারতের টাকিতে। তবে জেলার নাম এই মুহূর্তে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : সেক্টর কমান্ডারের অফিসে কখনো গিয়েছেন আপনি?

উত্তর : গিয়েছি।

প্রশ্ন : যেদিন দেশ স্বাধীন হলো সেদিন সাব-সেক্টরের দায়িত্বে কে ছিলেন?

উত্তর : তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে সিভিলিয়ান সোর্সরা পাকবাহিনী, রাজাকার, আলবদররা যা করছে তার তথ্য দিত তার ভিত্তিতে আপনারা যুদ্ধ-কৌশল নির্ধারণ করতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মাহবুবুর রহমান মধু নামে আপনার একজন ভাই ছিলেন। উনি ২০০৭/৮ সলে মারা গেছেন?

উত্তর : ২/৩ বছর আগে মারা গেছেন। তারিখ বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : উনি মারা যাওয়ার সময় সাঈদী সাহেব আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং জানাযা পড়িয়েছেন?

উত্তর : উনি গিয়েছেন। জানাযা পড়িয়েছেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবই জানাযা পড়িয়েছেন। দেখেন সত্য কিনা?

উত্তর : না সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব কি সম্পর্কে আপনার বিয়াই হন?

উত্তর : উনার ভায়রা আমার ভগ্নিপতি মকবুল আলী মল্লিক। আমার জ্ঞাতি মোজহার আলী মল্লিকের ভায়রা ভাই। উনাকেই জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্ন : আত্মীয়তার সুবাদে সাঈদী সাহেবকে স্বাধীনতার আগে থেকেই চিনতেন।

উত্তর : আমারা একই এলাকার মানুষ। চিনব না কেন?

প্রশ্ন : উনার পিতার নাম ইউসুফ সাঈদী?

উত্তর : উনার পিতা মৌলবী ইউসুফ আলী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে পারেরহাট এলাকায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথি আপনি ছিলেন?

উত্তার : হাসিনা বানু ছিলেন প্রধান অতিথি। আমিও সেখানে ছিলাম।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় ঐ সম্মেলনে ছাত্রলীগের পারেরহাট এলাকায় কমিটি হয় যার সভাপতি আবু সালেহ পরে চেয়ারম্যান হন শংকরপাশা ইউনিয়নের, সেক্রেটারি হন মহিউদ্দিন নাসের। তিনিও পরে ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হন?

উত্তর : সত্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে গৌরি মোসলেম বয়াতীর জারী গান হয়েছিল আপনার উদ্যোগে।

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : নাজেম মাস্টারের ছেলে মোস্তফা হাওলাদারের ৩১৩ টাকার বিচার পান।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মোজাহার মল্লিক ৭২ সালে বাজার কমিটির সেকেটারি ছিলেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয়ভাবে কবে শান্তি কমিটি গঠিত হয়?

উত্তর : বলতে পারবো না। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা কঠিন ছিল।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারি না।

প্রশ্ন : খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের নেতৃত্বে তার নিজ বাড়িতে পিরোজপুরে প্রথম শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর : শুনেছি। গোপনে হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি বিষয়টি কবে জানলেন?

উত্তর : পাকিস্তান সেনাবাহিনী হোলার হাটে আসার ৮/১০ দিন পরে জানতে পারি।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনি পিরোজপুরে ছিলেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : ঐ সময় পিরোজপুর মহকুমায় কটি থানা ছিল?

উত্তর : ৮টি যথা- সদর, কাঠালিয়া, কাওখালি, স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া, নাজিরপুর, ভান্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া।

প্রশ্ন : কাঠালিয়ায় পিস সভাপতির কমিটির নাম জানতেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কাঠালিয়ায় রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : পুরো নাম মনে নেই।

প্রশ্ন : ভান্ডারিয়া থানার রাজাকার ও শান্তি কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি কে ছিলেন?

উত্তর : মোহিত জর্দার ছিলেন পিস কমিটির সভাপতি।

প্রশ্ন : কাউন্সিলার রাজাকার ও পিস কমিটির সভাপতিদের নাম কি ছিল?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : কাউখালীর রাজাকার ও পিস কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি কারা ছিলেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : স্বরূপকাঠির নেতৃত্বে কারা ছিলেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : বানারীপাড়া থানার পিস কমিটি ও রাজাকার কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের নাম কি ছিল?

উত্তর : জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা কোনটি ছিল?

উত্তর : পিরোজপুর সদর, বামনার কিছু অংশ, ভান্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া থানা ছিল আমাদের সাব সেক্টরের অধীনে।

প্রশ্ন : পিরোজপুর সদর থানার পিস কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : প্রথম দিকে ছিল মানিক খন্দকার, পরে আশ্রাব আলী চেয়ারম্যান। সেক্রেটারি ছিলেন দূর্গাপুরের চেয়ারম্যান হাসেম সাহেব।

প্রশ্ন : বামনা এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উত্তর : ইফতিখার হাসান।

প্রশ্ন : সেক্রেটারি কে ছিলেন? রাজাকার কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : হোগলা বুনিয়ার পিস কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : পিস কমিটি হয়েছিল এটাই তো শুনি নাই।

প্রশ্ন : চিতলিয়া, বাদুরা ও পারেরহাট এলাকাসহ শংকরপাশা ইউনিয়নে কোন পিস কমিটির অধীনে ছিল?

উত্তর : শংকার পাসায় কোন পিস কমিটি হয়েছিল মর্মে শুনিনি।

প্রশ্ন : এনায়েত হোসেন খান সাহেব কত তারিখে অস্ত্র পেলেন?

উত্তর : ২৭ মার্চ। ক্ষিতিস চন্দ্র মন্ডল, ড. আব্দুল হাইসহ অনেক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে।

প্রশ্ন : অস্ত্র দখলের সময় কি মেজর জিয়াউদ্দিন ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : সরকারি ট্রেজারি লুটের পরে টাকাও নেয়া হয়?

উত্তর : শুনেছি টাকাও নেয়া হয়।

প্রশ্ন : কত তারিখে ট্রেজারি থেকে টাকা নেয়া হয়?

উত্তর : তারিখ জানি না।

প্রশ্ন : কতদিন পরে আপনি শুনতে পান?

উত্তর : ৮/১০ দিন পরে শুনতে পাই।

প্রশ্ন : তাদের ২/১ জনের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা শহীদ ফজলুল হকের নেতৃত্বে টাকা নেয়া হয় বলে আমি শুনেছি।

প্রশ্ন : ট্রেজারির টাকা আপনারা মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করতে চান আর উনারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করায় বিরোধ হয় এবং সংগ্রাম কমিটির গুলীতে তিনি মারা যান?

উত্তর : ফজলুল হক টাকা নেয়ার সময় মারা যায়নি। পরে রাজাকাররা ধরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে দিলে বলেশ্বর নদীর বেদীতে গুলী করে হত্যা করা হয়। টাকা নেয়ার সময় সংগ্রাম পরিষদের কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকাসহ পিরোজপুর ৮ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়?

www.pathagar.com

উত্তর : সম্ভবত।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকা ৮ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয় মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে আর শাজাহান ওমরের নেতৃত্বে শত্রুমুক্ত হয় পিরোজপুর এলাকা।

উত্তর : শাজাহান ওমরকে আমি পাইনি।

প্রশ্ন : আপনি কবে ফিরে আসেন?

উত্তর : ডিসেম্বরের শেষ দিকে।

প্রশ্ন : শত্রুমুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা কবে পারেরহাট এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়?

উত্তর : তারিখ মনে নেই। জিয়াউদ্দিন সাহেব আসার আগেই পারেরহাট মুক্ত হয়।

প্রশ্ন : উনি সশরীরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় পারেরহাট এলাকার নিয়ন্ত্রণ মুক্তিযোদ্ধারা নেয়?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ঐ একই দিনে পিরোজপুর থানা সদর এলাকা ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমরের নেতৃত্বে দখল করে?

উত্তর : তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন কি না তা আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে পিরোজপুরসহ অন্যান্য থানায় বহু মামলা হয়েছিল?

উত্তর : ব্যক্তিগত উদ্যোগে মামলা হয়েছিল কি না তা আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনিসহ যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্যোগ নেননি।

উত্তর : আমি নিজে কোনো মামলা করার উদ্যোগ নেইনি। আমি তো ফিরে এসেছি পরে।

প্রশ্ন : আপনি নিজে এ পর্যন্ত এই মামলা ছাড়া সাঈদী সাহেবসহ স্বাধীনতা বিরোধী কারো বিরুদ্ধে কোথায়ও মামলা করেননি?

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : গণআদালত হয়েছিল ১৯৯২ সালে এটা শুনেছেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক আব্দুল মান্নানসহ অনেকের সমস্বয়ে একটি গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল। এটা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এই মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার আগে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোথায়ও মামলা করেননি বা আদালতে সাক্ষী হননি।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবের কাছে আপনি কবে জবানবন্দী দেন?

উত্তর : দিন তারিখ মনে নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মাহবুবুল আলম হাওলাদার ও মানিক পসারী পিরোজপুর কোর্টে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করার আগে আপনার সাথে কোনো পরামর্শ করেননি?

উত্তর : কেন করবে? করেনি।

প্রশ্ন : আপনি রাজাপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছেন?

উত্তর : আমি ১৯৭০ সালে পিরোজপুর আদর্শ হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করি?

প্রশ্ন : আপনার জন্ম তারিখ কত তারিখ লিখেছিলেন?

উত্তর : ৩/৩/১৯৫৪।

প্রশ্ন : স্কুল কলেজে আপনার নাম সাইদুর রহমান ছিলো?

উত্তর : জি। পরে এফিডেভিট দিয়ে এই নাম নিয়েছি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় জন্ম তারিখ কি লিখেছেন?

উত্তর : আমার ডিগ্রী পাসের সার্টিফিকেট তখনো হাতে পাইনি। এ জন্য এসএসসি পাস লিখেছি।

প্রশ্ন : বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আছে?

উত্তর : ২০০১ সালে যে তালিকা হয় তাতে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তো রয়েই গেছে। তাদের তো এখনও বাদ দেয়নি। যারা বাদ পড়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : এই মামলার সাক্ষী চিতলিয়া গ্রামের সুলতান আহমেদ হাওলাদার, পিতা মৃত হোসেন আলী হাওলাদার ও মানিক পসারীকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনি ডিও লেটার দিয়েছিলেন? (তার স্বাক্ষরিত কাগজ দেখানো হয়)

উত্তর : এটা ডিও লেটার নয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : যাদেরকে সিভিল গোয়েন্দা নিয়োগ দেন তারেদকে কি গোয়েন্দা বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : জুন মাসের শেষ দিকে আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : মুভমেন্টে ছিলাম। কোথায় বলতে পারবো না, স্মরণ নেই। যখন যে কমান্ডারকে গোয়েন্দার পেয়েছে তাকেই তথ্য দিয়েছে।

প্রশ্ন : গোয়েন্দারা আপনার নিকট গিয়েছিল কি?

উত্তর : গিয়েছিল।

প্রশ্ন : গোয়েন্দাদের দায়িত্ব ছিল শত্রুপক্ষের গতিবিধিসহ বিভিন্ন খবরা-খবর দেয়া।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : গোয়েন্দা বিভাগের কমান্ডার ছিলেন পরিতোষ পাল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার ভারত যাতায়াতের সময় গোয়েন্দা ছিলো আপনার সাথে?

উত্তর : রইস উদ্দিন পসারী আমার সাথে ছিলো। তার রাস্তাঘাট চেনা ছিলো।

প্রশ্ন : কয়লা বেহারা নামে কোন জায়গার না শুনেছেন যুদ্ধকালে?

www.pathagar.com

উত্তর : শুনিনাই।

প্রশ্ন : পিটিআই মাঠে কতদিন ট্রেনিং করেন?

উত্তর : ২৮ মার্চ শুরু হয়। এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা পর্যন্ত ঐখানে ট্রেনিং চলে। আমার জানামতে ট্রেজারী থেকে অর্থ নেয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে ট্রেনিং চলে।

প্রশ্ন : যুদ্ধের পরে জিয়াউদ্দিন সাহেবের সাথে কবে কোন মাসে আপনার সাক্ষাৎ হয়?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ভারতে থাকাকালে জিয়াউদ্দিন সাহেবের সাথে আপনার যোগাযোগ ছিলো?

উত্তর : ছিলো।

প্রশ্ন : আপনি কোথায় সাব সেক্টর কমান্ডারের হেড কোয়ার্টারের দায়িত্ব এবং অপারেশনের দায়িত্ব পান?

উত্তর : আমরা গিয়েই সাব সেক্টর অফিস তৈরি করি। তারপরই হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বসহ অপারেশনের দায়িত্ব আমার উপর এসেছিল।

প্রশ্ন : ঐ হেড কোয়ার্টারেই মেজর জিয়াউদ্দিন থাকতেন?

উত্তর : থাকতেন।

প্রশ্ন : হেড কোয়ার্টার কি নদীতে ছিলো না ভিতরে জঙ্গলে ছিলো?

উত্তর : প্রথমে নৌকায় শুরু। পরে ভিতরে ক্যাম্প হয়।

প্রশ্ন : ঐ ক্যাম্পে বাংলাদেশের ম্যাপ, সুন্দরবনের ম্যাপ, কমান্ডারদের দায়িত্ব সম্বলিত বোর্ড এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেকের ছবি ঝোলানো ছিলো, সাব সেক্টর কমান্ডারের একজন টাইপিস্ট বা পিএস ছিলো।

উত্তর : যুদ্ধ করতে হলে তো ম্যাপ, বোর্ড এগুলো থাকাই লাগে। সমগ্র সুন্দরবনই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর। ৩০/৩৫টি ক্যাম্প ছিলো সুন্দরবন এলাকায়। আমি ও মেজর জিয়াউদ্দিন সাহেব যে নৌকায় থাকতাম তা যে কোনো সময় পরিবর্তন হতো। হেড কোয়ার্টার বলতে বর্তমানে যা বোঝায় সে রকম কোনো সামরিক হেড কোয়ার্টার ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর ছবি ছিলো, অন্য কারো ছবি ছিলো কি না তা স্মরণ নেই। মেজর জিয়াউদ্দিন সাহেবের কাজ বিভিন্ন সময় উনি বিভিন্ন জনকে দিয়ে করাতেন। নির্দিষ্ট কোনো পিএস ছিলো কিনা এই মুহূর্তে তা স্মরণে আসছে না।

প্রশ্ন : আপনি সুন্দরবন সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার্সের দায়িত্বে ছিলেন না। অপারেশনের দায়িত্বেও ছিলেন না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তৎকালীন টাউন হলে পিরোজপুরের সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে তৎকালীন এমএনএ এনায়েত হোসেন ও ডা. খিতিশ চন্দ্রের নিকট অস্ত্র দাবি করে। এনায়েত হোসেন খান ট্রেজারিতে সংরক্ষিত অস্ত্র আছে তা নিয়ে এনায়েত হোসেন আপনাদের মাঝে বিতরণ, সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হওয়া, তিনি ঐ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া, অন্যান্য এমপিরা ঐ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সুন্দরবন ক্যাম্প পরবর্তীতে বৃহৎ আকার ধারন করা, সাব সেক্টরে উন্নীত হওয়া এবং আপনার সাব সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়াসহ আশপাশের দায়িত্ব গ্রহণের কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কয়েকজন সোর্সের নাম বলেছেন, কিন্তু সিরাজ উদ্দিনের নাম তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পারেরহাটে সেনাবাহিনী আসার পরে যেহেতু তারা উর্দুভাষী ছিলেন তাই ভাষার সুবিধার জন্য তারা সাঈদী সাহেবকে নাকি তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিল একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মদন সাহার ঘরভাঙ্গা এবং তা সাঈদী সাহেব শ্বশুরবাড়িতে তোলাসহ মদন সাহা সম্পর্কে কোনো কথাই আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ৫ তহবিলের ট্রেজারির দায়িত্বে ছিলেন সাঈদী সাহেব। একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাট ভিন্ন ইউনিয়ন হওয়ায়, ছাত্রলীগের সংখ্যাধিক্য থাকায় ঐ এলাকায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ধর্ষণের যেসব ঘটনা ঘটেছিল যুদ্ধকালে আপনার নিজ ইউনিয়ন শংকর পাশার বাদুরা ও চিতলিয়া গ্রামের নূরুল ইসলাম, রইস উদ্দিন পসারী, শহিদ উদ্দীন পসারী, মানিক পসারীসহ হিন্দু পাড়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমি স্বাধীনতার পর এসে ঐ পোড়া দেখেছিলাম। দানেস মোল্লা, সেকান্দর সিকদারের সাথে শুনেছি সাঈদী সাহেবও ছিল। অতি উৎসাহী হওয়ায় আমাদের ভিন্ন ইউনিয়নে এসেও তারা অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত করে। এসব কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে সাইদী সাহেবকে এলাকায পাওয়া যায়নি। একথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পারেরহাটে সোর্স নিয়োগ করায় পাক সেনা আসার পরে তারা সাইদী সাহেবকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন মর্মে যা শুনেছেন তা সত্য বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : মদন সাহার ঘর লুট হওয়া ও তা সাঈদী সাহেব নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে তুলেছিলেন মর্মে দেয়া জবানবন্দি মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৫ তহবিল গঠন ও তার দায়িত্বে সাঈদী সাহেব ছিলেন বলে আপনি শুনেছেন মর্মে যে কথা বলেছেন তা অসত্য বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যুদ্ধের পরে আপনি এলাকায় এসে শহীদ উদ্দিন পসারীদের বাড়ির পোড়া দেখা এবং তার সাথে পাকিস্তান বাহিনী দানেশ মোল্লা, সেকান্দার সিকদারের সাথে সাঈদী সাহেব ছিলেন মর্মে আপনি শুনেছেন বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মিথ্যা।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে সাঈদী সাহেবকে এলাকায় পাওয়া যায়নি। একথাও আপনি সত্য বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য এবং সাঈদী সাহেব যেহেতু ভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক দলের প্রাক্তন সংসদ সদস্য তাই সরকারি মদদে তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়ে মিথ্যাভাবে সাক্ষী দিলেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শুরুর আগ থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাঈদী সাহেব পিরোজপুর বা পাড়েরহাট এলাকায় ছিলেন না।

উত্তর : সত্য নয়।

১২.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাক্ষী সেলিম খান না আসায় মূলতবি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী শহীদুল ইসলাম সেলিম খান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। ফলে গতকাল (১২-১-১২) আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম আগামী রোববার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন। সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি গোলাম আরিফ টিপু ট্রাইব্যুনালকে জানান, দুর্ভাগ্যবশত সাক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঢাকায় আসতে পারেননি। তিনি রোববার পর্যন্ত সাক্ষী গ্রহণ মূলতবি করার আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম তাকে জিজ্ঞেস করেন যদি রোববারও তিনি আসতে না পারেন তাহলে কি হবে? জবাবে টিপু জানান, বিকল্প আছে। চেয়ারম্যান বলেন, তাহলে সময়মত আমাদেরকে এবং ডিফেন্সকে জানিয়ে দেবেন। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল রোববার পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ কার্যক্রম মুলতবি করেন। তবে গতকালও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যথারীতি ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

এর আগেও ৩ জন সাক্ষী অসুস্থতার কারণে তালিকাভুক্ত এবং হাজিরা রেকর্ড করার পরও মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিতে আসতে পারেননি। গতকাল শহীদুল ইসলাম সেলিম খানকে নিয়ে এই তালিকা দাঁড়ালো চারজনে। সর্বশেষ গত বুধবার ১২ নম্বর সাক্ষী স্থানীয় সংসদ সদস্য এমএকে আওয়াল ওরফে সাইদুর রহমানের জেরা সম্পন্ন হয়। তার আগের দিন তিনি ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেন।

১৩.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১৩নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

৭ বছরের শিশুর ছোট ৩ বোন ধর্ষিত হওয়ার কথা বলে ট্রাইব্যুনালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন গৌরাঙ্গ!

শহীদুল ইসলাম : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ডকে দাঁড়িয়ে ১৯৭১ সালে নিজের ৩ ছোট বোনকে ধর্ষণের কথা বলতে গিয়ে দারুণ একটি কান্নার অভিনয় করলেন মাওলানা সাঈদীর বিপক্ষে সরকারের সাজানো ১৩ নম্বর সাক্ষী গৌরঙ্গ চন্দ্র সাহা। অথচ তার ভোটার আইডি কার্ড বা জাতীয় পরিচয়পত্রে তার নিজের দেয়া তথ্য মতে, জন্ম তারিখ ০৮-০৭-১৯৬৩। সেই মতে ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। ৭ বছর বয়সী শিশু সাক্ষীর ৩টি ছোট বোনের বয়স তখন কত কত হতে পারে? তাদেরকে ধর্ষণের প্রশ্নই আসতে পারে না। নিজের বর্তমান বয়স ৬৭ বছর দাবি করে ৩ ছোট বোনকে ১৯৭১ সালে যৌবনপ্রাপ্ত বলে অভিযোগ করেছেন যে, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী অন্যান্য রাজাকারদের সহায়তায় তার ৩ ছোট বোনকে ধরে নিয়ে পাক হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পে তুলে দেয়। সেখানে জোরপূর্বক ধর্ষণের ৩/৪ দিন পর আবার বাড়িতে ফেরত পাঠায়। মাওলানা সাঈদী তাকেসহ তার মা-বাবা ভাই বোন সবাইকে জোরপূর্বক মুসলমান বানায় এবং মসজিদে নিয়ে নামাজ পড়ায়। কিন্তু মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের জেরার মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে যে, পুরো কাহিনীই বানোয়াট। মসজিদে নিয়ে নামাজ পড়ানোর কথা বললেও ঐ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের নাম বলতে পারেন না। পারেরহাট এলাকার আর কোনো রাজাকারের নামও জানেন না তিনি। এছাড়াও অন্যান্য সাক্ষীদের প্রদত্ত বক্তব্যের সাথে অনেক অমিল বেরিয়ে এসেছে তার জেরার মাধ্যমে। ৪ দিন বন্ধ থাকার পর ১৩ নম্বর সাক্ষী হিসেবে গতকাল সোমবার (১৬-১-১২) মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে জবানবন্দী দেন গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে তিনি তার মাত্র ১৬ লাইনের জবানবন্দী দেন যা রেকর্ড করা সম্পন্ন হয় মাত্র ২০ মিনিটে। এর পরপরই তার জেরা শুরু হয়। গৌরাঙ্গ সাহাকে জেরা করেন রাজশাহী বার থেকে আগত আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। মধ্যাহ্ন বিরতির আগ পর্যন্ত আধা ঘন্টা এবং বিরতির পর বেলা ২টা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত আরো সোয়া দু'ঘন্টায় তার জেরা সম্পন্ন হয়। ১৩ নম্বর সাক্ষী গৌরাঙ্গ সাহার জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা। আমার বয়স ৬৭ বছর। ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ২৭ বছর। ১৯৭১ সালে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কিছু রাজাকার নিয়ে আমাদের বাড়িতে যায়। তারা লুটপাট করে। কিছু রাজাকার দিয়ে আমার ৩ বোনকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের নাম (ছাপা নিষেধ)। তাদেরকে পিরোজপুরে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। জোরপূর্বক ধর্ষণের ৩ দিন পর আমার ৩ বোনকে ফেরত পাঠায়। কিছু দিন পর দেলোয়ার সাঈদী আমাদেরকে মুসলমান বানায়। মা, বাবা, ভাই, বোন সবাইকে

www.pathagar.com

মুসলমান বানানো হয়। নামাজ পড়ান মসজিদে নিয়ে। এই লজ্জায় আমার মা, ভাই বোন সবাই ভারতে চলে যায়। আমি একাই থেকে যাই। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, আমি আর কিছু বলতে পারব না। আরো অনেক হিন্দুকে মুসলমান বানায়। অনুমান একশ/দেড়শ হবে। আমি এর বিচার চাই। মুসলমান বানানোর পর দেলোয়ার সাহেব আমার নাম দিয়েছিল আব্দুল গনি। মসজিদে যাওয়ার সময় টুপি এবং হাতে তজবিহ দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আবার নিজ ধর্মে ফিরে আসি এবং স্বনামে (গৌরাঙ্গ সাহা) ফিরে আসি। আমি উনাকে চিনি। উনার শ্বশুর বাড়ি আমার বাড়ির পাশে খালের ওপারে। আমার বাড়ির পাশে উনার বাড়ি ছিল। সেখানে ভাড়া করে থাকতো।

আরো যাদেরকে হিন্দু থেকে মুসলমান বানায় তাদের মধ্যে রয়েছে নারায়ণ সাহা, নিখিল পাল, গৌরাঙ্গ পাল, সুনিল পাল, হারান ভৌমিক। অনেকে মারা গেছে। অনেকে ভারতে চলে গেছে। ৪০ বছর আগের ঘটনা। আর কত মনে থাকে।

গৌরাঙ্গ সাহাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও মনজুর আহমেদ আনাসারী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : টেংরাখালির মাহবুব আলম হাওলাদারকে আপনি চেনেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : উনার সাথে কতদিন পরিচয়?

উত্তর : স্বাধীনতার সময় উনি স্কুলে পড়তেন। অনেক আগে থেকেই পরিচয়। পাকিস্তান আমলেই তিনি স্কুলে পড়তেন। স্বাধীনতার পরে ভালভাবে পরিচয় হয়।

প্রশ্ন : উনি কোন স্কুলে পড়তেন?

উত্তর : পারেরহাট রাজলক্ষ্মী হাই স্কুলে।

প্রশ্ন : স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মাহবুব আলমের সাথে আপনার দেখা বা যোগাযোগ ছিল?

উত্তর : না। তখন তো সবাই যার যার মতো পালিয়ে থাকতো।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে কবে উনার সাথে ভালভাবে পরিচয় হয়?

উত্তর : স্বাধীনতার পরই। উনার বাবা আমার দোকানের খরিদ্দার ছিল।

প্রশ্ন : আপনার এই অভিযোগুলো স্বাধীনতার পরে আপনি মাহবুব সাহেবকে বলেছিলেন?

উত্তর : না। উনাকে কেন বলব।

প্রশ্ন : আজ এখানে যে অভিযোগ করলেন তা কি মাহবুব সাহেব স্বাধীনতার পরে অন্য কারো থেকে জেনেছিলেন?

উত্তর : জানতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার এই অভিযোগ বর্তমান স্থানীয় এমপি আওয়াল সাহেব স্বাধীনতার পরে জানতেন?

উত্তর : তা আমি জানি না।

প্রশ্ন : রুহুল আমিন নবীনকে চেনেন?

উত্তর : হ্যাঁ। উনি বাজারেই থাকতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : যুদ্ধের আগে নবীন সাহেব কি করতেন?

উত্তর : আমি অত বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনার বোনদের ধর্ষণের বিষয় নবীন সাহেব জানতেন?

উত্তর : তা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পারেরহাট এলাকায় ছোলা মুড়ি বিক্রেতা মোস্তফা হাওলাদারকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : মোস্তফা হাওলাদার কি আপনার বোনদের পাক হানাদারদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার কথা ও ধর্ষণের কথা জানতেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : সুলতান আহমেদ হাওলাদারকে চেনেন? এই মামলার সাক্ষী তিনি।

উত্তর : এখন চিনি। আগেও চিনতাম। ৭১ সালে কি ছিল না ছিল তা বলতে পারবো না। ঐ সময় তো পালিয়ে বেড়াতাম।

প্রশ্ন : সুলতান সাহেব কি আপনাদের বিষয়টি জানতেন?

উত্তর : আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : মিজানুর রহমান তালুকদার এই মামলার সাক্ষী। তাকে কতদিন আগে থেকে চেনেন?

উত্তর : বহুদিন থেকেই চিনি। তবে স্বাধীনতার সময় চিনতাম কি না স্মরণ নেই। ৪০ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার বোনদের ধর্ষণের বিষয় কি তিনি জানতেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : টেংরাখালীর মাহতাব উদ্দিন হাওলাদার কি আপনার বোনদের ধর্ষণ ও আপনাদের জোর পূর্বক মুসলমান করার বিষয়টি জানতেন?

উত্তর : ধর্ষণের বিষয় জানে কি না বলতে পারবো না। তাকে চিনতাম। এখনো চিনি।

প্রশ্ন : শহীদ উদ্দিন পসারীর ছেলে মানিক পসারীকে চিনতেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : উনি এই ধর্ষন এবং ধর্মান্তরের বিষয় জানতেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : বাসুদেব মিস্ত্রী এবং জলিল শেখ (চিতলিয়ার) এ বিষয়টি জানতেন?

উত্তর : বলতে পারবো না। আমি তাদের সবাইকেই চিনি।

প্রশ্ন : আলতাফ হোসেন হাওলাদার বাড়ি টেংরালাখালী। তাকেও তো দীর্ঘদিন ধরে চিনতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তিনি কি আপনার বোনদের ধর্ষণ ও ধর্মান্তরের বিষয় জানতেন?

উত্তর : আমি বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মাহবুব আলম হাওলাদার ও মানিক পসারী পিরোজপুর আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের সাথে কবে দেখা হয়?

উত্তর : আমার দোকান থেকে ডেকে হাই স্কুলে নিয়ে যায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য।

প্রশ্ন : হাট থেকে স্কুল পর্যন্ত আপনাদের সাথে কে কে গিয়েছিল?

উত্তর : অত খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : যে দিন জবানবন্দী দেন সেদিন হাটবার ছিল?

উত্তর : হাটবার ছিল। তবে বৃহস্পতি না রোববার ছিল তা খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : যাওয়ার পথে স্কুলের মুখেই রুহুল আমিন নবীনের বাড়ি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তারিখ কি খেয়াল আছে কবে জবানবন্দী দিয়েছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : অনুমান আজ থেকে কতদিন আগে জবানবন্দী দিয়েছিলেন?

উত্তর : এক বছরেরও বেশি হবে।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তার কাছে হেড মাস্টারের রুমে বসে জবানবন্দী দেন?

উত্তর : একটি ক্লাস রুমে।

প্রশ্ন : ঐ দিন স্কুল বন্ধ ছিল?

উত্তর : আমি সকাল ৮ টা/৯টায় জবানবন্দী দিয়েছি। ঐ দিন স্কুল খোলা ছিল কি না জানি না।

প্রশ্ন : ঐ সময় হেলাল সাহেব ছাড়া আর কে কে ছিল?

উত্তর : অত আমার খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : মাহবুব হাওলাদার ছিলেন তখন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের জন্য একটি গণআদালত হয়েছিল। জানেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ঐ আদালতে আপনি কোন সাক্ষী দিয়েছিলেন?

উত্তর : আমি গণআদালত বা অন্য কোন আদালতেই (এই আদালত ছাড়া) সাক্ষ্য দেইনি।

প্রশ্ন : গণআদালতের (১৯৯২ সালের) ২/৩ বছর পরে একটি তদন্ত কমিশন হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল, শাহরিয়ার কবির। তারা বা তাদের পক্ষে কেউ ১৯৭১ সালের কোন ঘটনা সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিল?

উত্তর : আমার কাছে কেউ যায়নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার কে কি জানে তা জানতে বই লেখার জন্য জেলা পরিষদ থেকে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল, জানেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : ২০০১-২০০৭ সালের মধ্যে কেউ আপনার কাছে গিয়েছিল আপনার ও আপনার পরিবারের ঘটনা জানার জন্য?

উত্তর : আমার কাছে কেউ যায়নি। আমি কোন বক্তব্যও দেইনি।

প্রশ্ন : পারেরহাট বাজারে সাঈদী সাহেব আপনার বাড়ির পাশে ভাড়া থাকতেন। সেটা জুলাইয়ের মাঝামাঝি ভাড়া নেন?

উত্তর : খেয়াল নেই। তবে ভাড়া থাকতেন তার ভায়রার বাড়িতে।

প্রশ্ন : আপনি লেখাপড়া কতটুকু করেছেন?

উত্তর : ক্লাস থ্রি।

প্রশ্ন : কোন স্কুলে পড়েছেন?

উত্তর : ফ্রি প্রাইমারী মডেল স্কুল।

প্রশ্ন : এই তিন বোন আপনার ছোট?

উত্তর : ৩ জনই আমার ছোট। আমার পিঠা পিঠি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে ট্রেজারির অস্ত্র লুট হয়েছিল পিরোজপুরে?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : এই অস্ত্র লুট হওয়ার ৩/৪ দিন পরেই হানাদার বাহিনী পিরোজপুরে আসে?

উত্তর : ৫/৭ দিন পরে আসে।

প্রশ্ন : পাক হানাদার বাহিনী পারেরহাট এলাকায় আসার আগেই পিস কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় আপনার এলাকায়?

উত্তর : জি। হয়েছিল।

প্রশ্ন : পাক বাহিনী আসার কতদিন আগে পিস কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছিল পারেরহাট এলাকায়?

উত্তর : মাস খানেক আগে।

প্রশ্ন : পিস কমিটি ও রাজাকার গঠন হওয়ার পরপরই তারা এলাকায় অত্যাচার নির্যাতন শুরু করেছিল।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : পাক বাহিনী আসার আগেই লুটপাট শুরু হয়?

উত্তর : হয়েছিল। আগেও হয়েছিল। পরেও হয়েছিল।

প্রশ্ন : পাক বাহিনী আসার আগে কার কার বাড়ি লুট হয়?

উত্তর : বিপদ সাহার দোকান, আমাদের বাড়ি লুটপাট হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে কি কি জিনিস নিয়েছিল তার কোনো তালিকা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে দিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সবই নিয়ে গেছে। কি দেব? পিছা (ঝাড়ু) পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : পাকিস্তান বাহিনী পারেরহাটে আসার ৩/৪ দিন পরেই আপনার বোনদের ধরে নিয়ে যায়?

উত্তর : না। ১০/১৫ দিন পরে।

প্রশ্ন : অস্ত্র লুট হওয়ার ১০/১৫ দিন পরে পাক আর্মি পারেরহাটে আসে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনাকে মুসলমান বানায় পাক আর্মি পারেরহাটে আসার কত দিন পরে?

প্রশ্ন : অনুমান মাস দুয়েক পরে।

প্রশ্ন : যে মসজিদে আপনাকে ১৯৭১ সালে নামায পড়াতো সেই মসজিদের মোয়াজ্জিন কে ছিলেন?

উত্তর : নাম খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের নাম বলতে পারবেন?

উত্তর : নাম খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনি স্বধর্মে ফিরে আসেন কি প্রায়শ্চিত্ত করে?

উত্তর : জান বাঁচানোর জন্য গিয়েছিলাম। তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের।

প্রশ্ন : চরখালীর পীর ইয়াসিন সাহেবকে চিনতেন? পারেরহাট বাজারে তার খানকা ছিল।

উত্তর : চিনতাম। ইয়াসিন মাওলানা।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে আপনি বিবাহিত ছিলেন?

উত্তর : স্বাধীনতার পর পরই বিয়ে করি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার সময় আপনি কি করতেন?

উত্তর : মুদি দোকানদারী করতাম।

প্রশ্ন : এখন কি ব্যবসা করেন?

উত্তর : ঐ মুদি ব্যবসাই করি।

প্রশ্ন : তখন স্থায়ী দোকান ছিলো- না ফুটপাতে করতেন?

উত্তর : তখন স্থায়ী দোকান ছিল। এখন ফুটপাতে দোকানদারী করি।

প্রশ্ন : আপনার দোকানে তো কোনো কর্মচারী নেই?

উত্তর : না নেই।

প্রশ্ন দোকানের হিসাবপত্র আপনি নিজেই লেখেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

উত্তর : ৩ মেয়ে ১ ছেলে।

প্রশ্ন : ছেলে কি করেন?

উত্তর : চিটাগাং থাকে। কি করে বলতে পারবো না। ১০/১২ বছর ধরে চিটাগাং-এ থাকে।

প্রশ্ন : আপনার বোনেরা ফেরত আসার কতদিন পর তারা ভারতে চলে যায়?

www.pathagar.com

উত্তর : মুসলমান হওয়ার ৩/৪ দিন পর।

প্রশ্ন : অখিল কান্তের ছেলে লক্ষী কান্তর পোদ্দারকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আপনার ঐ ৩ বোনের বড়টা ১৯৭১ সালে বিবাহিত ছিল?

উত্তর : ঐ ৩ বোনের কেউই বিবাহিত ছিলো না।

প্রশ্ন : এই ৩ বোনের ভারতে গিয়ে বিয়ে হয়েছে?

উত্তর : এই ৩ বোনসহ মোট ৪ বোন কোথায় কে থাকেন তা বলতে পারবো না, তাদের বিয়ে হয়েছে কি না তাও জানি না।

প্রশ্ন : আপনার বাবা মা কোথায় কি অবস্থায় আছে জানেন?

উত্তর : টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম যে মারা গেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।

প্রশ্ন : এই টেলিগ্রামের সংবাদটা কে পাঠিয়েছিল?

উত্তর : আমার বড় ভাই।

প্রশ্ন : উনারা কার মাধ্যমে ভারত যায়?

উত্তর : রইজ উদ্দিন নাইয়ার মাধ্যমে।

প্রশ্ন : মৃত্যু সংবাদ ছাড়া আপনার পরিবারের কারো সাথে কোনো যোগাযোগ নেই।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : রইজ উদ্দিনদের টেন্ডুল পাতার (বিড়ির পাতা) ব্যবসা ছিল?

উত্তর : পাকিস্তান আমলে ছিলো।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে আপনার এক বোনের সাথে লক্ষী কান্ত পোদ্দারের বিয়ে হারেরহাটেই হয়েছিল?

উত্তর : মোটেই সত্য নয়।

প্রশ্ন : নারায়ণ সাহা, দেলোয়ার হোসেন ফকির, উত্তম পাল এই ৩ ব্যবসায়ীকে চিনতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ তিনজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাকিতে মাল নিয়ে দিতে না পারায় তারা দোকান নিয়ে নিয়েছে। তাই এখন ফুটপাতে বেঁচাকেনা করেন।

উত্তর : আমার নৌকা লুট হওয়ায় বাকি টাকা শোধ দিতে পারি নাই। তবে সে জন্য দোকান নিয়েছে- এটা সত্য নয়। স্থায়ী দোকান নদীতে ভেসে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার নৌকা ডাকাতির ঘটনায় আপনি মামলা করেছিলেন?

উত্তর : নৌকা ডুবি হয়েছিল। ডাকাতি হয়েছিল চরখালী হাটে। (নিজের তথ্যেরই অমিল)।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পারেরহাটে রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠন হয়েছিল। সাঈদী সাহেব বাদে অন্য রাজাকার কারা ছিলো?

উত্তর : সাঈদী সাহেব ছাড়া অন্য কোনো রাজাকারদের নাম জানি না।

প্রশ্ন : পিস কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি বা অন্য সদস্যদের নাম জানেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পারেরহাটে অন্য কোন রাজাকারের নাম জানেন?

উত্তর : একজনের নাম জানি। তার নাম রাজ্জাক। তাকে মেরে ফেলেছে। গ্রামের মানুষ কার কি নাম তা জানি না।

প্রশ্ন : মোসলেম মাওলানাকে চিনতেন?

উত্তর : চিনতে পারি। নাম জানি না।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কতদিন আগে থেকে চিনতেন?

উত্তর : এক বছর আগে থেকে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে উনার ছেলেমেয়ে ছিল?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে সাঈদী সাহেবের ভাড়া করা ঘরের দুরত্ব কত ছিলো?

উত্তর : বেশি না। মাঝখানে ৩/৪টি ঘর ছিল।

প্রশ্ন : মাঝখানে যাদের ঘর ছিলো তাদের নাম বলুন?

উত্তর : আমাদের ঘরের পরে বিন্দু বাবুর ঘর, তারপর আরো ৩টি ঘর। এরপর সাঈদী সাহেবের ঘর ছিলো।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব স্বাধীনতার কতদিন আগে বিয়ে করেন?

উত্তর : বছর দুই আগে।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে উনি কি করতেন?

উত্তর : ফুটপাতে দোকানদারী করতেন।

প্রশ্ন : আপনি ২০০৮ সালে ভোটার হয়েছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই কার্ড নেয়ার সময় আপনি সই করেছেন। আপনার ছবি তুলেছে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : হরিপদ সাহা আপনার পিতা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ভোটার আইডি কার্ড করার সময় আপনাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনার জন্ম তারিখ দিয়েছিলেন ৮ই জুলাই ১৯৬৩?

উত্তর : ভুল বলেছি, না হয় ভুল লিখেছে।

প্রশ্ন : আপনি সঠিক জন্ম তারিখ দিয়েই আইডি কার্ড করেছিলেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য কোন আদেবন করেছেন?

উত্তর : না, করি নাই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার ঐ ৩ বোন খুব ছোট ছিল। নাবালিকা ছিল।

উত্তর : না, সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি বর্তমান জিয়ানগর উপজেলায়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার ৩ বোনসহ বর্তমান জিয়ানগর থানা এলাকায় ১৯৭১ সালে কোন মহিলাই রাজাকারের সহাতায় পাক আর্মি দ্বারা ধর্ষিতা হয়নি?

উত্তর : আমার ৩ বোন হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি এখনো পারেরহাটে থাকেন। ডা. যতিন্দ্র বাবুর পরিবারকে আপনি চিনেন?

উত্তর : জি, চিনি।

প্রশ্ন : উনার ২ ছেলে ডা. সুভাষচন্দ্র রায়কে আপনি চিনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার আরেক ছেলে দিলীপ ওরফে দুলাল কুমার রায় ব্যাংকার তাকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : সতীশ বাবুর স্ত্রী বেঁচে আছেন?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : সতীশ বাবুর বাড়ি পারেরহাট বন্দরেই?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বন্দরের মজিদ তালুকদার মেম্বরকে চিনেন। উনার বয়স ৭০ বছর কিনা?

উত্তর : হ্যা, উনার বয়স অনুমান ৭০ বছর হবে।

প্রশ্ন : মৃত আব্দুর রহমান খলিফা। উনার ৩ ছেলে মোস্তফা খলিফা, মহসিন খলিফা ও মাহবুব খলিফাকে চিনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রাজলক্ষী স্কুলের শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) নারায়ণ ভুষণ সিংকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : মতিউর রহমান হাওলাদার, পিতা মহসিন আলী হাওলাদারকে চিনেন?

উত্তর : দেখলে চিনতে পারি।

প্রশ্ন : আব্দুল হমিদ হাওলাদারের ছেলেকে চিনেন?

উত্তর : চিনি।

প্রশ্ন : বাদুরা গ্রামের আক্তার হোসেন খানকে চিনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে লুটপাটের কোন কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : আপনার বোনেরা বাসায় ফিরে আসার পরে কলেমা পড়ে আপনার পরিবারের সবাই মুসলমান হয়। একথা আপনি তদন্ত কর্মতর্কাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : একশ/দেড়শ জনকে মুসলমান বানানোর যে কথা আপনি বলেছেন তার মধ্যে আপনার বলা নারায়ণ পাল, নিখিল পাল, গৌরাঙ্গ পাল, সুধির পাল, হারান ভৌমিকদের নাম আপনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কিছুদিন আগে পারেরহাটে সরকারি আশ্রায়ন প্রকল্পের একটি ঘর পেয়েছেন?

উত্তর : পেয়েছি। ৩ বছর আগে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব কিছু রাজাকার নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাওয়া, লুটপাট করা, রাজাকারদের সহায়তায় আপনার ৩ বোনকে ধরে নিয়ে যাওয়া, সাঈদী ও অন্যান্য রাজাকাররা পিরোজপুর পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাম্পে দিয়ে আসা, পাকবাহিনী কর্তৃক তাদের জোরপূর্বক ধর্ষণ, ৩ দিন পর তাদের ফেরত পাঠানো মর্মে আপনি আদালতে মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার ৩ বোন বাসায় আসার কিছুদিন পর সাঈদী সাহেব আপনার মা- বাবা, ভাই-বোনসহ আপনাদের বাড়ির সকলকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান বানানো, মসজিদে নিয়ে নামায পড়ানো, সেই লজ্জায় আপনার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলে ভারতে চলে যাওয়া, আরও একশ/দেড়শ জনকে মুসলামন বানানো, নামায পড়ানো, আপনার নাম আব্দুল গনি রাখা এবং দেশ স্বাধীনের পরে নিজ ধর্মে ফিরে আসা মর্মে আপনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : চরখালীর পীর ইয়াসিন সাহেব, পারেরহাটে নিজ খানকায় বসে অনেক হিন্দুকে মুসলমান বানিয়েছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই মামলার সাক্ষী হয়ে আপনার পাওনাদারদের শাসকদল ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে পাওনা থেকে নিবৃত রেখেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান শাসকদলের আনুকুল্য পেয়েছেন এবং আরও পাওয়ার আশায় আপনার ৩ বোনকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব রাজাকারের সহাতায় পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া তাদেরকে ধর্ষণ ও আপনার পরিবারের সদস্যদের জোর করে মুসলমান বানানোর কথা মিথ্যাভাবে বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাঈদী সাহেব পারেরহাট বা পিরোজপুরেই ছিলেন না?

উত্তর : সত্য নয়।

১৭.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১৪ নম্বর সাক্ষীও চুরির আসামী

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসা ১৪ নম্বর সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুলকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অভিযোগে নিজের মা এবং আপন দুই ভাই পৃথক করে দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদীর নেতৃত্বে কয়েকজন রাজাকার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য তার বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছিল বলে তিনি জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন। তবে তার আপন দুই ভাই এবং জীবিত থাকা মা কেউই এরূপ অভিযোগ করেননি।

আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা হওয়ায় রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ডকে দাঁড়িয়ে তিনি অবশ্য তা অস্বীকার করেছেন। তবে ১৯৭১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন থানা বা কোর্টে নিজের বাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের কোন অভিযোগ করেননি। আকলিমা নামের এক মহিলা কর্তৃক দায়েরকৃত এক চুরির মামলায় জামিনে আছেন গ্রাম ডাক্তার আব্দুল হালিম বাবুল। তার এসএসসি পাস সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ ৬/৬/১৯৬৯ লেখা আছে। সেই অনুসারে ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ১০

www.pathagar.com

বছর। অথচ সত্য কথা বলার শপথ নিয়ে তিনি ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে নিজের বর্তমান বয়স ৫৫ বছর এবং ১৯৭১ সালে ১৫ বছর বয়স ছিল বলে দাবি করেন।

১৪ নম্বর সাক্ষী হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে আসা আব্দুল হালিম বাবুলের জেরায় এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। দিনের একমাত্র এজেন্ডা হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গতকাল মঙ্গলবার (১৭-১-১২) তিনি সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী দেন। জবানবন্দীর পর পরই তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও মনজুর আহমেদ আনসারী। অসুস্থ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে বাবুল সাক্ষ্য দেন। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ৩ সদস্যের টাইব্যুনাল এজলাসে বসলে এই সাক্ষ্য ও জেরা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২টার মধ্যেই জেরা শেষ হয়। তবে পরবর্তী সাক্ষীকে গতকাল হাজির করতে পারেনি প্রসিকিউশন পক্ষ। ফলে গতকাল বেলা সোয়া ১২টায়ই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম মূলতবি করতে হয়। এ সময় ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউটর হায়দার আলীকে পরবর্তী সাক্ষী হাজির করতে বললে তিনি অপারগতা জানিয়ে বলেন, একজন সাক্ষী এসেছেন। তার বয়স ৮০ বছর। আমি এখনও তাকে দেখিনি। তিনি অসুস্থ। ট্রাইব্যুনাল জিজ্ঞেস করেন কাল (আজ বুধবার) হাজির করতে পারবেন কিনা। জবাবে হায়দার আলী বলেন, কাল ডেট থাক। আশা করি তিনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের দাবি ছিল বৃহস্পতিবার যেহেতু মাওলানা সাঈদীর মামলা রাখা হচ্ছে না। আর ঢাকায় আসা সাক্ষীর সুস্থতার বিষয়টি অনিশ্চিত তাই কাল বাদ দিন। আমরা গ্রাম থেকে এসেছি। একটু বেড়িয়ে আসি। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক প্রসিকিউটর হায়দার আলীর কথায় আস্থা রেখে আজও মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষীর দিন ঠিক রাখেন। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, এটা আমরা মেনে নিচ্ছি। তবে অনুরোধ রাখছি যে, রোববার এই মামলা তালিকায় না রাখার জন্য। চেয়ারম্যান বলেন, সেটা দেখা যাবে। সুস্থ থাকলে আজ বুধবার ১৫ নম্বর সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে আসবেন মধুসূধন ঘরামী।

১৪ নম্বর সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুলের জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম আব্দুল হালিম বাবুল। আমার বয়স ৫৫ বছর। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আমি নিজ বাড়িতেই ছিলাম। পরে বলেন, ১৯৭১ সালের ২ জুন আমি নিজ বাড়িতেই ছিলাম। ঐ দিন আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাড়িয়ে ছিলাম। লোকজনের হৈ চৈ শুনতে পাই। তাদের কাছে শুনতে পাই যে রাজাকার ও পাকবাহিনী এই দিকে আসছে। আমরা সব সময় পাকবাহিনী ও রাজাকারদের আতংকে আতংকিত থাকতাম। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে সবাইকে বললাম তোমরা দূরে সরে পড়ো। তারা সবাই আত্মগোপন করে। আমিও তাদের সাথে আত্মগোপন করি। দূর থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, দানেস মোল্লা, মোসলেম মওলানা এবং সাথে আরো কিছু

www.pathagar.com

সশস্ত্র রাজাকার ও সেনাবাহিনীর সদস্য আমার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। তারা আমার ঘরের মালামাল লুটপাট করে এবং ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দিয়ে বের হয়ে শংকর পাশা নিবাসী খসরু মিয়ার বাড়িতে ও আমীর খানের বাড়িতে আগুন দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে ওমেদপুর হিন্দুপাড়ায় আগুন দেয় ও লোকজন মারে বলে শূনতে পাই লোকজনের মুখে। সাঈদী সাহেব উপস্থিত আছেন এখানে। আমি তাকে চিনি।

১৪ নম্বর সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুলকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : আপনি তো মুক্তিযুদ্ধে যাননি?

উত্তর : না যাইনি।

প্রশ্ন : পারেরহাট এলাকায় পাকিস্তান আর্মি কত তারিখে আসে?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী পারেরহাটে পাকবাহিনী আসার আগে না পরে গঠিত হয়?

উত্তর : পরে সম্ভবত।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি পাকবাহিনী আসার আগে না পরে গঠিত হয়?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ট্রেজারি থেকে অস্ত্র লুটের কথা জানেন?

উত্তর : অস্ত্র লুট হওয়ার কথা শুনেছি। তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : এই মামলার আইও সাহেবের কাছে কবে জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর : ২৭/৭/২০১০।

প্রশ্ন : ২৭ তারিখে জবানবন্দী দেয়ার বিষয়ে আপনাকে আগে কেউ খবর দিয়েছিল?

উত্তর : ঐ দিন পারেরহাটে যাওয়ার পরে শুনেছিলাম।

প্রশ্ন : ক'টার সময় শুনলেন যে আইও সাহেব এসেছেন?

উত্তর : ১২ টা /১ টার সময়।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনার সাথে আর কে ছিল?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : জবানবন্দী কোথায় দিয়েছিলেন?

উত্তর : রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়ের দোতলায় একটি ক্লাস রুমে বসে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তদন্ত সংস্থা এলাকায় কোন মাইকিং বা প্রচারণা চালিয়েছিল জবানবন্দী দেয়ার জন্য?

উত্তর : আমি শুনি নাই।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব কি সরাসরি আপনাকে বলেন না আপনি কিভাবে জানেন?

উত্তর : আমি স্কুলে যাওয়ার পরে শুনি যে স্বাধীনতা বিরোধীদের তথ্য নিতে এসেছে।

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

উত্তর : গ্রাম ডাক্তার।

প্রশ্ন : ডিগ্রি আছে?

www.pathagar.com

উত্তর : সার্টিফিকেট আছে।

প্রশ্ন : আপনার ডাক্তারখানা কোথায়?

উত্তর : বৌড়ুবি বাজার।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে বৌড়ুবি বাজার?

উত্তর : ১ কি.মি. দক্ষিণে।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে বৌড়ুবি, তারপর চালনা ঘড়ি তারপর পারেরহাট?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : চালনা বাজার থেকে বৌড়ুবি কত দূর?

উত্তর : ২ কি.মি.।

প্রশ্ন : ডাক্তারখানায় প্রতিদিন ক'টায় যান সাধারণত?

উত্তর : সকাল ৮টা থেকে ৯ টায় যাই। ব্যতিক্রম হতে পারে।

প্রশ্ন : ২৭/৭/২০১০ তারিখে পারেরহাটের হাটবার ছিল কি না?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ২৭ জুলাই ২০১০ সকালে মাহবুব হাওলাদার বা মানিক পসারী আপনার বাড়িতে যায়নি?

উত্তর : না যায়নি।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ঢাকায় গণআদালত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে?

উত্তর : নেই।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে দেশের বিখ্যাত কিছু লোক জাহানারা ইমাম ও কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল। সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ২০০১-২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য কার কি ভূমিকা ছিল জানার জন্য পিরোজপুর জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার জানা আছে?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী কি অপরাধ করেছে সে সম্পর্কে সরকারি উদ্যোগে একটি তদন্ত হয়েছিল। সে সম্পর্কে আপনার জানা আছে?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর থেকে হেলাল সাহেবকে জবানবন্দী দেয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কোথায়ও আপনার বাড়ি পোড়ানো ও লুটপাট বিষয়ে কোথায়ও জবানবন্দী বা অভিযোগ দেননি?

উত্তর : দেইনি।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, দানেস মোল্লা ও মোসলেম মাওলানাসহ রাজাকার ও পাক আর্মি আসছে এটা কারা আপনাকে বলেছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : কারো নাম স্মরণ নেই। রাস্তার লোকজন বলেছে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর পিরোজপুর শত্রুমুক্ত হয়?

উত্তর: খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : খসরুল আলমকে আপনি আগে থেকে চিনতেন, যার বাড়িতে পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারা আগুন দিয়েছিল বলে আপনি বলেছেন?

উত্তর: ভাল করেই চিনি। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা পারেরহাটে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প করেছিল। সেটা জানেন?

উত্তর: জি। জানা আছে।

প্রশ্ন : এই ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন উক্ত খসরু মিয়া?

উত্তর: আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : এসএসসি সনদে আপনার জন্ম তারিখ কত?

উত্তর: ৬-০৬-১৯৬০। সব সময়ই বাবা মা বয়স একটু কমিয়েই দেয়।

প্রশ্ন : আপনার মাতা জীবিত আছেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : একই বাড়িতে পৃথকভাবে বাস করেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আকলিমা খাতুন, স্বামী আব্দুস সুবহান, সাং- নলবুনিয়া-এর দায়েরকৃত সিআর মামলা নং-১১৬০, চুরির অভিযোগ ছিল আপনার বিরুদ্ধে। তাতে আপনি জামিন নিয়েছেন?

উত্তর: সত্য নয়। পরে রেগে বলেন, কাপড় খুলে দেখাতে পারি। আমাকে হামলা করে। আমরা নির্যাতিত। তারা মিথ্যা মামলা দিয়েছিল। আমার দায়েরকৃত মামলার কাউন্টার হিসেবে এই মামলা হয়। তাতে আমি খালাস পাই।

প্রশ্ন : দেলোয়ার সিকদার, পিতা রসুল সিকদার নামে একজন রাজাকার ছিল। আপনি জানতেন?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ির ভিতরে মৃত মোশাররফ হোসেনের বাড়ি?

উত্ত- জি।

প্রশ্ন : উনার ছেলে আছে ফারুক। তার বয়স কত হবে?

উত্তর: জি। ফারুকের বয়স অনুমান ৬০ বছর।

প্রশ্ন : একই বাড়িতে মৃত আব্দুল হালিমের বাড়ি?

উত্তর: না। মামলাকারী আকলিমা তাদের বাড়ির সাথে। আমাদের বাড়ির থেকে সিকি কিলোমিটার হবে।

প্রশ্ন : উনার ছেলে জয়নালের বয়স কত?

উত্তর: আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জয়নালের বয়স ৫২/৫৩ বছর?
উত্তরঃ সত্য নয়।
প্রশ্ন : ইয়াকুব মাস্টারের বাড়ি ও আপনাদের একই বাড়ি?
উত্তরঃ জি।
প্রশ্ন : উনার ছেলে রফিকুলের বয়স ৫২/৫৩ বছর?
উত্তরঃ জি না। ৬০ বছর।
প্রশ্ন : একই বাড়িতে হেমায়েত সাহেবের বাড়ি? উনার বয়স ৭০?
উত্তরঃ আরো বেশি।
প্রশ্ন : আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে মৃত এসহাক ফকির সাহেবের বাড়ি?
উত্তরঃ মাঝ খানে একটি বাড়ি তার পর ছাড়াবাড়ি (ভিটা আছে ঘর নেই)।
প্রশ্ন : উনার দুই ছেলে খালেক ও রশিদ?
উত্তরঃ জি।
প্রশ্ন : খালেকের বয়স ৬৩ হবে?
উত্তরঃ হতে পারে ৬০ বছর।
প্রশ্ন : রশিদের বয়স ৫৮ বছর?
উত্তরঃ আমার বয়সের সমান।
প্রশ্ন : একই বাড়িতে তৌফিক আহমেদের বাড়ি?
উত্তরঃ আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশে তার বাড়ি।
প্রশ্ন : উনার বয়স কত হবে?
উত্তরঃ অনুমান ৭৫ বছর।
প্রশ্ন : উনার ছেলে আছে কাওসার, বয়স কত?
উত্তরঃ অনুমান ৪০ থেকে ৪২ বছর।
প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে ঢোকার সাথে মসজিদ ১৯৭১ সালেও ছিল?
উত্তরঃ জি।
প্রশ্ন : ঐ সময় ইমাম মুয়াজ্জিন কে ছিলেন?
উত্তরঃ হাফেজ আব্দুল খালেক ইমাম ছিলেন। মুয়াজ্জিন ছিলেন না।
প্রশ্ন : খালেক সাহেব এখন বেঁচে আছেন?
উত্তরঃ জি।
প্রশ্ন : আপনার ছোট ভাই আব্দুস সালাম বাহাদুর জাতীয় পার্টির (মঞ্জুর) কেন্দ্রীয় নেতা?
উত্তরঃ সত্য।
প্রশ্ন : আরেক ভাই আব্দুল করিম মধু এমএ পাস?
উত্তরঃ জি।
প্রশ্ন : উনি কি করেন?
উত্তরঃ ব্যবসা করেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাড়ির সামনে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আপনি লোকজনের হৈ-চৈ শুনে জানতে পারেন- এ কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি বাড়ির ভিতর গিয়ে সবাইকে সরে যেতে বলেন এবং তারা আত্মগোপন করে। এ কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে শংকর পাসার খসরু মিয়ার ও আমির খানের বাড়িতে গিয়ে রাজাকার ও পাকসেনারা আগুন দেয় এবং পরে ওমেদপুর হিন্দুপাড়ায় গিয়ে আগুন দেয়- এই ভাবে আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২রা জুন ১৯৭১ সালে আপনি আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, দূর থেকে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, দানেস মোল্লা, মোসলেম মাওলানাসহ কিছু সশস্ত্র রাজাকার ও পাক আর্মি আপনার বাড়িতে আসে। তারা ঘরের মালামাল লুটপাট করে, তারপর শংকর পাশা নিবাসী, খসরু মিয়া ও আমির খানের বাড়িতে আগুন দেয় ও ওমেদপুর হিন্দুপাড়ায় আগুন দেয় ও মানুষ মারার যে কথা আপনি শুনেছেন বলে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা মিথ্যা বলেছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগ করেন?

উত্তর: জি।

প্রশ্ন : আপনার ঘর পোড়েনি। তারপরও আপনি সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে ঘর পুড়েছে মর্মে সাক্ষী দেয়ায় আপনার মা ও আপনার অন্য দুই ভাই আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন?

উত্তর: সত্য নয়। অসম্ভব।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ায় আপনার দলের রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশেই সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন?

উত্তর: সত্য নয়।

১৮-১-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

অসুস্থতার দোহাই দিয়ে হাজির করা হয়নি সাক্ষী মধুসূদন ঘরামীকে

স্টাফ রিপোর্টার : অসুস্থতার দোহাই দিয়ে গতকালও (১৮-৩-১২) রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী মধুসূদন ঘরামীকে হাজির করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি প্রসিকিউটর রানা দাস গুপ্ত গতকাল বুধবার ট্রাইব্যুনালে জানান, ১৫ নম্বর সাক্ষী হিসেবে তাকে আজ হাজির করার কথা ছিল। কিন্তু ৮০ বছর বয়স্ক এই সাক্ষী ঢাকায় এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থতার কারণে আজও তাকে হাজির করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ মূলতবি রাখার আবেদন জানান। অন্যদিকে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আগামী বুধবার পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ মূলতবি রাখার পরামর্শ দেন। ট্রাইব্যুনাল ২৪ জানুয়ারি পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেন।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার মধুসূদন ঘরামীর সাক্ষ্য দেয়ার কথা ছিল। ঐ দিন ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এস হায়দার আলী জানান, মধুসূদন ঘরামী গতকাল (সোমবার) এসেছেন। তার বয়স ৮০ বছর। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ কোর্টে আনা যায়নি। আর আমার সাথে তার কথাও হয়নি। তিনি বুধবার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক গতকাল সাক্ষ্যের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু গতকালও একই অজুহাত দেখানো হলো।

এ প্রসঙ্গে এডভোকেট তাজুল ইসলাম প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করার দায়িত্ব তদন্ত কর্মকর্তার। সরকার পক্ষের আইনজীবীর তার সাথে কথা বলার কথা নয়। বাস্তবে তারা সাক্ষীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে রেডি করতে পারছে না।

১৯.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের উল্টো হুমকি দিয়েছিলেন সাক্ষী বাবুল

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর কারাবন্দী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবীদের উল্টো হুমকি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুল। ২০১১ সালের ২ ডিসেম্বর পিরোজপুরের নলবুনিয়া গ্রামে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুল চিৎকার করে বলেন আপনারা আমার বাড়ি লুট করতে এসেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯-২-১২) সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনের দক্ষিণ হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা সাঈদীর কৌসুলি এডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ তথ্য জানান। সাক্ষী আব্দুল হালিমের সঙ্গে ঘটনার দিন কথোপকথনের ভিডিও চিত্র সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। গত ১৭ জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়ার সময় আব্দুল হালিম বাবুল মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের বিরুদ্ধে তাকে হুমকি দেয়ার অভিযোগ করেন। যদিও তা আমলে নেয়নি ট্রাইব্যুনাল। এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আইনজীবীরা সাক্ষীদের কোনো হুমকি দেননি। হুমকির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তাজুল ইসলাম বলেন, ডিফেন্স পক্ষের আইনজীবীরা ২০১১ সালের ২ ডিসেম্বর পিরোজপুরের নলবুনিয়া গ্রামে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাই। সেখানে সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুলের বাসার সামনে রাস্তা ও মসজিদের কাছে অবস্থান করছিলাম।

স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার সাংবাদিকরা তার বাড়ির সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, এ সময় সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুল চিৎকার করে বলেন, আপনারা আমার বাড়ি লুট করতে এসেছেন।

অথচ তিনি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিতে এসে বলেছেন আমরা নাকি তাকে হুমকি দিয়েছি। এ বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে আদালত গ্রহণ করেননি। তারপরও কিছু পত্রিকা বিষয়টি সংবাদ আকারে প্রকাশ করেছেন। যা সঠিক নয়। এ বক্তব্যের পরে তাদের পরিদর্শনের কর্মকান্ড নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র সাংবাদিকদের দেখান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মুন্সী আহসান কবীর, ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমীন ও এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান।

২০.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

তদন্ত প্রতিবেদনের কপি আসামীপক্ষ পাবে না

শহীদুল ইসলাম : সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ পেলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বিধায় অভিযুক্ত পক্ষকে তদন্ত প্রতিবেদন (পুলিশ রিপোর্ট) সরবরাহ করার প্রয়োজন নেই। এমন গ্রাউন্ড দেখিয়ে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার আবেদন জানিয়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও আব্দুল কাদের মোল্লার করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় বিচারক এটিএম ফজলে কবির আদেশ প্রদানকালে বলেছেন, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন এবং সেই আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য যেকোন আইন ও আদালত থেকে ব্যতিক্রম। এটা একটি বিশেষ আইন এবং বিশেষ আদালত। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিতরে সাক্ষীর নাম ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এটা অভিযুক্ত পক্ষকে সরবরাহ করলে সাক্ষীর গোপনীয়তা রক্ষা হবে না।

আইসিটি বিধিতে সাক্ষীর সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই আদেশকে ন্যায়বিচার পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অভিযুক্ত পক্ষের অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। দুনিয়ায় যত ট্রাইব্যুনাল হয়েছে এবং এখন চলছে তার কোথায়ও আসামী পক্ষকে তদন্ত রিপোর্ট সরবরাহ না করার নজির নেই। দেশীয় আইনেও এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। অন্যদিকে সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুম বলেন, আসামীপক্ষ মাঝে মাঝেই এ ধরনের পিটিশন নিয়ে আসছে বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত ও ব্যাহত করার জন্য। তদন্ত রিপোর্ট আসামীপক্ষকে সরবরাহ করার কোন নিয়ম নেই।

গতকাল রোববার (২২-১-১২) সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এজলাসে বসেন।

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার গত ১২ জানুয়ারি আবেদনের ওপর গত ১৮ জানুয়ারি উভয় পক্ষের শুনানি শেষ হয়। গতকাল আদেশের দিন ধার্য ছিল। তবে ইতোমধ্যে একই ধরনের আরেকটি আবেদন করেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। এ জন্য ট্রাইব্যুনালে গতকাল প্রথমেই আদেশ না দিয়ে অতিরিক্ত শুনানির আয়োজন করেন। মাওলানা সাঈদীর পক্ষে এডভোকেট তাজুল ইসলাম এবং সরকার পক্ষে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী শুনানিতে অংশ নেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় বিচারক বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির আদেশ দেন। আদেশের পূর্বে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও তৃতীয় বিচারক একেএম জহির আহমেদের মধ্যে প্রকাশ্যেই কিছু বিরোধ দেখা দেয়। তবে বিচারপতি ফজলে কবিরের আদেশ দেয়ার সময় কেউ ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। দুই জনের আবেদনের ওপর শুনানি হলেও বিচারপতি ফজলে

www.pathagar.com

কবির আদেশ দেন শুধু আব্দুল কাদের মোল্লার ওপরে। পরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, এই আদেশ মাওলানা সাঈদীর আবেদনের ওপরও কার্যকর হবে। এজন্য গতকাল মাওলানা সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। আব্দুল কাদের মোল্লাকে অবশ্য আনা হয়নি।

শুনানিকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম আইসিটি এ্যাক্ট এর ৯ (৩) অনুচ্ছেদ এবং ১৬ (২) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেন, যেসব ডকুমেন্টের ওপর ভিত্তি করে প্রসিকিউটশন অভিযোগ আনবে অভিযুক্ত পক্ষ তার কপি পাবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে ডকুমেন্ট পাওয়ার অধিকারী আমরা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাজুল ইসলাম বলেন, পৃথিবীর কোথাও এর নজির নেই যে, অভিযুক্ত পক্ষ তদন্ত রিপোর্ট পাবে না। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি যদি সেই তদন্ত প্রতিবেদন না পাই তাহলে আমি নিজেকে ডিফেন্ড করব কিভাবে যে আমি ঐ ঘটনর সাথে জড়িত কি না। তিনি বলেন, বিশ্বের কোন চলমান ট্রাইব্যুনাল বা শেষ হয়ে যাওয়া ট্রাইব্যুনালেও তদন্ত প্রতিবেদন আসামী পক্ষকে সরবরাহ না করার উদাহরণ নেই। এমনকি আমাদের দেশের কোন আইনেও এ ধরনের বিধান নেই। ফৌজদারী মামলাসমূহে তদন্ত প্রতিবেদন আসামী পক্ষকে সরবরাহ করেই বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এটা যদি ডমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল হয় তাহলে দেশের প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়ার মতই অভিযুক্ত পক্ষকে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে হবে। তিনি বলেন, আইসিটি আইনেও এমন কোন কথা নেই যে তদন্ত প্রতিবেদন আসামীপক্ষ পাবে না।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, আইসিটি এ্যাক্ট-এর ১৬(২) এবং ১৮(৪) একত্রে পড়লে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কি কি ডকুমেন্ট তারা পাবে আর কি কি পাবে না। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন পুলিশের নিজস্ব ব্যাপার। এর মধ্যে সাক্ষীর নাম ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এটা ডিফেন্সের কাছে সরবরাহ করা হলে এই গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবে। এতে সাক্ষীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আইসিটি রুলে সাক্ষীর সুরক্ষার বিধান করা হয়েছে।

তাজুল ইসলাম পুনরায় জবাব দিতে উঠে বলেন, তদন্ত কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থাতেই কেবল তদন্ত প্রতিবেদনের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তদন্ত যেহেতু শেষ এবং আমার বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জ দাখিল করা হয়েছে তখন আর তা গোপনীয় নয়। কিসের ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তা আমার জানার অধিকার রয়েছে। কেস ডায়েরী গোপনীয় জিনিস। আইনেই আছে সেটা সরবরাহ করা যাবে না। আমরা সেটা চাই না। দুনিয়ার সব ট্রাইব্যুনালে তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হয়। আর এখানে এমন কি হলো যে তা দেয়া যাবে না।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে বিচারপতি ফজলে কবির আদেশ দেয়া শুরু করেন।

www.pathagar.com

৮ মিনিটেই তার আদেশ দেয়া শেষ হয়। আদেশে আবেদনের পক্ষের কোন যুক্তিই গ্রহণ না করে শুধু সাক্ষীর সুরক্ষার বিধানটিকেই পুঁজি করে তিনি আবেদন খারিজ করে দেন। আদেশে অন্যান্য আদালত থেকে এটা ভিন্ন এবং অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি ও আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভিন্নতর বলেও উল্লেখ করা হয়।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, এই আদেশ আমরা মেনে নিতে বাধ্য। কারণ আমাদের কোথাও আপীল করার সুযোগ নেই। তবে এই আদেশ সঠিক হয়নি। এর মাধ্যমে আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আদেশ সঠিক হয়নি।

তিনি বলেন, প্রথম দফা অভিযোগ আনার পর মাওলানা সাঈদীর ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ভাগীরথী নামে এক ব্যক্তির হত্যার আরেকটি অভিযোগ এনেছেন। এটা তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে। কাজেই কিসের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা হচ্ছে সেটা জানতে হবে না? এটা জানার অধিকার আসামীর নেই? এটা ন্যায়বিচার পরিপন্থী।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জিয়াদ আল মালুম পরে প্রেসব্রিফিং-এ বলেন, তারা মাঝে মাঝেই এ ধরনের আবেদন নিয়ে আসছে বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্য। ছলে বলে কৌশলে তারা বিচারকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। সাক্ষীদের নিরাপত্তার জন্যই তদন্ত প্রতিবেদন আসামীপক্ষকে সরবরাহ করার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, পৃথিবীতে বর্তমানে সক্রিয় আছে ৩৫টি ট্রাইব্যুনাল। এর সবগুলোর সিস্টেম এক নয়। যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা বিচার সম্পন্ন করতে চাই।

২৩.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১৫ ও ১৬নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

সাক্ষী সোলায়মান ৪ বার জেল খেটেছেন

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ব বরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গতকাল ২ জন সাক্ষীর জেরা সম্পন্ন হয়েছে। ১৫ নম্বর সাক্ষী হিসেবে গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকারী যশোরের বাঘারপাড়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেনের জেরা গতকাল সম্পন্ন হয়। ১৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে একই থানার আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জুলফিকার আলী জুলা গতকাল জবানবন্দি দিয়েছেন। তারও জেরা সম্পন্ন হয়েছে। জেরার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে যে, সাক্ষী সোলায়মান হোসেন সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায়ই দুর্নীতির অভিযোগে ৩ বারসহ সর্বমোট ৪ বার গ্রেফতার হয়েছেন।

৪ বার গ্রেফতার হওয়ার কথা তিনি স্বীকার করে বলেছেন, এসবই ছিলো রাজনৈতিক কারণে। অন্যদিকে ১৬ নম্বর সাক্ষী জুলফিকার আলী নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করলেও সাংবাদিক রোকনুদ্দৌলা লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধে যশোর' বইয়ে রাজাকারের তালিকায় তার নাম আছে। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী সাক্ষীদের বক্তব্যের সাথে অনেক তথ্যের অমিল পাওয়া যায় এই ২ জনের জেরায়।

দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা সম্পন্ন করতে গতকাল (২৫-১-১২) ট্রাইব্যুনাল চলে ২ বেলা। বিকেল ৪টায় জেরা সম্পন্ন হয়। জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার ১৭ নম্বর সাক্ষী সাক্ষ্য দেবেন। গত বুধবার ১০ জন সাক্ষীর তালিকা সরবরাহ করা হয় মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীদের। প্রসিকিউশন সরবরাহকৃত এই তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের কয়েক জনের নাম পূর্বে সরবরাহকৃত ৬৮ জনের তালিকায় নেই।

এ নিয়ে গতকাল বিকেলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিতর্ক হয়। আদালতও এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের। তবে ঐ সময় চীফ প্রসিকিউটর বা অন্য কোনো সিনিয়র প্রকিসিউটর উপস্থিত না থাকায় আদালত বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টির ফায়সালা হবে বলে জানান। ১৫ নম্বর সাক্ষী সোলায়মান হোসেনকে গতকাল যেসব জেরা করা হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালে আপনি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং থানা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলেন?

উত্তর : জি। থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে আপনি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বর্তমান বাঘারপাড়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী জুলা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি জামায়াতে ইসলামীর ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কতটি জনসভা শুনতে গিয়েছেন?

উত্তর : সুযোগ হয়নি।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আগে জামায়াতে ইসলামীর কোন জনসভায় (জবানবন্দিতে উল্লেখিত দিন) ছাড়া আপনি যাননি?

উত্তর : না যাইনি।

প্রশ্ন : ২০০৫/৬ সালে সাঈদী সাহেবের ধর্ম সভায় গিয়েছেন?

উত্তর : জি। দোহাকুড়া হাইস্কুল মাঠে।

প্রশ্ন : আপনি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : কত সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

প্রশ্ন : অবসর নিয়েছেন ১৯৯৬ সালে।

উত্তর : অবসর নয়, অব্যাহতি নিয়েছি। এমনিতেই আমি যাই না ১৯৯৬ থেকে।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সালে আপনি ৭নং দরাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বনিদ্বতা করে পরাজিত হন।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : একইভাবে ২০১১ সালে বাঘারপাড়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন?

উত্তর : পরাজিত হয়েছি। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ছিলাম না।

প্রশ্ন : ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আপনি ২ বার হাজতে গিয়েছেন?

উত্তর : রাজনৈতিক মামলায় গিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি তো তখন সরকারি চাকরি করতেন, তাহলে রাজনৈতিক মামলা হতে পারে কি?

উত্তর : জবাব নেই।

প্রশ্ন : আপনি পেশনের আবেদন সরকারের কাছে করেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা হয়নি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল। যেহেতু আপনি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন।

উত্তর : সত্য নয়। দুর্নীতির কোনো মামলা হয়নি।

প্রশ্ন : এ কারণেই আপনি কোনো পেনশন পাননি?

উত্তর : সত্য নয়। আমি পেনশনের আবেদনই করিনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালের জামায়াতের জনসভায় ভাষণের সময় সাঈদী সাহেবের কি পরিচয় নিয়েছেন?

উত্তর : বক্তৃতার পরে তার পরিচয় জানতে পারি।

প্রশ্ন : তিনি তখন কি করতেন?

উত্তর : জানতে পারি যে উনি ইসলামী ছাত্র সংঘ বা জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতা।

প্রশ্ন : ঐ সময় উনার বাড়ি কোথায় তা জানতে পেরেছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ঐ সভায় সাঈদী সাহেবকে কি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : উনার বাড়ি বা পেশা সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন? বা কোথায় থাকতেন?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

উত্তর : সরাসরি যুদ্ধ করি নাই। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে আসি।

প্রশ্ন : কোন মাসে ভারতে যান এবং কখন ফেরেন?

উত্তর : জুন মাসে যাই। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ফিরে আসি। তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : দেশে ফেরার কত দিন পর সাঈদী সাহেবের সাথে আপনার দেখা হয়।

উত্তর : দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব রওশনের বাড়িতে আসার কথা কে বলে? নাম বলুন?

উত্তর : তোজাম্মেল হোসেন, হোসেন আলী, সদরউদ্দিন, দেলোয়ার (বর্তমানে মৃত), জুলফিকার আলী।

প্রশ্ন : এটা কোন মাসে বলেছিল?

উত্তর : ১৯৭২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে।

প্রশ্ন : রোকনুদ্দৌলা নামে একজন সাংবাদিক 'মুক্তিযুদ্ধে যশোর' নামে একটি বই লিখেছেন। সেই বই সম্পর্কে কিছু জানেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : বাঘারপাড়ার রামকান্তপুর গ্রাম আপনি চেনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : থানা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি জুলফিকার জুলার বাড়ি রামকান্তপুর।

উত্তর : আগে পাইকপাড়া ছিলো এখন রামকান্তপুর।

প্রশ্ন : জুলা রামকান্তপুর কতদিন ধরে বসবাস করেন?

www.pathagar.com

উত্তর : ৩০ বছরেরও বেশি অনুমান।

প্রশ্ন : ১৯৭১/১৯৭২ সালে রওশনের বাড়ি দেখেছিলেন?

উত্তর : ঐ বাড়িতে আমি যাইনি।

প্রশ্ন : রওশনের ভাই খলিলুর রহমান বর্তমান টার্মের আগে বাঘারপাড়ার পৌর মেয়র ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তিনি তো স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা?

উত্তর : তিনি নেতা নন। বছর খানেক আগে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। তার আগে বিএনপি করতেন।

প্রশ্ন : রওশন ও খলিল দু'ভাইকেই ১৯৭১ সালের আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তারা মোট ক'ভাই বোন?

উত্তর : ৫ ভাই ২ বোন

প্রশ্ন : রওশনের বাবার নাম সুফি দাউদ?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধে রওশনের ভূমিকা কি ছিল? পক্ষে না বিপক্ষে?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : খলিলের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর : তাও বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ২০০৫/০৬ সালে সাঈদী সাহেবের ধর্মসভার পুরোটাই শুনেছিলেন?

উত্তর : ১৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট শুনেছি।

প্রশ্ন : রওশনকে স্টেজে উঠানো পর্যন্ত আপনি ধর্মসভায় ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার আগে অসহযোগ আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয়?

উত্তর : ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে শুরু হয়।

প্রশ্ন : ৭ মার্চের পরে যশোরে কাবলীওয়ালা হত্যাকান্ড হয়?

উত্তর : ২৬ মার্চের পরে। এটা ছিল যুদ্ধের একটি এ্যাকশান। পরে বলেন, আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ঝুমঝুমপুর চেনেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঝুমঝুমপুরের অধিবাসীরা ঐ সময় অধিকাংশই ছিল বিহারী?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ৭ মার্চের ভাষণের পর ঝুমঝুমপুরে বিহারী ও বাঙ্গালিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল?

উত্তর : ২৬ মার্চের পরে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সংঘর্ষে অনেক বিহারী মারা যায়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই সংঘর্ষের পরে যশোর ক্যান্টনমেন্টের আর্মি বিহারীদের পক্ষ নিয়ে বাঙ্গালিদের ওপর আক্রমণ চালায়।

উত্তর : পক্ষ নিয়ে নয় পাকবাহিনী তাদের ন্যাশনাল পলিসি অনুসারেই বাঙ্গালিদের ওপর এই হামলা চালায়।

প্রশ্ন : ২৬ মার্চের পর বিহারীরা পাকিস্তান আর্মির সাথে বাঙ্গালি নিধনে যোগ দিয়েছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ২০০৬ সালে দোহাকুড়ার ধর্মসভায় সাঈদী সাহেব বক্তৃতায় বলেছিলেন যে কাবলীওয়ালা হত্যাকাণ্ড, ঝুমঝুমপুরের হত্যাকাণ্ড এবং ৭ মার্চের ভাষণে পরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি রওশনের বাড়িতে ছিলাম। একথা আপনি শুনেছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : জুন মাসের আগেই আপনার এলাকায় শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর : হয়েছিল। তবে আমি ঐ সময় এলাকায় ছিলাম না।

প্রশ্ন : আপনি আপনার এলাকা ত্যাগ করেন কবে?

উত্তর : পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যশোরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরই আমি এলাকা ছেড়ে চলে যাই। দিন তারিখ মনে নেই। এপ্রিলের প্রথম দিকে হবে।

প্রশ্ন : ৭১ সালে যশোরের নিউমার্কেট আবাসিক এলাকা ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সদরউদ্দিন নামে একজন পীর সাহেব থাকতেন যশোরের মহিরন এলাকায়?

উত্তর : ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি মহিরন গ্রামে?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রওশনের বাড়ি আপনার পাশের গ্রাম দোহাকোলায়?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রওশনের বাড়ির পূর্বদিকে রাস্তা ও বিল এবং পশ্চিম দিকে চান আলী মাস্টার ইব্রাহিম মোল্লা, আযমের বাড়ি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ পশ্চিম দিকে রুস্তম মোল্লা, করিম মোল্লা, আলতাফ বিশ্বাস আবু তাহের বিশ্বাস (বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান), আবু সাইদ বিশ্বাস, বাঘারপাড়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হায়দার আলী সাহেবের বাড়ি?

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : উত্তর দিকে সামান্য ফাঁকা। তারপর শুকনাল কুলুর বাড়ি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রওশনের বাড়ির দক্ষিণে খালেক, মজিবর মোল্লার বাড়ি?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আদালতে সাক্ষী দেয়ার জন্য আপনার নামে এলাকা থেকে সমন জারি করে?

উত্তর : বাঘারপাড়া থানা থেকে সমন হয়।

প্রশ্ন : যাদের কাছ থেকে আপনি জানতে পারেন যে সাঈদী সাহেব পিরোজপুরে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে অনেক ঘটনা ঘটিয়েছেন বিধায় রওশনের বাড়িতে এখন আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে পিরোজপুরের কেউ ছিল?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : একজন স্বাধীনতা বিরোধী লোক জেনেও আপনি তাকে আইনের হাতে তুলে দেয়ার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি।

উত্তর : না নেইনি। আমি অসুস্থ ছিলাম।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবের সাথে সর্বপ্রথম এবং কোথায় আপনার দেখা হয়?

উত্তর : ২০১০ এর জুলাই মাসে যখন উনি তদন্ত করতে যান তখন দেখা হয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে এই মর্মে কি বিজ্ঞাপন বা মাইকে এলাকায় প্রচার করা হয়?

উত্তর : চেয়ারম্যান, মেম্বার, থানার লোকজন বলেছিল। তবে মাইকিং হয়নি।

প্রশ্ন : আপনাকে কোথায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল?

উত্তর : উপজেলা পরিষদে।

প্রশ্ন : জবানবন্দী দেয়ার সময় ক'টা বাজে?

উত্তর : সময় স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ সময় তোজাম্মেল হোসেন ও হোসেন আলী উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে ঢাকায় যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য গণআদালত হয়েছিল। জানেন?

উত্তর : পত্রিকায় দেখেছি।

প্রশ্ন : ঐ গণআদালতে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে আপনি কোন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক আব্দুল মান্নানসহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিশন হয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধীদের চিহ্নিত করার জন্য সেটা জানতেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ড. আনিসুল হাসান ওরফে ড. এম এ হাসান যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিতকরণের প্রয়াস নিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালে পাকিস্তান বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিদের সরকারিভাবে তালিকা হয় তা জানেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : ২০১০ সালের জুলাই মাসে হেলাল সাহেবের কাছে জবানবন্দী দেয়ার আগে কখনো সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে কোথায়ও কোন অভিযোগ করেননি?

উত্তর : করি নাই।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭১ সালের বহু আগে থেকেই যশোর এলাকায় ওয়াজ মাহফিল করতেন?

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব ১৯৭১ সালের বহু আগে থেকেই যশোর নিউমার্কেটের এ ব-ক এলাকায় ভাড়া থাকতেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ঝুমঝুমপুর হত্যাকান্ডের পরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালি নিধন শুরু হলে সাঈদী সাহেব সপরিবারে মহীরুনের পীর সাহেব সদরুদ্দীনের কাছে আশ্রয় নেন।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : সেখানে ১০/১৫ দিন থাকার পর সাঈদী সাহেব রওশনের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নেন এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ায় সরকারি প্ররোচনা ও নির্দেশনায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

জেরা শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রশ্ন-

আপনার বিরুদ্ধে ২ বার হাজতে যাওয়ার অভিযোগে বিজ্ঞ ডিফেন্স কাউন্সেল প্রশ্ন করেছেন যে, দুর্নীতির কারণে আপনি হাজতে গিয়েছেন। আপনি বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে আপনাকে আটক করা হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আমি মোট ৪ বার জেল খেটেছি। ১৯৭৫, ১৯৮৭, ১৯৯৬ ও ২০০৪ সালে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর একবার, ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকারের সময় একবার আন্দোলন করার সময়, ১৯৯৫/৯৬ সালে একবার এবং ২০০৪ সালে একবার মোট ৪ বার হাজতে যাই। প্রত্যেক বারই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার কারণে। কোন দুর্নীতির কারণে নয়।পরে ট্রাইব্যুনালের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি জেরা করেন মিজানুল ইসলাম।

প্রশ্ন : আপনি চাকরিকালে কোন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : না। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলাম না। রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলাম।

১৫ নম্বর সাক্ষীর জেরা শেষে ১৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দেন জুলফিকার আলী। তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়।

১৬ নম্বর সাক্ষী জুলফিকার আলীর জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম জুলফিকার আলী। আমার বর্তমান বয়স ৫৯ বছর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যশোরের বাঘারপাড়ায় ছিলাম। ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর মঞ্জুর রশিদের নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা বাঘারপাড়ায় সব মুক্তিযোদ্ধা আবার একত্রিত হতে থাকি। এরপর আমরা বিভিন্ন এলাকায় রাজাকারদের তল্লাশি করি। বিভিন্ন এলাকা থেকে তালিকা সংগ্রহ করি। তখন আমরা জানতে পারি আমাদের বন্ধু রওশন আলী সাহেবের বাড়িতে একটি লোক আশ্রয় নিয়েছে। রওশন সাহেবের সাথে একজন লোককে বাঘারপাড়া বাজারে দেখি। বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে জানতে পারি যে ঐ লোকটা রওশন সাহেবের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। তখন আমাদের বাঘারপাড়া উপজেলা কমান্ডার ছিলেন সোলায়মান সাহেব (বর্তমানে মৃত)। সবার সাথে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ঐ লোকটিকে রওশন আলীর বাড়ি থেকে ধরে আনতে হবে।

তখন আমরা কিছু মুক্তিযোদ্ধা রওশন সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করি। আমরা যাওয়ার পর উনাকে পাইনি যাকে রওশনের সাথে বাঘারপাড়া বাজারে দেখেছিলাম। সে পালিয়ে গেছে। তখন আমরা রওশন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, ঐ লোকটির নাম দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। এরপর খোঁজ-খবর করেছি। খবর পাই যে, একটি গরুর গাড়িতে বোরকা পরে সাঈদী সাহেব তালবাড়ির দিকে পালিয়ে গেছে। এটা আমার শোনা কথা- দেখি নাই। আমরা জানতে পারি যে, রওশন সাহেবের সাথে উনি সভা সমিতি করে বেড়াতেন। পিরোজপুরে উনার বাড়ি সেটাও রওশন সাহেবের কাছে শুনি। রওশন সাহেব আরো বলেছিলেন যে, উনি পিরোজপুরে থাকতে পারেননি যুদ্ধের পরে। তাই রওশনের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। পিরোজপুরে কেন থাকতে পারেননি তা জানি না। পরে মানুষের কাছে শুনেছি যে, পিরোজপুরে অত্যাচার নির্যাতন করেছে। এরপরে উনাকে দেখেছি ২০০৫ অথবা ২০০৬ সালে যখন উনি বাঘারপাড়ায় সভা করতে আসেন তখন। ৪ দলীয় জোটের ঐ মিটিং-এ দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব বলেছিলেন যে, রওশন ভাই না থাকলে আমি বাঁচতাম না। তিনি রওশন আলীকে তার বক্তৃতার মঞ্চে ডাকলেন। রওশন সাহেব গিয়ে স্টেজে বসেন। সাঈদী সাহেবকে আমি চিনি। উনি এখানে উপস্থিত আছেন।

জবানবন্দী শেষে ১৬ নম্বর সাক্ষী জুলফিকার আলীকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : সোলায়মান সাহেব কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত বাঘারপাড়া থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : ২০০৪ সালের আগে ১০ বছর থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন।

প্রশ্ন : থানা সেক্রেটারি হওয়ার আগে সোলায়মান সাহেব আওয়ামী লীগের কোন দায়িত্বে ছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনি আওয়ামী লীগে কত সালে যোগ দেন?

উত্তর : মনে নেই। ১৯৭১ সালে ছাত্রলীগ করতাম। তখন থেকেই আওয়ামী লীগকে ভালবাসি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব থেকেই আপনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত?

উত্তর : জ্বি।

প্রশ্ন : ২০০৫/২০০৬ সালে বাঘারপাড়া স্কুল মাঠে ৪ দলীয় জোটের সভায় সাঈদী সাহেব বক্তৃতা করেন। সেখানে আপনি ছিলেন?

উত্তর : জ্বি।

প্রশ্ন : ঐ জনসভার পুরো ভাষণ আপনি শুনেছিলেন?

উত্তর : না। কিছুটা শুনেছিলাম।

প্রশ্ন : রওশন আলী ভাই না থাকলে আমি বাঁচতাম না- এ কথা বলা থেকে রওশন আলীকে স্টেজে আনা পর্যন্ত তার ভাষণ আপনি শুনেছেন?

উত্তর : জ্বি।

প্রশ্ন : ঐ মিটিং-এর সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ঐ সভা কে পরিচালনা করেছিলেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব ছাড়া ঐ সভায় আর কে কে বক্তৃতা করেন?

উত্তর : খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেবের ভাষণ অডিও এবং ভিডিওতে অনেক মানুষই শোনে সারাদেশে?

উত্তর : জ্বি। আমি জানি।

প্রশ্ন : ঐ সভারও অডিও হয়েছিল। তা জানেন?

উত্তর : এটা আমি জানি না।

প্রশ্ন : ২০০৫ সালের ঐ সভায় ভাষণে মাওলানা সাঈদী ৭ মার্চ ১৯৭১-এর পরে যশোরে কাবুলীওয়ালা হত্যাকাণ্ড, ঝুমঝুমপুরের হত্যাকান্ড এবং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে বর্বরতা হয়েছে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন এবং ঐ সময় তিনি রওশন আলীর বাড়িতে থাকতেন।

উত্তর : এসব কথা বলেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আপনাদের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘটিত কে করেছিলেন?

উত্তর : আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতারা সংঘটিত করেছিল। নাম বলতে পারব না। জেলার নেতা এডভোকেট রওশন আলী সাহেব, শাহাদাত হাজী তাদের অন্যতম।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাঘারপাড়ার ২/১ জনের নাম বলুন?

উত্তর : মরহুম সোলায়মান সাহেব, মরহুম মোমেন সাহেব।

প্রশ্ন : রওশন আলীর বাড়িতে একটি লোক আশ্রয় নিয়েছে এটা আপনি কবে জানতে পারেন?

উত্তর : '৭২ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে।

প্রশ্ন : জানার ক'দিন পরে রওশন আলীর বাড়ি ঘেরাও করেন?

উত্তর : ঐ দিনই যাই। পরে বলেন কমান্ডারের সাথে আলোচনার পরে ২/৩ দিন পরে ঘেরাও করি। আরও পরে আবার বলেন, যেদিন শুনি ঐদিনই কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে রওশনের বাড়ি ঘেরাও করি।

প্রশ্ন : রওশন আলীর বাড়িতে ঐসময় ক'টি ঘর ছিল?

উত্তর : গুণে দেখিনি।

প্রশ্ন : বাড়িটা কিসের তৈরি ছিল?

উত্তর : খেয়াল করিনি কিসের তৈরি।

প্রশ্ন : ঐ ঘেরাওয়ের সময় আপনার সাথে আর কে কে ছিলেন।

উত্তর : আমি ও সোলায়মান ছিলাম। আর কারো নাম খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : ঐ বাড়িতে দিনের বেলা না রাতের বেলায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : সকাল বেলা।

প্রশ্ন : তালবাড়ী এলাকা আপনাদের এলাকা থেকে কত দূরে?

উত্তর : অনুমান ৮/১০ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে।

প্রশ্ন : আপনাদের গ্রাম থেকে তালবাড়ী যেতে অন্তত ১০/১৫টি গ্রাম পড়ে?

উত্তর : গুণে তো দেখিনি।

প্রশ্ন : উনি যে তালবাড়ী গেছেন তা কি করে জানলেন?

উত্তর : রওশন সাহেবের কাছেই শুনেছি যে সাঈদী সাহেব তালবাড়ী পালিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : তালবাড়ীতে তাকে ধরতে লোক পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতাযুদ্ধে রওশন আলীর কি ভূমিকা ছিল?

উত্তর : পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ভূমিকা ছিল না।

প্রশ্ন : রওশন আলী সাহেব সাঈদী সাহেবের সাথে স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে থেকেই ওয়াজ মাহফিল করে বেড়াতেন যশোরে।

উত্তর : এটা আমার ভাল জানা নেই।

প্রশ্ন : রওশন সাহেব নিজে ওয়াজ মাহফিল করতেন। এটা জানতেন?

উত্তর : আমার মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : ১৯৭২ সালের আগে থেকেই আপনি সাঈদী সাহেবকে চিনতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : '৭১ সালে সাঈদী সাহেবের পেশা কি ছিল?

উত্তর : আমি জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রওশনের বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন না স্ত্রী, ছেলে, মেয়েসহ সাঈদী সাহেব থাকতেন?

উত্তর : তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : রওশনরা কয় ভাই-বোন?

উত্তর : অনুমান ৫ ভাই। ২ ভাইকে ভালভাবে চিনি। বাকিদের চিনি না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর তল্লাশি চালিয়ে কতজন রাজাকার আলবদরকে ধরেছিলেন?

উত্তর : সবাই পালিয়ে যায়। কাউকে ধরতে পারি নাই।

প্রশ্ন : বাঘারপাড়ার রাজাকার প্রধানকে ছিলেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : যশোরে রাজাকার কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : বাঘারপাড়ারটাই বলতে পারি না।

প্রশ্ন : রওশন আলী বেঁচে আছেন?

উত্তর : আছেন। হজ্জ করে এসেছেন।

প্রশ্ন : আপনি এসএসসি পাস করেন কত সালে?

উত্তর : আমার মনে নেই।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামের নাম রামকান্তপুর।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট সাংবাদিক রোকনুদ্দৌলাকে চিনেন? তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

উত্তর : উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিনা আমি জানি না।

প্রশ্ন : রোকনুদ্দৌলা সাহেব বিগত ৪০ বছর যাবত দৈনিক সাংবাদের যশোর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ, আইবিই পুরস্কার, যশোরে শিল্পগোষ্ঠীর পদক জ্ঞানমালা পদক লাভ করেন। তার লেখা গ্রাম গ্রামান্তরে বইট সুপাঠ্য এবং জনপ্রিয়।

উত্তর : এটা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : যশোরের প্রায়ত কমিউনিস্ট নেতা এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাককে চিনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : রোকনুদ্দৌলা লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধে যশোর' বইয়ে ১৬৮ পৃষ্ঠায় রাজাকারের তালিকায় আপনার নাম আছে?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : আপনার ছেলে তুহিন এই সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পেয়েছে?

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : আপনি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান।

উত্তর : সত্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সোলায়মান সাহেব আপনার সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন?

উত্তর : আমাদের সাথে নয়, অন্য এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। উনি আমাদের এলাকার লোক।

প্রশ্ন : আপনি এখানে আপনার জবান বন্দীতে যা বলেছেন তা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২০০৫-৬ সালে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বাঘার পাড়ার সভায় বলেন, রওশান ভাই না থাকলে আমি বাঁচতাম না। এই কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি আজ এই ট্রাইব্যুনালে এবং ইতোপূর্বে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে যা বলেছেন তা স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন কর্তৃপক্ষের কাছে কোথাও বলেননি।

উত্তর : দেইনি। কারণ যেহেতু আগে উনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার জন্য কেউ কোন তথ্য আহবান করেছিল কিনা বা এই ট্রাইব্যুনাল ছাড়া আর কোন জায়গায় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ না থাকায় আমি এই ট্রাইব্যুনাল এবং এর তদন্ত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে জবানবন্দী দেইনি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর সরকার ক্ষমতায় ছিল। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ঐ আওয়ামী লীগই দেশ পরিচালনা করেছিল। ঐ দুই সময়ে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে এসব বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিয়েছিলেন?

উত্তর না বাধা দেয়নি।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকারের কাছ থেকে বিস্তর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মহিরুন পৌরসভা এলাকায় আপনি একটি বিলাসবহুল বাড়ি করেছেন?

উত্তর : ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। একতলা দালান করেছি।

প্রশ্ন : আপনার নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। আপনি বর্তমান সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি কোন মুক্তিযোদ্ধা নন।

উত্তর : সত্য নয়।

২৬.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১৭নং সাক্ষীর জবানবন্দী

পেপার কাটিং দলিল কিনা তা নিয়ে দিনভর বিতর্ক

শহীদুল ইসলাম : সাক্ষী হাজির করতে রাষ্ট্রপক্ষের টালটামাল অবস্থা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী কোনো সাক্ষী গতকাল হাজির করতে পারেননি তারা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে। এ জন্য সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মূলতবি করা হয় বেলা ২টা পর্যন্ত।

আর বিকেলে হাজির করা হয় প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) ক্যাটালগার রবিউল আনাম খানকে।

সাক্ষী হিসেবে ৬৮ জনের তালিকার বাইরে থেকে তাকে আনা নিয়ে দিনভর চলে বিতর্ক। আদালত নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করে। সরকার পক্ষ ভুল করলে তার বেনিফিট আসামী পক্ষ পাবে বলে দাবি করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। ভুল করে আদালত একজনকে ফাঁসি দিয়ে দেবে তা মেনে নেয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম। পিআইবির ক্যাটালগার তার অফিস থেকে জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজসহ কতিপয় পত্রিকায় '৭১-এর ঘটনা নিয়ে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে লিখিত রিপোর্ট মামলার দলিল হিসেবে গ্রহণ করা নিয়ে বিচারক, সরকার পক্ষের আইনজীবী এবং অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বিতর্ক হয় প্রায় ২ ঘণ্টা। পরে ট্রাইব্যুনাল এ সংক্রান্ত আইসিটি বিধির ৫৪ ধারা সংশোধনের আশ্বাস দিয়ে রোববার পর্যন্ত সাক্ষী মূলতবি করেছেন। তবে জনকণ্ঠ ও ভোরের কাগজের ২টি রিপোর্ট জব্দ করার বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন রবিউল আনাম খান।

১৭ নম্বর সাক্ষী হিসেবে গতকাল (২৬-১-১২) সকালে যার সাক্ষ্য দেয়ার কথা তাকে হাজির করতে পারেননি সরকার পক্ষ। গতকাল সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে ট্রাইব্যুনাল বসলে প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুম জানান, সাক্ষী আজই ঢাকায় এসেছেন। এখনও তিনি সাক্ষ্য দেয়ার মতো শারীরিক মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। তিনি বেলা ২টায় সাক্ষী হাজির করবেন এ জন্য ২টা পর্যন্ত কোর্ট মূলতবি চান।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক, সদস্য বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদ সবাই এতে ক্ষুব্ধ হন। তারা জিজ্ঞেস করেন আপনারা এমন করছেন কেন। সাক্ষী একবারে ৪/৫ জন এনে রেখে তারপর হাজিরা দিতে পারেন। এখন বলছেন ২টা পর্যন্ত মূলতবি করতে। ২টায় এসে বলবেন সাক্ষী অসুস্থ। মালুম এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তারা ডিফেন্সকে যে তালিকা দিয়েছে তাতে এক দফায় ৭০ জন, আরেক দফায় ৬২ জনের তালিকা আছে।

www.pathagar.com

এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে কাটছাট করে তারা ৬৮ জনের তালিকা দিয়েছে যাদের সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ আছে। ডিফেন্স এই ৬৮ জনকে জেরা করার জন্যই প্রস্তুত আছে। তারপরেও আদালতের নির্দেশনা মতে একদিন আগেই জানানো হয় যে পরের দিন কাকে হাজির করা হবে। কিন্তু সর্বশেষ যে ১০ জনকে হাজির করা হবে মর্মে তালিকা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ৪ জনের নাম ৬৮ জনের ঐ তালিকায় নেই। তালিকার বাইরে থেকে সাক্ষী আনার কারণে আমরা প্রয়োজনীয় জেরা করতে পারবো না এবং আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো।

আদালতের কাজ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। প্রসিকিউশন এ প্রসঙ্গে সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলেও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং জব্দ তালিকা দু'টোর ওপরই আপনারা প্রস্তুতি নেবেন। দুটোকেই আমরা সাক্ষী তালিকা হিসেবে গ্রহণ করবো। তিনি জিয়াদ আল মালুমকে জিজ্ঞেস করেন এই ৬৮ জনের তালিকা কেন দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, এটা আমাদের সরলতার কারণে ভুল হয়েছে। এটা প্রথম মামলা হিসেবে আমরা ভুল করছি। আমরা জেনে বুঝে এটা করছি না। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের ৩৭ হাজার আইনজীবীর কেউই এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নন।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রসিকিউশন ভুল করলে তার বেনিফিট আমরা পাবো। এটা ন্যায়বিচারের কথা। তাজুল ইসলাম বলেন, উনাদের ভুল হলে সব মাফ হয়ে যাবে আপনারা সুধরে নেবেন আর আমরা ভুল করলে তার বেনিফিট উনাদের দেবেন এটা ন্যায়বিচারের কথা নয়।

আদালতের ভুল হবে- আর ভুল করে আমাদের ফাঁসি দিয়ে দেবেন, সেটা মেনে নিবো। এটা কি ন্যায়বিচারের কথা। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আপনারা ২টায় আসেন সাক্ষী জবানবন্দী দিক। যদি আপনাদের জেরা করতে সময় প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি তাহলে দেখবো।

বেলা ২ টার পরে পুনরায় ট্রাইব্যুনাল বসলে হাজির করা হয় পিআইবির ক্যাটালগার রবিউল আলমকে। তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের ৫ মার্চ ২০০১ এবং ভোরের কাগজের ৪/১১/২০০৭ তারিখের একটি রিপোর্ট তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন তার অফিসে গিয়ে জব্দ করেন এবং তার জিম্মায় রেখে আসেন বলে আদালতে জবানবন্দী দেন। তার কাছ থেকে ২৬টি পেপার কাটিং জব্দ করে এই তদন্ত কর্মকর্তা। দলিলগুলো আদালতে উপস্থাপন ও গ্রহণের বিরোধিতা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম। আইসিটি বিধির ৫৪ বিধি অনুসারে এগুলো মামলায় উপস্থাপিত দলিল। এই ধারার বিরোধিতা করে এডভোকেট মিজান বলেন, যে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা যদি এভিডেন্স হয় তা আদালতে এক্সিবিট করবেন সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার, সম্পাদক এবং প্রকাশক। আমরা তাদেরকে জেরা করে সত্যতা যাচাই করবো। কিন্তু পিআইবির এই কর্মকর্তার সাথে এই রিপোর্টের কি

www.pathagar.com

সম্পর্ক আছে। আর তাকে কিই বা জিজ্ঞেস করবো। এটা আদালতের ডকুমেন্ট হতে পারে না। বিচারক একেএম জহিরও প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলীকে জিজ্ঞেস করেন পত্রিকার ঐ কাটিং কেন এনেছেন। আর তার সাথে এই ব্যক্তির কি সম্পর্ক। উত্তর আসে এভাবে যে, শুধুমাত্র তার কাছ থেকে পত্রিকা জব্দ করা হয়েছে এজন্য তাকে আনা হয়েছে। এটা আদালতের ডকুমেন্ট হতে পারে কি না সে সম্পর্কে কোনো তথ্য-প্রমাণ তিনিও দিতে পারেননি। এনিয়ে বিতর্ক চলে বেলা ৪টা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত আদালতও স্বীকার করেন যে, বিধি ৫৪'র বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবব। আদালতে বসেও তারা ৩ জন পরামর্শ করেন। পরে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম পরামর্শ দেন যে, শুধুমাত্র হাতে লেখা কোনো ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মারা গেলে বা অনুপস্থিত থাকলে যার কাছে পাওয়া যাবে তিনি আদালতে উপস্থাপন করবেন, সংবাদপত্রের কাটিং নয়। এমনটি হলে হয়তো সমাধান হতে পারে। বিষয়টি আদালত কনসিডার করবেন বলে জানান এবং আগামী রোববার পর্যন্ত আদালত মুলতবী করেন। পিআইবির ঐ কর্মকর্তাকেও ঐদিন আসতে বলা হয়। ১৭তম সাক্ষী রবিউল আনাম খানের জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম রবিউল আনাম খান। আমার বয়স ৪৪ বছর। ২৫ শে জুলাই ২০১০ তারিখে আমি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি)তে কর্মরত ছিলাম। ক্যাটালগার হিসেবে তখনও কর্মরত ছিলাম। এখনো আছি। ঐ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের ৫ মার্চ ২০০১ তারিখের কাগজটি সিজ (জব্দ) করেন তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন। জব্দ করার পর তিনি একটি জব্দ তালিকা তৈরি করেন। তাতে আমি সই করি। এই ভলিউমে (প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলীর দেখানো মতে) তা আছে। ঐ পত্রিকার ১ এবং ১১ এর পাতা জব্দ করা হয়। জব্দ করার পর পত্রিকার ঐ অংশ আমার জিম্মায় রেখে আসে। এই সেই জিম্মানামা। তাতে আমার স্বাক্ষর আছে। এই আমার স্বাক্ষর। এই ভলিউমে কপি পেস্ট করা আছে। ওরিজিনালটি আমার কাছে আছে। একাত্তরের দেইল্যা এখন মাওলানা সাঈদী এই ছিল শিরোনাম।

২৬/৮/১০ তারিখেও আমি একই অফিসে একই পদে কর্মরত ছিলাম। ঐদিন ৪/১১/২০০৭ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকার রাজাকারের একাত্তরনামা শিরোনামের খবরটি জব্দ করেন তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন। জব্দনামায় আমার স্বাক্ষর নেয়া হয়। জব্দনামা আমার জিম্মায় রেখে আসা হয়। এতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে। এই সেই ভোরের কাগজ পত্রিকা।

২৭.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০নং সাক্ষীর সাক্ষ্য

পিআইবি ও বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে কর্মরত ৪জন সাক্ষী একদিনে

শহীদুল ইসলাম : প্রেস ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর ২ জন এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের ২ জনসহ মোট ৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গতকাল রেকর্ড করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বৃহস্পতিবার জবানবন্দী দেয়া পিআইবির ক্যাটালগার রবিউল আনাম খান গতকাল আরও কয়েকটি পত্রিকা তার অফিস থেকে জব্দ করার তথ্য দেন তার জবানবন্দীতে। একই প্রতিষ্ঠানের বুক কার্টার এসএম আমিরুল ইসলামও সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্ট জব্দ করার কথা স্বীকার করে জবানবন্দী দেন আদালতে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের গাইড কাম কম্পিউটার অপারেটর ফাতেমা বেগম তার কাছ থেকে মাওলানা সাঈদীর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের অডিও ক্যাসেট, ঐ ভাষণের ২ পাতার কম্পিউটার কপি ও 'জাতির জনক শীর্ষক' ১৪৪ পৃষ্ঠার একটি বই জব্দ করার তথ্য দেন। একই প্রতিষ্ঠানের গাইড মোহাম্মদ নেছার ঐসব মালামাল জব্দ করার কথা সমর্থন জানিয়ে জবানবন্দী দেন ট্রাইব্যুনালে। জব্দ তালিকার এসব সাক্ষীদের মধ্যে শুধুমাত্র পিআইবির ক্যাটালগার রবিউল আনাম খানকে মাত্র ১টি প্রশ্ন করেই জেরা শেষ করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী। এডভোকেট মিজানুল ইসলাম দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সমকাল ও নিউ এইজ পত্রিকায় প্রকাশিত ঐসব রিপোর্ট এবং পিআইবির প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন করেন রবিউলকে। রবিউল আনাম জেরার জবাবে বলেন, এসব পত্রিকা আশির দশকের পর থেকে তাদের প্রকাশনা শুরু করেছে।পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতা বা বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রপক্ষের ১৭ নম্বর সাক্ষী রবিউল আনাম খান গতকাল রোববার দ্বিতীয় দিনের মত সাক্ষ্য দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। মূলত তার কাছ থেকে তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সমকাল ও নিউ এইজ পত্রিকার কয়েকটি রিপোর্ট বা পেপার কাটিং জব্দ করেছেন মর্মে জানান ট্রাইব্যুনালে। সেই কথাগুলোই তিনি ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন।

গতকাল (২৯-১-১২) বেলা ১১টায় তার জবানবন্দী শুরু হয় এবং ১১টা ৩৫ মিনিটে শেষ হয়। তাকে জেরার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম আধা ঘন্টার জন্য আদালত মূলতবি করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আমরা পড়তে পারি নাই। পড়ার জন্য অন্তত এতটুকু সময় প্রয়োজন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আমরা আজকের মত দিচ্ছি সময়। তবে এটা সব সময় হবে না। মূলতবির পর বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে পুনরায় টাইব্যুনাল বসলে রবিউল আনামকে সংক্ষিপ্ত জেরা করা হয়। জেরা শেষ হলে ১৮,১৯ ও ২০ নম্বর সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। গতকাল অভিযুক্তপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলামকে জেরাসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেন চট্টগ্রাম বার থেকে আগত এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী ও কফিল উদ্দিন চৌধুরী এবং হাইকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন, এডভোকেট শাজাহান কবির প্রমুখ। ৩০.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২১ ও ২২নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

তদন্ত সংস্থার সংগৃহীত পত্রিকার শিরোনামে মাওলানা সাঈদীর নাম ছিল না

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমী থেকে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় অপরাধ সংক্রান্ত কোন পত্রিকার শিরোনামেই মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম ছিল না বলে ট্রাব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন বাংলা একাডেমীর দু'কর্মকর্তা। গতকাল (৩০১-১২) তারা ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এদিকে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষী মদুসূদন ঘরামীকে প্রসিকিউশন গতকাল হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ডাক্তারদের অনুমতি পেলে আজ মঙ্গলবার তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউশন টীম।

বাংলা একাডেমীর এসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান এজাবউদ্দিন মিয়া আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন ২০১১ সালের মার্চ মাসে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায় তার উপস্থিতিতে যুদ্ধকালীন সময়ের এসব পেপারের সংশ্লিষ্ট খবরগুলো জব্দ করেন তদন্ত কর্মকর্তা। বাংলা একাডেমীর ডিস্ট্রিবিউটর সৈয়দ সামসুল কবিরও এ মর্মে গতকাল সাক্ষ্য দিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গতকাল সোমবার সাক্ষ্য দেয়ার কথা ছিল মধুসূদন ঘরামীর। কিন্তু তাকে আদালতে আনা যায়নি। এর আগে সকালে আদালতের কার্যক্রম শুরু হবার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, সাক্ষী হাসপাতাল থেকে রিলিজের অপেক্ষায় আছেন। একটু পরে আসবেন।

এরপর আদালতে দুজন জব্দ তালিকার সাক্ষী হাজির করা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের সাক্ষ্য শেষ হলে সৈয়দ হায়দার আলী আদালতকে বলেন, তাদের হাতে সাক্ষী নেই। মধুসূদন ঘরামীর বিষয়ে চিকিৎসা ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি এখনো। মঙ্গলবার পাওয়া যাবে কি না আদালত জানতে চাইলে সৈয়দ হায়দার আলী পাওয়া যাবে মর্মে আশ্বাস দেন। মধুসূদন ঘরামী মামলার মূল সাক্ষীদের একজন। এ ধরনের সাক্ষীদের ঘটনার সাক্ষীও বলা হয়। এখন পর্যন্ত এ জাতীয় ১৬ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় মোট ৬৮ জন সাক্ষীর তালিকা দেয়া হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে এদের জবানবন্দীও রয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হেলালউদ্দিন খান ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের বিভিন্ন পত্রিকার বেশ কিছু খবর জব্দ করেন বাংলা একাডেমী থেকে। সেসব জব্দ তালিকা গতকাল আদালতে প্রদর্শন করা হয়।

www.pathagar.com

এদিকে গতকাল আদালতে সরবরাহকৃত জব্দ তালিকা নিয়ে ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারকই চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জব্দ তালিকা উপস্থাপনের সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হককে যে মূল কপি দেয়া হয় তার সাথে অন্য দুই বিচারপতি এবং আসামী পক্ষকে দেয়া কপিতে ব্যাপক গরমিল দেখা দেয়। কোথাও কোথাও পৃষ্ঠা নম্বর নিয়ে গরমিল এবং কোনো কোনো কপির সাথে মূল কপির বিষয়বস্তুর অমিল দেখা যায়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক তখন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হায়দার আলী ট্রাইব্যুনালকে বলেন, একটু এদিক সেদিক হয়েছে।

বিচারপতি নিজামুল হক তখন ক্ষোভের সাথে বলেন, 'এটা কী একটু!'

ট্রাইব্যুনালের অপর বিচারপতি এ কে এম জহির আহমেদ বলেন, আমাদের তিনজনকে যে তিনটি কপি দিলেন সে তিনটিই তো আমরা মেলাতে পারছি না। আসামী পক্ষের আইনজীবী মিজানুল ইসলাম বলেন, আমাদের কপিতে তো কোনো কোনো ম্যাটারই নেই। বিচরপতি নিজামুল হক তখন বলেন, প্রতিটাতে ভুল হচ্ছে। আধাঘন্টা সময় দিলাম। এগুলো ঠিক করেন। মূলটা ঠিক রেখে অন্যগুলো মেলান।

আধাঘন্টা বিরতির পর আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে আবারো পৃষ্ঠা নম্বর নিয়ে গোলমাল ধরা পড়ে। তখনো ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে বাংলা একাডেমীর এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান এজাবউদ্দিন মিয়াকে জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা।

প্রশ্ন : আদালতে প্রদর্শনী নং ২৬। এতে রয়েছে - ৮ মে ১৯৭১ সালের দৈনিক আজাদ পত্রিকা। খবরটির হেডলাইন 'পিরোজপুর মহকুমায় শান্তি কমিটি গঠিত।'

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আদালতে যে পত্রিকাগুলো প্রদর্শন করা হল তার সবগুলোই ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের পত্রিকা।

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : জব্দকৃত কোনো খবরের শিরোনামে আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

উত্তর : নাই।

মাওলানা সাঈদীর পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, মনজুর আহমেদ আনছারী, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার তানভির আল আমিন, এস এম শাহজাহান কবীর, শিশির মনির প্রমুখ।

৩১.১.১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাক্ষীর জন্য সিকবেড আর ডাক্তারের আয়োজন

শাহেদ মতিউর রহমান : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার সময় এবার কাঠগড়াতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী। তার বয়স ৮১ বছর। এর আগে থেকে যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন কিন্তু গতকাল তিনি সুস্থ অবস্থাতেই হেঁটে ট্রাইব্যুনালে আসেন। সকালে সাক্ষ্য দেয়া শুরু হয় যথারীতি। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করার মাত্র সাত মিনিটের মাথায় তিনি অসুস্থবোধ করতে থাকেন। এরপর আদালত তার সাক্ষ্যগ্রহণ আজ (বুধবার) পর্যন্ত স্থগিত করে।

ট্রাইব্যুনাল পরে জানান, আজ বুধবার মামলার ২৩ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালে একটি সিকবেড এবং একজন ডাক্তার হাজির থাকবেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৩১-১-১২) সকাল ১০টা ৪৩ মিনিটে হেঁটে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী। চেয়ারে বসে তিনি সাক্ষ্য দেয়া শুরু করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রানাদাস গুপ্ত তার কাছে জানতে চান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কি করতেন। মধুসূদন ঘরামী বলেন, ঘরের কাঠমিস্ত্রির কাজ করতাম। তখন আপনার বয়স কত ছিল এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান অনুমান ৩৮ বছর।

রানাদাস গুপ্ত এরপর জানতে চান আপনার বাবা মারা যাবার সময় আপনার বয়স কত ছিল। অনুমান আড়াই বছর বলে জবাব দেন মধুসূদন। বাবা মারা যাবার সময় তিনি কাদের রেখে গেলেন এ প্রশ্নের জবাবে মধুসূদন ঘরামী বলেন, বড় দুই বোন সুশীলা ও গোলাপী, ভাই নিকুঞ্জ, আমি এবং আমার মা।

উল্লেখ্য, মধুসূদন ঘরামী অসুস্থ থাকার কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার তারিখ দেয়া সত্ত্বেও তাকে আদালতে হাজির করতে পারেননি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। গত ১৭ দিন ধরে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। অসুস্থ থাকার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গত সোমবারও তার সাক্ষী দিতে আসার কথা ছিল। ঐদিন সকালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা জানান, হাসপাতাল থেকে রিলিজের ব্যবস্থা চলছে। একটু পরে আসবেন। এরপর দুপুরে তারা জানান, ডাক্তারের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি। তাই আজ (সোমবার) তিনি আসতে পারবেন না।

গতকাল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়ার প্রাক্কালে মাত্র সাত মিনিটের মাথাতেই মধুসূদন ঘরামী অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। একজন তার পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে পাজরের দুই পাশ চাপ দিয়ে সাপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করেন। ট্রাইব্যুনাল এসময়ে ইজি চেয়ারে বসানো যায় কি না বা এক ঘণ্টা বিরতির পর আবার শুরু করা যায় কি না সে বিষয়ে আলাপ করেন আইনজীবীদের সাথে। তাছাড়া তার যে অবস্থা তাতে আসামী পক্ষের

www.pathagar.com

জেরা মোকাবিলা করতে পারবেন কি না। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা তখন জানান সে বেশ অসুস্থ। কাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখনো পুরোপুরি সুস্থ না। এরই মধ্যে মধুসূদন একদিকে মাথা কাত করে বসে থাকেন। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী তাজুল ইসলাম এসময় অভিমত দিয়ে বলেন এ অবস্থায় একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া অমানবিক দেখায়। বিচারপতি এ কে এম জহির আহমেদ বলেন, তার অবস্থা বেশ খারাপ দেখা যাচ্ছে। তখন ট্রাইব্যুনাল অভিমত দেন এ অবস্থায় তার সাক্ষ্য নেয়া ঠিক হবে না। আজ বুধবার পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণ স্থগিত করা হয়।

আদালতের কার্যক্রম শেষ হলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন মধুসূদন ঘরামীর সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়ে। এ বিষয়ে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী তাজুল ইসলাম জানান, আজ বুধবার কোর্টরুমে সিকবেড এবং ডাক্তারের আয়োজন রাখা হবে মধুসূদন ঘরামীর জন্য। তিনি যদি দাঁড়িয়ে বা বসে সাক্ষ্য দিতে না পারেন তাহলে প্রয়োজনে সিকবেডে শুয়ে সাক্ষ্য দেবেন।

১-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২৩নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

রাজাকার দেলোয়ার সিকদার স্বাধীনতার পর গণরোষে নিহত হয়

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের ২৩ নম্বর সাক্ষী মধুসূধন ঘরামী জানিয়েছেন, পারেরহাট এলাকার কুখ্যাত রাজাকার দেলোয়ার সিকদার ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণরোষে নিহত হয়েছে। তার পিতার নাম রসুল সিকদার। মধুসূধন ঘরামী আরো জানিয়েছেন, তার নিজের স্ত্রী শেফালী ঘরামী ১৯৭১ সালে ধর্ষণের শিকার হন। ঐ ঘটনায় ধর্ষণকারীর নাম তিনি বলেননি। তবে জেরার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে যে তার স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করায় কাসেম মাস্টার ৬/৭ মাস হাজত খেটেছেন। ১৯৭০ সালে বড় ভাই সাধু ঘরামী মারা যাওয়ার পর থেকে একই ঘরে একই সঙ্গে বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর সাথেই আছেন তিনি। এই সরকারের আমলে ২০১০ সাল থেকে তিনি এবং তার বৌদি দু'জনই বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন।

গত মঙ্গলবার সাক্ষ্য প্রদানকালে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর গতকাল বুধবার (১-২-১২) ২৩ নম্বর সাক্ষী মধুসূধন ঘরামীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় হাসপাতাল থেকে আনে বেড়ে শায়িত অবস্থায়। পুলিশ হাসপাতালের একটি স্টিলের খাটে তাকে হাজির করা হয় ট্রাইব্যুনালে। এ সময় তার সাথে একজন ডাক্তার এবং একজন স্বাস্থ্য সহকারী সার্বক্ষণিক নিযুক্ত ছিলেন। সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত ডক সরিয়ে দিয়ে সেখানে এই সিট বসিয়ে জবানবন্দী নেয়া হয়। প্রসিকিউটর রানা দাস গুপ্ত বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। বেলা ১১টা থেকে তার জবানবন্দী শুরু হয় যা শেষ হয় ৪০ মিনিটে।

জবানবন্দীর পরপরই জেরা করা হয়। বেলা ১টার মধ্যেই জেরা শেষ হয়। ৮১ বছর বয়স্ক মধুসূধন ঘরামীকে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরাও বেশি জেরা করেননি। আদালতে সাক্ষ্যদানকালে তিনি চোখের পানি ফেলেন। তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী, এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী, এডভোকেট তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন, শাজাহান কবির প্রমুখ এতে সহযোগিতা করেন।

গতকাল আদালতের কার্যক্রম শেষে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, মধুসূধন ঘরামীর জেরার মাধ্যমে প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে যে, পিরোজপুরের পারেরহাটের কুখ্যাত রাজাকার দেলোয়ার সিকদার স্বাধীনতার পরপর গণরোষের শিকার হয়ে নিহত হয়। সেই দেলোয়ার সিকদার আর এই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এক নয়। সরকার পক্ষ কুখ্যাত রাজাকার দেলোয়ার সিকদারের অপরাধ আল্লামা দেলাওয়ার

www.pathagar.com

হোসাইন সাঈদীর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ সাক্ষী মধুসূধন ঘরামী স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, সেই রাজাকার দেলোয়ার সিকদারের পিতার নাম রসুল সিকদার।

মিজানুল ইসলাম আরো বলেন, মধুসূধন ঘরামীর স্ত্রী ধর্ষিত হয়েছিল এটা বলেছেন। কিন্তু কে ধর্ষণ করেছিল তার নাম তিনি বলেননি।

২৩ নম্বর সাক্ষী মধুসূধন ঘরামী গতকাল বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে জবানবন্দী দেন তা নিম্নরূপ :

আমার ভাই নিকুঞ্জ মারা গেছেন ১৯৭০-এর আগেই। আমার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে যখন সেনাবাহিনী নামে এবং লুটপাট হয় তার কিছু দিন আগে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রীর নাম শেফালী ঘরামী। আমার শ্বশুর বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার কচুবুনিয়া গ্রামে। আমার শ্বশুরের নাম শ্রীনাথ সিকদার। বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে আমি আমার হোগলাবুনিয়া গ্রামের বাড়িতে আসি। বিয়ে করেছিলাম ফালগুন মাসের শেষ দিকে। বিয়ের পরপরই পিরোজপুরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। ঐ সময় পিস কমিটি হয়। দানেস মোল্লা, মোসলেম মাওলানা, সেকেন্দার সিকদার, দেলোয়ার, আতাহার এরা পিস কমিটি গঠন করে।

দেলোয়ারের টুকটাক দোকান ছিল। স্থায়ী দোকান ছিল না। ৪০ বছর আগের কথা স্মরণ নেই যে দোকানটি কোথায় ছিল। দেলোয়ার পরে নিজে দেলোয়ার সিকদার বলে পরিচয় দেয়। এই দেলোয়ার সিকদার আগে শুনি নাই তবে এখন শুনি সাঈদী। পিস কমিটি ছাড়াও এরা রাজাকার বাহিনী গঠন করেছিল। পিস কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন হওয়ার পর এরা গ্রামে ঢুকে লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করেছে। তারা যখন গ্রামে ঢুকতো তখন আমরা ঘুঘুর চেয়েও ছোট হয়ে থাকতাম। পালিয়ে বেড়াতাম।

হোগলাবুনিয়া গ্রামে একদিন রাতে এরা গিয়ে ৯ জন লোককে ধরে নিয়ে যায়। কারা ধরে নিয়ে যায় তা দেখি নাই। সকালে উঠে গ্রামের ৯ জন লোককে পাইনি। এরা হলো তরনী সিকদার, রামা কান্ত সিকদার, নির্মল সিকদার, হরলাল মালাকার, আরেকটি ছেলের নাম জানা নেই, বাবার নাম লালু হালদার। আরেক বাড়ি থেকে খোকা সিকদার, তার ছেলে নির্মল সিকদার, আরেকজন জামাই ছিল। তার নাম জানা নেই। এর ৩/৪ দিন পরে আমার বাড়িতে হামলা করে রাজাকাররা বিকেল ৪টা/সাড়ে ৪ টার দিকে। আমি তখন ছিলাম না। আমার স্ত্রী সন্ধ্যার পরে আমাকে বলে যে তোমাকে মুসলমান করেছে সে এসেছিল। কারা এসেছিল জানি না। স্ত্রী বলে তুমি পালাও। আমার স্ত্রী আমাকে আরো বলেছে, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা, আমি আর বলতে পারছি না। আমার চিন্তা করো না।

তুমি পালাও। কৃষ্ণ সাহা, গণেশ ডাক্তার এবং আমি এই ৩ জনই একদিনে বাজারে মুসলমান হয়েছিলাম মসজিদে বসে। ২/৩ দিন পরেই কৃষ্ণ সাহা ধনী লোক আল্লাহর নাম করেও বাঁচতে পারেনি।

www.pathagar.com

আমার নাম হয় আলী আশরাফ, কৃষ্ণ সাহার নাম হয় আলী আকবর। দেলোয়ার সিকদার আমাদেরকে মুসলমান বানায় এবং বলে তোমরা মুসলমান হলে বাঁচবে। নয়তো বাঁচবে না। মুক্তিযুদ্ধের পরে আমি আর মুসলমান থাকি নাই। কাউকে বলতে পারি নাই। অন্য ২ জনের একজন মারা গেছে।

ভারতে চলে যায় গণেশ সাহা। লুটপাটের ৪/৫ মাস পরে অগ্রহায়ন মাসে আমার স্ত্রীর একটি বাচ্চা হয়। মেয়ে সন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় সন্ধ্যা। মানুষে গঞ্জনা করে। তখন আমি আমার শ্যালক কার্তিক সিকদারকে বললাম কি করবো? সে বললো ভারতে নিয়ে যাই। তখন আমার স্ত্রী ও সন্তান ভারতে চলে যায়। এরপর আর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি আর বিয়ে করি নাই। তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের কাছে আমি জবানবন্দী দিয়েছি।

বেলা পৌনে ১২ টায় মধুসূধন ঘরামীর জবানবন্দী শেষ হয়। এর পরপরই তাকে জেরা করা হয়। জেরার বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন : আপনার মেয়ের নাম সন্ধ্যা হিন্দু মতে রেখেছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনাকে যে মসজিদে নিয়ে যায় ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : সে লোক মারা গেছে। নাম মনে নেই।

প্রশ্ন : মসজিদে যিনি আজান দিতেন তার নাম কি?

উত্তর : মনে পড়ে না।

প্রশ্ন : দিনে কয় বার মসজিদে আজান দিত?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : চরখালী গ্রামের ইয়াসিন মাওলানার নাম শুনেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনার পারেরহাটে একটা খানকা ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে থাকতেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : হাজী বাড়ির মাস্টার কাসেমকে চিনতেন? (একই গ্রাম)

উত্তর : চিনতাম।

প্রশ্ন : রাজ্জাক রাজাকারকে চিনতেন?

উত্তর : হ্যাঁ চিনতাম।

প্রশ্ন : রাজাকাররা আপনার বাড়িতে একদিনই এসেছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : হোগলা বুনিয়া থেকে পারেরহাটের দূরত্ব কত হবে?

উত্তর : আধা মাইল হবে রাস্তা ধরে গেলে।

প্রশ্ন : চালনা ব্রীজ হয়ে ছাড়া আপনার বাড়ি থেকে পারেরহাট বাজারে যাওয়া যেত না সেই সময়ে?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের আশির্বাদ বিয়ের কত দিন আগে হয়?

উত্তর : বিয়ের ২/৩ দিন আগে সম্ভবত।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের লগ্ন রাতে না দিনে হয়েছিল?

উত্তর : রাতে।

প্রশ্ন : বিয়ের কতদিন পরে বৌভাত হয়?

উত্তর : বৌভাত করি নাই।

প্রশ্ন : বিয়ের পরে অস্টম মঙ্গলা বা ঘুরানি-ফিরানী হয়েছিল?

উত্তর : গরীব মানুষ আমি। অষ্টম মঙ্গলা করবো কিভাবে?

প্রশ্ন : বিয়ের পরে বৌকে নিজের বাড়িতেই তুলেছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার এলাকার (হোগলা বুনিয়ার) শহীদ উদ্দিনের ছেলে সুবহান ও সুলতানকে চিনতেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : যুদ্ধের ২ বছর আগে (১৯৬৯ সালে) আপনি আপনার জমি জমা, বাড়ি ভিটা সব তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৬৯ সালে করেননি তবে তাদের ২ ভাইয়ের কাছে বাড়ি ভিটা সব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এটা তো ঠিক?

উত্তর : আমারটুকু বিক্রি করে দিই সুলতান ও সুবহানের কাছে। একটি কাগজ দিয়েছিলাম আমার অংশ বেচার জন্য। কিন্তু সে সবার অংশ লিখে নেয়।

প্রশ্ন : জমিটা যুদ্ধের কত দিন আগে বিক্রি করেন?

উত্তর : ২ বছর আগে।

প্রশ্ন : জমি আপনার অংশ বিক্রি করার পরে আপনি আপনার মৃত ভাই (নিকুঞ্জ) সাধু ঘরামীর অংশে আছেন? এখনো সেখানে আছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : একই ঘরে আপনার বৌদি অর্থাৎ সাধু ঘরামীর স্ত্রীও থাকেন।

উত্তর : জি। তিনি আমাকে লালন পালন করেছেন।

প্রশ্ন : সাধু ঘরামী আপনার চেয়ে ক'বছরের বড়।

উত্তর : ২ বছরের বড়।

প্রশ্ন : আপনার বৌদি আপনার থেকে বয়সে ছোট।

উত্তর : হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রীর বাজারে যাতায়াত ছিল না।

উত্তর : জি, ছিল না।

প্রশ্ন : যেদিন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ঐদিন আপনার স্ত্রী ঐ ঘরেই ছিল।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি মুসলমান হওয়ার পরে আর লুকিয়ে বেড়াতেন না?

www.pathagar.com

উত্তর : মুসলমান হওয়ার পরে বাড়িতেই থাকতাম। কিন্তু ৩ দিন পরে কৃষ্ণ সাহা মারা যাওয়ার পরে আমি ভয়ে পালিয়ে বেড়াতাম।

প্রশ্ন : রাতে হোগলা বুনিয়া গ্রাম থেকে ৯ জন ধরে নিয়ে যাওয়ার আগেই আপনি মুসলমান হন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মিলিটারিরা পারেরহাটে কবে আসে?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পিরোজপুরে অস্ত্রাগার লুট হয়। একথা শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : এর কিছু দিন পর অর্থ লুট হয় (ট্রেজারী থেকে) এটা শুনেছিলেন।

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : মিলিটারীরা পিরোজপুরে অস্ত্র না টাকা লুটের পরে আসে?

উত্তর : টাকা লুটের পরে আসে।

প্রশ্ন : মিলিটারীরা আসার পরে পিস কমিটি গঠন করা হয়।

উত্তর : সত্য নয়। পিস কমিটি আগেই গঠিত হয়।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী কখন গঠিত হয়?

উত্তর : শান্তি কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই হয়। তারিখ স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : পিস কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করে দানেশ মোল্লা, সেকান্দার সিকদার। দেলোয়ার সিকদার, পিতা-রসুল সিকদার পারেরহাটে রাজাকার বাহিনী গঠন করে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এর সাথে রাজ্জাক রাজাকারও ছিলো?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন মোসলেম মাওলানাও এর সাথে ছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : রাজ্জাক রাজাকার ও দেলোয়ার সিকদার পিতা রসুল সিকদারকে অত্যাচারের কারণে স্বাধীনতার পর মানুষ মেরে ফেলেছিল।

উত্তর : বোধ হয় পিরোজপুরে মেরে ফেলে।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেব আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন এই খবর কি আপনাকে আগে দেয়া হয়েছিল?

উত্তর : আরো লোক ছিলো। তাদেরকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল।

প্রশ্ন : হেলাল সাহেবের কাছে জবানবন্দী দেয়ার আগে আপনার এই ঘটনা সম্পর্কে আর কোথায়ও কোনো অভিযোগ করেননি বা বিবৃতি দেননি?

উত্তর : না দেইনি।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী কোনো রাজাকার বা পিস কমিটির চেয়ারম্যান এদের চিনতেন না?

উত্তর : না চিনতেন না।

প্রশ্ন : আপনি হেলাল সাহেবের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে আপনার ভাই নিকুঞ্জ ১৯৭০ সালে মারা গেছে। সে কথা বলেননি?

www.pathagar.com

উত্তর : বলি নাই।

প্রশ্ন : ফালগুন মাসের শেষের দিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন এ কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : দেলোয়ারের টুকটাক দোকান ছিল। স্থায়ী ছিলো না। একথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : দেলোয়ারের পরে সাঈদী নাম শুনেছি। একথাও তদন্ত কর্মকর্তাকে আপনি বলেননি?

উত্তর : নাও বলে থাকতে পারি, তখন আমি অসুস্থ ছিলাম।

প্রশ্ন তরুণী সিকদারদের অপহরণের ৩/৪ দিন পরে রাজাকাররা হোগলাবুনিয়ায় আপনার বাড়িতে বিকেলে যায়। এ কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই। তখন আমি অসুস্থ ছিলাম।

প্রশ্ন : স্ত্রী আপনাকে পরে বলেছিল যে, আপনাকে যে মুসলমান করেছিল সে এসেছিল। তুমি পালাও। একথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : স্মরণ নেই। আমি অসুস্থ ছিলাম।

প্রশ্ন : বাজারে মসজিদে বসে মুসলমান হয়েছিলেন একথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : আপনার নাম রাখা হয় আলী আশরাফ এবং কৃষ্ণ বাবুর নাম রাখা হয় আলী আকবর এরূপ কথাও আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : কাসেম আলী হাওলাদার ওরফে কাসেম মাস্টার আপনার একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের পরে জেলে যান এবং ৬/৭ মাস হাজত খেটেছেন।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী শেফালী ঘরামীকে ধর্ষণ করেছিল কাসেম মাস্টার। এই অভিযোগ দেয়ার কারণে কাসেম মাস্টার ৬/৭ মাস হাজত খেটেছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার সাথে বিরোধের কারণে আপনার স্ত্রী শেফালী ঘরামী ভারতে চলে গেছে।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনার কথিত মতে একদিন বিকেল ৪টার পরে আপনার স্ত্রী শেফালী ঘরামীর ধর্ষিতা হওয়ার কথা সত্য নয়।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : আপনি এবং আপনার বৌদি ২০১০ সাল থেকেই বয়স্ক ভাতা পান।

উত্তর : জি। ২ বছর হলো।

প্রশ্ন : আপনি ও আপনার বৌদি একই পাকে একান্নে খান?

www.pathagar.com

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সাক্ষী দেয়ার জন্য ঢাকায় এসেছেন ক'দিন আগে?

উত্তর : রাত-দিন আমার কাছে সমান। ১৮/২০ দিন হবে।

প্রশ্ন : আপনি সুস্থ অবস্থায় এসেছিলেন। এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার জন্য চাপ দেয়ায় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

উত্তর : আমি প্রায় সুস্থ অবস্থায় এসেছি। তবে সত্য নয় যে তাদের চাপে অসুস্থ হয়েছি। মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম- এটাও সত্য নয়। তবে তারা সত্য নয় এমন কিছু আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিল যা আমি বলতে রাজি হই নাই।

২-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

যা বলি তা বলো অন্যথায় জেলখানায় যাও

শহীদুল ইসলাম : গত বুধবার সকালে পিরোজপুর থেকে ৩ জন সাক্ষী ঢাকায় এসে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি। ফলে সাক্ষী হাজির করা যায়নি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর রানা দাস গুপ্তের এমন অজুহাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারক আদেশ দিয়ে বলেছেন, প্রসিকিউটরের এই বক্তব্য সন্তোষজনক নয়। ফলে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মূলতবী রাখা হয়েছে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ। এ ঘটনাকে একটি বাহানা হিসেবে উল্লেখ করে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসরাম বলেছেন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সাক্ষীদের মিথ্যা বলতে বাধ্য করার জন্যই তারা এমন কৌশল নিয়েছেন। আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার তথ্য সঠিক নয়। ওদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, উচ্চ পর্যায়ের প্রেসার সত্ত্বেও সাক্ষীরা মিথ্যা বলতে রাজী হচ্ছে না।' হয় আমরা যা বলি তা বলো- অন্যথায় জেলখানায় যেতে হবে'- এমন ভয় দেখানোর পরও নাকি কাজ হচ্ছে না। মানসিকচাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সাক্ষীরা।

www.pathagar.com

গতকাল বৃহস্পতিবার (২-২-১২) সকাল সাড়ে ১০টায় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। তিন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে এজলাসে বসলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর রানাদাস গুপ্ত বলেন, তিনজন সাক্ষী গত বুধবার ঢাকায় এসেছেন। আমরা তাদের হাজিরাও নিয়েছি। কিন্তু অতিব দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, এই ৩ জন সাক্ষীই হাজিরা দিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়ানোর কথা বলে বেরিয়েছে। তারপর এখন পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি। আজ আদালতে এসে সাক্ষ্য দেয়ার কথা ছিল। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচপরতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, সাক্ষী আপনাদের কাছে আসার পর আত্মীয়ের বাসা বা অন্য কোথায়ও যাওয়ার কথা নয়। এটা আপনাদের ব্যর্থতা। রানাদাস গুপ্ত বলেন, তারা যে ফিরে আসবে না এটা আমরা জানতাম না। আর তারা এমন কজ দেখিয়েছিল যে আমরাও তাদেরকে ধরে রাখতে পারি নাই। আর এখন তাদের কোন ট্রেসই পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রাইব্যুনাল বলেন, এই কোর্টে যারা সাক্ষী দিতে আসবে তাদেরকে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় পৌঁছানোর কথা। তারপর তাদের পূর্ণ নিরাপত্তায় তদন্ত সংস্থার হেফাজতে রাখার কথা। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। রানাদাস গুপ্ত বলেন, আমরা খুবই দুঃখিত এবং বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছি।

ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় বিচারক বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির বলেন, আমরা আপনার জবাবে স্যাটিসফাইড নই। বিচারপতি নিজামুল হক ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আজ দেখছি চিফ প্রসিকিউটর নেই। কনডাক্ট প্রসিকিউটরও নেই। এমন কি তদন্ত কমকর্তাও নেই। তারা কোথায়? রানাদাস বলেন, প্রসিকিউটর হায়দার আলীর গাড়ি রাস্তায় খারাপ হয়ে গেছে। তিনি আসছেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, গাড়ি খারাপ হবে, যানজটে পড়বেন ইত্যাদি বহু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু কোর্ট কারো জন্য বসে থাকবে না। আমরা এ ব্যাপারে অর্ডার দিব। রানাদাস গুপ্ত আবারো দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এমনটি হবে ভাবি নাই।

ট্রাইব্যুনাল এ পর্যায়ে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী সাক্ষীর তারিখ নির্ধারণ করে প্রদত্ত আদেশে বলেন, গতকালের হাজিরা মোতাবেক আজ সাক্ষী হাজির করতে পারেননি প্রসিকিউশন। চীফ প্রসিকিউটর, কনডাক্ট প্রসিকিউটর (সংশ্লিষ্ট আইনজীবী) এমনকি তদন্ত কর্মকর্তাও আদালতে অনুপস্থিত। সাক্ষী ঢাকায় এসে হাজিরা দিয়ে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গেছে মর্মে প্রসিকিউটর রানাদাস গুপ্ত উল্লেখ করেছেন। এ কারণে সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করা সম্ভব হয়নি। তার এই ব্যাখ্যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সাক্ষীকে ঢাকায় হাজির করে তদন্ত সংস্থার হেফাজতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সহকারে রাখা এবং কোর্টে হাজির করার কথা।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, আশিশ কুমার মণ্ডল, সুমিতা রানী মণ্ডল এবং সমর মিস্ত্রী এই ৩ জনের হাজিরা দিয়েছে তারা গত বুধবার। তাদেরকে আজ সাক্ষী দেয়ার

www.pathagar.com

জন্য কোর্টে আনার কথা থাকলেও তারা তা আনেনি। আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে আর আসেনি, প্রসিকিউশনের এই বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। মাওলানা সাঈদীর মত বিশ্ববরেণ্য আলেমের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ তারা শেষ করতে পারেনি। এজন্যই এই কৌশল নিয়েছে তারা। আমরা বৈধভাবে কোন দরখাস্ত দিলে তারা অভিযোগ করেন যে আমরা নাকি বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত ও ব্যাহত করার জন্য এসব দরখাস্ত দিয়ে থাকি। অথচ তারা কি করছে। তিনি বলেন, আজ যে ৩ জন সাক্ষীকে হাজির করার কথা তারাসহ মোট ১৫ জন সাক্ষীকে তারা ইতোমধ্যে তালিকাভূক্ত করেও কোর্টে হাজির করেনি। এর কারণ হলো মিথ্যা বলানোর জন্য হাজির করে পরে সত্য বেরিয়ে যেতে পারে এটাই তাদের ভয়।

তাজুল ইসলাম আরো বলেন, আমরা খবর পেয়েছি যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ানোর জন্য সাক্ষীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনসহ প্রচ— রকমের মানসিক চাপ দেয়া হচ্ছে। তারপরেও তারা মিথ্যা বলতে রাজি না হওয়ায় তাদেরকে হাজির করা হচ্ছে না।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মনজুর আহমেদ আনসারী, ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ওদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, গত বুধবার পিরোজপুর থেকে নিয়ে আসা ৩ জন সাক্ষী তদন্ত সংস্থার হেফাজতেই আছে। বুধবার দিনে তাদেরকে বেইলি রোডস্থ তদন্ত সংস্থার অফিসে নিয়ে একদিকে প্রলোভন অন্যদিকে ভয়ভীতিও দেখানো হয়। রাতে তাদেরকে পুরানা হাইকোর্ট ভবনস্থ প্রসিকিউশনের অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে এক পর্যায়ে একজন উচ্চকণ্ঠ প্রতিমন্ত্রীও হাজির হন।

প্রতিমন্ত্রী নিজেও সাক্ষীদেরকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তার শেখানো কথা আদালতে বলার অনুরোধ করেন। এজন্য নানা ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা দেয়ারও আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু তাতে রাজি না হওয়ায় এক পর্যায়ে ভয়ভীতি দেখানো হয়। বলা হয় যে, তোমাদেরকে তদন্ত কর্মকর্তা যা শিখিয়ে দেয় তাই কোর্টে বলতে হবে। অন্যথায় এখান থেকে আর পিরোজপুরে তোমাদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারবে না। জেলখানায় যেতে হবে। এ ধরনের মানসিক চাপে সাক্ষীরা ভেঙ্গে পড়েছে।

অস্বস্তিবোধ করছে এবং অসুস্থও হয়ে পড়ছে।

৩-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাঈদীর জন্য দোয়া করায় এক ওয়ায়েজ নিষিদ্ধ!

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) সংবাদদাতা : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি তাফসির মাহফিলে আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর জন্য দোয়া করায় এক ওয়ায়েজকে চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশাসনের চাপে ২টি ওয়াজ মাহফিলের বাস্তবায়ন কমিটি ওই ওয়ায়েজকে মাহফিলে আসতে নিষেধ করেছেন। এ নিয়ে এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার চান্দিশকরা গ্রামের একটি তাফসির মাহফিলে প্রধান ওয়ায়েজ ঢাকা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস চৌদ্দগ্রামের কৃতি সন্তান মাওঃ মুফতি আবুল কালাম আজাদ (বাশার) মাহফিল শেষে মুনাজাতে কারাগারে আটক মাওলানা সাঈদীর মুক্তি কামনায় দোয়া করেন। বিষয়টি ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে আলোচিত হলে পরবর্তীতে উপজেলার যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিতব্য মাহফিলে ওই ওয়ায়েজকে নিষিদ্ধ করার গুজব ওঠে। গতকাল সোমবার বিকেলে শ্রীপুর ইউনিয়নের কলাবাগান বাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে মাওলানা বাশারের ওয়াজ করার কথা ছিল। কিন্তু উপরের নির্দেশের কথা বলে প্রশাসন ওই মাহফিলসহ ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ফকিরহাট (চৌমুহনী) বাজারের মাহফিলে মাওলানা বাশারকে নিষিদ্ধ করেন।

এ ব্যাপারে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বাশার বলেন, চৌদ্দগ্রামের সংসদ সদস্য হুইপ মুজিবুল হকের নির্দেশে ওই দুই মাহফিলের কমিটির সদস্যরা মোবাইল ফোনে আমাকে মাহফিলে যেতে নিষেধ করেন। এমনকি মাহফিলে গেলে আমাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করানো হবে বলেও তারা জানান। গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত কলাবাগান ওয়াজ মাহফিল পরিচালনা কমিটির সদস্য মাওলানা সামছুল আলম বলেন, প্রশাসনের চাপে প্রধান ওয়ায়েজকে মাহফিলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২৪নং সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষী হোসেন আলী রাষ্ট্রপক্ষের শেখানো কথা জবানবন্দীতে বলেননি

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ব বরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী মোহাম্মদ হোসেন আলী সরকার পক্ষের শিখিয়ে দেয়া কথা ট্রাইব্যুনালে বলেননি। আসামী পক্ষও তাকে জেরা করেননি। পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষী হাজির করতে না পারায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসূলি চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু এবং তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনকে কোর্টে দাঁড় করিয়ে ভৎর্সনা করেছেন ট্রাইব্যুনাল। চীফ প্রসিকিউটর বলেন, আমরা অসহায়। এ কাজ খুবই কঠিন। সরকারের সহযোগিতায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

গতকাল মঙ্গলবার (৯-২-১২) ট্রাইব্যুনাল বসে বেলা ১১ টায়। তিন বিচারক এজলাসে বসার পর রাষ্ট্রপক্ষ ২৪ নম্বর সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন মোহাম্মদ হোসেন আলী মোল্লাকে। তার পিতার নাম খোশদেল মোল্লা, গ্রাম- দোহাখোলা, থানা-

বাঘারপাড়া, জেলা- যশোর। পূর্বে যে ৩ জন সাক্ষীর তালিকা সরবরাহ করা হয়েছিল সেই তালিকার বাইরে হোসেন আলীকে হাজির করায় আপত্তি জানান আসামী পক্ষ।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, আশিষ কুমার মন্ডল, সুমতি রানী মন্ডল এবং সমর মিস্ত্রী এই ৩ জনকে আজ হাজির করার কথা। এই তালিকা গত বুধবার আমাদেরকে সরবরাহ করা হয়। আজ আমরা অন্য একজনকে দেখতে পাচ্ছি। তারা প্রায়ই এরূপ যে তালিকা সরবরাহ করছে সেই তালিকা অনুসারে সাক্ষী হাজির না করে তার বাইরে থেকে সাক্ষী আনছে। এরূপ করার উদ্দেশ্য আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে ন্যায় বিচার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা। আমরা যাতে ঠিক মত জেরা করতে না পারি সেজন্য পরিকল্পিতভাবে এটা করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম চীফ প্রসিকিউটরকে ডেকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। সরবরাহকৃত তালিকার বাইরে সাক্ষী আনার বিষয়ে তিনি কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি। পূর্বে যাদের নাম দেয়া হয়েছিল তাদের প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বড়ই অসহায়। তারা ঢাকায় এসে গিয়েছে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে। তার পরে আর ফিরে আসেননি। আমরা সরকারের সহযাগিতায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সকল প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, ঠিক আছে সাক্ষী জবানবন্দী দিক। যদি তাকে জেরা করার জন্য সময়ের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি তখন দেখা যাবে।

আদালতের এই ঘোষণার পর প্রসিকিউটর সাইদুর রহমানের ব্যবস্থাপনায় সাক্ষী হোসেন আলী জবানবন্দী প্রদান শুরু করেন। সাইদুর রহমান তাকে জিজ্ঞেস করেন আপনার নাম বলুন, তিনি বলেন, আমার নাম মোহাম্মদ হোসেন আলী মোল্লা। আপনার বয়স কত? উত্তরে বলেন, ৬৬/৬৭ বছর।

১৯৭০ সালে আপনি যা দেখেছেন তাই বলুন। জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৭০ সালে বাঘারপাড়া হাই স্কুল মাঠে একটি নির্বাচনী মিটিং হয়েছিল। ঐ মিটিং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমি পরে শুনেছি। মিটিং-এ আপনি কি শুনেছেন। জবাবে বলেন, মিটিং হয়েছে এতটুকু শুনেছি। ৪০ বছর আগের কথা। অত কি মনে আছে। ঐ সময় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব রওশন আলীর বাড়িতে থাকতেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী জিজ্ঞেস করেন মিটিংটা স্বাধীনতার আগে না পরে হয়েছিল।

উত্তরে বলেন, মনে নেই। আমি তাকে রওশনের বাড়িতে দেখেছিলাম। তবে স্বাধীনতার আগে না পরে তা বলতে পারবো না। এটা আমার স্মরণ নেই। প্রসিকিউটর সাইদুর রহমান তাকে আরো অনেক প্রশ্ন করে রাষ্ট্রপক্ষের মনের মত শেখানো কথা বের করার চেষ্টা করলেও তিনি আর কোন কথা বলেননি।

এই পর্যন্ত জবানবন্দী রেকর্ড হওয়ার পর অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, আমাদের কোন জেরা করার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

মাত্র ১৫ মিনিটেই এই জবানবন্দী শেষ হলে ট্রাইব্যুনাল এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে চলে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্ক। তালিকামতো সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থতার কারণ জানাতে পারেননি চীফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু, প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী এবং তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন। এই ৩ জনকেই দাঁড় করিয়ে নানা প্রশ্ন করেন বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদ। বিচারপতি নিজামুল হক তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন, সাক্ষীদের আনবেন প্রশাসনের সহযোগিতায়।

আপনাদের কাস্টুডিতে রাখবেন, এরপর কোর্টে হাজিরার সময় চীফ প্রসিকিউটরের কাছে হ্যান্ডওভার করবেন। তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, কারো অসুখ, কেউ বেড়াতে যায়, আর আসেনি। আমরা বড়ই অসহায়। চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করেন পরবর্তী সাক্ষী এখনই আনুন। চীফ প্রসিকিউটর এর সদুত্তোর দিতে পারেননি। আর সাক্ষী নেই। তিনি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম মূলতবি চান।

আদালত জিজ্ঞেস করেন বৃহস্পতিবার সাক্ষী আসবেন তার কি গ্যারান্টি আছে। প্রসিকিউটর হায়দার আলী দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন এবং বলেন, সম্ভাবনা আছে। পুরোনো না নতুন সাক্ষী আনা হবে তাও বলতে পারেন না তিনি। বিচারক একেএম জহির বলেন, মামলা আপনাদের। সাক্ষী এনে তা প্রমাণ করবেন আপনারা। কিন্তু আপনারা কেন এমন করছেন। সাক্ষীর নাম দিচ্ছেন অথচ হাজির করছেন না।

আসামী পক্ষের আইনজীবী মিজানুল ইসলাম বলেন, মাঝখানে একটা দিন কোর্ট রেখে লাভ কি?

রোববার পর্যন্ত মূলতবি করা হোক। তিনি জিজ্ঞেস করেন পুরনো না নতুন সাক্ষী আনা হবে। হায়দার আলী বলেন, পুরনোরা আসছে না। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, নুতন সাক্ষী আনলে বৃহস্পতিবারের মধ্যে নাম সরবরাহ করবেন। পরবর্তী সাক্ষী হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি। ১৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করে আদালতের কার্যক্রম মূলতবি করা হয়।পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ ২৪ নম্বর সাক্ষী হিসেবে যাকে হাজির করেছেন তিনি তাদের মত করে জবানবন্দী দেননি। যে ৩ জনের নাম আগে দেয়া হয়েছে তাদেরকে হাজির করা হয়নি। যাকে হাজির করা হয়েছে তাকে জেরা করার কিছু নেই।

৮-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র মানবে না মুক্তিযোদ্ধারা

তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী বিচারের নামে দেশের বিশিষ্ট ও শীর্ষ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা ও আব্দুল আলিমসহ সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, চরিত্র হনন ও মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে ঢাকার ২২৯ জন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে জাতিকে বিভক্তি ও সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন তারা।

বিবৃতিতে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রত্যাহৃত দালাল আইন ও চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে জাতিকে দ্বিধা-বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর ন্যায় জাতিকে সম্মিলিতভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। যুদ্ধাপরাধ ইস্যু একটি মীমাংসিত ইস্যু যার মীমাংসা বঙ্গবন্ধু নিজেই করে গেছেন। এখন বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার ও বিচারের নামে কোনো নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্দেশই হলো জাতিকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ বিরোধী বিদেশী চক্রের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি। আমরা দেশের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র কখনোই বাস্তবায়ন হতে দিব না।

১০-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২৫নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

কথিত প্রত্যক্ষদর্শী কোন সাক্ষীই আর আসছে না

শহীদুল ইসলাম : জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের পক্ষে আর কোন সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার পক্ষের সাজানো কথিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা আর আসছে না। বিগত ৩ সপ্তাহ ধরে সরকারি প্রশাসন ব্যবহার করে একদিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন অন্যদিকে সরকারি সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়েও আর কাউকে হাজির করা যাচ্ছে না। দুই সপ্তাহ আগে পিরোজপুর থেকে ৩ জন সাক্ষীকে ঢাকায় আনার পর তারা আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে চলে যায়, আর ফেরেনি বলে আদালতে সরকার পক্ষ উল্লেখ করলেও তারা গতকাল পর্যন্তও কোর্টে হাজির হয়নি। নির্ধারিত সাক্ষী গতকালের (১৩-২-১২) নির্ধারিত দিনেও আসেনি।

বাংলা একাডেমী থেকে তদন্ত কর্মকর্তা ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা জব্দ করেছেন। এসব জব্দ পত্রিকা প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের জিম্মায় রাখা হয়েছে। গতকাল তাকে সরকার পক্ষ হাজির করে ট্রাইব্যুনালে। মোট ৫ দিন বিভিন্ন সময়ে তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন তার কাছে গিয়ে এসব পত্রিকা জব্দ করেন বলে জানান গতকাল তার জবানবন্দীতে। সরকারি ডকুমেন্টে জব্দ তালিকা তিনি নিজেই সনাক্ত করেন। তবে সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবরের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই বলে জানান তিনি। একই সাথে যেসব পত্রিকা তার কাছ থেকে রাষ্ট্রপক্ষ জব্দ করেছে তার শিরোনাম বা ভিতরের কোথায়ও মাওলানা সাঈদীর নাম নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সরকার পক্ষ গতকাল মাওলানা সাঈদীর উপস্থিতিতে ২৫ নম্বর সাক্ষী হিসেবে মোবারক হোসেনকে হাজির করলে তিনি আদালতে এই পত্রিকা জব্দ করা সংক্রান্ত তথ্য জানান তার জবানবন্দীতে। পরে তাকে সংক্ষিপ্ত জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী।

তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন। বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালে গতকাল মোবারক হোসেন সাক্ষ্য দেন। তবে আদালত গতকালও চীফ প্রসিকিউটরসহ রাষ্ট্রপক্ষের অন্যান্য আইনজীবীদের নির্ধারিত সাক্ষী হাজির করতে না পারার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি তারা। আজ মঙ্গলবার এবং কাল বুধবারও সাক্ষী আনতে পারবেন না তারা। তবে বর্তমান জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক ও সাবেক কালের কণ্ঠ, যুগান্তর ও সমকাল পত্রিকার সম্পাদক আবেদ খান আগামী বৃহস্পতিবার আদালতে সাক্ষী দিতে আসবেন বলে জানান প্রসিকিউটর হায়দার আলী। সরকার পক্ষের সাক্ষী তালিকায় সাংবাদিক আবেদ খানের নাম রয়েছে। ২৫ নম্বর সাক্ষীর জবানবন্দী নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

আমার নাম মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। আমার বয়স ৪৭। আমি বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত আছি। ৩০/৩/২০১১ তারিখে আমি একই প্রতিষ্ঠানে একই পদে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন তদন্ত কর্মকর্তা আমার কাছ থেকে কিছু পত্রিকা জব্দ করে আমার জিম্মায় রেখে আসেন। এই সেই জিম্মানামা। এখানে আমার দস্তখত আছে। এর মধ্যে ২৪টি আইটেম রয়েছে। এগুলো ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের দৈনিক পত্রিকা। এসব পত্রিকা আমার জিম্মায় আছে। আজ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আদালত চাইলে যে কোনো সময় এগুলো পুনরায় আদালতে হাজির করতে পারব।

২৮/৩/২০১১ তারিখে আমি একই প্রতিষ্ঠানে একই পদে কর্মকর্তা ছিলাম। ঐ দিন তদন্ত কর্মকর্তা আমার অফিসে নিয়ে কিছু কাগজপত্র জব্দ করে আমার জিম্মায় দিয়ে আসেন। এতে ১৬টি আইটেম আছে। এই সেই জিম্মানামা। এতে আমার দস্তখত আছে। এগুলো সবই ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা। পত্রিকাগুলো আজ আদালতে নিয়ে এসেছি। ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিলে তা পুনরায় হাজির করব।

২৯/৩/২০১১ তারিখে আমি একই প্রতিষ্ঠানে একই পদে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন তদন্ত কর্মকর্তা ১৯৭০-'৭২ সালের কয়েকটি পত্রিকা জব্দ করে আমার জিম্মায় দিয়ে আসেন। মোট ১২টি পত্রিকা ছিলো তাতে। এই সেই জিম্মানামা। এতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে। ৩/৪/২০১১ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা আমার অফিসে গিয়ে ১৯৭১ সালের কয়েকটি পত্রিকা জব্দ করে আমার জিম্মায় রেখে আসেন। এই সেই জিম্মানামা যাতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে।

৩১/৩/২০১১ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা দৈনিক আজাদের ১৯৭১-৭২ সালের কয়েকটি সংখ্যাসহ বিভিন্ন পত্রিকার কপি জব্দ করে তা আমার জিম্মায় রেখে আসেন। এই সেই জিম্মানামা। এতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে। এতে মোট ১৩টি আইটেম রয়েছে। এসব ডকুমেন্ট বা আলামত আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আদালত নির্দেশ দিলে যে কোনো সময় তা ট্রাইব্যুনালে হাজির করব।

এই জবানবন্দী রেকর্ড হওয়ার পর তাকে জেরা করেন এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : পত্রিকার সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই।

উত্তর : ব্যক্তিগত নলেজ নেই।

প্রশ্ন : পত্রিকাগুলোর শিরোনাম বা ভিতরে কোথায়ও মাওলানা সাঈদীর নাম নেই।

উত্তর : নেই। আমি অদ্য ট্রাইব্যুনালে যে ৫টি জিম্মানামা সনাক্ত করেছি তাতে বর্ণিত কোনো পত্রিকার শিরোনামেই দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম নেই।

প্রশ্ন : কোনো পত্রিকার খবরেই সাঈদী সাহেবের নাম নেই।

উত্তর : এটা দরকার নেই বলে উল্লেখ করেন কোর্ট।

১৪-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২৬নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

সাংবাদিক আবেদ খানের সাক্ষ্য প্রদান

শহীদুল ইসলাম : বিশিষ্ট সাংবাদিক কালের কণ্ঠ ও সমকাল পত্রিকার সাবেক সম্পাদক আবেদ খান বলেছেন, বাকশাল সরকার প্রতিষ্ঠার পর ৪টি বাদে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বাকশাল ছাড়া কোন রাজনৈদিক দলের বৈধতা ছিল না। বাকশাল সরকারের পরিবর্তনের পর দেশে সংবাদপত্রসমূহ পুনরায় প্রকাশনার সুযোগ পায়। তৎকালীন সামরিক সরকার পিপিআর অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ, জাগদল, মুসলিম লীগ, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগসহ রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনার সুযোগ পায়। বাকশাল সরকারের সময় বাকশাল ছাড়া অন্যকোন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পরিচালনার বৈধতা ছিল না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা আব্দুর রহিম বিবাহ সূত্রে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দী দিতে এসে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীর জেরার জবাবে এসব কথা বলেন সাংবাদিক আবেদ খান। দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে ২০০৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'জামায়াতের গডফাদাররা ধরা-ছোয়ার বাইরে' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, শাজাহান চৌধুরী, মীয়া গোলাম পরওয়ার এবং আবু তাহেরের ছবিসহ ১৯৭১ সালে তাদের কথিত কিছু ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়। ঐ সংবাদের কারণে মাওলানা সাঈদী তার বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানীর মামলা করেছিলেন। ঐ প্রতিবেদন বিষয়েই মূলত তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দিতে আসেন। কিন্তু তার পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস এবং জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ইতিহাস নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন যা রেকর্ড করা হয়েছে। জবানবন্দীর পর তাকে সকাল-বিকাল দুইবেলা জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমীন। সকাল ১০টা ৪৫ থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা তিনি আদালতে জবানবন্দী দেন। পরে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং ১ ঘণ্টা বিরতির পর ২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আবেদ খানকে জেরা করা হয়। তার জেরা শেষ হয়নি। সময় সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাকে আরো জেরা করা হবে। আগামী সোমবার মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে অন্য সাক্ষীর দিন ধার্য করা হয়েছে। ঐ দিন আবেদ খান আসতে পারবেন না। তবে কবে আসবেন তা পরবর্তীতে সময় জানিয়ে দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে।

www.pathagar.com

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গতকাল (১৬-২-১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নিয়ে আসা হয় ট্রাইব্যুনালে। তার উপস্থিতিতেই আবেদ খান জবানবন্দী দেন। প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী ও সাইদুর রহমান তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু ও অন্যান্য প্রসিকিউটরগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক আবেদ খানের জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম আবেদন খান। আমি ১৯৪৫ সালের ১৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করি। সেই হিসেবে আমার বয়স ৬৭ বছরের কাছাকাছি। আমি পেশায় সাংবাদিক। আমার ছাত্র জীবনে ১৯৬২ সালের নবেম্বর মাস থেকে সাংবাদিকতা শুরু করি। সেই হিসেবে আমার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা প্রায় ৫০ বছর।

২০০৭ সালে আমি দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ঐ সময় ১০ ফেব্রুয়ারি আমার পত্রিকায় রিপোর্ট আসে। ঐ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ছিল গড ফাদাররা কে কোথায়। প্রথম পৃষ্ঠায় এর শিরোনাম ছিল 'জামায়াতের গডফাদাররা ধরাছোয়ার বাইরে' এর মধ্যে ছিল ৪ জন। এক নম্বরে ছিলেন দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, ২ নম্বরে ছিলেন শাজাহান চৌধুরী, ৩ নম্বরে গোলাম পরওয়ার এবং ৪ নম্বরে ছিলেন আবু তাহের। সংবাদ আমাদের সংবাদদাতারা পাঠান। সেগুলো ডেক্স থেকে কমপাইল করে পত্রিকায় ছাপানো হয়।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পর্কে রিপোর্টে ছিল তিনি পারেরহাট বন্দরে নারায়ণ সাহা, মদন সাহা, বিপদ সাহাসহ ধনীদের দোকান লুট হয়। তিনি রাজাকার বাহিনী সংগঠিত করেন। তিনি বাজারে লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন। তার সাথে ৭ সদস্যের বাহিনী ছিল। তারা রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর সদস্য ছিল। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আমার বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেন। যেহেতু আমি সম্পাদক সেহেতু পত্রিকার সংবাদ প্রকাশের দায়দায়িত্ব আমার। আমিসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে এই মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আমাদের পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হয়। পিরোজপুর প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলাটি দায়ের হয়েছিল যার নং ৪/০৭। মামলাটি খারিজ হয়ে গিয়েছিল। এই সেই রিপোর্টের ফটোকপি।

এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আমার নিকট আমার অফিসে গিয়ে এই রিপোর্টের বিষয়ে আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তখন আমি কালের কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

আমি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের সম্পৃক্ততার কারণে আমি কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য এটা একটা দুর্লভ সময়।

আদালত বলেন, মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে আমরা অনুমতি দিতে পারব না।

আবেদ খান বলেন, আমি যা বলব সেটা মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান হয়। তখন জামায়াতে ইসলামী সেটা গ্রহণ করেনি। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়। মওদূদী সাহেব তার বইতে পাকিস্তানকে নাপাকিস্তান বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে একটি বিশাল দাঙ্গা হয়- কাদিয়ানী দাঙ্গা। সেই দাঙ্গায় উস্কানি দেয়ার কারণে মওদূদী সাহেবের বিচার করা হয় এবং তার প্রাণদন্ডাদেশ হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে এই দন্ডাদেশ মওকুফ হয়। ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, মওদূদী সাহেব তার জামায়াতে ইসলামী বাহিনীসহ তদানীন্তন প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী সরকারের অনুগত হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। আববাস আলী খানের আত্মজৈবনিক গ্রন্থে মওদূদী সাহেবের এই দর্শনের প্রতিফলন আছে যা এখনও পর্যন্ত জামায়াতী দর্শন হিসেবে পরিগণিত।

সাঈদী সাহেবের বিভিন্ন সময়ের ওয়াজ মাহফিলেও এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের যে স্বৈরাচারী সরকার এবং পরবর্তী পর্যায়ের সামরিক তন্ত্র তাদের একটিই উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করা, বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা এবং এ দেশের জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দেয়া। এ ব্যাপারে তদানীন্তন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যার জন্য আমরা দেখতে পাই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের সামরিকতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলন এবং ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের বিরোধিতাও করেছিল সব সময়ই জামায়াতে ইসলামী। আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি এ দেশে যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে কিংবা বাঙ্গালী জাতিসত্তার অধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে তখনই এখানকার প্রতিটি সংগ্রামকে পার্শ্ববর্তী দেশের চক্রান্ত কিংবা তাদের এজেন্টদের কর্মকান্ড হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটা আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে চূড়ান্তভাবে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে যখন আইয়ুবীতন্ত্রের পতন ঘটে এবং আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার উত্থান ঘটে তখন জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল রহস্যজনক। যার পরিণতি আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সুচনালগ্ন থেকে জনাব গোলাম আযম এবং তাদের কার্যক্রমে। আমরা জামায়াতে ইসলামীকে সক্রিয় দেখতে পাই আলবদর, রাজাকার, আল শামস বাহিনী গঠনে। কাজেই সাঈদী সাহেব যখন লুণ্ঠনে কিংবা বিভিন্ন মানবতাবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন কিংবা পাকিস্তানী বাহিনীর অনুচর হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তার বাহিনীকে ধরে নেয়া হয় আল বদর, রাজাকার এবং আল শামস বাহিনীর সংঘবদ্ধ সংগঠন হিসেবে। আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কিংবা জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় যারা ছিলেন তারা আত্মগোপন করেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার পক্ষে তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যার পর জামায়াতে ইসলামী স্বরূপে আবির্ভূত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠনের পর জামায়াতে ইসলামী সরাসরিভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং গোলাম আযম সাহেব বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশে আগমন করেন। জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রস্তুত এবং বিশেষ ক্ষেত্র তখন থেকেই প্রকাশ্যে শুরু হয় সামরিক শাসনের সুযোগে কিংবা প্রকাশ্যে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক শাসন এবং এরশাদের শাসনকালে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সারাদেশের মানুষ আশ্রয়ের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছোটাছুটি করেছে। কোথাও স্থান পায়নি। ১ কোটি মানুষকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। মূলত সেই সময় মানুষের গণহত্যা, সম্ভ্রমহানী, অত্যাচার ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার্থেই এই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমরা জানি ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হন। ৪ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী হয় এবং অনেক লোককেই দেশের মধ্যেই আশ্রয়হীন হতে হয়। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী এবং সাঈদী সাহেব তার ওয়াজের মাধ্যমে এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকেই জায়েজ করার চেষ্টা করেছেন।

আবেদ খানের জবানবন্দী রেকর্ড হওয়ার পর তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা আব্দুর রহিম। এটা জানেন।

উত্তর : হ্যাঁ

প্রশ্ন : তিনি আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

উত্তর : জ্বি। বিবাহ সূত্রে আত্মীয়।

প্রশ্ন : প্রখ্যাত সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খানও আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

উত্তর : জ্বি।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক পত্রিকা দৈনিক আজদের সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরাম খান।

উত্তর : ভাষা আন্দোলনে দৈনিক আজাদ পত্রিকা সামগ্রিকভাবে সমর্থক ছিল না।

প্রশ্ন : আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

উত্তর : পরবর্তীতে সমর্থন করেন।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনে বিতর্কিত ভূমিকার জন্য দৈনিক সংবাদ পত্রিকা অফিস উত্তেজিত ছাত্রজনতা পুড়িয়ে দিয়েছিল। সত্য কি না?

উত্তর : যেহেতু পত্রিকার মালিক ছিল নূরুল আমিন সাহেব, সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবির সাহেব (সম্ভবত) সেজন্য পুড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : ১৯৫৪'র নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী কি অংশগ্রহণ করেছিল?

www.pathagar.com

উত্তর : আমার জানা মতে অংশগ্রহণ করেনি।

প্রশ্ন : যে মামলায় মাওলানা মওদূদীর ফাঁসির আদেশ হয় সেই মামলায় মাওলানা মওদূদীর পক্ষে আদালতে সর্বোচ্চ কৌসূলির দায়িত্ব পালন করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব। এটা জানতেন?

উত্তর : এটা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : দাঙ্গায় উস্কানি দেয়ার কারণে মাওলানা মওদূদীর ফাঁসির আদেশ হয়। এটা বলেছেন। কিসের মাধ্যমে তিনি উস্কানি দেন?

উত্তর : কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে মওদূদী সাহেব একটি বই লেখার কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়?

প্রশ্ন : তার ঐ বইটি কি পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর : এই মুহূর্তে বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : দাঙ্গাকারীদের মধ্যে কারো মৃত্যুদন্ড হয়েছিল?

উত্তর : সেটাও আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদল ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করেছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সম্মিলিত বিরোধীদলের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীও ছিল?

উত্তর : আওয়ামী লীগ ছিল, জামায়াতে ইসলামী ছিল কি না তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : ঐ নির্বাচনের পরে গঠিত পার্লামেন্টে সরকারি দলের নেতা ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা খানে সবুর।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : বিরোধীদলের নেতা ছিলেন মসিউর রহমান?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্পীকার ছিলেন আব্দুল জববার খান ও কিছু দিন ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী?

উত্তর : জি। কেন্দ্রে ছিলেন।

প্রশ্ন : আব্দুল জববার খানের ছেলে বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ঐ সময় প্রাদেশীক আইন পরিষদের (১৯৭০ এর আগ পর্যন্ত) বিরোধীদলের নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগের আসাদুজ্জামান খান।

উত্তর : এডভোকেট আফসার উদ্দিন আহমেদ ছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা।

প্রশ্ন : বিরোধীদলের উপনেতা ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আব্দুস সুবহান।

www.pathagar.com

উত্তর : আপনি মনে হয় আইয়ুব খানের সময় নয় জিয়াউর রহমানের সময়ের কথা বলছেন।

প্রশ্ন : পাকিস্তান আমলে আইয়ুব সরকার টিকে থাকুক এমন কোন বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যা জামায়াতে ইসলামী দিয়েছিল?

উত্তর : ঐ সময় ইত্তেফাক পত্রিকা তখন বন্ধ ছিল। অন্য কোন পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামীর এ ধরনের কোন বিবৃতি বা বক্তব্য ছাপা হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষ অবহেলিত এই ছুতায় বৃটিশ সরকার বাঙ্গালি জাতিকে বিভক্ত করার জন্য বিভাজন নীতি নিয়েছিল।

উত্তর : জি বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গ করেছিল। জনগণের দারিদ্র্যতা ও অবহেলিত জনগণের উন্নয়নের ছুতায় কি না তা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : পূর্ববঙ্গের রাজধানী করা হয় ঢাকা।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতার আন্দোলন করেছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই বঙ্গভঙ্গের অন্যতম বিরোধীতাকারী ছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তিনি এ প্রসঙ্গে গানও লিখেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তবে গান লিখেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। তবে আমার ব্যাখ্যা আছে।

প্রশ্ন : ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে রাষ্ট্র শব্দ সংশোধন করা হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, মুসলিম লীগ সেটা করেছিল।

প্রশ্ন : ঐ সময় পূর্বাঞ্চলের মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম ফজলুল হক।

উত্তর : হ্যাঁ, এর সাথে মাওলানা আকরাম খানও ছিলেন।

প্রশ্ন : জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানও ঐ সময় মুসলিম লীগ করতেন?

উত্তর : জি। করতেন।

প্রশ্ন : রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে ১৯৪৬ সালে একটি রাষ্ট্র করায় এ কে ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ ত্যাগ করেছিলেন।

উত্তর : ফজলুল হক সাহেব মূলত কৃষক প্রজা পার্টি করতেন। ঐ কারণে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। কিছু দিনের জন্য তিনি মুসলিম লীগে এসেছিলেন। আবার

www.pathagar.com

কিছুদিন পরে নিজ দলে ফিরে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র প্রস্তাব সংশোধনের জন্য মুসলিম লীগ ছেড়ে যান এটা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব যখন পাস হয় তখন ফজলুল হক সাহেব সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন?

উত্তর : আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন : ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রস্তাব সংশোধনের বিরোধিতা করায় ফজলুল হক পদত্যাগের পর আবুল হাশিমকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয়?

উত্তর : আমি নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন : এই আবুল হাশিম সাহেব আমাদের দেশের প্রখ্যাত কলামিস্ট বদর উদ্দীন ওমরের পিতা?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস '১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টিরও বিপক্ষে ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। কোন এক অংশ এর পক্ষেও ছিল। অন্য অংশ বিপক্ষে ছিল।

প্রশ্ন : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ছিল।

উত্তর : এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন : তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ভারত বিভক্তির বিপক্ষে ছিল।

উত্তর : কথা সত্য।

প্রশ্ন : ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানে যারা কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন তারা নিখিল পাকিস্তান কংগ্রেস নামে দল গঠন করে।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এই অঞ্চলের কমিউনিস্টরা পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে।

উত্তর : কমিউনিস্ট পার্টি বা জামায়াতে ইসলামীর মত দলগুলো কোন রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের পরিষদ আন্তর্জাতিক পরিষদ। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কমিউনিস্ট সমর্থকরা পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। তাদের শ্লোগান ছিল 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হে, লাখো ইনসান ভুখা হে।' এই শ্লোগানের কারণে কমিউনিস্টরা ছিল নির্যাতিত। অনেকে দেশ ত্যাগ করে। অনেকে কারাগারে মৃত্যুবরণ করে।

প্রশ্ন : শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এবং বল্লব ভাই প্যাটেল একই সঙ্গে কংগ্রেস ও আরএসএস এর রাজনীতি করতেন।

উত্তর : সত্য নয়। উনারা কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আরএসএস করেন।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে ক্ষমতায় ছিল জাতীয় কংগ্রেস।

উত্তর : জি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পাকিস্তান সৃষ্টির পর জনগণের আশা আকাঙক্ষা পূরণ না হওয়ায় মুসলিম লীগ থেকে কিছু নেতা বের হয়ে গিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে।

উত্তর : জি। ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

উত্তর : বিষয়টি এরূপ নয়। কেউ কেউ এক দল থেকে আরেক দলে যোগদান করতেই পারেন। তার অর্থ পার্টির বিলুপ্তি নয়।

প্রশ্ন : পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সকল সংসদ সদস্য নব গঠিত আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন?

উত্তর : আমার নিশ্চিত ধারণা নেই। সেটা ছিল বঙ্গীয় গণপরিষদ।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে কংগ্রেস নামে কোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি?

উত্তর : '৫৪ সালের পরে বা '৭০ এর নির্বাচনে কংগ্রেস নামে কোন দল অংশগ্রহণ করেনি।

প্রশ্ন : ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজিত হয়েছে সত্তরের দশকে।

উত্তর : সত্তরের দশকের শেষ দিকে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রচিত সংবিধানের অন্যতম মূল্যনীতি ছিলো গণতন্ত্র।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্র বাতিল করে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়।

উত্তর : একদলীয় শাসন নয়- বাকশাল গঠন করা হয়। তবে গণতন্ত্র তখন বাতিল করা হয়নি।

প্রশ্ন : বাকশাল গঠনের পর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল?

উত্তর : ছিলো।

প্রশ্ন : নাম বলুন?

উত্তর : যারা বাকশালে যোগ দেয়নি তারা ছিলো। যেমন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি। অন্য পার্টির নাম মনে আসছে না। জাসদও বাকশালে যোগ দেয়নি।

প্রশ্ন : বাকশালের সদস্য ছাড়া কারো জাতীয় সংসদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ ছিলো না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : বাকশালে যোগ না দেয়ায় রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য ময়েন উদ্দিন আহমেদ মানিকের সদস্যপদ বাতিল করে উপনির্বাচন করা হয়, উপনর্বাচনে আব্দুল হাকিম জয়ী হন।

উত্তর : সেটা আমার মনে নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাকশাল গঠনের মাধ্যমে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়। আপনি জেনে শুনে এটা গোপন করছেন।

উত্তর : আমি কোনো কিছু গোপন করছি না।

প্রশ্ন : বাকশাল ছাড়া কোনো ব্যক্তির ভিন্নতর রাজনীতি করার অধিকার ছিলো না।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সিরাজ সিকদার কোন দলের সদস্য ছিলো?

উত্তর : সর্বহারা পার্টি।

প্রশ্ন : তার দল নিষিদ্ধ ছিলো।

উত্তর : আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ছিলো না। তবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিলো।

প্রশ্ন : তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কমরেড তোয়াহা, সিরাজ সিকদার, আব্দুল হকসহ অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়া ছিল। তারা আত্মগোপনে ছিলেন।

উত্তর : হুলিয়া ছিল বলে আমার মনে হয় না। যারা বাম রাজনীতি করতেন তারা অনেকে অনেক সময় স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনে যান

প্রশ্ন : ১৯৭৪ সালের মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জনসভার অনুমতি আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করেছিল।

উত্তর : আমি শুনি নাই।

প্রশ্ন : বাকশাল গঠনের পর ৪টি পত্রিকা ছাড়া বাকি সব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

উত্তর : সত্য।

প্রশ্ন : বাকশাল সরকার পরিবর্তনের পর এ দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সকল সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়।

উত্তর : আমার ব্যাখ্যা আছে। আমি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা ছিলাম। কিছু পত্রিকা তখন প্রকাশনার অনুমতি দেয়া হয়, আমি বাকশালে যোগ দেইনি।

প্রশ্ন : বাকশাল বিলুপ্তির পর সরকার একটি পিপিআর জারী করেছিল দল গঠনের জন্য।

উত্তর : জি, পিপি আর অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছিল। সামরিক সরকারের অধীনে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : পিপিআরের অধীনে আওয়ামী লীগ, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগসহ রাজনৈতিক দলগুলো কার্যক্রম শুরু করে।

উত্তর : জি। (আপত্তিসহ)

প্রশ্ন : আইডিএল-এর প্রতিষ্ঠা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহিম।

উত্তর : মাওলানা আব্দুর রহিম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন : মাওলানা আব্দুর রহিম পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ছিলেন।

উত্তর : নিশ্চিত নই। তবে সম্ভত ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মাওলানা আব্দুর রহিম ১৯৭০ সালে পিরোজপুরের একটি আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়ন নিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর : আমার সঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন : অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মাওলানা আব্দুর রহিম ও মাওলানা সিদ্দিক আহমেদের নেতৃত্বে দুইটি পৃথক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠিত হয়।

উত্তর : আমি ওয়াকেফহাল নই।

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের আমলে যে নির্বাচন হয় তখন পিপিআরের অধীনেও জামায়াতে ইসলামীর অনুমতি দেয়া হয়নি।

উত্তর : আববাস আলী খান অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তখন অনুমতি দেয়া হয়নি জামায়াতে ইসলামীকে।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে পিপিআর বাতিল করা হয় এবং জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ পায়?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের সময় যে সংসদ নির্বাচন হয় তাতে মাওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর পুরো অংশ আইডিএল নামে এবং খানে সবুরের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ একত্রে একটি ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

উত্তর : জি। আগে ফ্রন্ট হয়নি। নির্বাচনের পরে ফ্রন্ট গঠন করা হয়।

প্রশ্ন : ফ্রন্ট আগে হয়েছিল এবং নির্বাচনের পরে ফ্রন্টে বিরোধ দেখা দেয়। এক অংশে মাওলানা আব্দুর রহিম, অন্য অংশে খানে সবুর নেতৃত্ব দেন।

উত্তর : আমার সঠিক স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ নির্বাচনে মুসলিম লীগ থেকে ১২ জন এবং আইডিএল থেকে ৬ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : ঐ নির্বাচনে ঐ দুই জোটের প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহিলা প্রার্থী হিসেবে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হন রাজিয়া ফয়েজ।

উত্তর : সত্য নয়। '৭০-এর নির্বাচনেও মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন অনেকে।

১৭-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

২৬নং সাক্ষীর অবশিষ্ট জেরা

আবেদ খানের জেরাকালে উত্তেজনাকর বিতর্ক

শহীদুল ইসলাম : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকারী সমকাল ও কালের কণ্ঠ পত্রিকার সাবেক সম্পাদক সাংবাদিক আবেদ খান জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি প্রকাশের আগে তার তথ্য তিনি যাচাই বাছাই করেননি। তিনি নিজে রিপোর্টটি পড়েননি। মফস্বল থেকে আসা রিপোর্টগুলো একত্রে সমন্বয় করে সমকালের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আহমেদ ফারুক হাসান রিপোর্টটি করেছিলেন। আমি তা ছেপেছিলাম। পিরোজপুর থেকে যে রিপোর্টার নিউজটি পাঠিয়েছিলেন তার নামও বলতে পারেন না বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান। দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের কারণে প্রথম আলোর সম্পাদক তার বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে মামলা করেছিল। সেই মামলায় তার সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছিল (তিরস্কার করা হয়) বলেও স্বীকার করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা ষড়যন্ত্র আগে জানা সত্ত্বেও তিনি তা প্রকাশ করেননি। জেরাতে এমন তথ্য আসলেও ঐ প্রশ্ন ও উত্তর রেকর্ডে রাখা হয়নি।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি আবেদ খান সাক্ষী দেন ট্রাইব্যুনালে। ঐ দিনই তার আংশিক জেরা করা হয়। তার জেরার বাকি অংশ দীর্ঘ ১৯ দিন পরে গতকাল রোববার (৪-৩-১২) সম্পন্ন হলো। গতকাল তাকে জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী।

সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ও এডভোকেট তাজুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক আবেদ খান তার ১৬ ফেব্রুয়ারির প্রদত্ত জবানবন্দীতে সমকালে প্রকাশিত রিপোর্টের বাইরেও বৃটিশ-ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। ফলে গতকাল জেরা করার সময় ঐ সব প্রসঙ্গ উঠে আসে।

এতে বাধা আসে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে। তাদের সাথে যোগ দেন বিচারকরাও। তারা এসব কেন প্রয়োজন, সাঈদী সাহেবের মামলার সাথে এর কি সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। এ নিয়ে ডিফেন্স আইনজীবীদের সাথে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। প্রশ্ন করলেই বাধা এবং বিতর্ক এক পর্যায়ে উত্তেজনায় রূপ নেয়। এ নিয়ে কয়েক দফা জেরা বন্ধ হয়ে যায়। আদালতে এই অচলবস্থার সৃষ্টি হয় ৩ দফা। গতকাল সকাল পৌনে ১১ টা থেকে শুরু হয় জেরা। দুপুরে এক ঘণ্টার বিরতি বাদে পৌনে ৫ টা পর্যন্ত চলে জেরা। সকালে জেরাকালে উত্তেজনা ও উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হলেও বিকেলে অবশ্য তা কমে আসে।

২৬ নম্বর সাক্ষী সাংবাদিক আবেদ খানের অসমাপ্ত জেরা গতকাল রোববার সম্পন্ন করা হয়। তাকে জেরা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিত করা আছে।

উত্তর : জি, আছে।

প্রশ্ন : ভারতের সংবিধানে সীমান্ত সুনির্দিষ্ট চিহ্নিত করা হয়নি। বরং অনুচ্ছেদ ১ এর ৩ (সি)তে বলা আছে সাত হাজার টেরিটরিস এ্যাস মে বি একয়ার্ড।

উত্তর : সেটা আমার জানার কথা নয়।

প্রশ্ন : ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণভাবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়। তবে কাশ্মীরে রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে তাদের ভোটাধিকার অস্বীকার করা হয়। পরবর্তীতে সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উত্তর : এই প্রশ্ন এবং এর পূর্ববর্তী প্রশ্ন ও উত্তর আদালত গ্রহণ করেননি। তীব্র বিতর্ক হয় এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলতে আপনি জবানবন্দীতে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন।

উত্তর : ভারতেক বুঝিয়েছি।

প্রশ্ন : সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে অনেক ভারতীয় নেতা বলেছিলেন যে, ভারতের আশপাশের ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহের নেচারাল ডেথ হবে এবং তা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উত্তর : এই উত্তর নিয়ে আধাঘণ্টা বিতর্ক হয় প্রসিকিউটর ও বিচারকদের সাথে। শেষ পর্যন্ত তা বাদ দেয়া হয়।

প্রশ্ন : বর্তমান ভারতের অধিকাংশ এলাকার জনগণ ভারত এবং বর্তমান বাংলাদেশ ও বর্তমান পাকিস্তানের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছিল। তার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়।

উত্তর : আমি যতটুকু জানি, পাকিস্তানে যোগ দেয়া হবে কি হবে না তা নির্ধারণের জন্য এই অঞ্চলে একটি ভোট হয়েছিল।

প্রশ্ন : ঐ সময় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। একটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অন্যটি সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ।

উত্তর : সর্বাংশে সত্য নয়।

প্রশ্ন : এই দু'টি দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, এই দু'টি রাজনৈতিক দলের সাথে আরও অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী কি ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল?

উত্তর : জামায়াতে ইসলামী ঐ নির্বাচনে অংগ্রহণ করেনি। কারণ তারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করতো না।

প্রশ্ন : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে ছিল না।

উত্তর : না, তারা পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে ছিল।

প্রশ্ন : অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ঐ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল?

উত্তর : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত মতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঐ সময় জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন।

উত্তর : জি, ছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ সময় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : তিনি এক সময় ভারতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি ছিলেন।

উত্তর : জিন্নাহ এক সময় ভারতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন : মাওলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল?

উত্তর : আমার জানা মতে তিনি আলীগড়ে লেখাপড়া করেছেন। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল তা বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

উত্তর : জি। ইতিহাস তাই বলে।

প্রশ্ন : মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল। জানেন।

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানী সৈন্য ও পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ মিলে দিল্লীতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে একটি ত্রি পক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল কিনা?

উত্তর : সেটা আমি নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন : আপনি কি চুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত নন নাকি স্থান, তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত নন?

উত্তর : চুক্তি হয়েছিল। তবে স্থান এবং তারিখ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন : এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পক্ষে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের পক্ষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ খান স্বাক্ষর করেন।

উত্তর : সম্ভবত তাই।

প্রশ্ন : ঐ চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশে বন্দী ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে মাফ করে দিয়ে পাকিস্তানের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছিল।

উত্তর : প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল, মাফ করা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি মাফ করার বিষয়টি জেনেও গোপন করছেন।

উত্তর : গোপন করিনি, আপনার অভিযোগ সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কোন নেতা কি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কেউ বিবৃতি দেয়নি। বিপক্ষেও কেউ বিবৃতি দেয়নি। মওদূদীর ছিয়াশি কাশ্মাকাস (রাজনৈতিক চিন্তাধারা) বইতে বলেছিলেন, ভাষা আন্দোলন, গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি ধর্মীয় দৃষ্টিতে কুফর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : যে বইটার নাম বললেন বইটা কোন ভাষায় লেখা।

উত্তর : উর্দু ভাষায় লেখা।

প্রশ্ন : মওদূদী সাহেব এই বইটি কত সালে লিখেছিলেন। '৪৭ সালের আগে না পরে।

উত্তর : আগে লেখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : এই বইয়ের বাংলা অনুবাদ কখনো প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তর : আমি বঙ্গানুবাদ পড়ি নাই।

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : মাওলানা আব্দুর রহিম।

প্রশ্ন : তিনি ঐ সময় ভাষা আন্দোলন; ভারতীয় ষড়যন্ত্র মর্মে কোন বিবৃতি দিয়েছিলেন?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী যুক্তফ্রন্টের বিপক্ষে ভোট না দেয়ার জন্য কোনো বিবৃতি দিয়েছিল কিনা?

উত্তর : যুক্তফ্রন্টের বিপক্ষে তখন জামায়াত কোন বিবৃতি দেয়নি। কারণ কাদিয়ানী উস্কানী দেয়ার কারণে মাওলানা মওদূদীর প্রাণ দন্ডাদেশ হওয়ায় তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। তারা বিবৃতি দেয়ার মতো অবস্থানে ছিল না।

প্রশ্ন : ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামী পক্ষে কোনো বিবৃতি দিয়েছিল?

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের পরে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামে বই লেখা হয় এবং তা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

উত্তর : সুস্পষ্ট মনে নেই।

প্রশ্ন : এই বইয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে?

উত্তর- আমার ধারণা নেই।

প্রশ্ন- আববাস আলী খানের আত্মজীবনীমূলক যে বইটির কথা আপনি বলেছেন সেই বইটির নাম কি?

উত্তর : মনে করতে পারছি না। তবে পড়েছি।

প্রশ্ন : বইটির প্রকাশকাল বলতে পারবেন?

উত্তর : মনে নেই।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পূর্বে আববাস আলী খানের পেশা কি ছিল?

উত্তর : সেটা আমার জানার কথা না।

প্রশ্ন : আববাস আলী খান ৪৭ সালের আগে না পরে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছিলেন?

উত্তর : সেটা আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : মাওলানা মওদূদী কত সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সম্ভবত ১৯৪০ দশকের গোড়ায়।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র আপনি পড়েছেন?

উত্তর : পড়েছি।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদের নাম কি?

উত্তর : মজলিসে শূরা।

প্রশ্ন : সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরাম কোনটি?

উত্তর : জানি না।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবৈধ বলেছে কিনা?

উত্তর : তা বললে তো তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকতো না।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে আদর্শ হিসেবে কি মওদূদীবাদ বা মওদূদী মতাদর্শ উল্লেখ আছে?

উত্তর : সুনির্দিষ্টবাবে উল্লেখ নেই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব ২ বার সংসদ সদস্য হিসেবে ১০ বছর এমপি থাকাকালে কতবার সংসদে বক্তৃতা করেছেন?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ঐ ১০ বছরে সংসদে প্রদত্ত মাওলানা সাঈদীর কোনো বক্তব্য আপনি পরিপূর্ণ শুনেছেন?

উত্তর : না, শুনি নাই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে সাঈদী সাহেব অসংখ্য ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পার্লামেন্ট এবং ওয়াজ মাহফিলের উনার বক্তৃতার অনেক অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট আছে?

উত্তর : অডিও ক্যাসেট শুনেছি। ভিডিও ক্যাসেট সম্পর্কে জানি না।

প্রশ্ন : আপনার কাছে কি এমন কোন ক্যাসেট আছে যাতে ১৯৭১ সালের হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ তিনি জায়েজ বলেছেন?

উত্তর : আমার কাছে নেই। তবে যা শুনেছি তাতে উনি এসব জাস্টিফাই করেছেন বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : সেসব বক্তব্য দিয়ে তিনি এসব অপরাধ জাস্টিফাই করেছেন তার কোন আক্ষরিক উদ্ধৃতি দিতে পারবেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কোন জায়গায় বক্তব্য শুনে আপনার এমনটি মনে হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের অপরাধাসমূহ তিনি জাস্টিফাই করেছেন? তার স্থান তারিখ বলতে পারবেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নিবন্ধ লিখেছেন?

উত্তর : আমার একাধিক গ্রন্থে আছে। তবে এ মুহূর্তে আর্টিকেল মনে নেই। কোন প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাও বলতে পারব না। কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হয় তা

www.pathagar.com

বলতে পারব না। আমি এ সংক্রান্ত বহু লেখা লিখেছি, যা জনকণ্ঠ, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তবে সন তারিখ বলতে হবে, এমন প্রস্তুতি নিয়ে আসি নাই।

প্রশ্ন : আপনি ধর্মীয় রাজনীতি এবং বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে?

উত্তর : আমার অবস্থান এবং বিশ্বাসগতভাবে ধর্মীয় রাজনীতি ও বিশেষভাবে জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে।

প্রশ্ন : আপনি আকর্শিকভাবে বিপক্ষে বলে ধর্মীয় রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে এবং দলের বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য দিয়ে রিপোর্ট ও নিবন্ধ লেখেন?

উত্তর : সত্য নয়। কোন ব্যক্তির প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। অনেক বইও বেরিয়েছে?

উত্তর : জি, হয়েছে।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলা, দৈনিক আজাদ, বাংলার বাণী, সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক বিচিত্রাসহ অনেক পত্রিকায় সেই আগের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হয়।

উত্তর : জি। তার কোন কোনটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার বা বাকশাল সরকার স্বাধীনতা সম্পর্কে বিরোধিদের খবর প্রকাশে কোন সেন্সর দেয়নি।

উত্তর সেন্সরশিপ আরোপ করেনি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা বিরোধীদের ওপর লেখা কোন বই ঐ সময়কার সরকার বাজেয়াপ্ত করেনি।

উত্তর : করেনি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাঈদী সাহেবের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা ছিল মর্মে কোনো বই লেখা হয়নি বা কোন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়নি?

উত্তর : আমি সুস্পষ্টভাবে মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৫ বছরে সাঈদী সাহেবকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে কোন প্রবন্ধ আপনিও লেখেননি।

উত্তর : সাঈদী সাহেব ঐ সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি বিধায় লিখি নাই।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব রাজনীতিতে প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে লিখেছেন?

উত্তর : ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি লিখি না। আদর্শিক কারণে লিখেছি।

প্রশ্ন : কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র এবং ড. এম এ হাসান লিখিত পাকিস্তানী ১৯১ জন যুদ্ধাপরাধী এই দু'টি বই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

উত্তর : সব বই পূর্ণাঙ্গ নয়। ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আরও গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তবে ঐ দুটি বইও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ জন্য যে, এখনও নতুন নতুন তথ্য সংযোজিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আরও যেসব গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা হয়েছে তার নাম বলুন।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তির অবস্থান শামসুল আরেফিন, একাত্তরের ঘাতকেরা কে কোথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র সম্পাদিত মাওলানা আব্দুল আওয়ালের লেখা জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ইত্যাদি সব এই মুহূর্তে মনে নেই।

প্রশ্ন : মওলানা আব্দুল আওয়াল সাহেব আওয়ামী লীগ আমলে একবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি হয়েছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : এম এ হাসানের ১৯১ যুদ্ধাপরাধী বইটি পড়েছেন?

উত্তর : কিছু পড়েছি। পূর্ণাঙ্গ পড়া হয়নি।

প্রশ্ন : উক্ত বইয়ের মুখবন্ধে প্রসঙ্গ কথায় একাত্তরে সাড়ে ১২ লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা ২৮৭ জন যুদ্ধাপরাধীকে সনাক্ত করার কথা, তাদের মধ্যে ১৯১ জনকে বড় মাপের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তালিকাভূক্ত করা এবং পরবর্তী অংশে পিরোজপুরে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের নাম আছে। আপনি জানেন কি না?

উত্তর : থাকতে পারে। তবে আমি বিস্তৃতভাবে পড়ি নাই।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র গ্রন্থে পিরোজপুরের অংশটি আপনি পড়েছেন?

উত্তর : বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য সকলেরই বিচার হয়েছিল।

উত্তর : যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের সবারই দালাল আইনে বিচার হয়েছিল।

প্রশ্ন : মালেক সাহেব দালাল আইনের পরিবর্তে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে তার নিজের বিচার দাবি করেছিলেন, যেহেতু উনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী। আদালত তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটা ইত্তেফাকে রিপোর্ট হয়েছিল।

উত্তর : জি। এটা ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল, আমি তখন ইত্তেফাকে চাকরি করি।

প্রশ্ন : ২০০৯ সালে ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ ৩৬ জনকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণার দাবি জানিয়ে মামলা হয়েছিল যা সমকালে প্রকাশিত হয়। ৩ জন আইনজীবী মামলাটি করেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সমকালের রিপোর্টে দেওয়ানী মামলার একজন আইনজীবীকে ও পিপিকে আসামী বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

উত্তর : ঐ সময় আমি সমকালে ছিলাম না।

প্রশ্ন : সমকালে প্রকাশিত রিপোর্টের শিরোনামে গডফাদার শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের অর্থ বেআইনী কোন সংগঠনের প্রধান অথবা আমেরিকান মাফিয়া বলে ছাপা হয়েছে অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে।

www.pathagar.com

উত্তর : এটা আভিধানিক অর্থ। তবে পপুলার ব্যাখ্যা অন্য। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমি এখানে বুঝাতে চেয়েছি যে, যারা ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে সব সময় কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন : ঐ রিপোর্টে আপনি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির গডফাদার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগের গডফাদার বলতে আপনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর : বিচারকরা বলেন, ২০০৭ সালের একটি পত্রিকা এটা। এখন নাম বলা কোনভাবেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। আবেদ খান বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাদের নাম বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

প্রশ্ন : তাহলে কি আওয়ামী লীগের গডফাদার বলতে যেসব আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে আমি কিছুই বলবো না।

প্রশ্ন : এই রিপোর্ট অনুসারে আপনি বলতে চেয়েছেন যে আওয়ামী লীগেও গডফাদার আছে সেটা বুঝতে চেয়েছেন।

উত্তর : রিপোর্টেই সেটা পরিস্কার আছে। এর বেশি কিছু আমার বলার নেই।

প্রশ্ন : ২০০৭ সালে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সংবাদের মাধ্যমে আপনি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কিছু নেতা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসীর অভিযোগে গ্রেফতার হলেও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেফতার না হওয়ায় তাদের কথিত দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য এই সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : যে চার জন সম্পর্কে আপনার পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে তার মধ্যে মাওলানা সাঈদী ও গোলাম পরোয়ারের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বা এখন পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।

উত্তর : জি। তখন পর্যন্ত হয়নি। পরে সম্ভবত হয়েছে।

প্রশ্ন : এই দু'জনই কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন।

উত্তর : না। গ্রেফতার হননি। তারা আত্মগোপন করেছিলেন।

প্রশ্ন : তাদের কোন দুর্নীতি নিয়ে আপনার পত্রিকায় কোন রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল?

উত্তর : স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : এই ৪ জনের মধ্যে আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে পরবর্তীতে জরুরি আইনে গ্রেফতারের পর দুর্নীতির কোন অভিযোগ না পাওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন মুক্তি দিয়েছিল।

উত্তর : জানা নেই।

প্রশ্ন : শাজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা হলেও মহামান্য হাইকোর্ট মামলা দায়েরকেই অবৈধ বলে উল্লেখ করে তাকে খালাস দিয়েছিল।

www.pathagar.com

উত্তর : সেটা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর লেখাপড়া কোথায়? সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : উনার দাখিল সার্টিফিকেটে কি নাম আছে?

উত্তর : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী না দেলাওয়ার হোসাইন সিকদার লেখা আছে তা জানি না। দাখিল সার্টিফিকেট আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন : মাওলানা সাঈদীর আলিম সনদে সাঈদী না সিকদার লেখা আছে তাও দেখেননি।

উত্তর : না।

প্রশ্ন : উনি যে প্রতিষ্ঠানে পড়া লেখা করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে কি খবর নিয়েছিলেন যে সাঈদী সাহেবের পুরো নাম বা আসল নাম কি?

উত্তর : স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ করেছিল। তাকে বিশ্বাস করে এই রিপোর্ট করেছি। সে যাচাই করেছে।

প্রশ্ন : ঐ রিপোর্টারের নাম কি?

উত্তর : আমি বলতে পারব না। মনে নেই।

প্রশ্ন : পত্রিকা অফিসে ঐ রিপোর্টারের নাম সংরক্ষিত আছে?

উত্তর : জি। থাকার কথা।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবের কাছে কি আপনি রিপোর্টারের নামটা দিয়েছিলেন?

উত্তর : নিশ্চই নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার আগে আপনি তার সত্যতা নিজে যাচাই করেননি?

উত্তর : না করি নাই।

প্রশ্ন : রিপোর্টটি প্রকাশের আগে আপনি নিজে পড়েছিলেন?

উত্তর : আমি নিজে পড়ি নাই। বার্তা সম্পাদক সাহেব কম্পাইল করে দিয়েছিল। আমি সেটা ছেপেছি। তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আহমদ ফারুক হাসান রিপোর্টারদের রিপোর্ট সমন্বয় করেছিলেন।

প্রশ্ন : এই রিপোর্টটির প্রতিবাদ দিয়েছিল সাঈদী সাহেব। সেটা প্রেস কাউন্সিলের বিধি মোতাবেক ছাপানো হয়নি।

উত্তর : প্রতিবাদ ছাপানো হয়েছে।

প্রশ্ন : গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে? তাদের রিপোর্টও আপনি দেখেছেন?

উত্তর : দেখেছি।

প্রশ্ন : ঐ রিপোর্টে লেখা আছে, সাঈদী ১৯৭১ সালে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না।

www.pathagar.com

উত্তর : এই মুহূর্তে স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আপনি তো সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কোনো পেশা কখনো নেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি এবং আরেকজন মিলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চিংড়ীর ঘের দিয়েছিলেন?

উত্তর : সত্য নয়। দৈনিক দিনকালসহ কয়েকটি প্রত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ ছাপা হয়েছে। এটা দুঃখজনক।

প্রশ্ন : আনিসুজ্জামান, পিতা- মৃত শরীফ হোসাইন প্রশাসনি কর্মকর্তা ইবনে সিনা হসপিটাল, তাকে চেনেন?

উত্তর : চিনি না।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আনিসুজ্জামান।

উত্তর : মামলা হয়েছিল ইবনে সিনার পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী ছিলেন আপনি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি '৭৫ সালে ইত্তেফাকে ওপেন সিক্রেট নামে একটি সিরিজ কলাম লিখতেন।

উত্তর : জি, লিখতাম। '৭২ সাল থেকে শুরু হয়।

প্রশ্ন : জাতির জনককে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনি জানতেন বলে আপনার বইতেই উল্লেখ আছে। লেডিস ক্লাস নিয়ে তখন ফারুক রশিদরা রিপোর্ট করতে বলেছিল। আপনি করতে রাজি হননি। কিন্তু ষড়যন্ত্রটি জানতেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যা হতে চলেছেন, অথচ আপনি বঙ্গবন্ধু হত্যার আগে তা প্রকাশ করেননি।

উত্তর : আদালত প্রশ্ন ও উত্তর গ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন : ভুল রিপোর্ট করার জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে তিরস্কার করেছিল প্রেস কাউন্সিল। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান মামলাটি করেছিলেন।

উত্তর : সত্য। সতর্ক করেছিল। আমার অজ্ঞাতসারে কালের কণ্ঠ উক্ত সংবাদটি ছাপায় এবং তার প্রেক্ষিতে আমি আমার নিজস্ব কলামে একটি প্রতিবেদন লিখি প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্যকে অনুমোদন করে। ফলে কালের কণ্ঠ মালিকদের সাথে আমার নৈতিক বিরোধ হয় যার প্রেক্ষিতে আমি কালের কণ্ঠ ছেড়ে দেই।

প্রশ্ন : ২০০৭ সালে আপনি যে সমকালের সম্পাদক ছিলেন ঐ প্রত্রিকাটির মালিক ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য এ কে আজাদ সাহেব। সমকাল প্রত্রিকাটি হলো আওয়ামী লীগ ঘরানোর প্রত্রিকা।

উত্তর : এটা আমি স্বীকার করব না। সাংবাদিকরা সেটা মনে করে কাজ করে না।

প্রশ্ন : প্রকাশিত রিপোর্টে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব পারের হাটে রাজাকারবাহিনী গঠন করেন। এ কথাটি আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি?

www.pathagar.com

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে জবানবন্দীতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলেছেন তা তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে সমকালে প্রকাশিত খবর এবং এই ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত জবানবন্দীতে মাওলানা সাঈদী সাহেব, জামায়াতে ইসলামী এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে যা বলেছেন তা মিথ্যাভাবে বলেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : আপনি জেনে শুনে বাকশাল একদলীয় শাসন ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সত্য গোপন করে আদালতে সঠিক কথা বলেননি। অনুরূপভাবে সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

৫.২.১২ দৈনিক ওগ্রাম

২৭নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

আদিবাসীদের ভূমি দখলকারী নড়াইল জেলা আ'লীগের সহ-সভাপতি হলেন সাক্ষী

শহীদুল ইসলাম : নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট সাইফ হাফিজুর রহমান খোকন ২৭ নম্বর সাক্ষী হিসেবে টাইব্যুনালে জবানবন্দী দিয়েছেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালে তার ভাই পিরোজপুরের ম্যাগজিস্ট্রেট সাইফ মিজানুর রহমান নিহত হন। এই ঘটনাই তিনি গতকাল ট্রাইব্যুনালে এসে জানালেন যে মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করে একটি গাড়িতে করে বলেশ্বর নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাতে দেলোয়ার হোসেন নামে একজন রাজাকারসহ ২ জন ছিলেন। বলেশ্বর নদীর তীরে নিয়ে প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে এবং পরে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট মিজানকে। ঘটনার ১২/১৪ বছর পরে তিনি নড়াইল থেকেই লোক মুখে শুনেছেন যে ঐ দেলোয়ার হোসেনই বর্তমান দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। এর কোন সত্যতাও যাচাই করেননি তিনি। বিগত ৪০ বছরে নিজের ভাইয়ের হত্যাকান্ডের বিচার চেয়ে কোথায়ও তিনি একটি মামলা বা জিডিও করেননি।১৯৭১ সালের ৫ মে তারিখে তার ভাই হত্যার ১০/১২ দিন পরে পিরোজপুরে গিয়ে পিস কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে জানতে পারেন হত্যাকান্ডের ঘটনা।

হাফিজুর রহমান খোকনের জবানবন্দী ও জেরার গতকাল সোমবার (২০-২-১২) এরূপ অলিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে। গত বৃহস্পতিবার ২৬ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাংবাদিক আবেদ খানের সাক্ষীর পর গতকাল সোমবার ২৭ নম্বর সাক্ষী হিসেবে সাক্ষী দেন সাইফ হাফিজুর রহমান খোকন। প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পরে তাকে জেরা করেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী। তাদেরকে সহায়তা করেন এডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন, শাজাহান কবির ও শিশির মনির।

এই আওয়ামী লীগ নেতা ও আইনজীবীর বিরুদ্ধে নড়াইল শহরের আদিবাসীদের ভূমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। আদিবাসীরা তার বিরুদ্ধে শহরে ঝাড়ু মিছিল করেছিল ২০০৯ সালে। জেলা আইনজীবী সমিতি ঐসময় মিটিং করে রেজুলেশন পাস করেছিল যে কোন আইনজীবী আদিবাসীদের আইনী সহায়তা দিতে পারবে না। যে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সমিতির এই সিদ্ধান্তকে অমানবিক, অসাংবিধানিক এবং সমিতির নীতিমালা বহির্ভূত বলে অভিহিত করে এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো, স্থানীয় দৈনিক জন্মভূমিসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই খবর ছাপা হয়। জেরাতে হাফিজুর রহমান বলেছেন যে, তিনি প্রথম

www.pathagar.com

আলোর রিপোর্টের প্রতিবাদ করেছিলেন। তবে তা তারা ছাপেনি। তবে আইনগত ব্যবস্থাও তিনি নেননি প্রথম আলোর বিরুদ্ধে।

২৭ নম্বর সাক্ষী নড়াইল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাইদি হাফিজুর রহমানের জবানবন্দী নিম্নরূপ :

আমার নাম সাইফ হাফিজুর রহমান খোকন। আমার বয়স ৬৫ বছর। আমি সাবেক সংসদ সদস্য।

দুইবার সংসদ সদস্য ছিলাম। বর্তমানে নড়াইল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি। ৬ষ্ঠ বারের মত আমি আইনজীবী সমিতির সভাপতি। ১৯৭০-৭১ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে থাকতাম। ল'এর ছাত্র ছিলাম। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পূর্ব থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে '৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে। পাকিস্তানী জান্তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই রায়কে অস্বীকার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ঘোষণা দেন 'এ বারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর পর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমি আমার গ্রামের বাড়ি নড়াইল চলে যাই।

শহীদ সাইফ মিজানুর রহমান আমার আপন বড় ভাই। উনি ১৯৭১ সালে পিরোজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পিরোজপুরেও অনেক সরকারি কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। প্রশাসনের লোকজন যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন পিরোজপুরের ভারপ্রাপ্ত এসডিও। এসডিপিও ছিলেন ফয়জুর রহমান এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আমার ভাই সাইফ মিজানুর রহমান। এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন।

আমি যখন দেশে তখন পরস্পর জানতে পারি ৫ মে তারিখে আমার ভাই পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে আমি আমার পিতা ও ছোট বোন ৩ জনে খুলনায় গিয়ে আমার ভাবীর সাথে দেখা করি। তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকার পরও তার মুখে নিহত হওয়ার ঘটনা শুনে আমরা পিরোজপুরে যাই। পিরোজপুরে গিয়ে আমরা খান বাহাদুর আফজাল ও মুন্নার সাথে দেখা করি। খান বাহাদুর আফজাল বলেন, তোমার ভাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছিল সহযোগী হিসেবে। ট্রেজারী থেকে অস্ত্র বের করে দেয়ার সহযোগিতা ও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতা করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে বলতে বলা হয়, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ। সে বলে 'জয় বাংলা'। এরপর তাকেসহ ঐ ৩ জনকে বলেশ্বর নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে পরে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। তাদের লাশ বলেশ্বর নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আফজাল এবং মুন্নার কাছে জানতে পারি তাকে যে গাড়িতে করে নিয়ে যায় সেই গাড়িতে ছিল দেলোয়ার হোসেন ও মুন্না রাজাকার। ঐ গাড়িতে করে বলেশ্বর নদীর পাড়ে নিয়ে হত্যা করা হয়।

আমার আববা এখন জীবিত নেই। আমি পরে আফজাল সাহেব ও অন্যান্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, আমার ভাইয়ের হত্যাকান্ডসহ পিরোজপুরে যেসব হত্যাকান্ড, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ হয়েছে তার সবগুলোর সঙ্গে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল (আপত্তিসহ)।

ঐ সময় দেলোয়ার হোসেন নামে যার কথা শুনেছি পরবর্তীকালে জেনেছি উনি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল পরিচিত। আমি তাকে চিনি।

২৭ নম্বর সাক্ষী সাঈফ হাফিজুর রহমান খোকনকে জেরা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম ও মনজুর আহমেদ আনসারী। জেরার বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল সাহেব কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : খান বাহাদুর আফজালের নেতৃত্বে ৭ই মে প্রথম পিরোজপুরে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়?

উত্তর : না; এর আগেই হয়েছিল তার নেতৃত্বে।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে শান্তি কমিটির গঠন সম্পর্কে পত্রিকায় তখন বা এখন পর্যন্ত আপনি কোন খবর দেখেছেন?

উত্তর : দেখিনাই। লোক মুখে শুনেছি।

প্রশ্ন : শান্তি কমিটি পিরোজপুরে কবে গঠিত হয়?

উত্তর : তারিখ নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : কোন মাসে শান্তি কমিটি গঠিত হয় তা বলতে পারবেন?

উত্তর : এপ্রিলের শেষ দিকে।

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে পাক আর্মিরা সর্বপ্রথম কবে যায়?

উত্তর : লোকমুখে শুনেছি থার্ড মে (৩ মে)।

প্রশ্ন : আপনার এলাকা নড়াইল এবং পিরোজপুরসহ বিভিন্ন এলাকা পাক বাহিনী আসার আগে মুক্তিকামী জনতার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

উত্তর : পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল বলা যাবে না। মুক্তিবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করছিল। রাজাকার ও শান্তি কমিটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করছিল।

প্রশ্ন : আপনার ভাই যে ট্রেজারীর দায়িত্বে ছিলেন সেই ট্রেজারী থেকে ২৭ মার্চ অস্ত্র এবং ৩ মে অর্থ লুট হয়েছিল।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ট্রেজারী থেকে অর্থ ও অস্ত্র কবে লুট হয়েছিল তা খোঁজ নিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : ট্রেজারী থেকে অর্থ ও অস্ত্র একই দিনে লুট হয়। ২০৬টি অস্ত্র ও নগদ টাকা লুট হয়। তারিখ সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন : ঐ সময় ভারপ্রাপ্ত এসডিও আবদুর রাজ্জাক ছাড়া প্রশাসনের ক্ষমতাসীন আর কোন কর্মকর্তা পিরোজপুরে ছিলেন?

উত্তর : এসডিওই সর্বময় কর্মকর্তা ছিলেন। অন্য কেউ ছিল না।

প্রশ্ন : রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিল আনসার আইন বাতিল করে।

উত্তর : বেশ পরে হয়েছিল আনসার আইন বাতিল করে।

প্রশ্ন : রাজাকারদের মাসিক বেতন ও নির্দিষ্ট পোশাক ছিল।

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : পিরোজপুর যেদিন গেলেন তার পর থেকে আজ পর্যন্ত জানার চেষ্টা করেছেন যে খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের নেতৃত্বে গঠিত শান্তি কমিটিতে কে কে ছিলেন?

উত্তর : চেষ্টা করেছি, তবে আজ পর্যন্ত জানতে পারিনাই।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে কবে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই।

উত্তর : না। নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারব না।

প্রশ্ন : পিরোজপুরসহ সব জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে লেখা হয়েছে।

উত্তর : জি। শুনেছি।

প্রশ্ন : বিশিষ্ট কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংবলিত একটি বই লেখা হয়েছে তা শুনেছেন?

উত্তর : আমি শুনেছি। বইটি পড়িনাই।

প্রশ্ন : ড. মোহাম্মদ মফিজুল্লাহ কবির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার নাম শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তাকে চেনেন বা নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : ড. আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, তার নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : ড. সফর আলী আকন্দ, পরিচালক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্ট্যাডিজ। নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : ড. এনামুল হক, পরিচালক ঢাকা জাদুঘর। তার নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ড. কে এম করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার। তার নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : ড. এ এম মহসিন, সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : ড. শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনি নাই।

প্রশ্ন : ড. আহমেদ শরিফ, চেয়ারম্যান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নাম শুনেছেন?

উত্তর : শুনেছি।

প্রশ্ন : কবি হাসান হাফিজুর রহমানসহ যাদের নাম আপনি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তারা স্বাধীনতার বিপক্ষের কেউ ছিলেন না।

উত্তর : তারা পক্ষের না বিপক্ষের তা আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন : কবি হাসান হাফিজুর রহমান কি স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন।

উত্তর : না। পক্ষে ছিলেন।

প্রশ্ন : তিনি জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উক্তি করে বলেছিলেন 'বিশ্ব বেহায়া'। শুনেছেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি ২ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এরশাদের শাসন আমলে এরশাদের জাতীয় পার্টি থেকে।

উত্তর : জি। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে আমি ২ বার জাতীয় পার্টি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই।

প্রশ্ন : ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ছাড়া কোন স্বীকৃত বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করেনি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমানে নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনি নড়াইল থেকেই সংবাদ পান যে, আপনার ভাই পিরোপুরে নিহত হয়েছেন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : কত তারিখে সংবাদ পান।

উত্তর : তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : হত্যাকান্ডের অনুমান কতদিন পরে জানতে পারেন?

উত্তর : নিহত হওয়ার ১০/১৫ দিন পরে।

প্রশ্ন : খবর পাওয়ার কয়দিন পরে খুলনায় গেলেন?

www.pathagar.com

উত্তর : সঠিক বলতে পারছি না। অনুমান করেও বলতে পারব না।

প্রশ্ন : খুলনাতে ক'দিন ছিলেন?

উত্তর : খুলনায় অবস্থান করি নাই। ঐ দিন ভাবীর সাথে খুলনায় দেখা করে সেই দিনই পিরোজপুর যাই।

প্রশ্ন : ভাবীর নাম কি? তিনি জীবিত আছেন?

উত্তর : নাম লুৎফুন্নাহার। তিনি বর্তমানে স্বামীর সাথে আমেরিকায় আছেন।

প্রশ্ন : কতদিন আগে আমেরিকায় গেছেন?

উত্তর : ৭/৮ বছর আগে।

প্রশ্ন : আপনার ভাই যখন নিহত হন তখন আপনার ভাবী কি আপনার ভাইয়ের সাথেই ছিলেন?

উত্তর : জি। পিরোপুরে সরকারি বাসভবনে থাকতেন।

প্রশ্ন : খুলনায় দেখা করার পর ভাবীর সাথে আর কখনো দেখা হয়েছে?

উত্তর : পিরোজপুর থেকে ফেরার পরে এবং স্বাধীনতার পরেও ভাবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে। ভাবী তার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আমাদের বাসায় বেড়াতেও এসেছেন। তখন দেখা হয়েছে।

প্রশ্ন : পিরোজপুরে খোঁজ নিতে গিয়ে ক'দিন ছিলেন?

উত্তর : একদিন ছিলাম। যেদিন গেলাম তার পরের দিনই চলে আসি।

প্রশ্ন : কার বাসায় ছিলেন?

উত্তর : হোটেলে।

প্রশ্ন : হোটেলের নাম বলতে পারেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আফজাল সাহেবের সাথে কি তার বাসায় গিয়ে দেখা করেছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : সাথে আপনার পিতা এবং বোনও ছিলেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : মুন্নার বাসায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তার সাথে কোথায় দেখা হয়।

উত্তর : আফজালের বাড়িতে।

প্রশ্ন : আপনি কি ঐ দিন থানায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা বিরোধীরা হয় পালিয়ে ছিল না হয় গ্রেফতার হয়েছিল।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা বিরোধীদের দেশের অভ্যন্তরে কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত অবস্থা ছিল না।

www.pathagar.com

উত্তর : প্রকাশ্যে ছিল না। গোপনে চেষ্টা করেছে।

প্রশ্ন : তাদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত কোন পত্রিকায় কোন খবর দেখেছেন?

উত্তর : না দেখি নাই। তবে আমি রাজনীতিবিদ হিসেবে যেকোন খবরাখবরই জানি।

প্রশ্ন : আপনি কি স্বাধীনতা বিরোধীদের কোন গোপন মিটিং-এ ছিলেন?

উত্তর : প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আপনার ভাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে কোন মামলা আপনি বা আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ করেনি।

উত্তর : আমরা মামলা করি নাই। মামলা করার মতো কোন পরিবেশ ছিল না।

প্রশ্ন : জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালে আপনি এমপি থাকাকালে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার বা আপনার ভাইয়ের হত্যাকারীদের বিচারের কোন আইনগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

উত্তর : না নেইনি।

প্রশ্ন : গণতদন্ত কমিশনের কাছে আপনি কোন অভিযোগ করেছিলেন?

উত্তর : গণতদন্ত কমিশনের সেক্রেটারি সম্ভবত মুকুল সাহেবের কাছে আমি পোস্টে পাঠিয়েছিলাম। তিনি একটি ফর্ম পাঠিয়েছিলেন আমি তা পূরণ করে ডাকে পাঠিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তাদের অফিসটা কোথায় ছিল?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : যে অভিযোগ পাঠিয়েছিলেন তার কোন কপি রেখেছিলেন?

উত্তর : না। আমার কাছে কোন কপি নেই।

প্রশ্ন : পাঠানোর কোন প্রমাণ পত্রও নেই?

উত্তর : রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ফয়জুর রহমান সাহেবের জামাতা এডভোকেট আলী হায়দার খান সাহেবকে চেনেন?

উত্তর : তিনি আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। একবারই দেখা হয়।

প্রশ্ন : তিনি বেঁচে আছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : উনি কি স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত না। আমি যতদূর জানি তিনি পক্ষে ছিলেন।

প্রশ্ন : উনি তো পিরোজপুরের স্থায়ী বাসিন্দা।

উত্তর : সম্ভবত।

প্রশ্ন : এসডিপিও ফয়জুর রহমানের স্ত্রী আয়েশা ফয়েজের নাম শুনেছেন?

উত্তর : কয়েকদিন আগে শুনেছি।

প্রশ্ন : ফয়জুর রহমানের স্ত্রী তার স্বামী হত্যার পর লাশ পোস্ট মর্টেমের পর পিরোজপুর থানায় তার স্বামী এবং আপনার ভাইসহ নিহতদের বিচার চেয়ে পিরোজপুর থানায় মামলা করেছিলেন।

www.pathagar.com

উত্তর : আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পিরোজপুরে স্বাধীনতা বিরোধীদের গ্রেফতার ও মামলা দায়ের সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই।

উত্তর : না, নেই।

প্রশ্ন : ১৯৮৪ সালে কয়েক লক্ষ দলীলপত্র সংগ্রহ করে কবি হাসান হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র বইটি লেখেন।

উত্তর : সেটা আমি শুনেছি। আমি পড়ি নাই। কোন সালে প্রকাশিত হয় তাও জানি না।

প্রশ্ন : ঐ বইয়ে আলী হায়দার খানসহ অনেকের লিখিত বক্তব্য আছে। বইটির ৭ম, ৮ম ও ১০ম খন্ডে পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ক্ষতিগ্রস্তদের নাম, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিদের নাম, বিরোধীদের নামসহ ভূমিকা, ভূমিকার বর্ণনা এবং প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার এবং বিশেষভাবে আলী হায়দার খান সাহেবের লিখিত বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত এসডিও আব্দুর রাজ্জাক, এসডিপিও ফয়জুর রহমান ও ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানকে পিরোজপুরের ওসি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ডেকে নিয়ে পাক আর্মির কাছে হস্তান্তর করলে তারা তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে এবং উক্ত দলিলপত্রে সাঈদী সাহেবের স্বাধীনতা বিরোধী কোন ভূমিকার কথা না থাকার কারণে আপনি সত্য গোপন করে জেনেও না জানার ভান করছেন এবং বইটি পড়ি নাই মর্মে বক্তব্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পিরোজপুরের ইতিহাস নামে জেলা পরিষদের উদ্যোগে একটি বই বের হয়। সেটা জানেন?

উত্তর : আমি জানি না।

প্রশ্ন : আপনি যে দেলোয়ার হোসেনের নাম শুনেছেন ঐ বইয়ে তাকে ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করায় আপনি বইটি পড়েও না পড়ার ভান করছেন? আপনি সত্য গোপন করছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল সাহেবের কাছে আপনি কত তারিখে জবানবন্দি দিয়েছেন?

উত্তর : তারিখ মনে নেই।

প্রশ্ন : জবানবন্দি কি আপনি নড়াইলেই দিয়েছিলেন?

উত্তর : জি। নড়াইলে আমার বাসভবনে বসে দিই।

প্রশ্ন : ঐ সময় আপনার বোন উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনার বোন কবে কখন সাক্ষ্য দিয়েছেন তা আপনি জানেন?

উত্তর : সে আমাকে বলেছে যে জবানবন্দী দিয়েছে। তবে দিন তারিখ জানি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের নাম শুনেছেন?

উত্তর : নাম শুনেছি। তবে কখনো দেখা হয়নি।

প্রশ্ন : উনি মুক্তিযুদ্ধের উপর কোন বই লিখেছেন- এমন কোন ধারণা আছে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন?

উত্তর : অন্য দল করতাম। তবে আওয়ামী লীগ বিরোধী ছিলাম না।

প্রশ্ন : ১৯৭৪ সালে রক্ষী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি পূর্ববাংলা কমিউনিস্টি পার্টির সদস্য ছিলেন?

উত্তর : না। আমি ন্যাপ করতাম।

প্রশ্ন : আপনি ২০০৯ সালে আইনজীবী সমিতির সভাপতি থাকাকালে আদিবাসীদের মামলায় আপনার বিরুদ্ধে কেউ আইনী সহায়তা দিতে পারবে না- এমন রেজুলেশন নিয়েছিলেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২৫ জুলাই ২০০৯ তারিখে আদিবাসীদের জাল দলিল সংক্রান্ত খবর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। আপনি তার প্রতিবাদ করেননি।

উত্তর : প্রতিবাদ তারা ছাপেনি। আমি প্রতিবাদ দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : প্রতিবাদ না ছাপলে আপনি কোন আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি।

উত্তর : না করি নাই।

প্রশ্ন : আপনার ভাই নিহত হওয়ার পর আপনি একবারই পিরোজপুর গিয়েছিলেন।

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : আপনার ভাইকে হত্যার সাথে জড়িত সেই দেলোয়ারই যে এই মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তা কবে শুনেছেন?

উত্তর : ১২/১৪ বছর আগে।

প্রশ্ন : এটা আপনি নড়াইলেই শুনেছেন?

উত্তর : জি।

প্রশ্ন : নড়াইলে আপনাকে কে বলেছিল?

উত্তর : তার নাম খেয়াল নেই।

প্রশ্ন : খবরটি যে দেয় যে ঐ দেলোয়ারই এই সাঈদী সেই খবরটি পিরোজপুর গিয়ে যাচাই করেননি?

উত্তর : যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি এই মামলার আগে। ১২/১৪ বছর আগে যখন শুনেছি তখন যাচাই করি নাই।

প্রশ্ন : এই যাচাইয়ের সময় ১৯৭১ সালে যারা দেলোয়ারের নাম বলেছিল তাদের কারো কাছে যাচাই করেছেন?

উত্তর : না, করি নাই। তাদের কারো সাথে দেখা হয়নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : খান বাহাদুর আফজাল সাহেবের কাছ থেকে আপনার ভাইয়ের হত্যার বিষয় শোনার কথা আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি। ঐ গাড়িতে দেলোয়ার ও আরেকজন রাজাকার ছিল। তাও বলেননি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : খান বাহাদুর আফজাল ও অন্যান্য লোকজনের নিকট আরো জিজ্ঞাসাবাদে আপনি জানতে পারেন যে পিরোজপুরে ১৯৭১ সালে যে সমস্ত হত্যাকান্ড, খুনাখুনি, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ হয়েছে তার সবগুলোর সঙ্গে দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এই কথাগুলো আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেননি।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ সময় দেলোয়ার হোসেন নাম শুনেছেন এবং পরে জেনেছেন যে তিনিই দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী। এই কথাগুলো তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেনি।

উত্তর : বলেছি।

প্রশ্ন : দেলোয়ার হোসেনের গাড়িতে থাকার কথা শোনা এবং খান বাহাদুর আফজাল ও স্থানীয় লোকজনের পিরোজপুর হত্যাকান্ড, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিকান্ডের সাথে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জড়িত ছিল বলে শুনেছেন মর্মে আপনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : ঐ সময় দেলোয়ার হোসেন বলে যার নাম শুনেছেন এবং পরে সেই যে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলে যে কথা আজ জবানবন্দিতে বলেছেন তা মিথ্যাভাবে বলেছেন?

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন?

উত্তর : ১৯৮৬ তে যোগ দিই।

প্রশ্ন : আপনি পরবর্তীতে এমপি হওয়ার আশায় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাঈদী সাহেব ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ায় আপনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

উত্তর : সত্য নয়।

২১-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

নির্ধারিত সাক্ষী হাজির করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ গতকাল বুধবার (২২-৩-১২) নির্ধারিত সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। নড়াইলের সাক্ষী আফরোজা বেগমকে গতকাল হাজির করার কথা আগেই জানিয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ। তবে গতকাল সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হলে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী জানান, সাক্ষী ঢাকায় এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফলে তাকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা সম্ভব হয়নি। ট্রাইব্যুনাল এ সময় জানতে চান যে আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) তাকে হাজির করতে পারবেন কিনা। হায়দার আলী এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারায় ট্রাইব্যুনাল বলেন, আজ (বুধবার) বিকেলের মধ্যেই জানিয়ে দিবেন যে তাকে না অন্য কাউকে হাজির করবেন।

ইতঃপূর্বে জেরা বাকি থাকা সাংবাদিক আবেদ খানকে আজ হাজির করা হবে কিনা আদালত সেটাও জানতে চান হায়দার আলীর কাছে। এ ক্ষেত্রেও তিনি সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এ সময় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। ওদিকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত খবর নিয়ে জানা গেছে, সাক্ষী আফরোজা বেগমকে আজ হাজির করা হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি রাষ্ট্রপক্ষের কেউই। অভিযুক্ত পক্ষকে তারা কোন খবর দেয়নি। নিজেরা ফোন করলেও সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই জানাতে পারেননি তারা।

২৩-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

জাতীয় সংসদে আল্লামা সাঈদী

www.pathagar.com

সাক্ষী হাজির করতে পারেন না তো ভদ্রলোকদের কষ্ট দেন কেন ?

স্টাফ রিপোর্টার : পর পর কয়েকটি ডেটে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং ট্রাইব্যুনাল। নড়াইলের সাক্ষী আফরোজা বেগমকে গত বুধবারের মত গতকাল বৃহস্পতিবারও (২৩-২-১২) হাজির করতে না পারায় ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারকই ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রসিকিউশনের বিরুদ্ধে। আগামী রোববারও সাক্ষী হাজির করার নিশ্চয়তা দিতে না পারায় ট্রাইব্যুনাল ১০ দিন সময় দিয়েছেন যাতে করে রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী হাজির করতে পারেন। সাক্ষীদের ঢাকায় এনে তদন্ত সংস্থার কাস্টুডিতে রেখে ম্যানেজ করে হাজির করতে বলেছেন ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি নিজামুল হক, বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির ও একেএম জহির আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গতকাল সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে এজলাসে বসলে দিনের ৪ নম্বর এজেন্ডা হওয়া সত্ত্বেও প্রথমেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী ডায়াসের সামনে দাঁড়ান। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাকে জিজ্ঞেস করেন কি হায়দার সাহেব আপনার কি? সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। এই তো? ইট ইজ ইউর কমন সাবমিশন ফর এভরিডে। আপনি আমাকে নিশ্চিত করে বলুন কবে সাক্ষী আনতে পারবেন। আর কতজন সাক্ষী সর্বমোট হাজির করবেন সেটাও ঠিক করেন। আপনারা ডেট দিবেন অথচ সাক্ষী আনবেন না উপরন্তু ঐ ভদ্রলোকদের (অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার আইনজীবীগণ) কষ্ট দিবেন। এটা এভাবে চলতে পারে না।

প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, এটা খুব কঠিন কাজ। সাক্ষী আনার জন্য আমরা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আপনি রোববার ডেট দেন। আমি সাক্ষী হাজির করার চেষ্টা করবো। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, তার মানে রোববারে আনতে পারবেন তার কোনো নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারছেন না। হায়দার বলেন, ডিফেন্সের বন্ধুদের সময় দরকার আছে। বিচারপতি নাসিম বলেন, আমরা উনাদেরটা শুনবো না। ইউ সে কনফিডেন্টলি কবে সাক্ষী আনতে পারবেন। এ সময় তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের সাথে হায়দার আলী বেশ কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করেন। তারপর বলেন, মঙ্গলবার ডেট দেন। বিচারপতি নাসিম বলেন, আপনি আরো পরে ডেট নেন। তবুও নিশ্চিত করে বলুন। আমরা কিন্তু ইতঃপূর্বে অর্ডার দিয়েছি সাক্ষী আপনারা ঠিকমত হাজির করতে পারছেন না। সাক্ষী ঢাকায় এনে তদন্ত সংস্থার কাস্টুডিতে রাখবেন। উনারা ম্যানেজ-ট্যানেজ করে তারপর কোর্টে হাজির করবেন। প্রায় ১০ মিনিট এইভাবে চলার পর আগামী ৪ মার্চ সাক্ষী হাজির করার পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে ২৭ নম্বর সাক্ষী হিসেবে নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এডভোকেট সাইফ হাফিজুর রহমান খোকন গত ২০ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য দেয়ার পর ২২ ফেব্রুয়ারি তারই বোন আফরোজা বেগমের সাক্ষীর দিন ধার্য করা হয়। বুধবার রাষ্ট্রপক্ষ ট্রাইব্যুনালে জানান, সাক্ষী এসেছেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফলে তিনি আসতে পারেননি। ট্রাইব্যুনাল বৃহস্পতিবার ডেট দিলে গতকালও তাকে হাজির করতে না পারায় ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্রপক্ষকে ভৎর্সনা করেন।

২৪-২-১২ দৈনিক সংগ্রাম

সাক্ষীদের ঢাকায় নিতে মরিয়া ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দল

পিরোজপুর সংবাদদাতা : বিশ্ব নন্দিত মুফাচ্ছেরে কুরআন জামায়াতের নায়েবে আমীর পিরোজপুর সদর আসন থেকে দু'বার নির্বাচিত জনপ্রিয় সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতা বিরোধী মামলার সাক্ষীদের নিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত টিমের সদস্যরা আবার পিরোজপুরে এসেছেন। পর পর দু'টি তারিখে এক সাক্ষীকে হাজির করতে ব্যর্থ হওয়ায় আদালত গত বুধবার প্রসিকিউটরদের ভৎর্সনা করে। এর পরই তদন্ত দল সাক্ষীদের নিতে পিরোজপুর হাজির হন। মরিয়া হয়ে গত দু'দিন চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোন সাক্ষী সংগ্রহ করতে না পারায় তদন্ত দলটি এখনও পিরোজপুরে অবস্থান করছেন। ওই মামলার তদন্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করা হলেও তদন্ত শেষে এ নিয়ে ওই তদন্ত দল অন্তত চার বার পিরোজপুরে আসে।

জানা গেছে অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এ পর্যন্ত সরকার পক্ষের ২৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার আদালত সাক্ষী হাজির করতে না পারায় প্রসিকিউটরদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাক্ষী হাজির করতে পারবেন না তো ভদ্রলোকদের কষ্ট দিচ্ছেন কেন? সাক্ষী যোগাড়ের জন্য ১০ দিনের সময় দিয়ে ৪ঠা মার্চ পুনরায় সাক্ষীর তারিখ ধার্য করেন। এর পর গত শুক্রবার তদন্তদল পিরোজপুরে এসে শনি ও রোববার সাক্ষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাজির হন।

গত শনিবার পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার কয়েকটি গ্রাম ঘুরে তারা সাক্ষীদের একত্রিত করেছেন ঢাকায় ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে জানা গেছে। ট্রাইব্যুনালের তদন্ত টিম প্রধান পুলিশের এএসপি মো. হেলাল উদ্দিন এর সঙ্গে কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। তবে ক'জন রয়েছে তা জানা যায়নি।

এএসপি হেলাল জানিয়েছেন সাক্ষীদের নিরাপত্তা দিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা পিরোজপুরে এসেছেন। তারা কত জন এসেছেন বা ক'জন সাক্ষীকে সঙ্গে করে নিচ্ছেন এবং কবে ঢাকায় রওয়ানা হচ্ছেন এসব জানাতে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এ দিকে একটি সূত্র জানিয়েছে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে করা দু'টি মামলায় যেসব সাক্ষী রয়েছেন তাদের অনেকেই জানেন না যে তাদের সাক্ষী করা হয়েছে। সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই স্ব-উদ্যোগে বা স্বইচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছেন না বিধায় সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের দিয়ে সাক্ষীদের ঢাকায় নেয়া হচ্ছে। সূত্রটি আরো জানায়, মামলায় অন্তর্ভুক্ত সাক্ষীদের মামলার অভিযোগ বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত ধারনা বা জ্ঞান না থাকায় তাদেরকে ঢাকায় একটি বিশেষ বাড়ীতে রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালের ডকে তোলা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিরোজপুরের একজন আইনজীবি এ প্রতিনিধিকে জানান, কোন মামলায় তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে

www.pathagar.com

আদালতে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা। কিন্তু সাঈদীর বিরুদ্ধে করা মামলা দু'টিতে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। তিনি জানান মামলার কোন সাক্ষী যদি আদালতে সাক্ষ্য দিতে সময় মত হাজির না হন, তবে আইনের বিধান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আদালত ওই সাক্ষীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করবেন এবং ওই পরওয়ানা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকার থানা পুলিশ সেই সাক্ষীকে আদালতে হাজির করবেন। তিনি আরো জানান এভাবে তদন্তকারী টিম কর্তৃক সাক্ষীদের ধরে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শেখানো সাক্ষ্য দেয়ানো সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার কার্যে প্রভাব বিস্তারের শামিল হতে পারে। উল্লেখ্য, সাক্ষীদের মধ্যে এমন সাক্ষীও রয়েছেন বলে জানা গেছে, যারা ১৯৭১ সালে বা তৎপূর্বে পিরোজপুরে ছিলেন না।

একটি সূত্র জানায়, প্রতিবারের মতো এবার তারা পিরোজপুরের সার্কিট হাউজে ওঠেননি। তবে সূত্রটি জানায়, গতকাল শনিবার বিকেলে সাক্ষীদের নিয়ে তাদের ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার কথা থাকলেও তারা সাক্ষী যোগাড় করতে না পেরে গতকাল রোববারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

২৭-২-১২ সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাক্ষী হাজিরা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় প্রসিকিউশন

মেহেদী হাসান : মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হাজির করা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা। সর্বশেষ গত ৭ মার্চ ২০১২ সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থ হওয়ায় ওই দিন ট্রাইব্যুনাল তাদের শেষবারের মতো আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন সাক্ষী হাজির করা বিষয়ে। ট্রাইব্যুনাল লিখিত আদেশে বলেছেন, ১৮ মার্চ সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থ হলে ওই দিন যথাযথ আদেশ দেবেন। ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বলেছেন আর কোনো সাক্ষী আনতে না পারলে ক্লোজ করার চেষ্টা করেন।

গত বছর ২ ডিসেম্বর মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মোট ১৩৮ জন সাক্ষীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে। ৭ মার্চ পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ২৭ জন সাক্ষী হাজির করেছেন তারা। এর মধ্যে ১৯ জন ঘটনার সাক্ষী । বাকি ৯ জন জব্দ তালিকার সাক্ষী।

প্রথম দিকে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষী হাজির করা হয় তাদের ব্যাপারে জেরায় যেসব ব্যক্তিগত চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে আসে সে ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে পড়ে প্রসিকিউশন। চুরিসহ বিভিন্ন মামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন সাক্ষীর জেল খাটা, হাজতবাসের তথ্য বের হয়ে আসে। স্বয়ং মামলার বাদি মাহবুবুল আলম হাওলাদার চুরি এবং যৌতুকের মামলায় জেল খাটার কথা স্বীকার করেন জেরার সময়। হত্যা চেষ্টা, কলা চুরি, মাছ চুরি, কাঠ চুরি, ট্রলার চুরি, বিদ্যুৎ মিটার টেম্পারিং, ব্যাংক ডিফল্টার প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন সাক্ষীর বিরুদ্ধে মামলা এবং অনেকের হাজতবাসের চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে আসে। চার থেকে পাঁচজন সাক্ষী স্বীকার করেন তারা কোনো মুক্তিযোদ্ধা নন কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন এবং স্থানীয় এমপি এ কে এম এ আউয়াল তাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফিকেটও দিয়েছেন। মামলা শুরুর পর এসব সার্টিফিকেট প্রদানের ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকজন সাক্ষী স্বীকার করেছেন তারা বয়স্কভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন প্রকল্পে ঘর বরাদ্দ, ভিজিএফ কার্ডসহ অনেক সরকারি সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। অনেকে এসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন মামলা শুরুর পর। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবীরা ট্রাইব্যুনালে জেরার সময় অভিযোগ করেছেন সাক্ষী দেয়ার বিনিময়ে তাদের এসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে।

তা ছাড়া এ পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষী হাজির করা হয়েছে তাদের অনেকেই স্বীকার করেছেন তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে যা বলেছেন তা সবই লোকমুখে শুনেছেন। নিজে কিছু দেখেননি এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিতও ছিলেন না। স্বয়ং মামলার বাদি এবং প্রথম সাক্ষী মাহবুবুল আলম

www.pathagar.com

হাওলাদার জেরার সময় স্বীকার করেছেন তিনি তার নিজের ঘরসহ পারেরহাট বাজার এবং অন্য কারো বাড়ি লুটপাট অগ্নিসংযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন না।

তিনি এসব ঘটনা লোকমুখে শুনেছেন।

অনেকে ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে সব অপকর্মের জন্য মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ঢালাও সাক্ষী দিয়েছেন। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সাক্ষীর বয়স ১৯৭১ সালে ১২-১৩ বছর ছিল বলে বের হয়ে আসে জেরায়। এসব কারণে প্রথম থেকেই বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে পড়ে প্রসিকিউশন। ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে চিফ প্রসিকিউটরের পদত্যাগের দাবিও ওঠে।

সমালোচনার এ রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয় ধারাবাহিকভাবে সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার পালা। ফলে এ নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা। ট্রাইব্যুনাল দুইবার লিখিত আদেশ দিয়েছেন সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার কারণে। মোট পাঁচবার মাওলানা সাঈদীর বিচারকার্যক্রম মুলতবি করতে বাধ্য হয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তা ছাড়া তিন-চার দিন করে গ্যাপ রাখা হয় বেশ কয়েকবার।

সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বারবার রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের অসুস্থতাকে উল্লেখ করেছেন। ট্রাইব্যুনাল ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখিত আদেশে বলেছেন, বারবার একই অজুহাত দেখানো তাদের একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার ধারাবাহিক চিত্র : ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় ১৪তম সাক্ষী আব্দুল হালিম বাবুলের জবানবন্দী ও জেরা শেষ হয়। এরপর সাক্ষী দেয়ার কথা ছিল মধুসূদন ঘরামীর। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আদালতকে জানান, মধুসূদন ঘরামী অসুস্থ।

আদালত তখন জানতে চান পরদিন ১৮ জানুয়ারি তাকে হাজির করা যাবে কি না। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ হায়দার আলী তখন বলেন, চেষ্টা করব হাজির করতে। না পারলে ক্ষমা করতে হবে আমাদের। কিন্তু পরদিন ১৮ জানুয়ারিও তারা সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। ফলে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীর বিচার মুলতবি করেন আদালত।

২৪ জানুয়ারি সকালে আবার আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে তখনো রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। সে দিনও তারা জানান, ২টার সময় তারা সাক্ষী হাজির করতে পারবে। কিন্তু ২টায়ও তারা যে সাক্ষী হাজির করবেন বলেছিলেন তাকে হাজির না করে অন্য সাক্ষী হাজির করেন। আদালত এর কারণ জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আবারো সাক্ষীর অসুস্থতার কথা জানান।

২৬ জানুয়ারি সকালে আদালতে নতুন সাক্ষী হাজির করার কথা ছিল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের। কিন্তু সকালে আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান, সকালে সাক্ষী পৌঁছেছে। আসতে একটু অসুবিধা হয়েছে। সাক্ষী দেয়ার জন্য এখনো তৈরি হতে পারেননি।

www.pathagar.com

৩০ জানুয়ারি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার কথা ছিল মধুসূদন ঘরামীর। কিন্তু ওই দিনও তাকে আদালতে আনা যায়নি। সকালে আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, সাক্ষী হাসপাতাল থেকে রিলিজের অপেক্ষায় আছেন। একটু পরে আসবেন। সারা দিন পার হলেও তাকে আর আনতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ।

অবশেষে ১ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য দেন প্রবীণ সাক্ষী মধুসূদন ঘরামী। এর পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি আদালতে তিনজন সাক্ষী হাজির করার কথা ছিল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের। তারা হলেন- সুমতী রানী মন্ডল, তার ছেলে আশিষ মন্ডল ও সমর মিস্ত্রি। তাদের একজনকেও হাজির করতে পারেননি তারা। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা ট্রাইব্যুনালে জানান, সাক্ষীরা বেড়াতে গেছেন। ফলে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীর বিচার মুলতবি করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি আবার আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে সে দিনও রাষ্ট্রপক্ষ নির্ধারিত সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থ হয়। হোসেন আলী নামে যশোরের একজন অনির্ধারিত সাক্ষী হাজির করা হয় এবং তিনি তার তিন-চার মিনিটের সাক্ষ্যে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। সাক্ষীর অভাবে ওই দিন আবার ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাওলানা সাঈদীর বিচার মুলতবি করতে বাধ্য হন ট্রাইব্যুনাল।

১৩ ফেব্রয়ারি আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে সে দিনও রাষ্ট্রপক্ষ কোনো ঘটনার সাক্ষী আনতে পারেনি। ফলে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিচারকার্যক্রম আবারো ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। ২ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাক্ষীর অভাবে পরপর তিনবার মাওলানা সাঈদীর বিচার মুলতবির ঘটনা ঘটে। এক সপ্তাহ বিরতির পরও তারা কোনো ঘটনার সাক্ষী আনতে পারল না। এ দিন তারা জব্দ তালিকার একজন সাক্ষী হাজির করে।

জব্দ তালিকার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আবারো ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবি করেন আদালত। ১৬ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য দেন সাংবাদিক আবেদ খান। তিনি কোনো ঘটনার সাক্ষী নন। তিনি ৪ মার্চ তার অসমাপ্ত সাক্ষ্য দেন। ওই দিন ৭ মার্চ মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে নতুন সাক্ষী হাজিরের জন্য ধার্য করেন আদালত। কিন্তু ৭ মার্চও কোনো সাক্ষী আনতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। ১৫ দিন বিরতির পরও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে তারা কোনো ঘটনার সাক্ষী হাজির করতে পারল না ।

সর্বশেষ ২০ ফেব্রুয়ারি তারা সাঈফ হাফিজুর রহমান নামে নড়াইলের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত এক মাসে রাষ্ট্রপক্ষ মাত্র একজন ঘটনার সাক্ষী হাজির করতে সক্ষম হয়।

৭ মার্চ সাক্ষী হাজির করতে না পারায় আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর কাছে জানতে চান কবে তারা সাক্ষী হাজির করতে পারবেন। কিন্তু সে তারিখও নির্দিষ্ট করে জানাতে ব্যর্থ হয় তারা। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন 'আর কোনো সাক্ষী আনতে না পারলে ক্লোজ করার চেষ্টা করুন'।

www.pathagar.com

সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার কারণে ট্রাইব্যুনাল তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখিত একটি আদেশ দিয়েছেন। আদেশে বলা হয় '১৮ মার্চ আপনাদের শেষ চান্স দেয়া হলো সাক্ষী হাজির করার জন্য। ওই দিন সাক্ষী হাজির করতে না পারলে আমরা ওই দিন যথাযথ (অ্যাপ্রোপ্রিয়েট) অর্ডার পাস করব।'

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক আদেশ দেয়ার পর ক্ষোভের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে লক্ষ্য করে বলেন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্ডার মানে কী বুঝে নেবেন।

গত ৭ মার্চ আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে প্রসিকিউটর মোখলেছুর রহমান বলেন, আজো আমরা সাক্ষী আনতে পারিনি। সাক্ষী ভীষণ অসুস্থ। সাক্ষী হাজিরের জন্য সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। সাক্ষী হাজিরের জন্য আমাদের সময় দেয়া হোক।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক তখন ক্ষোভের সাথে বলেন, আপনারা সর্বশেষ কবে সাক্ষী এনেছিলেন?

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, গত ৪ মার্চ। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, তিনি তো (আবেদ খান) জব্দ তালিকার সাক্ষী। মূল সাক্ষী নন। এরপর নিজামুল হক ফাইল দেখে বলেন, গত ২০ ফেব্রুয়ারি আপনারা সাইফ হাফিজুর রহমান নামে একজন সাক্ষী আদালতে আনেন এবং তার সাক্ষ্য নেয়া হয়। এরপর আর কোনো সাক্ষী আনতে পারেননি।

৭ মার্চ সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতা বিষয়ে লিখিত আদেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, আজ সকালে প্রসিকিউটর জানান তাদের কাছে সাক্ষী এসে পৌঁছেনি। এটি তাদের একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারবার তারা একই অজুহাত দেখাচ্ছেন সাক্ষী আনতে না পারা বিষয়ে। এ পর্যন্ত তারা ২৭ জন সাক্ষী হাজির করেছেন। সব শেষ ১৫ দিন আগে তারা সাক্ষী এনেছেন ট্রাইব্যুনালে। কিন্তু তার পরও তারা নতুন কোনো সাক্ষী আনতে পারেননি এবং একের পর এক সময় চাচ্ছেন। আমরা তাদের ১৮ মার্চ আবার সাক্ষী হাজিরের জন্য সময় দিলাম। এটাই শেষ চান্স। এ দিন যদি সাক্ষী আনতে না পারেন তাহলে আমরা ওই দিন প্রয়োজনীয় আদেশ দেবো।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত তিনজন সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার কারণে ট্রাইব্যুনাল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপক্ষের বিরুদ্ধে একটি লিখিত আদেশ দিয়ে তাদের ব্যর্থতার বিষয়টি তুলে ধরেন।

২০১০ সালের জুলাই মাসে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত যে ২৭ জন সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে তাদের সবাইকে যে সিরিয়াল অনুযায়ী হাজির করা হয়েছে তা-ও নয়। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী তাজুল ইসলাম এর আগেও অভিযোগ করেছেন ১৭তম সাক্ষী হাজির করতে রাষ্ট্রপক্ষ আটবার সিরিয়াল ভঙ্গ করেছে। তালিকার ক্রমানুসারে সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। ১৭ জনের মধ্যে কোনো কোনো সাক্ষীর নাম তালিকায় ৬০-এরও পরে ছিল।

৭.৩.১২ দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আবারো সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ প্রসিকিউশন

শহীদুল ইসলাম : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসিরে কুরআন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আবারো সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার পক্ষ। প্রসিকিউশন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনকে গতকাল (১৮-৩-১২) ট্রাইব্যুনালে হাজির করে তার জবানবন্দী ও জেরা সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেছেন, আইন অনুসারে তদন্ত কর্মকর্তার জেরার মাধ্যমে প্রসিকিউশনের সাক্ষী শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। প্রসিকিউশন তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষীর পরও সাক্ষী দেয়ার পথ খোলা রাখতে চাইলে মিজানুল ইসলাম তার প্রতিবাদ করে বলেন, এটা আইনসিদ্ধ নয়। আদালত যে অপ্রিয় কথা উল্লেখ করে প্রসিকিউশনকে সর্বশেষ সময় বেধে দিয়েছিলেন তার প্রেক্ষিতেই তারা আজ তদন্ত কর্মকর্তাকে নিয়ে এসেছেন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। ট্রাইব্যুনাল ২০ মার্চ মঙ্গলবার প্রসিকিউশনকে এ ব্যাপারে একটি দরখাস্ত দিয়ে আদালতকে জানাতে বলেছেন যে, তারা আসলে কি করতে চান।

আদালত সেটা রেকর্ডে রাখতে চান।

গত ৭ মার্চ প্রসিকিউশনকে সাক্ষী হাজিরার জন্য সর্বশেষ সময় বেধে দেয়া হয় ১৮ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু সাক্ষী জোগাড় করতে না পারায় প্রসিকিউশন গতকাল মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে হাজির করেন ট্রাইব্যুনালে। দিনের বিচার্য বিষয়ের ১ নম্বরে এটা থাকলেও ট্রাইব্যুনাল তার এখতিয়ার বলে অপর জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের অভিযোগ গঠনের শুনানি আগে গ্রহণ করেন। দুপুরে মধ্যাহ্ন বিরতির পর ট্রাইব্যুনাল মাওলানা সাঈদীর বিপক্ষে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ হায়দার আলীকে জিজ্ঞেস করেন। আপনাদের সাক্ষী আছে? হায়দার বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষী দেবেন। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, তার মানে আপনারা আর সাক্ষী আনছেন না। আপনাদের সাক্ষী শেষ। আমার আইও'র পরে আর আপনাদের কোন সাক্ষী নিবো না। আইন, বিধি এবং প্রয়োগ অনুসারে আইও'র পরে আর সাক্ষী থাকতে পারে না। জবাবে হায়দার আলী বলেন, আইন অনুসারে যা হয় তাই হবে।

তবে এমন কোন নিয়ম নেই যে তদন্ত কর্মকর্তার পরে আর কোন সাক্ষী আনা যাবে না। অনেক জায়গায় তদন্ত কর্মকর্তাকে দিয়েই সাক্ষী শুরু করা হয়। আদালত বলেন, সেক্ষেত্রে আইওকে শেষে আবারও জেরা করা হয়। অন্যদিকে আসামী পক্ষ বলেছেন যে, আইওকে পরীক্ষা করতে হলে তাদের সময় প্রয়োজন।

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, গতকাল সকাল ১১ টায় আমাকে জানানো হয় যে, আপনারা আইও'র জন্য প্রস্তুতি নিন। এর অর্থ দাঁড়ায় তাদের আর সাক্ষী নেই।

এরশাদের একটি মামলায় সাক্ষী বিদেশ গমন হেতু ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেটাতেও হাইকোর্ট এমবার্গো দিয়েছিল। এছাড়া আইনী লড়াইয়ের ইতিহাসে এমন নজির নেই যে

www.pathagar.com

আইও'র পরেও সাক্ষী হতে পারে।

উনারা আইওকে একজামিনের পরেও সাক্ষী ওপেন রাখতে চান। এমনটি আমি কখনো দেখি নাই।

তারা প্রত্যক্ষদর্শী ৬৮ জন এবং জব্দ তালিকার ৬৪ জন মিলে ১৩২ জন সাক্ষীর তালিকা দিয়েছিল।

৬৮ জনের মধ্যে তারা ১৮ জনকে হাজির করেছেন। আইও যদি এখন সাক্ষী দিতে চান তাদেরকে বলতে হবে যে আর সাক্ষী নেই। কারণ অন্যান্য সাক্ষীরা যা কিছু বলবে তার সবই আইওকে জেরা করা হবে। আইও'র পরে সাক্ষী ওপেন রাখার কোন সুযোগ নেই। আমার ধারণা অপ্রিয় কথাকে এড়ানোর জন্য তারা আইওকে দিয়ে সাক্ষ্য দেয়াতে চান। এ পর্যায়ে আদালত মঙ্গলবার একটি দরখাস্ত দেয়ার জন্য প্রসিকিউশনকে নির্দেশ দেন। ঐ দরখাস্তে উল্লেখ থাকতে হবে যে তারা সাক্ষীর ব্যাপারে কি করতে চান।

১৯-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয়ে বিপজ্জনক আবেদন

শহীদুল ইসলাম : বিশ্ব বরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আনতে পারবে না। একথা ট্রাইব্যুনালে জানিয়ে প্রদত্ত এক দরখাস্তে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ইতোপূর্বে ৪৬ জন সাক্ষী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়েছে। এই আবেদনকে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট নিজামুল ইসলাম নজিরবিহীন আইনের প্রয়োগ, ফ্রান্সের গিলোটিন প্রথার শামিল এবং বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। এই আবেদন গ্রহণ করা হলে আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। আগামী ২৫ মার্চ রোববার ট্রাইব্যুনাল এই আবেদনের ওপর শুনানি ও আদেশের দিন ধার্য করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (২০.৩.১২) মধ্যাহ্ন বিরতির পর সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী ট্রাইব্যুনালে একটি দরখাস্ত দেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইতোপূর্বে দেয়া তালিকা অনুসারে মোট ৬৮ জন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন। তার মধ্যে ১৮ জন সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং আসামী পক্ষ তাদেরকে জেরা করেছেন। বাকি ৪৬ জন সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ৪৬ জন সাক্ষী যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দরখাস্তে নিবেদন করা হয়েছে।

এই দরখাস্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মিজানুল হক বলেন, আমরা এ বিষয়ে ২৫ তারিখ আদেশ দিব। এর বিরোধিতা করে নিজামুল ইসলাম বলেন, আমরা এই দরখাস্তের কপি চাই এবং তদন্ত রিপোর্টের যেসব অংশে ঐ ৪০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী রয়েছে তার কপি চাই যাতে করে এর জবাব দিতে পারি। ২৫ তারিখ ডেট রাখায় কোনো সমস্যা নেই। তবে ঐ দিন আদেশ নয়-শুনানির জন্য দিন ধার্য করা যেতে পারে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক অপর সদস্য বিচারপতি এটিএম ফজলে কবিরের সাথে আলোচনা করে বলেন, আপনারা এর একটা রিপ্লাই রেডি করেন। আমরা ঐ দিন উভয়ের বক্তব্যই শুনবো, তারপর আদেশ দিবো।

পরে সাংবাদিকদের এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, গত ৭ মার্চ তারা সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হলে আদালত তাদেরকে ১৮ মার্চ শেষ বারের মতো সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐদিনও তারা সাক্ষী আনতে না পারায় তদন্ত কর্মকর্তাকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে চেয়েছিলেন। আমরা বললাম তাহলে তাদের অন্য সাক্ষী শেষ এটা বলতে হবে। কিন্তু তারা তদন্ত কর্মকর্তার পরেও সাক্ষী ওপেন রাখার আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ঐদিন তাদেরকে অন্য সাক্ষীদের অবস্থা লিখিতভাবে জানাতে বলেছিলেন। আজ তারা নতুন করে দরখাস্ত দিয়ে বলেছেন, আর সাক্ষী হাজির করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

তাদের অসুবিধা আছে, ঢাকায় থাকেন লেখক জাফর ইকবাল, জাদুকর জুয়েল আইচ, শাহরিয়ার কবির। তারা এই ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিতে পারবে না। তারা আইও'র কাছে যা বলেছেন তাই সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

মিজানুল ইসলাম বলেন, এই দরখাস্ত খুবই মারাত্মক। দুনিয়ার কোথায়ও এ ধরনের আইনী প্রাকটিস নেই। এটা ড্যাঞ্জারাস। আমার মনে হয় এটা ফ্রান্সের গিলোটিন প্রথার মতো যা সংসদে বাজেট পাস করার সময় ব্যবহার করা হয়- আলোচনা ছাড়াই। এটা বাস্তবে এসব সাক্ষীর স্বহস্তে লিখিত জবানবন্দীও নয়। তদন্ত কর্মকর্তার নিজের হাতে লেখা। এই দরখাস্ত গ্রহণ করা আইনের দৃষ্টিতে সঠিক মনে করি না। এটা গ্রহণ করা হলে আসামী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা ন্যায়বিচার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবো।

২১-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

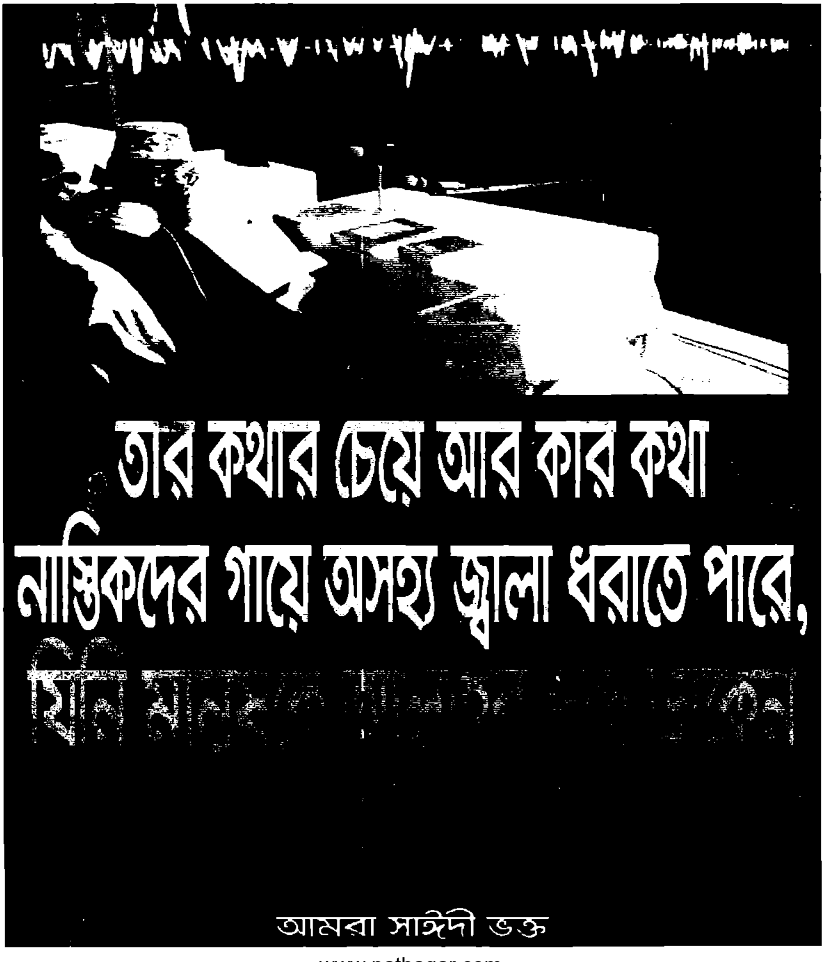

www.pathagar.com

মাওলানা সাঈদী ও কামারুজ্জামানের মামলার তারিখ পরিবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে গতকাল রোববার (২৫-৩-১২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হলেও তাদের মামলা গতকাল শুনানি হয়নি। অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আনীত অভিযোগ খণ্ডনের শুনানি গতকাল দুই বেলাই চলমান থাকায় ট্রাইব্যুনাল তাদের মামলার তারিখ পরিবর্তন করেন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় ৪৬ জন তদন্ত কর্মকর্তার কাছে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাই আদালতে গ্রহণ করার আবেদনের শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামীকাল ২৭ মার্চ।

অন্যদিকে মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ মার্চ।

২৬-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

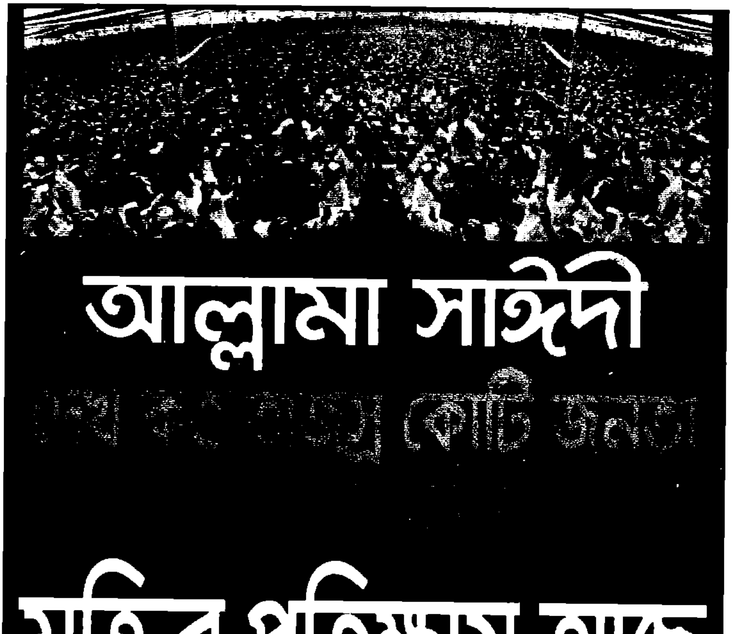

www.pathagar.com

৪৬ জন সাক্ষীকে আদৌ হাজির করা সম্ভব নয় বলে জানালেন সরকার পক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ব বরেণ্য মোফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ ৪৬ জনের আইও'র কাছে প্রদত্ত জবানবন্দী সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রহণ করার আবেদনের ওপর শুনানি শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সরকার পক্ষ তাদের শুনানি শেষ করেছেন। আজ বুধবার অভিযুক্ত পক্ষের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। তদন্ত রিপোর্টের যেসব অংশ সরকার পক্ষ গ্রহণ করতে চান তার কপি সরবরাহের জন্য করা আবেদন অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭-৩-১২) মধ্যাহ্ন বিরতির পর বেলা সোয়া ২ টায় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে উঠানো হয় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়। সরকার পক্ষের একটি এবং মাওলানা সাঈদীর পক্ষের একটি আবেদন ছিল নিষ্পত্তির জন্য। মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম তার পক্ষের আবেদনের শুনানিতে বলেন, তদন্ত রিপোর্ট কোন সাক্ষ্য নয় এটা এই ট্রাইব্যুনাল বলেছেন ইতোপূর্বেই।

তবে প্রসিকিউশন মাওলানা সাঈদীর মামলায় তদন্ত রিপোর্টের উল্লেখ্যযোগ্য অংশ রিলাই করছেন। তারা যে অংশ রিলাই করবে তার কপি পাওয়ার অধিকার ডিফেন্সের রয়েছে। এর বিরোধিতা করেন প্রসিকিউটর হায়দার আলী। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি খারিজ করে দেন।

সরকার পক্ষের আবেদনের শুনানি করেন গতকাল প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী। রাষ্ট্রপক্ষের ৪৬ জন সাক্ষী হাজির করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করেন তিনি। তাদের আদৌ হাজির করা সম্ভব নয়।

হাজির করার চেস্টা শুধুই সময় ক্ষেপণ বলে উল্লেখ করেন হায়দার আলী। তিনি এই ৪৬ জন সাক্ষী ইতোপূর্বে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানান।

তিনি জানান, উষারানী মালাকার নামে একজন সাক্ষী অসুস্থ। তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে এবং ভ্রমণে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। সুরঞ্জন বালী নামে একজন সাক্ষী ৪ মাস ধরে নিখোঁজ। আশিষ কুমার মন্ডল, সুমতি রানী মন্ডল ও সমর মিস্ত্রী গত ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ। তারা ভারতে পালিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী আরো ১৪ জন সাক্ষী আত্মগোপন করেছে। ২৭ জন সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী নয়। তারাও আসতে রাজী হচ্ছে না। এরূপ কারণ ব্যাখ্যা করে হায়দার আলী বলেন, তাদের জবানবন্দী এই মামলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এগুলো সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রহণ করা হোক। অন্যথায় অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই আবেদনের বিপরীতে মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী আজ ট্রাইব্যুনালে শুনানি করবেন।

২৮-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

৪৬ সাক্ষীর তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেয়া বক্তব্য গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই -ব্যারিস্টার রাজ্জাক

শহীদুল ইসলাম : সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে সাক্ষী যে বক্তব্য দেয় তা কখনোই আদালতে বিচার্য সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কারণ, ঐ বক্তব্যে আসামীর কোন সাক্ষর থাকে না। সর্বোপরি ঐ বক্তব্যের ওপর জেরাও করা যায় না। যে বক্তব্যের ওপর জেরা করা যায় না তা কোন রিচার্য বক্তব্য হতে পারে না। ৩ জন সাক্ষীর একই বক্তব্য হুবহু মিল রয়েছে। এতে বোঝা যায়, এটা সাক্ষীর বক্তব্যই নয়, এটা তদন্ত কর্মকর্তা তার মনের মতো করে মামলার প্রয়োজনে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাইব্যুনাল শুধু তার বক্তব্যই গ্রহণ করতে পারবেন যিনি এখানে এসে বক্তব্য রাখবেন এবং যাকে প্রতিপক্ষ জেরা করতে পারবে। তিনি বলেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলাটিই পুরোপুরি মিথ্যা মামলা। তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের ৪৬ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে পারেনি প্রসিকিউশন। এই ৪৬ জন তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ইতঃপূর্বে যে জবানবন্দী দিয়েছেন, তা আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার যে আবেদন জানানো হয়েছে তার জবাব দিতে গিয়ে ব্যারিস্টার রাজ্জাক গতকাল বুধবার উপরোক্ত

www.pathagar.com

কথা বলেন। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট মিজানুল ইসলাম, এডভোকেট মনজুর আহমেদ আনসারী ও ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন।

সরকার পক্ষেও গতকাল (২৪-৩-১২) ট্রাইব্যুনালে যুক্তি-তর্ক পেশ করেন প্রসিকিউশন সৈয়দ হায়দার আলী। তবে গতকাল ট্রাইব্যুনাল কোনো আদেশ দেননি। আজ বৃহস্পতিবার আদেশের দিন ধার্য করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক, সদস্য বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও এ কে এম জহির আহমেদ বেশ কিছু প্রশ্ন করলে ব্যারিস্টার রাজ্জাক তার জবাব দেন।

প্রসিকিউশনের বক্তব্যের বিপরীতে লিখিত বক্তব্যে বলা হয় : এক নাম্বার প্যারাগ্রাফে বর্ণিত বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত ও বানোয়াট। তদন্তকারী কর্মকর্তা ৪৬ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেছেন মর্মে বক্তব্য সঠিক নয়। বাস্তবে তিনি নিজে এই মনগড়া বক্তব্য তৈরি করেছেন।

মূলত সাক্ষীগণ আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে রাজি না হওয়ায় প্রসিকিউশন তাদেরকে আনতে পারে নাই। এ সংক্রান্তে বিগত ২৪ মার্চ দৈনিক সংগ্রামে, ২৫ মার্চ দৈনিক আমার দেশ এবং ২৭ মার্চ দৈনিক নয়াদিগন্তে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রসিকিউশনের দাবিকৃত সাক্ষী না আনার ৫টি কারণই বাস্তবতা বিবর্জিত তাই পরিত্যাজ্য।

এতে বলা হয় প্রসিকিউশনের দাবিকৃত ৫টি কারণের কোনটিই ধারা ১৯ (২) এর আওতাভুক্ত নয়। কারণগুলো নিম্নরূপ :

প্রসিকিউশন দাবি করছে না যে, তাদের ৪৬ জন সাক্ষী মৃত। যেটি ধারা ১৯(২) এর আওতায় পড়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১নং ক্রমিকে বর্ণিত উষারাণী মালাকার সম্পর্কে প্রসিকিউশন বলেছেন যে, সে অসুস্থ এবং তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে ও ভ্রমণে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষ এর সমর্থনে প্রমাণাদি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি উষারাণী মালাকারের বক্তব্য স্মৃতি লোপ পাওয়ার পূর্বে না পরে রেকর্ড করা হয়েছে তাও বলা হয়নি। আইনত মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যারিস্টার তানভীর আল আমিন পঠিত বক্তব্যে বলা হয় সুখরঞ্জন বালীর নিখোঁজ হওয়া প্রসঙ্গে প্রসিকিউশন বলেছেন যে, সুখরঞ্জন বিগত চার মাস যাবৎ নিখোঁজ। কিন্তু তারা তাদের দাবির সমর্থনে একটি প্রমাণও প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি সত্যিকার অর্থে উক্ত ব্যক্তি এমন দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখোঁজ থেকে থাকতেন তবে তার পরিবারবর্গ নিশ্চয়ই থানায় সাধারণ ডায়েরী করতেন। কিন্তু এ ধরনের কোন প্রমাণাদি প্রসিকিউশন প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপরন্তু বিগত ২৭ মার্চ দৈনিক নয়া দিগন্ত'র এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, উক্ত সাক্ষী মিথ্যা বক্তব্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সম্ভবত সে কারণেই তাকে সাক্ষী দিতে আনা হয়নি।

www.pathagar.com

এতে বলা হয়, আশিষ কুমার মন্ডল, সুমতি রাণী মন্ডল এবং সমর মিস্ত্রি সম্পর্কে প্রসিকিউশনের বক্তব্য হচ্ছে, তারা বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে নিখোঁজ। সম্ভবত তারা নিখোঁজ নয়, কারণ জানুয়ারি মাসে তাদেরকে ঢাকায় আনা হয়েছিল এবং প্রসিকিউশনের তদারকিতে প্রায় এক/দেড় মাস অবধি রাখা হয়, এমনকি একপর্যায়ে প্রসিকিউশন ট্রাইব্যুনালে উক্ত সাক্ষীদের হাজিরাও প্রদান করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রসিকিউশন আদালতকে জানায় যে, গতকাল সাক্ষীগণ তাদের আত্মীয়ের সাথে দেখা করবে বলে বের হয়ে আর ফেরৎ আসেনি। এ মর্মে গত ২৭ মার্চ দৈনিক নয়া দিগন্তে উক্ত সাক্ষীদের নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, তারা প্রসিকিউশনের হেফাজতে এক থেকে দেড় মাস ছিল। তাদের উপর নির্যাতন করা সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় তাদেরকে আনা হয়নি।

এতে আরো বলা হয়, সাক্ষীদের ক্রমিক ৬ থেকে ১৯ সম্পর্কে প্রসিকিউশনের বক্তব্য হচ্ছে, 'আসামীর পক্ষ অবলম্বনকারী পিরোজপুরের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক সাক্ষীদের বাড়িতে গিয়া হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ে ভীত হইয়া সাক্ষীগণ আত্মগোপন করিয়াছে বিধায় তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না'। উক্ত দাবি সম্পূর্ণ অসত্য, মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রসিকিউশন পক্ষ তাদের উক্তরূপ দাবির প্রমাণে কোনরূপ প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তারা একটি প্রমাণও প্রদান করতে পারেনি। মূলত আসামী দরখাস্তকারীর কোন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রুপ নাই, যারা সাক্ষীদের হুমকি/ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারে। স্থানীয় প্রশাসনের তীব্র নজরদারী থাকা সত্ত্বেও আসামীর পক্ষে উক্তরূপ হুমকি/ভয়ভীতি প্রদর্শন করা অসম্ভব। সরকার সমর্থিত দল পিরোজপুরে ক্ষমতাসীন থাকায় কোন ব্যক্তি সাক্ষীদেরকে উক্তরূপ ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে সাহস করবে না। উপরন্তু আসামী পক্ষের আইনজীবীগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে কিছু লোক তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ও ফিরে যেতে বলে। সম্ভবত উক্ত ৬ থেকে ১৯ নং সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় প্রসিকিউশন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে আদালতে হাজির করেননি। উক্ত সাক্ষীদের কেউই পলাতক নয়। উদাহরণস্বরূপ এডভোকেট গোপাল কৃষ্ণ মণ্ডল নিয়মিত স্থানীয় আদালতে প্রাকটিস করছেন।

সাক্ষী খলিলুর রহমান শেখ হাসিনা একাডেমী স্কুলের নাইট গার্ড হিসেবে নিয়মিত স্কুলে হাজিরা দিচ্ছেন।

এতে বলা হয়, ২০ থেকে ৪৬ নং সাক্ষী সম্পর্কে প্রসিকিউশন কি কারণে তাদেরকে আদালতে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না সে মর্মে কোনরূপ কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি উক্ত সাক্ষীগণ আদালতে আসতে অপারগ মর্মেও কোনরূপ দাবি করা হয়নি। সাক্ষীগণ সমাজে নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বক্তব্য ও বিবৃতি প্রদান করছেন সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই আনা সম্ভব। সম্ভবত তারা সাক্ষ্য দিতেই অস্বীকৃতি জানায় তাই প্রসিকিউশন তাদেরকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেনি।

www.pathagar.com

উপস্থাপনায় আরো বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ এর ১৯(২) ধারা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তির উপস্থিতি অকারণে অযথা দীর্ঘ বিলম্ব অথবা অকারণ অত্যাধিক ব্যয় ব্যতিত নিশ্চিত করা সম্ভব নয় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোন অবস্থায় যথা হারিয়ে যাওয়া, আত্মগোপন করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ১৯(২) প্রযোজ্য নয়। প্রসিকিউশন পক্ষের দরখাস্তের প্যারা-২ এ বর্ণিত বক্তব্য সঠিক নয় বিধায় পরিত্যাজ্য। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ এর ৮(৬) ধারা অনুসারে সাক্ষীদের বক্তব্য সঠিকভাবে রেকর্ড করেননি। রেকর্ডকৃত বক্তব্যসমূহ জব্দকৃত মালামাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ছবি ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং উক্ত সাক্ষীদের বক্তব্য কোনভাবেই দালিলিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এতে বলা হয়, প্রসিকিউশনের দরখাস্তে প্যারা-৩ এ বর্ণিত 'যেহেতু মামলার তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট অন্যান্য যে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহাদের মাননীয় আদালতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং যে সমস্ত সাক্ষীগণ আদালতে উপস্থিত হন নাই, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তাহাদের প্রদত্ত বক্তব্যসমূহ একই মানের এবং একই প্রকারের বিধায় উহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে আইনগত কোন অসুবিধা নাই' মর্মে বক্তব্য সঠিক নয় এবং সর্বৈব পরিত্যাজ্য।

উপরন্তু প্যারা-৩ এ বর্ণিত 'উক্ত সাক্ষীদের মাননীয় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করানোর চেষ্টা শুধু কালক্ষেপণ ও ব্যয়বহুল হইবে এবং সেই কারণে উক্তরূপ প্রচেষ্টা যুক্তিসংগত নয়' মর্মে বক্তব্য সঠিক নয় এবং পরিত্যাজ্য।

৫নং প্যারায় বর্ণিত 'উল্লেখিত সাক্ষীদের জবানবন্দী, যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না করিলে ন্যায় বিচার ব্যাহত হইবে এবং প্রসিকিউশনের ক্ষতি হইবে' মর্মে বক্তব্য আদৌ সঠিক নয় এবং পরিত্যাজ্য। বাস্তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত জবানবন্দী সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেই বরং আসামী পক্ষ ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী নিম্নলিখিত কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ক) ইতোমধ্যে পরীক্ষিত বাদী মাহবুবুল আলম হাওলাদার কোর্টে প্রদত্ত সাক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।

খ) সাক্ষী রুহুল আমীন নবীন কোর্টে প্রদত্ত সাক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট দেয়া তার জবানবন্দী অত্র মামলার তদন্ত শুরুর আগেই দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গ) আদালতে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই বক্তব্য তদন্তকারী কর্মকর্তার লিখিত জবানবন্দীর সাথে কোন মিল নাই।

ঘ) তদন্তকারী কর্মকর্তার লিখিত জবানবন্দী যে মনগড়া তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল, বহু সাক্ষীর জবানবন্দী একে অপরের বক্তব্যের সাথে দাড়ি কমাসহ মিল আছে।

২৯-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ১৫ সাক্ষীর প্রদত্ত জবানবন্দী গ্রহণ করে আদেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল

শহীদুল ইসলাম : বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৫ জন সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তার কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছে তা গ্রহণ করে আদেশ দিয়েছেন। সরকার পক্ষ ৪৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী তাদেরকে হাজির করা ছাড়াই প্রদান করার আবেদন করেছিল।

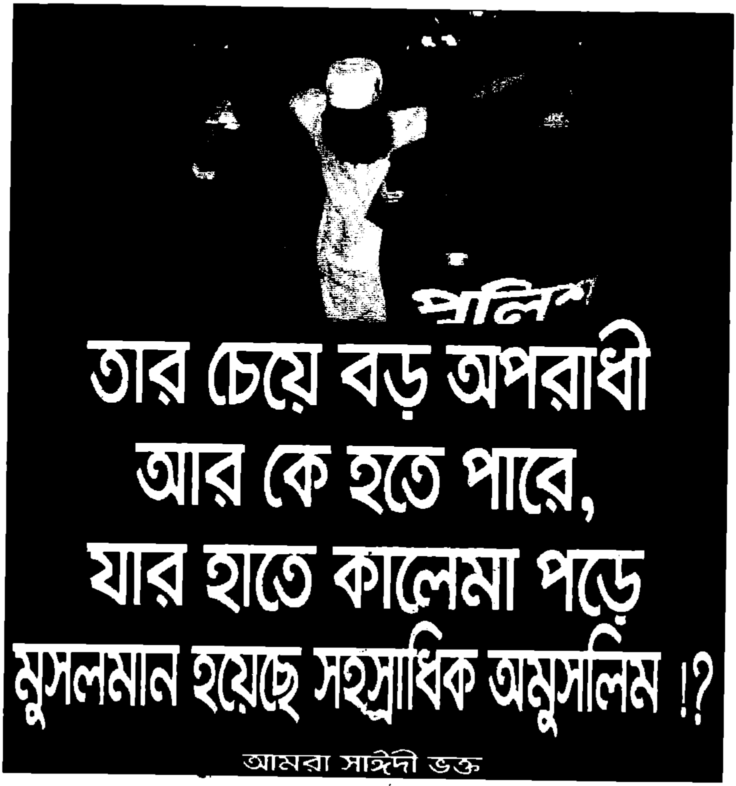

ট্রাইব্যুনাল ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করে বাকি ৩১ জনের সাক্ষ্য বাতিল করেছেন। এর মাধ্যমে প্রসিকিউশন ১৩২ জন সাক্ষীকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে হাজির করবে বলে যে তালিকা আগে দিয়েছিল তার মধ্য থেকে ৯০ জনই বাদ পড়লেন। ১৫ জন সাক্ষীর তদন্ত কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণ করে ট্রাইব্যুনালের দেয়া আদেশকে পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন, জংলী ও জঘন্যতম আদেশ বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেছেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই জঘণ্যতম আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ নেই। আমরা এই আদেশের রিভিউ আবেদন করবো। যে ১৫ জন সাক্ষীর আইওর কাছে প্রদত্ত জবানবন্দী আদালতের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার আদেশ গতকাল (২৯-৩-১২) ট্রাইব্যুনাল দিয়েছেন তারা হলেন- ঊষা রাণী মালাকার, সুখরঞ্জন বালী, আশিষ কুমার মন্ডল, সুমতি রাণী মন্ডল, সমর মিস্ত্রী, সুরেশ চন্দ্র মন্ডল, গণেশ চন্দ্র সাহা, শহিদুল ইসলাম খান সেলিম, আইয়ুব আলী হাওলাদার, সিতারা বেগম, রাণী বেগম, মোহাম্মদ মোস্তফা, আব্দুল লতিফ হাওলাদার, অনিল চন্দ্র মন্ডল ও অজিত কুমার শীল। প্রসিকিউশনের সরবরাহকৃত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মধ্যে ৪ জনকে বাদ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। এই ৪ জন হলেন- গোপাল কৃষ্ণ মন্ডল, বজলুর রহমান, খলিলুর রহমান শেখ ও এছাহাক আলী খান। যাদুকর জুয়েল আইস, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির, লেখক সাহিত্যিক জাফর ইকবালসহ প্রত্যক্ষদর্শী নয় এমন ২৭ জনের আইওর কাছে প্রদত্ত জবানবন্দী ট্রাইব্যুনালে গ্রহণ করার আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়েছে গতকালের আদেশে। আগামী ৮ এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তা নিজেই ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দেবেন। তার সাক্ষী ও জেরার মাধ্যমে প্রসিকিউশনের সাক্ষী শেষ হয়ে যাবে। এরপর আসামী পক্ষ তাদের সাক্ষী হাজির করবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ৬৮ জনসহ মোট ১৩২ জন মাওলানা সাঈদীর বিপক্ষে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেবেন বলে ইতোপূর্বে জানিয়েছিল প্রসিকিউশন। কিন্তু প্রসিকিউশন ১৯ জন প্রত্যক্ষদর্শীসহ এ পর্যন্ত মোট ২৭ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে যারা জবানবন্দী দিয়েছেন এবং আসামী পক্ষ তাদেরকে জেরা সম্পন্ন করেছেন। ১৮ মার্চ পর্যন্ত পরবর্তী সাক্ষী হাজির করার জন্য ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশনকে চরমপত্র দিলে তারা আর সাক্ষী হাজির করতে পারবে না বলে জানায় এবং তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনকে সাক্ষী দেয়ার জন্য হাজির করেন। আদালতে এর বিরোধিতা করেন মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী। পরে ২০ মার্চ তারা লিখিতভাবে জানান যে, প্রসিকিউশন আর কোন সাক্ষী হাজির করতে পারবে না। ফলে ৪৬ জন সাক্ষী ইতোপূর্বে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছে তা আদালতে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। গত ২৭ এবং ২৮ মার্চ এ বিষয়ে উভয় পক্ষের শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর গতকাল আদেশ দেয়া হলো।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বে গঠিত ট্রাইব্যুনালের অপর দুই বিচারক হলেন বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও এ কে এম জহির আহমেদ। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপস্থিতিতে প্রদত্ত এই আদেশে দৈনিক নয়া দিগন্তকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। ৪৬ সাক্ষীর আইওর কাছে প্রদত্ত জবানবন্দী আদালতে গ্রহণ করার আবেদনের পক্ষে নয়া দিগন্তের সাংবাদিক সাক্ষী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এটাকে ট্রাইব্যুনাল অগ্রহণযোগ্য এবং চরম আদালত

www.pathagar.com

অবমাননার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নয়া দিগন্তের রিপোর্টকে আদালতকে সহায়তা করা হয়েছে মর্মে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্যকে গ্রহণ করে শুধু কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন আদেশে। একইভাবে অন্যান্য সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমকে আবারো সতর্ক করে দেন বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম। ১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করে প্রদত্ত আদেশের সাথে ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছেন যে, এদের জবানবন্দী ক্রস এক্সামিন (জেরা) করা হয়নি এটাও ট্রাইব্যুনাল বিবেচনায় রাখবে।

পরে ট্রাইব্যুনাল আগামী ৮ এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষীর দিন ধার্য করেন। তার সাক্ষীর মাধ্যমে প্রসিকিউশনের সাক্ষী শেষ হবে। তারপর আসামী পক্ষ সাক্ষী হাজির করবে। আসামী পক্ষ ইতোপূর্বে ৪৬ জন সাক্ষীর নাম দিয়েছে। গতকাল ট্রাইব্যুনাল বলেছেন যে, কে কোন পয়েন্টে সাক্ষী দিবে তা জানাতে হবে।

ট্রাইব্যুনালের আদেশের পর মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, এই আবেদনটিই ছিল জংলী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। ট্রাইব্যুনাল এটা গ্রহণ করে আমাদেরকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তিনি বলেন, পুলিশ মামলা সাজানোর জন্য কি করে আর কি না করে তা সকলেরই জানা। এজন্য পুলিশের লিখিত জবানবন্দী কখনো সাক্ষীর সাক্ষ্য হিসেবে পৃথিবীর কোন আদালতে কখনো গ্রহণ করা হয় না।

এডভোকেট মিজানুল ইসলাম বলেন, শাহরিয়ার কবির নিজেই পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন যে, তিনি মাওলানা সাঈদীর মামলার কোন সাক্ষী নন। তদন্ত কর্মকর্তা তাকে সাক্ষী বানিয়েছে। তার নামে একটি বক্তব্য লিখে দিয়েছে। একজন সাক্ষী এখানে এসে বলেছেন যে, তদন্ত শুরুর আগেই তার জবানবন্দী নেয়া হয়েছে। অন্যান্য সাক্ষীরা আইওর লিখিত জবানবন্দীর সাথে দ্বিমত পোষণ করে ট্রাইব্যুনালে এসে বক্তব্য দিয়েছেন। তাহলে এই আইওর লিখিত জবানবন্দী সাক্ষীর জবানবন্দী হিসেবে গ্রহণ করার ভিত্তি কোথায়? তিনি বলেন, যেহেতু এই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ নেই তাই আমরা রিভিউ আবেদন করবো। পুলিশের মনগড়া বক্তব্য দিয়ে বিচার হলে সেটা আর বিচার থাকতে পারে না। আমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবো। সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, আইসিটি এ্যাক্টের ১৯(২) ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল ১৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। বাকিদেরটা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, আসামীর সশস্ত্র ক্যাডারদের ভয়ে সাক্ষীরা আসতে পারেনি। এজন্যই আমরা এই আবেদন করেছিলাম।

৩০-৩-১২ দৈনিক সংগ্রাম

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমরা শান্তির সৈনিক

কোরআনের কৌশলে দীপ্ত

www.pathagar.com

হে আল্লাহ!

কোরআনের পাখিকে কোরআনের মাহফিলে ফিরিয়ে দাও